JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৮২৪-১৮৭৩ খ্রি.

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- তাঁর প্রধান অবদান মহাকাব্য রচনা।

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

- কবিতার বিষয়বস্তু : নৈতিকতার দ্বন্দ্ব এবং কাকা বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার বিপরীতে দেশপ্রেমিক মেঘনাদের ক্ষোভ।
- কবিতার মূলবাণী : মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা। ▪ কবিতার লাইন: ৭২ টি

এ কবিতার আলোচ্য বিষয়ে যা থাকছে

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

Part-1	কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য	Step : 1 কবি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন। Step : 2 কবির গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম। Step : 3 কবি সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
Part-2	মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি	Step : 1 মূল কবিতা, শব্দার্থ ও টীকা এবং পাঠ পর্যালোচনা Step : 2 পাঠ-পরিচিতি। Step : 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য।
Part-3	MCQ প্রশ্নোত্তর	Step : 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর। Step : 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর। Step : 3 নার্সিং/ বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর। Step : 4 HSC বোর্ড পরীক্ষার ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর। Step : 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর। Step : 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ [১১শ-১২শ শ্রেণির জন্য]
Part-4	লিখিত অংশ	Step : 1 জ্ঞানমূলক *(মূলপাঠ, লেখক ও অন্যান্য)* প্রশ্নোত্তর। Step : 2 অনুধাবনমূলক *(উদ্ধৃতি ও সংলাপ ব্যাখ্যাকরণ)* প্রশ্নোত্তর।
Part-5	SELF TEST	Step : 1 SELF TEST MCQ প্রশ্নোত্তর । Step : 2 SELF TEST লিখিত।

কবিতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতা অনুসারে রাম ও রাবণ পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো :

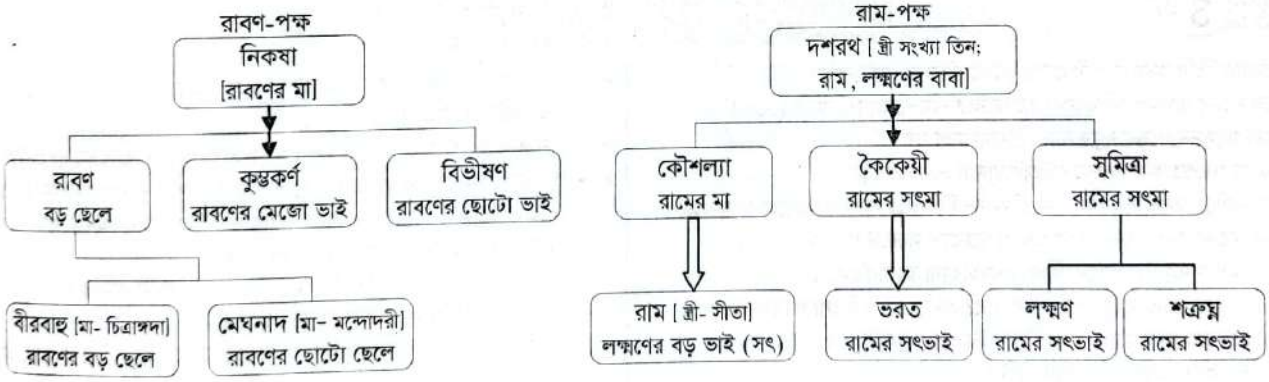

মেঘনাদের বিশেষ পরিচয় ও গুণ

যে নামে ডাকা হয় :
- রাবণি
- বাসবত্রাস
- বাসববিজয়ী
- অরিন্দম
- ইন্দ্রজিৎ
- বীরেন্দ্রবলী

বিশেষ গুণের পরিচয় :
- আত্মসম্মানবোধ
- বীরোচিত আচরণ
- দেশপ্রেম
- বিনয়
- ধৈর্য ও সংযম
- শৌর্য-বীরত্ব

বিভীষণের বিশেষ পরিচয় ও গুণ

বিশেষ পরিচয় :
- সতী নিকষার পুত্র
- রাবণের সহোদর
- কুম্ভকর্ণের সহোদর
- মেঘনাদের চাচা
- মহারথী
- রক্ষোরথী

চরিত্রের বিশেষ গুণ দোষ :
- বিশ্বাসঘাতকতা
- বিনয়
- ধার্মিকতা
- স্বজাতি-বিদ্বেষ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য

Step 1 কবি পরিচিতি

জন্ম : আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রদূত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ এ জানুয়ারি; যশোর জেলার কেশবপুর থানাধীন সাগরদাঁড়ি গ্রাম। **পিতা :** রাজনারায়ণ দত্ত। **মাতা :** জাহ্নবী দেবী। মায়ের তত্ত্বাবধানে গ্রামেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। মধুসূদন ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার হিন্দু কলেজে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। সেখানে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি (১৯ বছর বয়সে) খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে তিনি পিতৃপ্রদত্ত নামের শুরুতে 'মাইকেল' শব্দ যোগ করেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে তাঁকে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করে শিবপুরের বিশপস কলেজে ভর্তি হতে হয়। সেখানেই তিনি গ্রিক, লাতিন ও হিব্রু ভাষা শিক্ষার সুযোগ পান। মধুসূদন বহু ভাষায় দক্ষ ছিলেন। ইংরেজি ও সংস্কৃতসহ ফরাসি, জার্মান এবং ইতালীয় ভাষাতেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁর সাহিত্যচর্চার মাধ্যম ছিল ইংরেজি ভাষা। কিন্তু বিদেশি ভাষার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি মাতৃভাষার কাছে ফিরে আসেন। প্রথম জীবনে আইন পেশায় জড়িত হলেও লেখালেখি করেই পরবর্তীকালে জীবিকা নির্বাহ করেন। মধুসূদন-পূর্ব হাজার বছরের বাংলা কবিতার ছন্দ ছিল পয়ার। একটি চরণের শেষে আর একটি চরণের মিল ছিল ওই ছন্দের অনড় প্রথা। মধুসূদন বাংলা কবিতার এ প্রথাকে ভেঙে দিলেন। তাঁর প্রবর্তিত ছন্দকে বলা হয় 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ'। তবে এটি বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই নবরূপায়ণ। বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটেরও প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা নাটকের উদ্ভবযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তিনি। আধুনিক নাটক 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী' এবং প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', চতুর্দশপদী কবিতাবলি' প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯এ জুন কলকাতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মারা যান। **সমাধিস্থান :** কলকাতার লেয়ার সার্কুলার রোড।

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিধা, স্বীকৃতি ও সাহিত্যকর্ম

নাটক	শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১), মায়াকানন (১৮৭৪), Rizia (অসমাপ্ত নাট্য-কাব্য), বিষ না ধনুর্গুণ (অসম্পূর্ণ)।
কাব্য	The Captive Ladie (১৮৪৯), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), চতুর্দশপদী কবিতাবলি (১৮৬৬), তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০), বীরাঙ্গনা কাব্য (পত্রকাব্য, ১৮৬২), সুভদ্রা-হরণ কাব্য (অসম্পূর্ণ)।
প্রহসন	একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০), বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)।
মহাকাব্য	মেঘনাদবধ কাব্য [১৮৬১; বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক মহাকাব্য]
বঙ্গানুবাদ	'হেক্টরবধ' (১৮৭১, হোমারের 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের প্রথম কয়েকটি সর্গের গদ্যে রচিত বঙ্গানুবাদ)।

ছন্দে ছন্দে মধুসূদন দত্তের রচনাসমূহ

- **নাটক :** নায়িকা কৃষ্ণকুমারী ও শর্মিষ্ঠা পদ্মাবতীর মতোই সুন্দরী একদিন Rizia শুভদ্রাকে নিয়ে বিষ না ধনুর্গুণ দেখতে মায়াকাননে গেল।
- **প্রহসন :** বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ দেওয়া, একেই কি বলে সভ্যতা?
- **কাব্যগ্রন্থ :** তিলোত্তমা কাব্যের নায়িকা ব্রজাঙ্গনা একজন বীরাঙ্গনা।

Step 3 কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কবি ছাড়াও তিনি অন্য যে পরিচয়ে স্বনামধন্য ছিলেন– **নাট্যকার।**
- মধুসূদন দত্তের রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক গীতিকাব্যের নাম– **ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১)।**
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের বন্ধুর নাম– **রাজনারায়ণ বসু।**
- পেত্রার্ক যে দেশের কবি ছিলেন– **ইতালিয়ান।**
- মধুসূদন বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন– **শিবপুরের বিশপস কলেজে অবস্থানকালে।**
- মাইকেল দত্তের দেশপ্রেমের প্রবল প্রকাশ ঘটেছে– **সনেটে।**
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রধান অবদান– **মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে।**
- অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্য– **তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক– **কৃষ্ণকুমারী।**
- 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থে সর্গ সংখ্যা– **৯টি।**
- মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকৃতপক্ষে– **বীর রসের কাব্য।**
- 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থে প্রবল প্রকাশ ঘটেছে– **দেশপ্রেমের।**
- 'দত্তকুলোদ্ভব' কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মূলত– **উনিশ শতকের কবি।**
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ– **The Captive Ladie (১৮৪৯; ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থ)।**
- মাইকেল মধুসূদন রচিত ও প্রকাশিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ– **শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯; নাটক)।**
- তাঁর রচিত অমর মহাকাব্যের নাম– **মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)।**
- মধুসূদন দত্তকে বলা হয়– **বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি। কারণ তিনিই প্রথম সাহিত্যের মাধ্যমে সামাজিক বিদ্রোহ করেন।**
- মহাভারতের দেবযানী-যযাতি উপাখ্যান অবলম্বনে লেখা নাটক– **শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)।**
- গ্রিক পুরাণ থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে লেখা নাটক– **পদ্মাবতী (১৮৬০)।**
- বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন– **পদ্মাবতী নাটকে (দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে)।**
- তিনি হোমারের 'ইলিয়াড'– এর উপাখ্যান অবলম্বনে বাংলা গদ্যে রচনা করেন– **হেক্টরবধ (১৮৭১)।**
- রাজপুত ইতিহাসের বিয়োগান্তক আখ্যান অবলম্বনে লেখা নাটক– **কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)।**
- ইংরেজি শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলদের মদ্যাসক্তি, উচ্ছৃঙ্খলা, অনাচারকে ব্যঙ্গ করে লেখা প্রহসন– **একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০)।**
- আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের গোপন লাম্পট্যকে পরিহাস করে লেখা প্রহসন– **বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)।**
- মহাভারতের সুন্দ ও উপসুন্দের কাহিনি অবলম্বনে লেখা গীতিকাব্য– **তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০)।**
- রামায়ণের রাম-রাবণের কাহিনির ওপর ইউরোপীয় মহাকাব্যের সৌন্দর্য ও দীপ্ত গৌরবের রং মাখিয়ে ওজস্বিনী ভাব ও আলংকারিক ভাষায় লেখা মহাকাব্য– **মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)।**
- রোমান কবি ওভিদের *হিরোইদস্* কাব্যের অবলম্বনে লেখা ব্যক্তি-স্তুতি পত্রকাব্য– **বীরাঙ্গনা।**
- স্বদেশপ্রেম ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ প্রকাশিত সনেট সংকলন– **চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)।**
- তিনি মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করেন– **২৪ বছর বয়সে।**
- মধুসূদনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থের নাম– **'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩; যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত)।**
- মধুসূদনের সাহিত্য সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণ বলা হয়– **মাদ্রাজ থেকে ১৮৫৬ সালের প্রথমদিকে কলকাতায় ফিরে ১৮৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ে মধুসূদনের বিলেত গমনের পূর্বপর্যন্ত।**
- কবি যেসব ভাষায় দক্ষ ছিলেন– **বাংলা, ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিব্রু, পার্সি, জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল ও তেলেগু ভাষায়।**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি

Step 1 মূল কবিতা

"এতক্ষণে"- অরিন্দম কহিলা বিষাদে-
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলিশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী!
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ, "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান! রাঘবদাস আমি; কী প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি;-
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন মহাকুলে?
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথী, এ কি মহারথীপ্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি! দেখিব আজি, কোন দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!

মূল কবিতা

দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কী দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি, -ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?"
মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে;
"নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি! নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে?"
রুষিলা বাসবত্রাস। গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,-"ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি;-কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,- এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।"

[নির্বাচিত অংশ]

শব্দার্থ ও টীকা

- বিভীষণ- রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর। রাম-রাবণের যুদ্ধে স্বপক্ষ ত্যাগকারী। রামের ভক্ত।
- 'এতক্ষণে'- অরিন্দম কহিলা বিষাদে- লক্ষ্মণের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের অনুপ্রবেশের অন্যতম কারণ যে পথপ্রদর্শক বিভীষণ, তা অনুধাবন করে বিস্মিত ও বিপন্ন মেঘনাদের প্রতিক্রিয়া।
- পশিল- প্রবেশ করল।
- অরিন্দম- অরি বা শত্রুকে দমন করে যে। এখানে মেঘনাদকে বোঝানো হয়েছে।
- রক্ষঃপুরে- রাক্ষসদের পুরীতে বা নগরে। এখানে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে।
- রক্ষঃশ্রেষ্ঠ- রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ, রাবণ।
- নিকষা- রাবণের মা।
- তাত- পিতা। এখানে পিতৃব্য বা চাচা অর্থে।
- গঞ্জি- তিরস্কার করি।
- শূলিশম্ভুনিভ- শূলপাণি মহাদেবের মতো।
- কুম্ভকর্ণ- রাবণের মধ্যম সহোদর।
- বাসববিজয়ী- দেবতাদের রাজা ইন্দ্র বা বাসবকে জয় করেছে যে। এখানে মেঘনাদ। একই কারণে মেঘনাদের অপর নাম ইন্দ্রজিৎ।
- রামানুজ- রাম + অনুজ = রামানুজ। এখানে রামের অনুজ লক্ষ্মণকে বোঝানো হয়েছে।
- শমন-ভবনে- যমালয়ে।
- তস্কর- চোর।
- ভঞ্জিব আহবে- যুদ্ধ দ্বারা বিনষ্ট করব।
- আহবে- যুদ্ধে।
- ধীমান্- ধীসম্পন্ন। জ্ঞানী।
- রাঘবদাস- রামচন্দ্রের আজ্ঞাবহ।
- রাঘব- রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এখানে রামচন্দ্রকে বোঝানো হয়েছে।
- রাবণি- রাবণের পুত্র। এখানে মেঘনাদকে বোঝানো হয়েছে।
- বিধু- চাঁদ।
- স্থাণু- নিশ্চল।
- রক্ষোরথী- রক্ষকুলের বীর।
- রথী- রথচালক। রথচালনার মাধ্যমে যুদ্ধ করে যে।
- শৈবাল- শেওলা।
- শৈবালদলের ধাম- পুকুর। বদ্ধ জলাশয়।
- মৃগেন্দ্র- পশুরাজ সিংহ।
- মৃগেন্দ্র কেশরী- কেশরযুক্ত পশুরাজ সিংহ।
- কেশরী- কেশরযুক্ত প্রাণী। সিংহ।
- মহারথী- মহাবীর। শ্রেষ্ঠ বীর।
- মহারথীপ্রথা- শ্রেষ্ঠ বীরদের আচরণ-প্রথা
- প্রগলভে- নির্ভীক চিত্তে।
- সৌমিত্রি- লক্ষ্মণ। সুমিত্রার গর্ভজাত সন্তান বলে লক্ষ্মণের অপর নাম সৌমিত্রি।
- দম্ভী- দম্ভ করে যে। দাম্ভিক।
- নন্দন কানন- স্বর্গের উদ্যান।
- লক্ষি- লক্ষ করে।
- ভর্ৎস- ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করা।
- মজাইলা- বিপদগ্রস্ত করলে।
- বসুধা- পৃথিবী।
- তেঁই- তজ্জন্য। সেহেতু।
- রুষিলা- রাগান্বিত হলো।
- বাসবত্রাস- বাসবের ভয়ের কারণ যে মেঘনাদ।
- মন্দ্র- শব্দ। ধ্বনি।
- জীমূতেন্দ্র- মেঘের ডাক বা আওয়াজ।
- বলী- বলবান। বীর।
- জলাঞ্জলি- সম্পূর্ণ পরিত্যাগ।
- নীচ- হীন। নিকৃষ্ট। ইতর।
- দুর্মতি- অসৎ বা মন্দ বুদ্ধি।
- মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী- মন্ত্রপূত সাপ যেমন মাথা নত করে।
- শাস্ত্রে বলে, ... পরঃ পরঃ সদা!- শাস্ত্রমতে গুণহীন হলেও নির্গুণ স্বজনই শ্রেয়, কেননা গুণবান হলেও পর সর্বদা পরই থেকে যায়।
- স্থাপিলা...ললাটে- বিধাতা চাঁদকে নিশ্চল আকাশে স্থাপন করেছেন।
- নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার- লঙ্কাপুরীতে মেঘনাদের যজ্ঞস্থান। এখানে যজ্ঞ করে মেঘনাদ যুদ্ধে যেত। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে নিরস্ত্র মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতা বৈশ্বানর বা অগ্নিদেবের পূজারত অবস্থায় লক্ষ্মণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে নিহত হয়।

পাঠ পর্যালোচনা

০১। এতক্ষণে ও বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ (রামের ছোট ভাই) যে মেঘনাদকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করেছে এটা বুঝতে পেরে মেঘনাদ (অরিন্দম) বিভীষণকে (মেঘনাদের চাচা) বলে এ কাজ করা কী তোমার উচিত হয়েছে? এরপর মেঘনাদ বিভীষণের বংশপরিচয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে- বিশ্ববিখ্যাত ঋষি বিশ্রবা মুনির স্ত্রী নিকষা সতী তোমার মাতা। রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ বড় ভাই রাবণ। ছোট ভাই কুম্ভকর্ণ শিবের ন্যায় শক্তিশালী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ মেঘনাদ নিজেই বাসববিজয়ী (বাসব অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র)। মেঘনাদের ক্ষোভ এ বংশের লোক হয়ে কীভাবে বিভীষণ রামের পক্ষ নেয়।

০২। এ অংশে মেঘনাদ লক্ষ্মণকে চোর ও চণ্ডাল (হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত নীচু জাত) বলে অভিহিত করেছে। কারণ লক্ষ্মণ কাপুরুষের মতো অন্যায়ভাবে অস্ত্রহীন মেঘনাদকে হত্যা করার জন্য চাচার দেখানো পথে লুকিয়ে চোরের মতো লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করেছে। যা কোনোভাবেই বীরোচিত হতে পারে না। তাই বিভীষণ লক্ষ্মণকে পথ দেখালেও মেঘনাদ বলেছে তারপরেও তোমাকে তিরস্কার করবো না, কারণ তুমি পিতৃতুল্য গুরুজন। তবে দরজা থেকে সরে দাঁড়াও এখনই আমি অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র নিয়ে এসে রামানুজকে (লক্ষ্মণ) শমন ভবনে (মৃত্যুপুরীতে) পাঠাব। মেঘনাদ আরো বলে যে লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরীর শান্তি বিনষ্ট করেছে সেই লঙ্কার কলঙ্ককে আজ আহব তথা যুদ্ধে পরাজিত করে ধ্বংস করব।

০৩। এ অংশে বিভীষণ জ্ঞানী মেঘনাদের কথার উত্তরে বলে তোমার চেষ্টা বৃথা হবে কারণ রাঘবদাস (রামচন্দ্রের অজ্ঞাবহ) আমি। তাই কীভাবে তোমার অনুরোধে আমি রামের বিপক্ষে কাজ করি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIO

CamScanner

০৪। এ অংশে মেঘনাদ আক্ষেপ প্রকাশ করে বলে, চাচা তোমার এসব কথা শুনে মরতে ইচ্ছা করে। মেঘনাদ বিনয়ের সঙ্গে নিজেকে দাস হিসেবে উপস্থাপন করে বলেছে, তুমি যে রামের দাস এ কথা কেমন করে ও মুখে উচ্চারণ করলে বল এ দাসকে। মেঘনাদ নানা ধরনের উপমা প্রয়োগ করে বিভীষণকে বলেছে বিধাতা যে চাঁদকে আকাশের কপালে নিশ্চল করে স্থাপন করেছেন সেই চাঁদ কি কখনো মাটিতে পড়ে ধুলায় গড়াগড়ি খায়? স্বচ্ছ সরোবরে যে রাজহংস মুক্ত মনে খেলা করতে অভ্যস্ত সে কি কখনো শৈবালপূর্ণ কাদা পানিতে খেলা করে? পশুরাজ সিংহ কি কখনো ধূর্ত শিয়ালকে বন্ধু বলে সম্বোধন করে? এ সব উপমার মাধ্যমে মেঘনাদ নিজেদেরকে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, স্বজাতির মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছে। তাই মেঘনাদ বলেছে চাচা তুমি ভেবে দেখ কারণ আমি অজ্ঞ দাস, তুমি বিজ্ঞ? তুমি তো সবই জানো।

০৫। এ অংশে মেঘনাদ লক্ষ্মণকে নীচ ও হীন শ্রেণির মানুষ বলে অভিহিত করেছে। কারণ লক্ষ্মণ চোরের মতো মন্দিরে প্রবেশ করে নিরস্ত্র মেঘনাদকে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছে। মেঘনাদ বলেছে– কহ, মহারথী, এ কি মহারথীপ্রথা? (বল বীর, এটা কী মহান বীরের কাজ) আর লক্ষ্মণের এ কাপুরুষোচিত আচরণের কথা শুনে লঙ্কাপুরীর এমন কোনো শিশু নেই যারা না হেসে পারবে না। তাই পথ ছেড়ে দাও। এখনি ফিরে আসব। দেখবো আজ কোন দেবতার বলে সুমিত্রার কুবুদ্ধি সন্তান লক্ষ্মণ আমাকে বধ করে। দেবতা, দৈত্য ও মানুষের যুদ্ধে আমার পরাক্রম তুমি স্বচক্ষে দেখেছো হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ (বিভীষণ)। কোন কারণে আমি এ রকম দুর্বল মানুষকে (লক্ষ্মণকে) ভয় পাব? নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে (মেঘনাদের পূজার স্থান) যে নির্ভীকচিত্তে প্রবেশ করেছে আজ্ঞা কর সে নরাধমকে শাস্তি দিব। হে পিতৃব্য, তোমার জন্মভূমিতে এক বনবাসী ঢুকে পড়েছে। দৈত্য ও কীটস্বরূপ লক্ষ্মণ স্বর্গীয় উদ্যান ও ফুলস্বরূপ লঙ্কাপুরীতে ধ্বংস সাধনের জন্য প্রবেশ করেছে, এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে মেঘনাদ বলেছে– হে বিধান কর্তা তোমার ভ্রাতৃপুত্র হয়ে এমন অপমান কেমন করে সহ্য করবো। হে রক্ষঃমণি (বিভীষণ), তুমিই বা কেমন করে সহ্য করছো।

০৬। মহামন্ত্র শক্তিতে সাপ যেভাবে মাথা নত করে সেভাবে বিষণ্ন মুখে লজ্জায় বিভীষণ (রাবণ-অনুজ) মেঘনাদকে (রাবণ-আত্মজ) লক্ষ (লক্ষি) করে বলে হে বৎস, আমি দোষী নই, অহেতুক তুমি আমাকে তিরস্কার (ভর্ৎসনা) করছো। নিজ কর্মদোষে (সীতাকে হরণ করে) এ স্বর্ণলঙ্কার রাজা (রাবণ) লঙ্কাকে বিপদগ্রস্ত (মজাইলা) করেছে এবং নিজেও বিপদগ্রস্ত (মজিলা) হয়েছে। দেবকুল সদা পাপ থেকে বিরত থাকে কিন্তু আজ লঙ্কাপুরী পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ঝড়ে (প্রলয়ে) যেভাবে তামাম পৃথিবী ধ্বংস হয়, ঠিক সেভাবে সময়ের স্রোতে লঙ্কাও হারিয়ে যাচ্ছে। সেজন্য নিজেকে রক্ষার জন্য রামের (রাঘব) পায়ের আশ্রয় নিয়েছি। তাছাড়া অন্যের (রাবণের) দোষে আমি কেন বিপদগ্রস্ত হতে যাব? –এ উক্তির মাধ্যমে বিভীষণের চরম স্বার্থপরতার প্রমাণ মেলে।

০৭। রাতে আকাশে যেভাবে মেঘ গর্জন করে তেমনি রাগান্বিত হয়ে (রুষিলা) বাসবত্রাস (ইন্দ্রের ভীতিসঞ্চারকারী মেঘনাদ) বলল, হে ধর্মপথগামী, রাক্ষসরাজানুজ (রাবণের ভাই বিভীষণ) তুমি তো জগতে বিখ্যাত তবে, কোন ধর্মানুসারে নিজের সগোত্র (জ্ঞাতিত্ব), ভ্রাতৃভাব (ভ্রাতৃত্ব), জাতি এসব বিসর্জন (জলাঞ্জলি) দিলে? মেঘনাদ চাচাকে বলে, শাস্ত্রমতে গুণহীন স্বজন, গুণবান পরজনের চেয়েও উত্তম। কারণ পর সবসময় পর-ই থাকে। মেঘনাদ বলে, হে রক্ষবর (বিভীষণ) আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করার শিক্ষা তুমি কোথা থেকে শিখলে? কিন্তু অহেতুক তোমাকে তিরস্কার (গঞ্জি) করছি, হে পিতৃব্য কেনই বা এ বর্বর আচরণ শিখবে না? নিষ্ঠুর ও নীচ প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে যার বাস সে তো দুর্মতি তথা অসৎ বা নিকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন হবেই।

Step 2 পাঠ-পরিচিতি

➢ **পাঠ-পরিচিতি :** 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'র 'বধো' (বধ) নামক ষষ্ঠ সর্গ থেকে সংকলিত। সর্বমোট নয়টি সর্গে বিন্যস্ত 'মেঘনাদবধ-কাব্য'র ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে মৃত্যু ঘটে অসমসাহসী বীর মেঘনাদের। রামচন্দ্র কর্তৃক দ্বীপরাজ্য স্বর্ণলঙ্কা আক্রান্ত হলে রাজা রাবণ শত্রুর উপর্যুপরি দৈব-কৌশলের কাছে অসহায় হয়ে পড়েন। ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর পর মেঘনাদকে পিতা রাবণ পরবর্তী দিবসে অনুষ্ঠেয় মহাযুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে বরণ করে নেন। যুদ্ধজয় নিশ্চিত করার জন্য মেঘনাদ যুদ্ধযাত্রার পূর্বেই নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতা অগ্নিদেবের পূজা সম্পন্ন করতে মনস্থির করে। মায়া দেবী ও রাবণের ভাই বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মণের অনুপ্রবেশ যে মায়াবলে সম্পন্ন হয়েছে এটা বুঝতে তার বিলম্ব হয় না। কপট লক্ষ্মণ নিরস্ত্র মেঘনাদের কাছে যুদ্ধ প্রার্থনা করে এবং লক্ষ্মণ তলোয়ার কোষ মুক্ত করলে মেঘনাদ যুদ্ধসাজ গ্রহণের জন্য সময় প্রার্থনা করলে লক্ষ্মণ তাকে সময় না দিয়ে আক্রমণ করে। এসময় অকস্মাৎ যজ্ঞাগারের প্রবেশদ্বারে বীরযোদ্ধা পিতৃব্য বিভীষণকে দেখে মেঘনাদের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। খুল্লতাত বিভীষণকে প্রত্যক্ষ করে দেশপ্রেমিক নিরস্ত্র মেঘনাদ যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, সেই নাটকীয় ভাষ্যই **'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ'** কবিতাংশে প্রতিফলিত। এ অংশে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়েছে ঘৃণা । জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও জাতিসত্তার সংহতির গুরুত্বের কথা যেমন এখানে ব্যক্ত হয়েছে তেমনি এর বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রকে অভিহিত করা হয়েছে নীচতা ও বর্বরতা বলে। উনিশ শতকের বাংলা নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাল্মীকির রামায়ণকে নবমূল্য দান করেছেন মেঘনাদবধ কাব্যে। মানবকেন্দ্রিকতাই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সারকথা। ওই নবজাগরণের প্রেরণাতেই রামায়ণের রাম-লক্ষ্মণ মধুসূদনের লেখনীতে হীনরূপে এবং রাক্ষসরাজ রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদ যাবতীয় মানবীয় গুণের ধারকরূপে উপস্থাপিত। দেবতাদের আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাম-লক্ষ্মণ নয়, পুরাণের রাক্ষসরাজ রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদের প্রতিই মধুসূদনের মমতা ও শ্রদ্ধা।

➢ **ছন্দ :** কাব্যাংশটি ১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রথম পঙ্ক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় পঙ্ক্তির চরণান্তের মিলহীনতার কারণে এ ছন্দ 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' নামে সমধিক পরিচিত। এ কাব্যাংশের প্রতিটি পঙ্ক্তি ১৪ মাত্রায় এবং ৮ + ৬ মাত্রার দুটি পর্বে বিন্যস্ত। লক্ষ করার বিষয় যে, এখানে দুই পঙ্ক্তির চরণান্তিক মিলই কেবল পরিহার করা হয়নি, যতিপাত বা বিরামচিহ্নের স্বাধীন ব্যবহারও হয়েছে বিষয় ও বক্তব্যের অর্থের অনুষঙ্গে। এ কারণে ভাবপ্রকাশের প্রবহমানতাও কাব্যাংশটির ছন্দের বিশেষ লক্ষণ হিসেবে বিবেচ্য।

Step 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য

সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ

রক্ষঃপুর = রক্ষঃ + পুর	রক্ষোবর = রক্ষঃ + বর
তস্কর = তদ্ + কর	স্বচক্ষে = স্ব + চক্ষে
জলাঞ্জলি = জল + অঞ্জলি	যজ্ঞাগার = যজ্ঞ + আগার
অস্ত্রাগার = অস্ত্র + আগার	রক্ষোরথি = রক্ষঃ + রথি
মৃগেন্দ্র = মৃগ + ইন্দ্র	তথাপি = তথা + অপি
রামানুজ = রাম + অনুজ	রক্ষোমণি = রক্ষঃ + মণি
সম্বোধে = সম্ + বোধে	পদার্পণ = পদ + অর্পণ
সংগ্রাম = সম্ + গ্রাম	স্বজন = স্ব + জন
পদাশ্রয় = পদ + আশ্রয়	বীরেন্দ্র = বীর + ইন্দ্র
রক্ষার্থে = রক্ষা + অর্থে	নরাধম = নর + অধম
নির্গুণ = নিঃ + গুণ	দুরাচার = দুঃ + আচার
দুর্মতি = দুঃ + মতি	জীমূতেন্দ্র = জীমূত + ইন্দ্র

প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয়

অরি + √দম্ + অ = অরিন্দম	বিষ + √সদ্ + অ = বিষাদ
√তন্ + ত = তাত	√শমি + অন = শমন
আ + √হ্বে + অ = আহব	অনু + √রুধ্ + অ = অনুরোধ
√উচ্ + ত = উচিত	√জনি + অন + ঈ = জননী
তদ্ + √কৃ + অ = তস্কর	√চণ্ড্ + আল = চণ্ডাল
√স্থা + ণু = স্থাণু	সম্ + √ভাষ্ + অ = সম্ভাষ
√সুমিত্রা + ই = সৌমিত্রি	√শাস্ + তি = শাস্তি
দিতি + য = দৈত্য	√নন্দি + অন = নন্দন
আ + √শ্রি + অ = আশ্রয়	ন + √চি + অ = নীচ

সমাস নির্ণয়

ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
রক্ষঃকুলের রথী	রক্ষোরথী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অরিকে দমন করে যে	অরিন্দম	উপপদ তৎপুরুষ
রাঘবের দাস	রাঘবদাস	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
শৈবালের দল	শৈবালদল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ভ্রাতার পুত্র	ভ্রাতৃপুত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ভ্রাতার পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র	নিপাতনে সিদ্ধ তৎপুরুষ
বাসবকে জয় করেছে যে	বাসববিজয়ী	উপপদ তৎপুরুষ
অস্ত্র দ্বারা হীন	অস্ত্রহীন	তৃতীয়া তৎপুরুষ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
রক্ষঃকুলের মণি	রক্ষোমণি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
নয় বিদিত (জানা)	অবিদিত	নঞ তৎপুরুষ
রক্ষঃকুলের বর	রক্ষোবর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রক্ষদের (রাক্ষসদের) পুরী	রক্ষঃপুরী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
দম্ভ করে যে	দম্ভী	উপপদ তৎপুরুষ
রক্ষঃকুলের শ্রেষ্ঠ	রক্ষঃশ্রেষ্ঠ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
মহারথীদের প্রথা	মহারথীপ্রথা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
হংসের রাজা	রাজহংস	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
দেবতার বলে	দেববলে	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কুম্ভের ন্যায় কর্ণ যার	কুম্ভকর্ণ	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
দেব, দৈত্য ও নর	দেব-দৈত্য-নর	বহুপদী দ্বন্দ্ব
বীর যে কেশরী	বীরকেশরী	সাধারণ কর্মধারয়
অধম যে নর	নরাধম	সাধারণ কর্মধারয়
মহান যে রথী	মহারথী	সাধারণ কর্মধারয়
জলের নিমিত্তে প্রদেয় অঞ্জলি	জলাঞ্জলি	চতুর্থী তৎপুরুষ
কর্মের দোষ	কর্মদোষ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
লঙ্কা কনকের ন্যায়	কনক-লঙ্কা	উপমিত কর্মধারয়
কাল রূপ সলিল	কালসলিল	রূপক কর্মধারয়
পাপ দ্বারা পূর্ণ	পাপপূর্ণ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
গুণ দ্বারা হীন	গুণহীন	তৃতীয়া তৎপুরুষ
মলিন বদন যার	মলিনবদন	সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
জীমূতের মন্দ্র	জীমূতেন্দ্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অনুরোধ	ওনুরোধ	জীমূতেন্দ্র	জিমুতেন্দ্রো
যজ্ঞাগারে	জোগ্‌গাঁগারে	এতক্ষণে	অ্যাতোক্‌খনে
বিখ্যাত	বিক্‌খ্যাতো	লক্ষ্মণ	লকখোন্
সংগ্রামে	শংগ্রামে	বিপক্ষ	বিপোক্‌খো
রাবণি	রাবোনি	পিতৃব্য	পিত্রিব্‌বো
ভর্ৎস	ভরত্‌শ	ভঞ্জিব	ভন্‌জিবো
মহামন্ত্র	মহামনত্রো	জলাঞ্জলি	জলান্‌জোলি

শব্দের উৎস নির্দেশ

তৎসম	অরিন্দম, বিষাদ, তাত, সহোদর, আহব, ধীমান।

বানান সতর্কতা

এতক্ষণে, লক্ষ্মণ, শূলিশম্ভুনিভ, ভঞ্জিব, স্থাণু, সম্ভাষে, যজ্ঞাগারে, আজ্ঞা, জীমূতেন্দ্র, ভ্রাতৃত্ব, জলাঞ্জলি, রক্ষোবর, স্বজন, গঞ্জি, পিতৃব্য, দুর্মতি।

কবির অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তথ্যাবলি

- বাংলা সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক কবি তথা প্রথম বিদ্রোহী কবি।
- 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি ১৪ মাত্রায় এবং ৮ + ৬ মাত্রার দুটি পর্বে বিন্যস্ত।
- কবিতাটিতে দুই পঙ্‌ক্তির চরণান্তিক মিলই কেবল পরিহার করা হয়নি, যতিপাত বা বিরামচিহ্নের স্বাধীন ব্যবহারও হয়েছে বিষয় ও বক্তব্যের অনুষঙ্গে।
- ভাবপ্রকাশের প্রবহমানতাও কাব্যাংশটির ছন্দের বিশেষ লক্ষণ হিসেবে বিবেচ্য।
- তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জনক।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্যের স্রষ্টা।
- বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক।
- বাংলা সাহিত্যে সনেটের পথিকৃৎ।
- সার্থক ট্র্যাজেডি ও কমেডির প্রথম রচয়িতা।
- প্রথম সার্থক প্রহসনের রূপকার।
- পুরাণ কাহিনির ব্যত্যয় ঘটিয়ে আধুনিক সাহিত্যরস সৃষ্টির প্রথম সফল শিল্পী।
- বাংলার নবজাগরণের প্রথম কবি যিনি পাশ্চাত্য আদর্শ ও পাশ্চাত্য কাব্যকলার অনুকরণে নব্য বাংলা কাব্য সৃষ্টি করেন।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত আধুনিক বাংলা নাটকের জনক।

Part 3 MCQ প্রশ্নোত্তর

Step 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'ক্ষুদ্রমতি নর' কাকে বলা হয়েছে?
ক) বীরবাহু খ) রাম গ) লক্ষ্মণ ঘ) বিভীষণ উ:(গ)

০২. রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান রামচন্দ্রকে কী হিসেবে অভিহিত করা হয়?
ক) সীতানাথ খ) রঘুপতি গ) রাঘব ঘ) রঘুরাজ উ:(গ)

০৩. 'নহি দোষী আমি' কথাটি কে বলেছে?
ক) রাম খ) বিভীষণ গ) মেঘনাদ ঘ) রাবণ উ:(খ)

০৪. বিভীষণ দ্বার ছাড়লে মেঘনাদ কোথায় যাবে বলেছিল?
ক) যজ্ঞাগারে খ) লঙ্কাপুরীতে গ) রাবণের কাছে ঘ) অস্ত্রাগারে উ:(ঘ)

০৫. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশে 'দুর্মতি' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) দুর্গতি খ) অসৎ বা মন্দ বুদ্ধি গ) মন্দ শক্তি ঘ) দুর্বিষহ পরিস্থিতি উ:(খ)

০৬. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশে বিষয়ে বা বক্তব্যে কীসের স্বাধীন ব্যবহার হয়েছে?
ক) ছন্দের খ) অন্ত্যমিলের গ) অলংকারের ঘ) বিরামচিহ্নের উ:(ঘ)

০৭. 'হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে' এখানে 'বীরকেশরী' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক) রাবণকে খ) বিভীষণকে গ) মেঘনাদকে ঘ) কুম্ভকর্ণকে উ:(খ)

০৮. মধুসূদন দত্তের নামের পূর্বে 'মাইকেল' শব্দটি কখন যুক্ত হয়?
ক) ইংল্যান্ড গমন করার পর খ) খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের পর গ) ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পর ঘ) বিদেশ গমনের পূর্বে উ:(খ)

০৯. নিচের কোনটি ভিন্নার্থক শব্দ?
ক) গম্ভীর শব্দ খ) গম্ভীর ধ্বনি গ) মন্দ্র ঘ) মন্ত্র উ:(ঘ)

১০. 'আকাশ'– এর কোন প্রতিশব্দটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) নীলিমা খ) আসমান গ) অম্বর ঘ) গগন উ:(গ)

১১. সম্পূর্ণ পরিত্যাগ অর্থে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) উৎসর্গ খ) ত্যাগী গ) জলাঞ্জলি ঘ) বিসর্জন উ:(গ)

১২. 'যেমতি' বলতে কী বোঝায়?
ক) এমন খ) যেমন গ) তেমন ঘ) কেমন উ:(খ)

১৩. 'এবে' শব্দটির অর্থ কোনটি?
ক) আসবে খ) এখন গ) এমন ঘ) এভাবে উ:(খ)

১৪. 'মজাইলা' শব্দটির অর্থ কী?
ক) মজে গেলো খ) নষ্ট করলে গ) বিপদগ্রস্ত করলে ঘ) আনন্দ-ফুর্তি করলে উ:(গ)

১৫. 'সহিছ' বলতে কী বোঝায়?
ক) সাথে আছে খ) সহ্য করছ গ) সামনে আছে ঘ) সই করেছে উ:(খ)

১৬. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'রাবণ-আত্মজ' কাকে বলা হয়েছে?
ক) বিভীষণকে খ) কুম্ভকর্ণকে গ) মেঘনাদকে ঘ) প্রমীলাকে উ:(গ)

১৭. 'তস্কর' শব্দটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) তুষের ঘর খ) তক্ষক গ) চোর ঘ) তাসের ঘর উ:(গ)

১৮. 'প্রগলভে' শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক) গোপনে খ) প্রাগ্রসর হয়ে গ) নির্ভীকচিত্তে ঘ) নিরপেক্ষভাবে উ:(গ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

১৯. 'জ্ঞাতি' বলতে বোঝায়?
ক জানাশোনা খ জানা গ সগোত্র ঘ উপজাতি [উ: গ]

২০. 'হায়, তাত, উচিত কি তব এ কাজ?' এখানে 'কাজ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক কুম্ভকর্ণের সহায়তা খ লক্ষ্মণের প্রবেশে সহায়তা
গ বিভীষণের সহায়তা ঘ রামচন্দ্রের আজ্ঞা [উ: খ]

২১. 'হায়, তাত, উচিত কি তব এ কাজ?' চরণটিতে 'তাত' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহার হয়েছে?
ক তার জন্য খ পিতামহ গ পিতৃব্য বা চাচা ঘ পিতার বন্ধু [উ: গ]

২২. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশটিতে 'কমলবন' কীসের প্রতীক?
ক অন্যায়ের খ অকল্যাণের গ ন্যায়ের ও কল্যাণের ঘ জীবনের [উ: গ]

২৩. মেঘনাদ 'দুরাচার দৈত্য' বলে অভিহিত করেছেন কাকে?
ক রামকে খ ইন্দ্রকে গ বিভীষণকে ঘ লক্ষ্মণকে [উ: গ]

২৪. 'পৃথিবী'র কোন সমার্থক শব্দটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক বসুন্ধরা খ ধরণি গ বসুধা ঘ বিশ্ব [উ: গ]

২৫. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশটিতে 'সৌমিত্রি' কে?
ক রাম খ রাবণ গ বিভীষণ ঘ লক্ষ্মণ [উ: ঘ]

Step 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা এ কনক-লঙ্কা' এই কর্ম-দোষ হলো– [খ ১৯-২০]
ক মেঘনাদের খ রাবণের গ বিভীষণের ঘ শূর্পণখার [উ: খ]

০২. রাক্ষসের মায়ের নাম কী? [গ ১৯-২০; রাবি ঘ ১৭-১৮; ইবি ঘ ১৬-১৭]
ক সরমা খ বাসন্তী গ কৈকেয়ী ঘ নিকষা [উ: গ]

০৩. 'The Captive Ladie' কাব্যগ্রন্থটি কোন কবির লেখা? [চ ১৯-২০; চবি ক ১০-১১]
ক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ আবদুল হাকিম ঘ বুদ্ধদেব বসু [উ: খ]

০৪. 'লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভক্তিব আহবে' 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'আহব' অর্থ : [ক ১৮-১৯]
ক রাবণ খ যুদ্ধ গ লক্ষ্মণ ঘ বিভীষণ [উ: খ]

০৫. '— যার নীচসহ, নীচ সে দুর্মতি' শূন্যস্থানে বসবে– [খ ১৮-১৯]
ক মতি খ ধর্ম গ গতি ঘ জ্ঞাতি [উ: গ]

০৬. মেঘনাদের পিতামহীর নাম কী? [গ ১৮-১৯]
ক প্রমীলা খ চিত্রাঙ্গদা গ মন্দোদরী ঘ নিকষা [উ: ঘ]

০৭. 'নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?' এখানে 'তস্কর' কে? [ক ১৭-১৮]
ক মেঘনাদ খ লক্ষ্মণ গ কুম্ভকর্ণ ঘ বিভীষণ [উ: খ]

০৮. নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ কোন দেবতার উদ্দেশে পূজা নিবেদন করেছিলেন? [ঘ ১৭-১৮]
ক অগ্নিদেবতা খ মহাদেব গ ইন্দ্র ঘ ব্রহ্মা [উ: ক]

০৯. 'নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি' এ চরণের 'কোপি'র সমার্থক কোনটি? [ঘ ১৭-১৮]
ক বজ্র খ বিদ্যুৎ গ আঘাত ঘ ক্রুদ্ধ [উ: ঘ]

১০. 'বঙ্গভাষা' কবিতার মূল বিষয় কোনটি? [খ ০৭-০৮]
ক মাতৃভাষার মাধুর্য বর্ণনা করা খ মাতৃভাষারূপ ভান্ডারের শূন্যতায় আক্ষেপ
গ মাতৃভাষার দৈন্যদশায় দুঃখ প্রকাশ ঘ মাতৃভাষার জয়গান [উ: ঘ]

১১. 'বঙ্গভাষা' সনেট প্রথমে কী নামে লেখা হয় বা এর পূর্ব নাম কী? [গ ১৩-১৪]
ক কবি-মাতৃভাষা খ মাতৃভাষা গ মহাভাষার অহঙ্কার ঘ আত্মবিলাপ [উ: ক]

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'উত্তরিলা কাতরে রাবণি' এখানে 'রাবণি' বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন? [A ১৭-১৮]
ক রাবণের পুত্র মেঘনাদকে খ রাবণের সহোদর বিভীষণকে
গ রাবণের স্ত্রীকে ঘ রাবণকে [উ: ক]

০২. মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রিয় নদ কোনটি? [E ১৭-১৮]
ক ব্রহ্মপুত্র খ ভৈরব গ কপোতাক্ষ ঘ কুমার [উ: গ]

০৩. 'গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুর্মতি' উক্তিটি কার? [E ১৭-১৮]
ক বিভীষণ খ রাবণ গ মেঘনাদ ঘ রাম [উ: গ]

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'হায়, তাত, উচিত কি তব এ কাজ' এখানে 'তাত' কাকে বলা হয়েছে? [C ২২-২৩]
ক বিভীষণ খ মেঘনাদ গ রাবণ ঘ লক্ষ্মণ [উ: ক]

০২. কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত নাটক? [C ২২-২৩]
ক নীলদর্পণ খ সাজাহান গ শর্মিষ্ঠা ঘ কুলীনকুলসর্বস্ব [উ: গ]

০৩. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটি কোন ছন্দে রচিত? [ঘ ১৯-২০, রাবি E ১৪-১৫]
ক মাত্রাবৃত্ত খ মিশ্রচরণ গ অক্ষরবৃত্ত ঘ সমচরণ [উ: গ]

০৪. 'কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল কাননে' এখানে 'শৈবাল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [C ১৯-২০]
ক পরদেশ খ পরভাষা গ মাতৃভাষা ঘ মাতৃভূমি [উ: খ]

০৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত শিবপুরের বিশপস কলেজে কোন কোন ভাষা শেখেন? [C ১৯-২০]
ক লাতিন, হিব্রু ও ফরাসি খ গ্রিক, লাতিন ও হিব্রু
গ জার্মান, লাতিন ও হিব্রু ঘ গ্রিক, সংস্কৃত ও লাতিন [উ: খ]

০৬. মধুসূদন বিষয়ে নিচের কোন উক্তিটি ঠিক নয়? [C ১৯-২০]
ক তিনি চতুর্দশপদী কবিতার প্রবর্তক খ তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক
গ তিনি পয়ার ছন্দের প্রবর্তক ঘ তিনি বহু ভাষায় দক্ষ ছিলেন [উ: গ]

০৭. লঙ্কাপুরীতে মেঘনাদের যজ্ঞাগারের নাম কী? [C ১৯-২০; বেরোবি C ১৬-১৭]
ক নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার খ নিশুম্ভিলা যজ্ঞাগার
গ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার ঘ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার [উ: ক]

০৮. '— বসাও আনি রাজার আলয়ে' শূন্যস্থানে কী হবে? [C ১৯-২০]
ক রাঘবে খ অরিকে গ তস্করে ঘ চণ্ডালে [উ: ক]

০৯. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় রাজহংস কোথায় খেলা করে? [F ১৯-২০]
ক পঙ্কজ-কাননে খ স্বচ্ছ সরোবরে গ পঙ্কিল সলিলে ঘ শৈবাল দলে [উ: খ]

১০. বিভীষণ সম্পর্কে নিচের কোন উক্তিটি ঠিক নয়? [C ১৯-২০]
ক সৌমিত্রির সহোদর খ রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর
গ রাম-রাবণের যুদ্ধে স্বপক্ষ ত্যাগকারী ঘ রামের ভক্ত [উ: ঘ]

১১. মাইকেল মধুসূদন দত্তের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতিকাব্য কোনটি? [F ১৯-২০]
ক কৃষ্ণকুমারী খ ব্রজাঙ্গনা গ পদ্মাবতী ঘ শর্মিষ্ঠা [উ: খ]

১২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কেন হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেছিলেন? [F ১৯-২০]
ক ভাষা শিক্ষার জন্য খ বিদেশ যাওয়ার জন্য
গ ধর্মত্যাগ করার জন্য ঘ বিদেশি সাহিত্য চর্চার জন্য [উ: গ]

১৩. 'রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, — দাসের! কী দেখি/ডরিবে এ — হেন দুর্বল মানবে?' [F ১৮-১৯]
ক পরাক্রম, বীর খ রাক্ষস, দাস গ বীর, দাস ঘ পরাক্রম, দাস [উ: ঘ]

১৪. 'মেঘনাদবধ কাব্য' এর কোন সর্গে মেঘনাদের মৃত্যু হয়? [A ১৮-১৯]
ক ১ম খ ৬ষ্ঠ গ ৫ম ঘ ৭ম [উ: খ]

১৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত সালে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন? [A ১৮-১৯]
ক ১৮৪৭ খ ১৮৪৩ গ ১৮৪৯ ঘ ১৮৪২ [উ: ক]

১৬. 'ছাপিলা বিধুরে বিধি ছাণুর ললাটে।' এখানে 'ছাণু' শব্দটির অর্থ কী? [C ১৮-১৯]
ক নিশ্চল খ নির্মল গ নিটোল ঘ নীরব [উ: ক]

১৭. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের অন্তর্নিহিত ভাব —— [C, ১৭-১৮]
ক মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা খ দেশদ্রোহিতার প্রতি ঘৃণা
গ জাতিসত্তার সংহতির প্রতি গুরুত্ব ঘ সবকটি [উ: ঘ]

১৮. 'যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে'। এ অংশটি কোন লেখার অন্তর্গত? [E১৭-১৮]
ক পাঞ্জেরি খ সোনার তরী গ জীবন-বন্দনা ঘ বঙ্গভাষা [উ: ঘ]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন দেশের কবি প্রথম সনেট লিখেন? [A ২২-২৩]
ক ইতালি খ ফ্রান্স গ জার্মানি ঘ ইংল্যান্ড [উ: ক]

০২. 'শূলিশম্ভুনিভ' কাকে বলা হতো? [C ১৯-২০]
ক বিভীষণকে খ কুম্ভকর্ণকে গ মেঘনাদকে ঘ দেবরাজ ইন্দ্রকে [উ: খ]

০৩. বাংলা সাহিত্যে প্রথম পত্রকাব্য রচয়িতা কে? [A ১৮-১৯]
ক মাগন ঠাকুর খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ [উ: খ]

০৪. কাব্য-গঠনে সনেটের উৎস কোন দেশ? [A ১৮-১৯]
ক বাংলাদেশ খ ইতালি গ চীন ঘ গ্রিস [উ: খ]

০৫. 'পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে' এর পরের চরণ কোনটি? [E ১৭-১৮]
ক বনবাসী। হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে খ লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভক্তিব আহবে
গ ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে ঘ অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে [উ: খ]

০৬. 'চণ্ডালে বসাও আনি —— আলয়ে' শূন্যস্থানে কোন শব্দ বসবে? [A ১৭-১৮]
ক তস্করের খ রাজার গ বাঘের ঘ সিংহের [উ: খ]

০৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক– [০৬-০৭]
ক নীল-দর্পণ খ কবর গ কৃষ্ণকুমারী ঘ বিষবৃক্ষ [উ: খ]

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৮. মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন– [০৬-০৭]
ক বুড়িদিয়া খ সাগরদাঁড়ি গ দেওয়াটখালি ঘ নারুচি — উ: খ

০৯. পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সনেট রচনা করেন কে? [০৬-০৭; চবি ঙ ০৩-০৪]
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ পেত্রার্ক গ হোমার ঘ ঈশ্বরগুপ্ত — উ: খ

১০. বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা কে? [গ ০৭-০৮; চবি ঘ ১১-১২]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ নজরুল ইসলাম
গ জসীমউদ্‌দীন ঘ মাইকেল মধুসূদন দত্ত — উ: ঘ

১১. কোনটি মধুসূদন দত্তের রচনা? [০৮-০৯; চবি ঘ ০৭-০৮, জ ০৯-১০, ঘ ১৬-১৭]
ক বাংলাদেশ খ স্বদেশি ভাষা গ স্বদেশ ঘ বঙ্গভাষা — উ: ঘ

১২. আধুনিক বাংলা কবিতার জনক– [০৯-১০; জাককানইবি ক ১৬-১৭; বেরোবি খ ১৬-১৭]
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ শামসুর রাহমান
গ অমিয় চক্রবর্তী ঘ সুকান্ত ভট্টাচার্য — উ: ক

১৩. গোলাম মুরশিদ রচিত 'আশার ছলনে ভুলি' বইটি– [A ১৩-১৪]
ক মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী খ মীর মশাররফ হোসেনের জীবনী
গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী ঘ কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী — উ: ক

১৪. 'কপোতাক্ষ নদকে' মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করেন– [E ১৩-১৪]
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ আহসান হাবীব গ জসীমউদ্‌দীন ঘ কায়কোবাদ — উ: ক

১৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত লন্ডন গিয়েছিলেন কী অধ্যয়নের জন্য? [D ১৫-১৬]
ক সাহিত্য খ আইন গ জীববিজ্ঞান ঘ পদার্থবিদ্যা — উ: খ

১৬. মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিবাহ করেছিলেন– [D ১৫-১৬]
ক কলকাতা খ চেন্নাই গ লন্ডন ঘ প্যারিস — উ: খ

১৭. অমিত্রাক্ষর ছন্দের মানে হলো– [D ১৫-১৬]
ক যে কবিতায় অন্ত্যমিল নেই খ যে কবিতায় কোনো ছন্দ নেই
গ যে কবিতার প্রথম ও তৃতীয় লাইনে দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনে মিল আছে।
ঘ যে কবিতা অষ্টক ও ষটক এই দুই ভাগে বিভক্ত — উ: ক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত নাটক নয়? [B : ২৩-২৪]
ক শর্মিষ্ঠা খ পদ্মাবতী গ কৃষ্ণকুমারী ঘ চিত্রাঙ্গদা — উ: ঘ

০২. ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে দ্বিশতজন্মবর্ষ পালিত হলো- [D1 : ২৩-২৪]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ কাজী নজরুল ইসলামের
গ রাজা রামমোহন রায়ের ঘ মাইকেল মধুসূদন দত্তের — উ: ঘ

০৩. নিচের কোনটি উপন্যাস নয়? [D1 : ২৩-২৪]
ক দিবারাত্রির কাব্য খ শেষের কবিতা
গ পল্লী-সমাজ ঘ কবিতার কথা — উ: ঘ

০৪. নিচের কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা নয়? [A : ২৩-২৪]
ক বীরাঙ্গনা কাব্য খ আমি বীরাঙ্গনা বলছি
গ মেঘনাদবধ কাব্য ঘ একেই কি বলে সভ্যতা? — উ: খ

০৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলকাতার কোন কলেজের ছাত্র ছিলেন? [B ২২-২৩]
ক হিন্দু কলেজ খ সংস্কৃত কলেজ
গ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ঘ বঙ্গবাসী কলেজ — উ: ক

০৬. কোনটি সনেট? [D : ২১-২২]
ক আমার পূর্ব বাংলা খ কপোতাক্ষ নদ গ সোনার তরী ঘ প্রলয়োল্লাস — উ: খ

০৭. বাসববিজয়ী কে? [B : ২১-২২]
ক রাম খ লক্ষ্মণ গ মেঘনাদ ঘ ইন্দ্র — উ: গ

০৮. 'সনেট' কাব্যাঙ্গিক কোনটি? [A : ২১-২২]
ক ১৪ লাইন ১৪ অক্ষর খ ১২ লাইন ১২ অক্ষর
গ ১৪ লাইন ১৮ অক্ষর ঘ ১৬ লাইন ১৬ অক্ষর — উ: ক

০৯. 'নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা/এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!' কার উক্তি? [B ১৯-২০]
ক মেঘনাদ খ রাম গ রাবণ ঘ বিভীষণ — উ: ঘ

১০. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভাষা' কবিতাটিতে মূলত কী ভাব প্রকাশ পেয়েছে? [D ১৯-২০]
ক আত্মপ্রেম খ আত্মনিন্দ গ আত্মপ্রবঞ্চনা ঘ আত্মগ্লানি — উ: ঘ

১১. 'শমন-ভবন' কী? [A ১৮-১৯; ইবি H ১৬-১৭]
ক দেবালয় খ যমালয় গ যজ্ঞালয় ঘ বাসবালয় — উ: খ

১২. নিচের কোনটি গদ্য রচনা নয়? [B ১৭-১৮]
ক ব্রজাঙ্গনা কাব্য খ দিবারাত্রির কাব্য
গ বাংলার কাব্য ঘ শেষের কবিতা — উ: ক

১৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত প্রহসন কোনটি? [B ১৭-১৮]
ক বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ খ বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ
গ বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ ঘ বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ — উ: ক

১৪. 'বীরাঙ্গনা কাব্য' কে লিখেছেন? [খ ০৫-০৬]
ক মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ বন্দে আলী মিয়া ঘ মধুসূদন দত্ত — উ: খ

১৫. মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী? [চ ০৮-০৯]
ক বীরাঙ্গনা খ ব্রজাঙ্গনা
গ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ঘ মেঘনাদবধ কাব্য — উ: গ

১৬. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি'র রচয়িতা কে? [ঘ ১০-১১]
ক বিহারীলাল খ রবীন্দ্রনাথ গ সত্যেন্দ্রনাথ ঘ মধুসূদন — উ: ঘ

১৭. 'রেখো মা দাসেরে মনে' পঙ্‌ক্তিটি কার রচনা? [C, ১২-১৩]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ জীবনানন্দ দাশ — উ: খ

১৮. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ কোন বিদেশি কবির রচনার অনুসৃতি? [D ১৫-১৬]
ক জন বায়রন খ কীটস গ মিলটন ঘ শেলী — উ: গ

১৯. বিভীষণ কার ভাই? [G ১৬-১৭]
ক রাবণের খ মেঘনাদের গ লক্ষ্মণের ঘ মন্দোদরীর — উ: ক

২০. মেঘনাদের স্ত্রীর নাম কী? [C, ১৬-১৭]
ক সীতা খ চিত্রাঙ্গদা গ প্রমীলা ঘ মন্দোদরী — উ: গ

২১. 'মেঘনাদবধ কাব্য'র উৎস কী? [I ১৬-১৭]
ক রামায়ণ খ মহাভারত গ গীতা ঘ বেদ — উ: ক

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটুকু মেঘনাদবধ কাব্যের কোন সর্গ থেকে নেয়া হয়েছে? [B : ২১-২২; বেরোবি A ১৯-২০]
ক দ্বিতীয় খ চতুর্থ গ ষষ্ঠ ঘ অষ্টম — উ: গ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. মেঘনাদের প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয়ে বিভীষণ কীভাবে উত্তর দেয়? [A ১৯-২০]
ক হাস্য বদনে খ মলিন বদনে
গ অবনত মস্তকে ঘ করুণ নয়নে — উ: খ

০২. 'নন্দন কাননে ভ্রমে দুরাচার দৈত্য' এখানে 'দুরাচার' কে? [A ১৯-২০]
ক রাম খ লক্ষ্মণ গ বিভীষণ ঘ কুম্ভকর্ণ — উ: খ

০৩. "এতক্ষণে"- অরিন্দম কহিলা বিষাদে- এখানে 'অরিন্দম' কে? [AL ১৭-১৮]
ক রাবণ খ বিভীষণ গ মেঘনাদ ঘ লক্ষ্মণ — উ: গ

০৪. 'টিমোথি পেনপোয়েম' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন : [ঘ ১৭-১৮; চবি ঙ ১০-১১]
ক মধুসূদন দত্ত খ জীবনানন্দ দাশ
গ সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ আহসান হাবীব — উ: ক

০৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত ছন্দের নাম কী? [AL ১৭-১৮]
ক অমিত্রাক্ষর খ মাত্রাবৃত্ত গ স্বরবৃত্ত ঘ মন্দাক্রান্তা — উ: ক

০৬. সনেট কী? [ক ১৫-১৬]
ক কবিতার রূপকল্পের নাম খ ছন্দের নাম
গ কবিতার নাম ঘ অলংকারের নাম — উ: ক

০৭. মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে মাসে মৃত্যুবরণ করেন– [ক ১৬-১৭]
ক মে খ জুন গ জুলাই ঘ আগস্ট — উ: খ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি মধুসূদন দত্তের রচনা নয়? [B ১৯-২০]
ক শকুন্তলা খ হেক্টরবধ গ শর্মিষ্ঠা ঘ মেঘনাদবধ কাব্য — উ: ক

০২. কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্য? [C ১৯-২০; খুবি B ১৮-১৯]
ক ব্রজাঙ্গনা খ বিলাতের পত্র গ বীরাঙ্গনা ঘ হিমালয় — উ: গ

০৩. 'রাঘবের দাস তুমি' এখানে 'রাঘবের দাস' কে? [A ১৭-১৮]
ক লক্ষ্মণ খ বিভীষণ গ রাবণ ঘ রাম — উ: খ

০৪. নিচের কারা রাঘবারি? [A ১৭-১৮]
ক রাম, লক্ষ্মণ খ রাবণ, মেঘনাদ
গ বিভীষণ, রাম ঘ রাম, মেঘনাদ — উ: খ

০৫. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার 'রাঘব' কারা? [A ১৭-১৮]
ক রাবণ, রাম খ রাম, লক্ষ্মণ গ মেঘনাদ, বিভীষণ ঘ রাম, বিভীষণ — উ: খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৬. মধুসূদন দত্ত কত সালে নিজের নামের শুরুতে মাইকেল যোগ করেন? [C ১৭-১৮]
(ক) ১৯২৪ (খ) ১৯৩৪ (গ) ১৮৪৩ (ঘ) ১৯৪৪ উ: গ

০৭. 'কপোতাক্ষ নদ' কোন জাতীয় কবিতা? [B -১৩-১৪]
(ক) সনেট (খ) পয়ার (গ) গীতিকবিতা (ঘ) লিমেরিক উ: ক

০৮. 'নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?' কে, কাকে বলেছে? [A ১৬-১৭]
(ক) রাবণ, মেঘনাদকে (খ) মেঘনাদ, রাবণকে
(গ) মেঘনাদ, বিভীষণকে (ঘ) বিভীষণ, মেঘনাদকে উ: গ

০৯. 'রামচন্দ্র' কোন বংশের জাতক? [A ১৬-১৭]
(ক) চন্দ্রবংশ (খ) রঘুবংশ (গ) সূর্যবংশ (ঘ) কুলীনবংশ উ: খ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অমরাবতী' কী? [B ১৭-১৮]
(ক) স্বর্গ (খ) নরক (গ) আনন্দ (ঘ) বেদনা উ: ক

০২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত মৃত্যুবরণ করেন– [চ ০৪-০৫]
(ক) ভার্সাই (খ) সাগরদাঁড়ি (গ) মাদ্রাজ (ঘ) কোলকাতা উ: ঘ

০৩. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক সনেট লেখক– [গ ০৪-০৫]
(ক) রবীন্দ্রনাথ (খ) নজরুল
(গ) অক্ষয়কুমার বড়াল (ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত উ: ঘ

০৪. মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেশপ্রেমের প্রবল প্রকাশ ঘটেছে– [গ ০৫-০৬]
(ক) মহাকাব্যে (খ) নাটকে (গ) পত্রকাব্যে (ঘ) সনেটে উ: ঘ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার' কী? [C ১৯-২০]
(ক) নন্দন কানন (খ) শৈবালদলের ধাম
(গ) কারখানা (ঘ) মন্দির উ: ঘ

০২. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' অংশে প্রতি চরণে মাত্রাবিন্যাস কত? [A ১৮-১৯]
(ক) ৬ + ৮ = ১৪ (খ) ৮ + ৬ = ১৪
(গ) ৬ + ৬ + ২ = ১৪ (ঘ) ৬ + ২ + ৬ = ১৪ উ: খ

০৩. 'পরদোষে কে চাহে মজিতে' উক্তিটি কার? [B ১৮-১৯]
(ক) বীরবাহুর (খ) রামের (গ) বিভীষণের (ঘ) মেঘনাদের উ: গ

০৪. 'পদ্মাবতী' নাটকটি কার লেখা? (B ১২-১৩)
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (খ) আলাওল
(গ) জায়সী (ঘ) মীর মশাররফ হোসেন উ: ক

০৫. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে' মেঘনাদের উপাধি কোনটি? [B ১৬-১৭]
(ক) অরিন্দম (খ) দুর্মতি (গ) তস্কর (ঘ) লক্ষর উ: ক

০৬. 'রামানুজ' শব্দটির অর্থ কী? [B ১৬-১৭]
(ক) রামের অনুসারী (খ) রাম থেকে জন্ম
(গ) রামের সঙ্গে বসবাসকারী (ঘ) রামের ছোট ভাই লক্ষ্মণ উ: ঘ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. "এতক্ষণে"– অরিন্দম কহিলা বিষাদে–; আলোচ্য কবিতাংশে কোন জাতীয় অনুভব প্রাধান্য পেয়েছে? [B ১৮-১৯]
(ক) সাহস ও উদ্যম (খ) ভয় ও হিংসা (গ) আনন্দ ও হতাশা (ঘ) বিপন্ন ও বিস্ময় উ: ঘ

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত নাটক? [D ১৭-১৮]
(ক) কৃষ্ণকুমারী (খ) বসন্তকুমারী (গ) নীল-দর্পণ (ঘ) জমীদার-দর্পণ

০২. 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সর্গ সংখ্যা কয়টি? [E ১৭-১৮; বেরোবি B ১৬-১৭]
(ক) ৮টি (খ) ৯টি (গ) ১২টি (ঘ) ১৫টি

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নিজগৃহপথ তাত দেখাও তস্করে?' এ কবিতাংশে 'তাত' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [B ১৬-১৭]
(ক) ভ্রাতা অর্থে (খ) পিতৃ অর্থে
(গ) পিতৃব্য অর্থে (ঘ) শত্রুপক্ষ অর্থে

০২. 'মেঘনাদবধ কাব্যে' কত দিনের ঘটনা বর্ণিত আছে? [C ১৭-১৮]
(ক) দুই দিন ও দুই রাত্রির (খ) দুই দিন ও তিন রাত্রির
(গ) তিন দিন ও দুই রাত্রির (ঘ) তিন দিন ও তিন রাত্রির

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'রাক্ষসরাজানুজ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে কাকে? [F ১৭-১৮]
(ক) রামকে (খ) লক্ষ্মণকে (গ) বিভীষণকে (ঘ) রাবণকে

০২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত কোনটি প্রথম বিয়োগান্তক নাটক? [D ১৪-১৫]
(ক) শর্মিষ্ঠা (খ) কৃষ্ণকুমারী (গ) পদ্মাবতী (ঘ) মেঘনাদবধ

০৩. 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনটির লেখক কে? [G ১৭-১৮]
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী নজরুল ইসলাম
(গ) বন্দে আলী মিয়া (ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

০৪. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'র কোন সর্গ থেকে নেওয়া হয়েছে? [F ১৭-১৮]
(ক) অভিষেকো (খ) বধো (গ) অস্ত্রলাভো (ঘ) সংক্রিয়া

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মূল ভাববস্তু কী? [D ১৬-১৭]
(ক) স্বজনপ্রীতি (খ) সেনা পরিচালনা (গ) দেশপ্রেম (ঘ) ধর্মযুদ্ধ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' কত সালে প্রকাশিত হয়? [E -১৩-১৪]
(ক) ১৮৫০ (খ) ১৮৬১ (গ) ১৮৫৯ (ঘ) ১৮৬৫

০২. 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' কোন জাতীয় শিল্পকর্ম? [E, সেট ২ : ১৪-১৫]
(ক) উপন্যাস (খ) নাটক (গ) প্রহসন (ঘ) ছোটগল্প

০৩. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট কোনটি? [C-১৫-১৬; পাবিপ্রবি ১৬-১৭; ইবি হ ০৪-০৫]
(ক) বঙ্গভাষা (খ) কপোতাক্ষ নদ (গ) সমুদ্রের প্রতি রাবণ (ঘ) মাতৃভাষা

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. "বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" কবিতাংশে 'বাসবত্রাস' বলা হয়েছে– [Humanities : ২১-২২; ঢাবি ক ১৯-২০, ক ১৬-১৭]
(ক) বিভীষণকে (খ) মেঘনাদকে (গ) লক্ষ্মণকে (ঘ) রামকে

০২. 'অরিন্দম' শব্দটির অর্থ কী? [Science : ২০-২১; জাককানইবি AP 17-18]
(ক) শত্রু দমনকারী (খ) বন্ধু (গ) আত্মীয় (ঘ) চোর

Step 3 নার্সিং/বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. বাংলা সাহিত্যে সনেট রচনার প্রবর্তক কে? [BSC Nursing'19-20]
(ক) দেবেন্দ্রনাথ সেন (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) মোহিতলাল মজুমদার উ: গ

০২. বাংলা কাব্যে 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' প্রবর্তন করেন কে? [Diploma Nursing'20-21]
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (খ) কাজী নজরুল ইসলাম
(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) কায়কোবাদ উ: ক

০৩. 'পরধন লোভে মত্ত' কবিতাংশটি কোন কবির কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে? [Diploma Midwifery'18-19]
(ক) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) নবীনচন্দ্র সেন
(গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

০৪. বাংলা পদ্যের জনক কে? [Diploma Nursing'16-17]
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
(গ) আলাওল (ঘ) প্যারীচাঁদ মিত্র

০৫. 'বঙ্গভাষা' কবিতা কোন ছন্দে রচিত? [Diploma Nursing'15-16]
(ক) স্বরবৃত্ত (খ) অক্ষরবৃত্ত (গ) অমিত্রাক্ষর (ঘ) মাত্রাবৃত্ত

CamScanner

Step 4 HSC বোর্ড পরীক্ষা ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. "হায়, তাত, উচিত কি তব এ কাজ?" মেঘনাদের এই উক্তির মধ্য দিয়ে বিভীষণের কোন কাজটি পছন্দ হয়নি? [ঢা. বো. '১৯]
ⓚ লক্ষ্মণকে যজ্ঞাগারে প্রবেশে সাহায্য করা ⓚ ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যায় সহায়তা করা
ⓖ মাতৃ আজ্ঞা পালন না করা ⓖ মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ না করা উ: ক

০২. 'নিকষা' কার মা? [চ. বো. '১৬]
ক রামের খ রাবণের গ মেঘনাদের ঘ বিভীষণের উ: খ

০৩. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'তস্কর' বলা হয়েছে- [ব. বো. '১৭]
ক রামকে খ লক্ষ্মণকে গ বিভীষণকে ঘ বাসবকে উ: খ

০৪. মহাকবি হোমারের হেক্টরকে আমরা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হিসেবে দেখি। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় উক্ত চরিত্রটি কার প্রতিনিধিত্ব করে? [রা. বো. '১৭]
ক রামচন্দ্র খ মেঘনাদ গ রাবণ ঘ বিভীষণ উ: খ

০৫. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'ধীমান' বলে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে? [সি. বো. '১৯]
ক রাবণ খ মেঘনাদ গ কুম্ভকর্ণ ঘ বিভীষণ উ: খ

০৬. মেঘনাদের মরে যেতে ইচ্ছে করে কেন? [চ. বো. '১৭]
ক পিতার আচরণে খ বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করায়
গ লক্ষ্মণের কথা শুনে ঘ বিভীষণের কথা শুনে উ: ঘ

০৭. "গ্রাসিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে।" এখানে 'বিধু' শব্দটির অর্থ- [দি. বো. '১৭]
ক নক্ষত্র খ সূর্য গ চাঁদ ঘ ফুল উ: গ

০৮. "গ্রাসিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;/ পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি/ ধূলায়?" বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে- [চ. বো. '১৬]
ক মতিচ্ছন্নতা খ আহাজারি গ মত পরিবর্তন ঘ আত্মমর্যাদা উ: ঘ

০৯. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'রক্ষোরথী' কে? [সি. বো. '১৬]
ক লক্ষ্মণ খ মেঘনাদ গ কুম্ভকর্ণ ঘ বিভীষণ উ: ঘ

১০. 'মহারথীপ্রথা' বলতে কোন প্রথার কথা বোঝানো হয়েছে? [রা. বো. '১৬]
ক বীরের যুদ্ধরীতি খ মহাজনি কারবার গ রাজনৈতিক কৌশল ঘ দানশীলতা উ: ক

১১. 'জীমূতেন্দ্র' কীসের গর্জন? [রা. বো. '১৬]
ক বাতাসের খ মেঘের গ কামানের ঘ সাগরের উ: খ

১২. "স্বচক্ষে দেখেছ রক্ষশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের!" নিজেকে 'দাস' বলার পেছনে মেঘনাদের কোন মনোভাবটি ক্রিয়াশীল? [সকল. বো. '১৬]
ক বিনয় খ বংশগৌরব গ অহমিকা ঘ হীনম্মন্যতা উ: ক

১৩. 'মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশির ফণী/ মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী' এখানে 'রথী' কে? [ব. বো. '১৬]
ক রাম খ লক্ষ্মণ গ মেঘনাদ ঘ বিভীষণ উ: ঘ

১৪. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'রাবণ' অনুজ কে? [কু. বো. '১৯]
ক কুম্ভকর্ণ খ বিভীষণ গ লক্ষ্মণ ঘ রাম উ: খ

১৫. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় "নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা/এ কনক-লঙ্কা রাজা" উক্তিতে 'নিজ কর্ম-দোষ' কোন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত? [ঢা. বো. '১৭; কু. বো. '১৭]
ক সীতাকে অপহরণ খ শূর্পণখার নাক কর্তন
গ রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ঘ রামের বনবাস যাত্রা উ: ক

১৬. 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ'- 'স্বজন' বলতে বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বোঝানো হয়েছে- [ব. বো. '১৬]
ক অযোধ্যাবাসী খ লঙ্কাবাসী গ রাঘব ঘ লক্ষ্মণ উ: খ

১৭. বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের চরম ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে কোনটিতে? [ব. বো. '১৭]
ক হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে। খ কহ, মহারথী, এ কি মহারথীপ্রথা?
গ নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা। ঘ গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি। উ: ঘ

১৮. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'বাসববিজয়ী'- [কু. বো. '১৬]
ক বীরবাহু খ কুম্ভকর্ণ গ মেঘনাদ ঘ বিভীষণ উ: গ

১৯. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় সৌমিত্রি কে? [চ. বো. '১৯]
ক মেঘনাদ খ লক্ষ্মণ গ বিভীষণ ঘ রাবণ উ: খ

২০. 'নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে' মেঘনাদ যে দেবতার পূজারত অবস্থায় ছিল- [দি. বো. '১৭]
ক অগ্নিদেবের খ বরুণদেবের গ ইন্দ্রদেবের ঘ সোমদেবের উ: ক

২১. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটি কোন ছন্দে লেখা? [সি. বো. '১৭]
ক স্বরবৃত্ত খ মাত্রাবৃত্ত গ অমিত্রাক্ষর ঘ স্বরমাত্রিক উ: গ

Step 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদক- [৪৬তম বিসিএস]
ক জশুয়া মার্শম্যান খ ডেভিড হেয়ার
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ মাইকেল মধুসূদন দত্ত উ: ঘ

০২. মাইকেল মধুসূধন দত্ত প্রবর্তিত 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' প্রকৃতপক্ষে বাংলা কোন ছন্দের নব-রূপায়ণ? [৪৫তম বিসিএস]
ক স্বরবৃত্ত খ অক্ষরবৃত্ত ছন্দ
গ মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ঘ গৈরিশ ছন্দ উ: খ

০৩. কত সালে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রথম প্রকাশিত হয়? [৩৮তম বিসিএস]
ক ১৮৬০ খ ১৮৬৫
গ ১৮৫৯ ঘ ১৮৬১ উ: ঘ

০৪. কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্য? [৩৬তম বিসিএস; ৩২তম বিসিএস]
ক ব্রজাঙ্গনা খ বিলাতের পত্র
গ বীরাঙ্গনা ঘ হিমালয় উ: গ

০৫. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক কোনটি? [৩৫তম বিসিএস]
ক কৃষ্ণকুমারী খ সধবার একাদশী
গ শর্মিষ্ঠা ঘ নীলদর্পণ উ: ক

০৬. মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা নয় কোনটি? [৩৪তম বিসিএস]
ক তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য খ মেঘনাদবধ কাব্য
গ বেতালপঞ্চবিংশতি ঘ বীরাঙ্গনা উ: গ

০৭. বাংলা সাহিত্যের সনেট রচনার প্রবর্তক কে?/'সনেট' কবিতার প্রবর্তক কে? [২৫তম, ২৯তম বিসিএস]
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ ফররুখ আহমদ উ: ক

০৮. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কার রচনা? [২১তম বিসিএস]
ক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খ নবীনচন্দ্র সেন
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উ: গ

Step 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সালাম একটি সফল অপারেশনের পর গুনাইঘর গ্রামে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের রাজাকার মোহন তথ্যটি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে জানিয়ে দিলো। হানাদার বাহিনী এসে কমান্ডার সালামকে মেরে ফেলে। সালাম প্রতিরোধের সুযোগ পর্যন্ত পেলেন না।

০১. উক্ত চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ চরণগুলো হলো-
i. নিকুম্ভপথ, তাত, দেখাও তস্করে? ii. গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।
iii. রাঘবদাস আমি; কী প্রকারে/তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব।
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

০২. মেঘনাদ যে কারণে বিভীষণকে গঞ্জনা করতে চাইলেও করে না-
i. গুরুজন বলে ii. পিতৃব্য বলে iii. সীতাকে হরণ অন্যায় হয়েছে বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ক

০৩. মেঘনাদের অপর নাম-
i. অরিন্দম ii. ইন্দ্রজিৎ iii. বীরবাহু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii উ: গ

০৪. হোমারের সাহিত্যে হেক্টরকে আমরা দেশপ্রেমের অনন্য এক দৃষ্টান্ত হিসেবে খুঁজে পাই। হেক্টর ও মেঘনাদ চরিত্র বিশ্লেষণে পাওয়া যায়-
i. মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা ii. স্বাজাত্যবোধ iii. বীরোচিত ব্যক্তিত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

CamScanner

০৫. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় লঙ্কা বোঝাতে যেসব শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে–
i. নন্দন-কানন ii. স্বর্ণপুরী iii. কনক-লঙ্কা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii [উ: গ]

০৬. বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ঘৃণাবোধ ব্যক্ত হওয়ার কারণ বিভীষণের–
i. বিশ্বাসঘাতকতা ii. দেশদ্রোহিতা iii. বর্বরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii [উ: ক]

০৭. 'হেন সহবাসে, হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?' নিচের যে প্রবাদগুলো এ বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ–
i. সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ ii. সঙ্গদোষে লোহা ভাসে
iii. ঘরের শত্রু বিভীষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii [উ: ক]

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
সম্পত্তি নিয়ে পাঠান বংশের কালাম পাঠান ও ভুঁইয়া বংশের কামাল ভুঁইয়ার মধ্যে বিরোধ চলার একপর্যায়ে কামাল ভুঁইয়ার ভাই কবির ভুঁইয়া কালামের পক্ষ নেয়। কামাল ভুঁইয়া এ সংবাদ শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান।

০৮. উদ্দীপকের কবির ভুঁইয়ার প্রতি কালাম ভুঁইয়ার আদর্শিক অবস্থান বোঝাতে বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের যে উক্তিগুলো প্রাসঙ্গিক–
i. উচিত কি তব এ কাজ ii. ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
iii. জাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, –এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii [উ: খ]

০৯. 'অরিন্দম' বলতে বোঝায়–
i. লক্ষ্মণকে ii. মেঘনাদকে iii. শত্রুকে দমনকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii [উ:

১০. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশে ফুটে উঠেছে–
i. মেঘনাদের মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা
ii. বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতায় মেঘনাদের বিস্ময়
iii. বিভীষণের দেশদ্রোহিতার প্রতি মেঘনাদের ঘৃণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii [উ:

১১. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের অন্তর্নিহিত ভাব হিসেবে গ্রহণযোগ্য–
i. মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা ii. দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে ঘৃণা
iii. জাতিসত্তার সংহতির গুরুত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii [উ:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
পারস্যের উপাখ্যান 'সোহরাব রোস্তম' কাহিনিতে দেখা যায়, সোহরাব রোস্তমকে পরাজিত করেও তৎকালীন রীতি অনুযায়ী প্রথম সুযোগেই হত্যা করেনি। কিন্তু রোস্তম তা না করে প্রথম সুযোগেই সোহরাবের বুকে ঢুকিয়ে দেয় তীক্ষ্ণধার তলোয়ার। যা মহারথীদের সাথে বেমানান।

১২. এরূপ প্রতিনিধিত্বের কারণ–
i. কূটকৌশল গ্রহণ ii. যুদ্ধের নীতি ভঙ্গ iii. বীরত্বের অপমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii [উ:

Part 4 লিখিত অংশ

Step 1 জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

- 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদের প্রবল আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে– জাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতিসত্তার প্রতি।
- 'গতি যার নীচ সহ নীচ সে দুর্মতি' উক্তিটি– মেঘনাদের।
- 'নিকষা সতী তোমার জননী, সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ?' –এখানে 'সহোদর' হলো– বিভীষণের ভাই রাবণ।
- রামানুজকে মেঘনাদ পাঠাতে চেয়েছে– শমন-ভবনে অর্থাৎ যমালয়ে।
- 'কেমনে ও মুখে আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!' এখানে 'দাসেরে'– মেঘনাদ।
- কুম্ভকর্ণের মায়ের নাম– নিকষা।
- 'জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল রক্ষঃপুরে!' 'জানিনু' অর্থ– জানলাম (বুঝতে পারা)।
- ইন্দ্রের অপর নাম– বাসব।
- 'কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি পিতৃতুল্য।' –এ বাক্যে 'পিতৃতুল্য' বলতে যাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে– বিভীষণকে।
- 'হে রক্ষোরথী, ভুলিলে কেমনে কে তুমি?' এখানে 'রক্ষোরথী' হলেন– বিভীষণ।
- মেঘনাদ 'মহারথী' বলে সম্বোধন করেছেন– বিভীষণকে।
- মেঘনাদের দৃষ্টিতে নন্দন-কাননে ভ্রমণ করছে– দৈত্য।
- 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' উক্তিটি– মেঘনাদের।
- লক্ষ্মণের মায়ের নাম– সুমিত্রা।
- বিভীষণ লঙ্কার পরিণতির জন্য দায়ী করেছেন– রাবণকে।
- রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান হলো– রামচন্দ্র।
- শূলিশম্ভুনিভ বলা হয়েছে– কুম্ভকর্ণকে।
- দেবকুল সর্বদা পাপ থেকে– বিরত থাকে।
- মেঘনাদ 'দুরাচার দৈত্য' বলে অভিহিত করেছে– লক্ষ্মণকে।
- আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে বিভীষণ যে বিষয়টিকে সামনে এনেছেন– নৈতিকতাবোধ।
- মেঘনাদ যে অপরাধ সইতে পারবে না বলে মনে করেন– লক্ষ্মণের যজ্ঞাগারে প্রবেশের।
- 'বীরেন্দ্র বলী' বলা হয়েছে– মেঘনাদকে।
- 'জীমূতেন্দ্র' শব্দটি দ্বারা বোঝায়– মেঘের গর্জন।
- 'রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী তেঁই আমি।' 'তেঁই' শব্দের অর্থ– তজ্জন্য বা সেহেতু।
- রামের মাতার নাম– কৌশল্যা (অযোধ্যার রাজা দশরথের প্রধানা স্ত্রী, কোশালাধিপতির কন্যা)।
- 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!' উক্তিটি– মেঘনাদের।
- বিভীষণ লঙ্কাপুরীকে কীসে পূর্ণ বলেছে– পাপে পূর্ণ।
- জাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি– এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি? কে জলাঞ্জলি দিয়েছে– বিভীষণ।
- 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ চরিত্রে ফুটে উঠেছে– দেশদ্রোহিতার প্রতি ঘৃণা ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা।
- মেঘনাদের ক্ষোভের পেছনে প্রকৃত অর্থে– বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা।
- 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটি যে ছন্দে রচিত– অক্ষরবৃত্ত ছন্দে।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Step 2

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

০১. 'চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে' চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : বিভীষণের সহযোগিতায় রামানুজ লক্ষ্মণ মেঘনাদের যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে। লক্ষ্মণকে চোর ও নিচু জাত তথা চণ্ডাল উল্লেখ করে তাকে উক্ত মর্যাদা প্রদানের কারণ জিজ্ঞাসা করে বাকবিতণ্ডায়ী মেঘনাদ পিতৃব্য বিভীষণকে ধিক্কারিত করতে বলে।

রামচন্দ্রের প্রতিশোধ নিতে রামানুজ লক্ষ্মণ বিভীষণের সহযোগিতা নেয়। বিভীষণ রাবণের পাপের দায় থেকে মুক্ত থাকতে নানাভাবে সহযোগিতা করে লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিয়ে আসে। বিভীষণের এরূপ দেশদ্রোহী কাজে মেঘনাদ বিস্মিত হয় এবং পিতৃব্যের এমন কাজের জবাবদিহিতা চায়। মূলত বিভীষণের সহায়তা করায় রাবণের রাজপুরে প্রবেশ করে এক সময় মেঘনাদের সম্মুখীন হয় লক্ষ্মণ।

০২. 'নিজ কর্মদোষে মজিলা' কার, কী দোষ?

উত্তর : রাক্ষসকুলের রাজা রাবণ বোনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সতী-সাধ্বী সীতাকে হরণ করে লঙ্কাপুরীতে নিয়ে এসে অমর্যাদার দোষ করেছে। বিভীষণ রাবণের এমন পাপ কাজের কর্মফলভোগী হতে চায় না।

রাবণের বোন শূর্পণখা লক্ষ্মণের প্রতি বারবার প্রণয় নিবেদনের একপর্যায়ে রামানুজ লক্ষ্মণ রাগান্বিত হয়ে তার নাক কেটে দেন। পরে রাবণ বোনের ওপর নির্যাতন ও অপমানের প্রতিশোধ নিতে হরণ করে আনে সীতাকে। সতী-সাধ্বী সীতাকে রাক্ষসপুরী থেকে উদ্ধার করার জন্য রাম নানামুখী উদ্ধার তৎপরতা চালান। এর ফলে লঙ্কাদ্বীপ শ্মশানপুরীতে রূপান্তরিত হয়। রাক্ষসকুলের প্রধান রাবণের কুকর্মের জন্যই স্বর্ণপুরী লঙ্কাদ্বীপ আজ ধ্বংসপ্রায়। তার এ পাপের ভাগ নিতে চায় না বলে বিভীষণ রামের পদাশ্রিত হয়ে উক্ত কথাটি বলে।

০৩. 'গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।' চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে।

উত্তর : বিভীষণের হীন কাজের প্রতি ধিক্কার দিয়ে মেঘনাদ প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশে স্বর্ণলঙ্কাপুরীতে রামের আক্রমণ থেকে রক্ষা এবং যুদ্ধজয় নিশ্চিত করতে মেঘনাদ সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে। যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতা অগ্নিদেবের পূজা করে যুদ্ধজয় নিশ্চিত করতে চায়। মায়াদেবীর আনুকূল্যে এবং বিভীষণের সহায়তায় কপট লক্ষ্মণ শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে এবং নিরস্ত্র মেঘনাদকে যুদ্ধের আহ্বান জানায়। তখন মেঘনাদ অস্ত্রাগারে গিয়ে যুদ্ধসাজ গ্রহণ করতে চাইলে বিভীষণ বাধা দেয়। এ সুযোগে লক্ষ্মণ যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে মেঘনাদকে আক্রমণ করে। আর তখনই মেঘনাদ অত্যন্ত ক্ষোভের প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছে।

০৪. 'কোন ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,–এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি?' চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত চরণটি দ্বারা বিভীষণের নিজ ভাই, গোষ্ঠী, জাতি, দেশ ত্যাগ করে রামের পক্ষ অবলম্বন করার বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।

বীরযোদ্ধা মেঘনাদের পিতৃব্য বিভীষণ, লঙ্কার রাজা রাবণের ভাই। নিকষা সতীর গর্ভে তার জন্ম। জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতির কথা ভুলে গিয়ে বিভীষণ রামের পক্ষে যোগ দেয়। বিভীষণের সহায়তায় রাম লঙ্কারাজ্য আক্রমণ করে। প্রশ্নোক্ত চরণটিতে বিভীষণের এমন হীন মনোভাবের কথা তুলে ধরে মেঘনাদ তাঁর দেশপ্রেমকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

০৫. 'হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!' উক্তিটির প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বিভীষণ নিজেকে 'রাঘবদাস' তথা রামচন্দ্রের সেবক বা ভৃত্য হিসেবে উল্লেখ করায় মেঘনাদ মর্মাহত হয়ে উক্তিটি করে।

মেঘনাদকে হত্যা করার জন্য বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ গোপন পথে চোরের মতো নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে। লক্ষ্মণ নিরস্ত্র মেঘনাদকে যুদ্ধের আহ্বান করায় অস্ত্রাগারে যাওয়ার জন্য মেঘনাদ যজ্ঞাগারের দ্বার রক্ষায় নিয়োজিত বিভীষণকে রাস্তা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে। তখন বিভীষণ জানান, তিনি 'রাঘবদাস' অর্থাৎ রামচন্দ্রের সেবক বা ভৃত্য, রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনো কাজ তিনি করতে পারবেন না। পিতৃব্য বিভীষণের মুখে এমন কথা শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়ে মেঘনাদ উক্ত উক্তিটি করে।

০৬. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' 'জলাঞ্জলি' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর : 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'জলাঞ্জলি' শব্দটি 'সম্পূর্ণ পরিত্যাগ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাক্ষসরাজা রাবণের ভাই বিভীষণ জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি বিসর্জন দিয়ে রামের পক্ষ অবলম্বন করেছিল এবং নিজেকে 'রাঘবদাস' বলে পরিচয় দিয়েছিল।

০৭. 'লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।' ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : উক্ত বাক্যে মেঘনাদ কর্তৃক লক্ষ্মণকে হত্যা করে লঙ্কার কলঙ্ক মোচনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ মেঘনাদকে হত্যা করার জন্য নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে। লক্ষ্মণের মতো তুচ্ছ মানব চোরের ন্যায় নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছে বলে মেঘনাদ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। লক্ষ্মণের যুদ্ধের আহ্বানে অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র আনতে উদ্যত হয় এবং যুদ্ধের মাধ্যমে লক্ষ্মণকে হত্যা করে লঙ্কার কলঙ্ক মোচনের ঘোষণা দেন মেঘনাদ।

০৮. বিশ্বাসঘাতক বিভীষণকে উদ্দেশ্য করে দেশপ্রেমিক নিরস্ত্র মেঘনাদের প্রতিক্রিয়ার নাটকীয় ভাষ্যই 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশ।

উত্তর : 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' –এর 'বধো' (বধ) নামক ষষ্ঠ সর্গ থেকে সংকলিত হয়েছে। লক্ষ্মণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে অসহায়ভাবে নিহত হওয়ার পূর্ববর্তী মেঘনাদ ও পিতৃব্য বিভীষণের সাথে কথোপকথন এ কাব্যাংশের মূল বিষয়। যুদ্ধজয় নিশ্চিত করতে মেঘনাদ যুদ্ধযাত্রার পূর্বে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতা অগ্নিদেবের পূজা সম্পন্ন করতে মনস্থির করেন। মায়াদেবীর আনুকূল্যে ও বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ লক্ষ প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে নিরস্ত্র মেঘনাদের কাছে যুদ্ধ প্রার্থনা করলে মেঘনাদ বিস্ময় প্রকাশ করে। প্রবেশদ্বারে পিতৃব্য বিভীষণকে দেখে ষড়যন্ত্রের সবটাই স্পষ্ট হয়ে যায়। বিভীষণকে প্রত্যক্ষ করে দেশপ্রেমিক নিরস্ত্র মেঘনাদ বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেছে। বিভীষণকে উদ্দেশ্য করে জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও জাতিসত্তার সংহতির গুরুত্বের কথা যেমন এখানে ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি ষড়যন্ত্র, নীচতা, বর্বরতার প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়াও প্রকাশিত। কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এ শঠতাকে উল্লেখ করে স্খলিত বিভীষণ ও মেঘনাদের মধ্যকার ব্যক্ত প্রতিক্রিয়ার নাটকীয় ভাষ্যই 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশ।

০৯. 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!' চরণের অর্থ বুঝিয়ে লেখ। [রাবি A ১৯–২০]

উত্তর : 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ স্বজাত্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে গুণবান পরজন অপেক্ষা নির্গুণ স্বজনকে শ্রেয় বলেছেন।

স্বজন চিরকালই আপন। বিপদে-আপদে স্বজনরা যদি গুণহীনও হয় তবু তারা আপনজনের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয় না। অপরদিকে, পরজন অনেক গুণে গুণান্বিত হলেও আপনজনের মতো অতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপকার করে না বরং ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তাই মেঘনাদ বিশ্বাস করেন গুণবান পরজন অপেক্ষা নির্গুণ স্বজন শ্রেয়।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখন

১০. স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে।

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য অংশে বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করে মেঘনাদ এ মন্তব্য করে।

বিশ্লেষণ : 'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে' অর্থ : বিধাতা চাঁদকে আকাশে নিশ্চল করে স্থাপন করেছেন। শত্রুপক্ষ লঙ্কাদ্বীপ আক্রমণ করেছে। রাবণপুত্র মেঘনাদ শত্রুর মোকাবিলায় রণক্ষেত্রে যেতে প্রস্তুত। পিতৃব্য বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়েছে। সে কারণে মেঘনাদ বিভীষণের নিষ্ক্রিয়তার প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ জানিয়ে বলেছে, আকাশের চাঁদ যেমন নিশ্চল না হলে তার সৌন্দর্য নষ্ট হয়, বিভীষণের অবস্থাও তদ্রূপ। মনে হয় শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আকাশের চাঁদরূপী বিভীষণ মাটির ধুলায় গড়াগড়ি করছে। বিভীষণের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা থেকে মেঘনাদ এ কথাগুলো বলেছে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 5 SELF TEST

Step 1 SELF TEST MCQ

০১. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'শূলিশম্ভুনিভ' কাকে বলা হয়েছে?
ক রাবণকে খ বিভীষণকে গ মেঘনাদকে ঘ কুম্ভকর্ণকে

০২. মেঘনাদের মতে বিভীষণের কোন কাজটি উচিত হয়নি?
ক লক্ষ্মণকে হত্যা করা
খ যজ্ঞাগারে প্রবেশে লক্ষ্মণকে সাহায্য করা
গ রাবণকে অপমান করা
ঘ মেঘনাদকে বাধা দেওয়া

০৩. বিভীষণের সহোদর কে?
ক রাম খ রাবণ গ লক্ষ্মণ ঘ মেঘনাদ

০৪. বাল্মীকি-রামায়ণকে নব মূল্যায়নের মাধ্যমে মধুসূদন হীনরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কোন চরিত্রগুলোকে?
ক রাবণ ও মেঘনাদকে
খ মেঘনাদ ও বিভীষণকে
গ রাম ও লক্ষ্মণকে
ঘ রাবণ ও বিভীষণকে

০৫. কোন বিখ্যাত মহাকাব্য থেকে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটি সংকলিত হয়েছে?
ক হেক্টরবধ কাব্য খ বীরাঙ্গনা কাব্য গ মেঘনাদবধ কাব্য ঘ মহাশ্মশান

০৬. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশটিতে কে কাকে 'রক্ষোমণি' বলে সম্বোধন করে?
ক রাবণ, মেঘনাদকে
খ বিভীষণ, মেঘনাদকে
গ মেঘনাদ, রাবণকে
ঘ মেঘনাদ, বিভীষণকে

০৭. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি ১৪ মাত্রার কয়টি পর্বে বিন্যস্ত?
ক ১ খ ২ গ ৩ ঘ ৪

০৮. মধুসূদনের সাহিত্যের মূল সুর হিসেবে কোনটি গ্রহণযোগ্য?
ক প্রকৃতিচেতনা খ নারী স্বাধীনতা গ দেশপ্রেম ঘ বৃক্ষ বন্দনা

০৯. মেঘনাদ চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়–
ক বাসববিজয়ী খ অসীম সাহসী গ ইন্দ্রজিৎ ঘ দেশদ্রোহী

১০. 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' এ প্রবাদবাক্যটি বিভীষণের কোন আচরণকে কেন্দ্র করে প্রচলিত?
ক স্বজনের প্রতি উদাসীনতা
খ পরধর্মের অনুসরণ
গ শত্রুপক্ষের সঙ্গে আঁতাত
ঘ রাবণের সাহচর্য

১১. নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ কোন দেবতার পূজা করে যুদ্ধে যাত্রা করত?
ক শিবের খ ইন্দ্রের গ বরুণের ঘ অগ্নিদেবতার

১২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন শতকের কবি?
ক উনিশ শতকের
খ আঠারো শতকের
গ সতেরো শতকের
ঘ ষোলো শতকের

১৩. 'ধীমান' শব্দের অর্থ কী?
ক ধীবর খ সম্মানীত গ জ্ঞানী ঘ সুনাম

১৪. শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি — গুণহীন —। শূন্যস্থানে কোন শব্দ বসবে?
ক পরজন, স্বজন
খ স্বজন, পরজন
গ পরজন, আপনজন
ঘ আপনজন, স্বজন

১৫. হোমারের 'ইলিয়াড' উপাখ্যান অবলম্বনে মাইকেল মধুসূদন লিখেছেন :
ক শর্মিষ্ঠা
খ কৃষ্ণকুমারী
গ হেক্টরবধ
ঘ সুলতানা রিজিয়া

১৬. 'গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক মন্দলোকও ভালো কাজ করে
খ ব্যবহারে বংশের পরিচয়
গ হীনলোকের প্রবৃত্তি অসৎ
ঘ মন্দ লোক সবার শত্রু

১৭. 'চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?' –এখানে মেঘনাদ কাকে 'চণ্ডাল' বলে সম্বোধন করেছে?
ক বিভীষণ খ লক্ষ্মণ গ হনুমান ঘ দশরথ

১৮. 'তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে বনবাসী।' –এখানে 'বনবাসী' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
ক হনুমানকে খ রাজা সুগ্রীবকে গ রাম ও লক্ষ্মণকে ঘ হনুমান ও সুগ্রীবকে

১৯. 'জীমূতেন্দ্র' কীসের গর্জন?
ক সিংহের খ মেঘের গ মেঘনাদের ঘ দৈত্যের

২০. 'কহিলা বীরেন্দ্র বলী;' –এখানে 'বীরেন্দ্র বলী' কে?
ক মেঘনাদ খ কুম্ভকর্ণ গ বিভীষণ ঘ লক্ষ্মণ

২১. লক্ষ্মণের অপর নাম 'সৌমিত্রি' কেন?
ক সুমিত্রার গর্ভজাত সন্তান বলে
খ রাবণের শত্রু বলে
গ শক্তিশালী বলে
ঘ রামের ভাই বলে

২২. 'পরঃ পরঃ সদা।' কথাটির অর্থ কী?
ক পরও আপন হতে পারে
খ পর এক সময় আপন হয়
গ পর কখনো আপন হয় না
ঘ পরের চেয়ে আপন ভালো

২৩. 'কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি/ –জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, –এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি?' কে, কাকে এ প্রশ্নটি করেছে?
ক মেঘনাদ রাবণকে
খ মেঘনাদ বিভীষণকে
গ মেঘনাদ লক্ষ্মণকে
ঘ মেঘনাদ রামকে

২৪. 'শৈবালদলের ধাম' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক শ্যাওলার ঘর খ শ্যাওলাযুক্ত গ পুকুর ঘ নদী

২৫. 'মৃগেন্দ্র' শব্দের অর্থ কী?
ক হরিণ খ পশুরাজ সিংহ গ শিয়াল পণ্ডিত ঘ হরিণ শাবক

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ
১৬.ক খ গ ঘ	১৭.ক খ গ ঘ	১৮.ক খ গ ঘ	১৯.ক খ গ ঘ	২০.ক খ গ ঘ
২১.ক খ গ ঘ	২২.ক খ গ ঘ	২৩.ক খ গ ঘ	২৪.ক খ গ ঘ	২৫.ক খ গ ঘ

Answer

২৫.খ	২৪.গ	২৩.খ	২২.গ	২১.ক	২০.ক	১৯.খ	১৮.গ	১৭.খ
১৬.গ	১৫.গ	১৪.ক	১৩.গ	১২.ক	১১.ঘ	১০.গ	০৯.ঘ	০৮.গ
০৭.খ	০৬.ঘ	০৫.গ	০৪.গ	০৩.খ	০২.খ	০১.ঘ		

Step 2 SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. লক্ষ্মণ কীভাবে রক্ষঃপুরে প্রবেশ করেছিল?
০২. মাইকেল মধুসূদন দত্তকে যুগপ্রবর্তক কবি বলা হয় কেন?
০৩. 'বিরত সতত পাপে দেবকুল' পঙ্‌ক্তিটির অর্থ কী?
০৪. 'মায়াকানন' নাটকের রচয়িতা কে?
০৫. বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের মূল লক্ষ্য কী ছিল?
০৬. সনেট বলতে কী বোঝায়? বাংলা সনেটের প্রবর্তক কে?
০৭. বিভীষণ 'রাজা' বলতে কাকে বুঝিয়েছে?
০৮. রাম-রাবণের যুদ্ধে বিভীষণ রামের পক্ষ নিয়েছিলেন কেন?
০৯. মেঘনাদ কেন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পূজানুষ্ঠান করছিল?
১০. রোমান্টিক ও ধ্রুপদি সাহিত্যের আশ্চর্য মিলন ঘটেছে কোন কবির কবিতায়?

উত্তর :

০১. মায়াদেবীর আনুকূল্যে এবং রাবণানুজ বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ রক্ষঃপুরে প্রবেশ করে।
০২. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৩. দেবতারা পাপ থেকে বিরত।
০৪. মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
০৫. মানবকেন্দ্রিকতা।
০৬. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৭. রাবণকে।
০৮. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৯. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
১০. রোমান্টিক ও ধ্রুপদি সাহিত্যের মিলন ঘটেছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতায়।

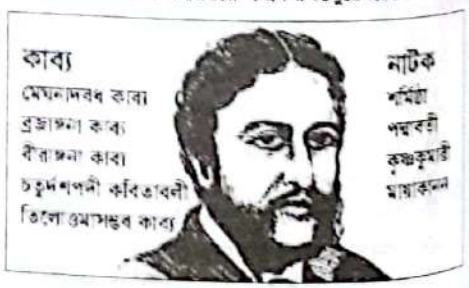

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.

- 'সোনার তরী' কবিতার রূপবোধি। কবিতাটি রূপক কবিতা।
- 'সোনার তরী' কবিতার ভাববস্তুগত বিষয় : মহাকাল ও মানুষ।
- কবিতার মোট লাইন : ৪২ টি।

সোনার তরী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- 'সোনার তরী' কবিতার স্তবক আছে : ৬ টি।
- কবিতাটিতে তরী শব্দটি আছে : ৪ বার।
- কবিতাটিতে সোনার তরী আছে : ১ বার।
- কবিতাটিতে সোনার ধান আছে : ২ বার।
- কবিতাটিতে প্রতি স্তবকে লাইন আছে : ৭টি

এ কবিতার আলোচ্য বিষয়ে যা থাকছে

সোনার তরী

- **Part-1** কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য
  - Step : 1 কবি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন।
  - Step : 2 কবির গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম।
  - Step : 3 কবি সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
- **Part-2** মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি
  - Step : 1 মূল কবিতা, শব্দার্থ ও টীকা এবং পাঠ পর্যালোচনা
  - Step : 2 পাঠ-পরিচিতি।
  - Step : 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য।
- **Part-3** MCQ প্রশ্নোত্তর
  - Step : 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 3 নার্সিং/ বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 4 HSC বোর্ড পরীক্ষার ও পাঠ্য বইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ [১১শ-১২শ শ্রেণির জন্য]
- **Part-4** লিখিত অংশ
  - Step : 1 জ্ঞানমূলক (মূলপাঠ, লেখক ও অন্যান্য) প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 অনুধাবনমূলক (উক্তি ও সংলাপ ব্যাখ্যাকরণ) প্রশ্নোত্তর।
- **Part-5** SELF TEST
  - Step : 1 SELF TEST MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 SELF TEST লিখিত।

সোনার তরী কবিতা ও কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সোনার ধান
কৃষকের শ্রেষ্ঠ ফসল/শিল্পস্রষ্টা কবির সৃষ্টিসম্ভার

◈পত্রিকা সম্পাদনা◈

i. সাধনা (১৮৯৪)
ii. ভারতী (১৮৯৮)
iii. বঙ্গদর্শন (১৯০১)
iv. তত্ত্ববোধিনী (১৯১১)

◈রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নয়টি ছদ্মনাম◈

১. ভানুসিংহ ঠাকুর
২. অকপট চন্দ্র ভাস্কর
৩. আন্নাকালী পাকড়াশী
৪. দিকশূন্য ভট্টাচার্য
৫. নবীনকিশোর শর্মণ
৬. ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মা
৭. শ্রীমতী মধ্যমা
৮. শ্রীমতী কনিষ্ঠা
৯. বাণীবিনোদ বিদ্যাবিনোদ।

◈রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপাধি◈

১. পণ্ডিত রোমান ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কর্তৃক- 'বিশ্বকবি' অভিধায় অভিষিক্ত হন।
২. মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক- 'কবিগুরু' উপাধি প্রদান।
৩. ব্রিটিশ সরকার কবিকে নাইটহুড বা স্যার উপাধি প্রদান করেন- ১৯১৫ সালের ৩ জুন।

ধানক্ষেত
মানুষের জীবন পরিধি

- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। গানের প্রথম ১০ পঙ্ক্তি জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া হয় এবং রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এই সংগীতের ৪ পঙ্ক্তি বাদ্যযন্ত্রে বাজানো হয়। সুরকার রবীন্দ্রনাথ নিজেই। সংগীতটি গীতবিতানের 'স্বরবিতান'র অন্তর্ভুক্ত। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১৯০৫ (১৩১২) সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।
- কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে- প্রকৃতির অনুষঙ্গে মানবজীবনের নিগূঢ় দার্শনিক সত্য।

কবিতায় উল্লেখকৃত কিছু বিষয়

- **চরিত্র** → চরিত্র দুইটি : ১. কৃষক ও ২. মাঝি।
- **স্থান** → কূলে, খেত, গ্রামখানি, বিদেশ, ঠাঁই, তীর, নদীকূল।
- **মাস** → শ্রাবণ।
- **সময়** → প্রভাতবেলা, কাল, এখন, ক্ষণিক।
- **বস্তু** → ক্ষুর, তরী, পাল, সোনা, তরণী
- **ঋতুর নাম** → বর্ষা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য

Step 1 কবি পরিচিতি

জন্ম : ৭ মে ১৮৬১ খ্রি. (২৫ বৈশাখ ১২৬৮), জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ভারত। **পিতা :** মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। **মাতা :** সারদা দেবী। **পিতামহ :** প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। **পিতামহী :** দিগম্বরী দেবী। **শিক্ষাজীবন :** রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুল, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করলেও স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেননি। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ড গেলেও কোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাণপুরুষ। তাঁর সাহিত্যসাধনার একটি বৃহৎকাল বাংলা সাহিত্যের 'রবীন্দ্রযুগ' নামে পরিচিত। মানবধর্মের জয় ও সৌন্দর্য-তৃষ্ণা রোমান্টিক এই কবির কবিতার মূল সুর। কবিতা ছাড়াও ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি ও সংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ কালজয়ী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ছিলেন অনন্য চিত্রশিল্পী, অনুসন্ধিৎসু বিশ্বপরিব্রাজক, দক্ষ সম্পাদক এবং অসামান্য শিক্ষা-সংগঠক ও চিন্তক। নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণে নিরুৎসাহী হলেও 'বিশ্বভারতী' নামের বিশ্ববিদ্যালয়-এর তিনি স্থাপক ও প্রতিষ্ঠাতা। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। 'গীতাঞ্জলি' এবং অন্যান্য কাব্যের কবিতার সমন্বয়ে স্ব-অনূদিত 'Song Offerings' গ্রন্থের জন্য ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এশীয় হিসেবে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। বাংলা ছোটগল্পের তিনি পথিকৃৎ ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী। 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'ক্ষণিকা', 'বলাকা', 'পুনশ্চ', 'জন্মদিনে', 'শেষলেখা' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। কাব্যনাট্য 'বিসর্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা' এবং কাহিনি-কবিতার সংকলন 'কথা' ও 'কাহিনি' তাঁর ভিন্ন স্বাদের রচনা। খ্রি ৭ আগস্ট ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) মারা যান।

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিধা, স্বীকৃতি ও সাহিত্যকর্ম

ছদ্মনাম	ভানুসিংহ ঠাকুর, আন্নাকালী পাকড়াশী।
বিবাহ	মাত্র ২২ বছর বয়সে খুলনার দক্ষিণ ডিহি গ্রামের মেয়ে ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে ১৮৮৩ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পরে ভবতারিণী দেবীর নাম বদলে রাখা হয় মৃণালিনী দেবী।
নোবেল পুরস্কার লাভ	তিনি ১৯১৩ সালের নভেম্বরে 'Song Offerings' এর জন্য নোবেল পুরস্কার পান। 'Song offerings' গ্রন্থে মোট ১৫৭টি কবিতা ও গান রয়েছে। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় ও এশীয় ব্যক্তি তিনি।
প্রথম অনুবাদক	বাংলায় টি.এস.এলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্যকর্ম

কাব্য	বনফুল, কবি-কাহিনী, খেয়া, সানাই, মহুয়া, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, বিচিত্রা, সেঁজুতি, জন্মদিনে, শেষলেখা।
উপন্যাস	চার অধ্যায়, দুইবোন, গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, চোখের বালি, নৌকাডুবি, যোগাযোগ, রাজর্ষি, শেষের কবিতা।
কাব্যনাট্য	কাহিনী, চিত্রাঙ্গদা, বসন্ত, বিদায় অভিশাপ, বিসর্জন।
নাটক	অচলায়তন, চিরকুমার সভা, ডাকঘর, মুকুট, মুক্তির উপায়, রক্তকরবী, রাজা।
প্রবন্ধগ্রন্থ	বিচিত্র প্রবন্ধ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব, কালান্তর, সভ্যতার সংকট।
ভ্রমণকাহিনি	জাপানযাত্রী, পথের সঞ্চয়, পারস্যে, রাশিয়ার চিঠি, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র।
পত্রসাহিত্য	ছিন্নপত্র, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, চিঠিপত্র।

ছন্দে ছন্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাসমূহ

- **কাব্যগ্রন্থ :** কবি কাহিনীর বনফুল বলাকা ও শ্যামলী বান্ধবী মহুয়ার নবজাতক কল্পনার জন্মদিন উপলক্ষে শৈশবের (শৈশব সংগীত) প্রভাতে (প্রভাত সংগীত) সানাই বর্ষার সন্ধ্যা সঙ্গীতের আয়োজন করে। বীথিকা, কড়ি ও কোমল নিয়ে সেঁজুতিতে সোনার তরী নামক খেয়ায় চিত্রা নদী পার হয়ে জানতে পারলো মানসী রোগসজ্জায় থাকলে চৈতালীতে আরোগ্য হয়ে ক্ষণিকের জন্য স্মরণ করল পুনশ্চ গীতাঞ্জলি শেষলেখা কে।
- **নৃত্যনাট্য :** শ্যামা মালিনী নৃত্যনাট্য তৈরির জন্য চিত্রাঙ্গদা এবং চণ্ডালিকাকে বেছে নিল।
- **ভ্রমণকাহিনি :** জাপানযাত্রীরা রাশিয়ার চিঠি পড়ে য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী ও য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র সম্পর্কে জানতে পারল।

Step 3 কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থটি যে বিষয় নিয়ে লেখা– **ধ্বনিবিজ্ঞান।**
- 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।' উক্তিটি আছে– **'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে।**
- রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে রচনাটি সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন– **তাসের দেশ।**
- কবিগুরুর রাজনৈতিক উপন্যাস– **গোরা।**
- 'বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত' রবীন্দ্রনাথের– **'গীতবিতান' গ্রন্থের স্বরবিতান অংশভুক্ত।**
- জাতীয় সংগীত সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়– **বঙ্গদর্শন পত্রিকায়।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকায় এসেছিলেন– **দুইবার।**
- রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ– **শেষলেখা (১৯৪১)।**
- ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠির সমাহার– **ছিন্নপত্র (প্রকাশ : ১৯১২)।**
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস– **চোখের বালি (১৯০৩)।**
- কাজী নজরুল রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন– **কাব্যরচনার শ্রেষ্ঠ সমাহার 'সঞ্চিতা'।**
- রবীন্দ্রনাথের গুরু হিসেবে খ্যাত– **বিহারীলাল চক্রবর্তী।**
- বিহারীলালকে বাংলা কাব্যের 'ভোরের পাখি' বলেছেন– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**
- 'মানুষ যা চায় ভুল করে চায়, যা পায় তা চায় না' উক্তিটি– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।**
- 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই' উক্তিটি– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। (গল্প : জীবিত ও মৃত)।**
- তাঁর সাহিত্য সাধনার সময়টা– **রবীন্দ্রযুগ (১৯০০-১৯৩০) হিসেবে পরিচিত।**
- প্রথম গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ ও গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করেন– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**
- রবীন্দ্রনাথ চিত্রচর্চা আরম্ভ করেন– **ষাটোত্তর বয়সে লেখার কাটাকুটি থেকে।**
- 'সোনার তরী' প্রকাশিত হয়– **১৮৯৪ সালে।**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি

Step 1 শব্দার্থ ও টীকা

◈ **গরজে**– গর্জন করে।
◈ **ভারা ভারা**– 'ভারা' অর্থ ধান রাখার পাত্র। এরকম পাত্রের সমষ্টি বোঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।
◈ **ক্ষুরধারা**– ক্ষুরের মতো ধারালো যে প্রবাহ বা স্রোত।
◈ **খরপরশা**– ধারালো বর্শা। এখানে ধারালো বর্শার মতো।
◈ **আমি**– সাধারণ অর্থে কৃষক। প্রতীকী অর্থে শিল্পস্রষ্টা কবি।
◈ **আমি একেলা**– কৃষক কিংবা শিল্পস্রষ্টা কবির নিঃসঙ্গ অবস্থা।
◈ **চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা**– ধানক্ষেতটি ছোট দ্বীপের আঙ্গিকে চিত্রিত। তার পাশে ঘূর্ণায়মান স্রোতের উদ্দামতা। নদীর 'বাঁকা' জলস্রোত বেষ্টিত ছোট ক্ষেতটুকুর আশু বিলীয়মান হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে এ অংশে। বাঁকা জল এখানে অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক।
◈ **তরুছায়ামসী-মাখা**– ওপারের মেঘে ঢাকা গ্রামটি যেন গাছের ছায়ার কালো রঙে মাখানো।
◈ **গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে**– ক্ষুরের মতো ধারালো জলস্রোতে গান গাইতে গাইতে যে মাঝি পারের দিকে এগিয়ে আসছে, রবীন্দ্র-ভাবনায় সে নির্মোহ মহাকালের প্রতীক।
◈ **কোনো দিকে নাহি চায়**– মহাকালের প্রতীক এই মাঝি নিরাসক্ত বলেই তার সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিপাত নেই।
◈ **দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে**– এই আগন্তুক মাঝি কৃষক বা শিল্পস্রষ্টা কবির হয়ত চেনা। কেননা, চেনা মনে হলেও কৃষক বা শিল্পস্রষ্টা কবির সংশয় থেকেই যায়।
◈ **ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?**– নির্বিকার মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কৃষক বা কবির চেষ্টা। 'বিদেশ' এখানে চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
◈ **বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে**– চিরায়ত শিল্পলোকে ঠাঁই পাওয়ার জন্যই কৃষকরূপী কবির ব্যাকুল অনুনয় এখানে প্রকাশিত।
◈ **আমার সোনার ধান**– কৃষকের শ্রেষ্ঠ ফসল। ব্যঞ্জনার্থে শিল্পস্রষ্টা কবির সৃষ্টিসম্ভার।
◈ **আর আছে আর নাই, দিয়েছি ভরে**– ছোট জমিতে উৎপন্ন ফসলের সবটাই অর্থাৎ কবির সমগ্র সৃষ্টি তুলে দেওয়া হয়েছে মহাকালের স্রোতে ভেসে আসা সোনার তরীরূপী চিরায়ত শিল্পলোকে।
◈ **থরে বিথরে**– স্তরে স্তরে, সুবিন্যস্ত করে।
◈ **নিরুপায়**– অনন্যোপায়, উপায় শূন্য।
◈ **এখন আমারে লহো করুণা করে**– ফসল বা সৃষ্টিসম্ভার তুলে দেওয়া হয়েছে নৌকায়। এখন ফসল বা সৃষ্টির স্রষ্টা স্থান পেতে চায় ওই মহাকালের নৌকায়।
◈ **শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি**– নিঃসঙ্গ অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষার ইঙ্গিত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "মহাকাল আমার সর্বস্ব লইয়া যায় বটে, কিন্তু আমাকে ফেলিয়া যায় বিস্মৃতি ও অবহেলার মধ্যে। ... সোনার তরীর নেয়ে আমার সোনার ধান লইয়া যায় খেয়াপারে, কিন্তু আমাকে লয় না।

মূল কবিতা

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হলো সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা–
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা ॥ ①
একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা— ②
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা ॥
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসী-মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা-
এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা ॥
গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে। ③
ভরা পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু ধারে–
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে ॥
ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে। ④
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুশি তারে দাও–
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে ॥
যত চাও তত লও তরণী-পরে।
আর আছে– আর নাই, দিয়েছি ভরে ॥
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে–
এখন আমারে লহো করুণা করে ॥ ⑤
ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই– ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি–
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ॥ ⑥

শব্দার্থ ও টীকা

◈ **ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী**– সোনার তরীতে মহৎ সৃষ্টিরই স্থান সংকুলান হয় কেবল। ব্যক্তিসত্তা ও তার শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার।
◈ **মসী**– কলম। এখানে কলমের কালো কালি বা কালচে রঙের মতো অর্থে ব্যবহৃত।
◈ **ভরসা**– আশা, আশ্বাস, নির্ভরশীলতা, আস্থা।
◈ **মেঘ**– প্রতিকূল আবহাওয়া অর্থে ব্যবহৃত।
◈ **নাহি ভরসা**– কোনো আশা না থাকা। কৃষকরূপী কবি মানবজীবনের এক চরম সংকটের মুখোমুখি। বর্ষার দুর্যোগে ধান নিয়ে অপেক্ষমাণ
◈ **কৃষকের কোনো ভরসা না পাওয়ার কারণ**– বর্ষার দুর্যোগ।
◈ **রাশি রাশি**– অজস্র, প্রচুর। শব্দটি নির্ধারক বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত। দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করে যখন একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয় তাকে নির্ধারক বিশেষণ বলে।
◈ **খরপরশা**– খুরের মতো ধারালো যে প্রবাহ বা স্রোত।
◈ **কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা**– বর্ষার আগমন। রূপক অর্থে মৃত্যুর আগমন।
◈ **একখানি ছোট ক্ষেত**– মানুষের কর্মক্ষেত্র হিসেবে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সীমাবদ্ধ পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে।
◈ **পরপার**– নদীর অপর পার। রূপক অর্থে পরকাল বা মৃত্যু পরবর্তী জগৎ। ◈ **ধার**– কিনারা বা প্রান্ত।
◈ **তরুছায়ামসী**– গাছের ছায়ার অন্ধকার বা কালচে বর্ণ। রূপক অর্থে প্রকৃতির বিরূপতা বা মহাকালের অতল অন্ধকার বা নিষ্ঠুরতা।
◈ **এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা**– কৃষকরূপী কবি যে পারেতে বসে আছেন। রূপক অর্থে ইহকাল যেখানে কবি সম্পূর্ণ একা। ◈ **খুশি**– ফারসি ভাষার শব্দ।
◈ **ঢেউগুলি**– কবিতাটিতে রূপক অর্থে মহাকাল বা প্রবহমান সময়।
◈ **বিদেশ**– বিদেশ শব্দটি এখানে চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
◈ **যত.....তত**– কবিতাটিতে যত-তত সাপেক্ষ সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনও কখনও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক সর্বনাম পদ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে দুটি বাক্যের সংযোগ সাধন করে থাকে। এদেরকে বলা হয় সাপেক্ষ সর্বনাম।
◈ **নদীকূলে**– পৃথিবীর জীবন বা বিশ্বসংসার।
◈ **যাহা লয়ে ছিনু ভুলে**– যা নিয়ে মগ্ন ছিল।
◈ **শ্রাবণগগন ঘিরে/ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে**– শ্রাবণ মাসের আকাশে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে আসে। অর্থাৎ কৃষকরূপী কবির নিজ জীবনের অবধারিত অবসান মুহূর্ত।

পাঠ পর্যালোচনা

০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুল পঠিত ও আলোচিত এক গূঢ় রহস্যের কবিতা 'সোনার তরী'। কবিতার প্রথমেই কবি এক বিরূপ পরিস্থিতির অবতারণা করেছেন। যেখানে সৃষ্টিশীল মানুষের ন্যায় রাশি রাশি ধান তথা সাহিত্যকর্ম নিয়ে মহাকালের গর্ভে নিঃসঙ্গ, একাকী বিলীন হওয়ার প্রতীক্ষায় কবি। মেঘের গর্জন, বর্ষাদৃশ্য, নদীর ক্ষুরধার স্রোত শব্দগুলি দ্বারা কবি জীবনের প্রতিকূলতার ছবি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

০২. চারপাশের প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপের মতো ছোটো একটি ধানক্ষেতে বহু পরিশ্রমে উৎপাদিত সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষারত এক নিঃসঙ্গ কৃষক তথা সারা জীবনের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে শিল্পস্রষ্টা কবির নিঃসঙ্গ অবস্থা প্রতীকায়িত হয়েছে। খরস্রোতা নদীর বাঁকা জলের হিংস্রাত্মক রূপ কৃষকরূপী কবিমনে জীবন অপরাহ্নের পরপারের ছবি প্রত্যক্ষ করাচ্ছে জীবনের প্রভাত বেলাতেই।

০৩. এরকম আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে খরস্রোতা নদীতে গান গাইতে গাইতে একটি ভরাপাল সোনার নৌকা নিয়ে এক মাঝিকে দেখে উচ্ছ্বসিত কৃষকের পরিচিত মনে হলেও মনে থেকে যায় সংশয়। রবীন্দ্র নির্মোহ মহাকালের প্রতীক এ মাঝি নিরাসক্ত। আর তাই কোনোদিকে তার সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিপাত নেই।

০৪. নিজের সমস্ত সৃষ্টি তুলে দেওয়ার জন্য নির্বিকার আগন্তুক মাঝিকে দেখে উৎকণ্ঠিত কৃষক তার দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা চালায়। 'বিদেশ' এখানে চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত।

০৫. উৎকণ্ঠিত কৃষকের সকাতর মিনতিতে ছোটো জমিতে উৎপন্ন ফসলের সবটাই অর্থাৎ কবির সমগ্র সৃষ্টি তুলে নিয়েছে মহাকালের স্রোতে ভেসে আসা সোনারতরী-রূপী চিরায়ত শিল্পলোক। এখন এ চিরায়ত শিল্পলোকে স্থান পাওয়ার জন্য কৃষকরূপী কবির ব্যাকুল অনুনয়।

০৬. কিন্তু নৌকা ছোটো বলে স্থান সংকুলান হয় না কৃষকরূপী কবির। মহাকালের স্রোতে জীবন-যৌবন দিয়ে গড়ে তোলা মহৎ সৃষ্টিরই স্থান হয় কেবল, বাকি সব হারিয়ে যায় কালের অতল গহ্বরে। ব্যক্তিসত্তা ও শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালস্রোতের শিকার। তাই শূন্য নদীর তীরে আশাহত কৃষকের বেদনা গুমড়ে মরে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Step 2 পাঠ-পরিচিতি

পাঠ-পরিচিতি : 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা। শতাধিক বছর ধরে এ কবিতা বিপুল আলোচনা ও নানামুখী ব্যাখ্যায় নতুন নতুন তাৎপর্যে অভিষিক্ত। একই সঙ্গে কবিতাটি গূঢ় রহস্য ও শ্রেষ্ঠত্বেরও স্মারক। মহৎ সাহিত্যের একটি বিশেষ গুণ হলো কালে কালে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনার আলোকে তার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হতে থাকে। বাংলা কবিতার ইতিহাসে "সোনার তরী" তেমনি আশ্চর্যসুন্দর এক চিরায়ত আবেদনবাহী কবিতা।

কবিতাটিতে দেখা যায়, চারপাশের প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপের মতো ছোটো একটি ধানক্ষেতে উৎপন্ন সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষারত নিঃসঙ্গ এক কৃষক। আকাশে ঘন মেঘ আর ভারী বর্ষণে পাশের খরস্রোতা নদী হয়ে উঠেছে হিংস্র। চারদিকের 'বাঁকা জল' কৃষকের মনে সৃষ্টি করেছে ঘনঘোর আশঙ্কা। এরকম এক পরিস্থিতিতে ওই খরস্রোতা নদীর একটি ভরাপাল সোনার নৌকা নিয়ে বেয়ে আসা এক মাঝিকে দেখা যায়। উৎকণ্ঠিত কৃষক নৌকা কূলে ভিড়িয়ে তার উৎপাদিত সোনার ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য মাঝিকে সকাতর মিনতি জানালে ওই সোনার ধানের সম্ভার নৌকায় তুলে নিয়ে মাঝি চলে যায়। ছোট নৌকা বলে স্থান সংকুলান হয় না কৃষকের। শূন্য নদীর তীরে আশাহত কৃষকের বেদনা ক্ষুব্ধ মরে। এ কবিতায় নিবিড়ভাবে মিশে আছে কবির জীবনদর্শন। মহাকালের স্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়, কিন্তু বেঁচে থাকে মানুষেরই সৃষ্ট সোনার ফসল। তার ব্যক্তিসত্তা ও শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার। 'সোনার তরী' কবিতাটি ৮ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। পূর্ণ পর্ব ৮ মাত্রার, অপূর্ণ পর্ব ৫ মাত্রার। আপাতভাবে কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত বলে মনে হয়। কিন্তু সর্বশেষ স্তবকের 'শূন্য' শব্দটি বুঝিয়ে দেয় কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের। 'শূন্য' মাত্রাবৃত্তে ৩ মাত্রা। সে হিসেবে 'শূন্য নদীর তীরে ৮ মাত্রার পর্ব ; অক্ষরবৃত্ত ছন্দ হলে ১ মাত্রা কম পড়ত।

Step 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য

সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ	
নির্ + উপায় = নিরুপায়	ক্ষণ + ইক = ক্ষণিক
বার + এক = বারেক	শূন্ + য = শূন্য
প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয়	
√গম্ + অন = গগন	√হন্ + অ = ঘন
√তৃ + ই = তরী	√শূন্ + য = শূন্য
√মিহ্ + অ = মেঘ	√কৃ + উন্ + আ = করুণা
√ক্ষুর্ + অ = ক্ষুর	√মস্ + ঈ = মসী
শ্রবণা + অ = শ্রাবণ	ক্ষণ + ইক = ক্ষণিক

সমাস নির্ণয়		
ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
নিঃ (নাই) উপায় যার	নিরুপায়	নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি
ক্ষুরের মতো ধারালো যে ধারা	ক্ষুরধারা	উপপদ তৎপুরুষ
থরে ও বিথরে	থরে-বিথরে	দ্বন্দ্ব সমাস
তরুর ছায়া	তরুছায়া	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
সোনার তরী	সোনার তরী	অলুক তৎপুরুষ

উচ্চারণ			
শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
তরী	তোরি	মসী	মোশি
রবীন্দ্র	রোবিন্দ্রো	শ্রাবণ	শ্রাবোন্
গগন	গগোন্	ক্ষণিক	খোনিক্
ভরসা	ভরোশা	প্রভাতবেলা	প্রোভাত্‌ব্যালা
শব্দের উৎস নির্দেশ			
তৎসম	গগন, ঘন, কূল, তরী।		
হিন্দি	ভরসা।		
ফারসি	খুশি।		
বানান সতর্কতা			
গগন, খরপরশা, ঠাঁই, শূন্য, স্বাপ্নিক, শারীরিক, ক্ষুরধারা, কূল, তরণী, গুণ, শ্রাবণ, ক্ষণিকা, প্রতীকী, করুণা, উৎকণ্ঠিত, বাঁকা।			
শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ			
গরজে < গর্জে	বরষা < বর্ষা	বরশা < বর্শা	
ঠাঁই < স্থান	সোনা < স্বর্ণ	ছিনু < ছিলাম	

Part 3 MCQ প্রশ্নোত্তর

Step 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?' এখানে 'তুমি' কে?
ক কৃষক খ তরী গ মাঝি ঘ কবি — গ

০২. রবীন্দ্রনাথ পিতা-মাতার কততম পুত্র ছিলেন?
ক ষষ্ঠ খ অষ্টম গ নবম ঘ দশম — খ

০৩. রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক করুণা খ বনফুল গ চয়নিকা ঘ কবি কাহিনী — ঘ

০৪. 'গীতাঞ্জলি' কাব্য কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক ১৯১০ খ ১৯১২ গ ১৯১৩ ঘ ১৯২১ — গ

০৫. 'Song Offerings' কোথায় প্রকাশিত হয়?
ক কলকাতায় খ ইংল্যান্ডে গ লন্ডনে ঘ সুইডেনে — খ

০৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম রচনা সংকলন কোনটি?
ক ছিন্নপত্র খ পুনশ্চ গ ক্ষণিকা ঘ চয়নিকা — ঘ

০৭. রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দে রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ–
ক শেষ সপ্তক খ পুনশ্চ গ পূরবী ঘ খেয়া — খ

০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক শেষ সপ্তক খ শেষলেখা গ শেষের কবিতা ঘ শেষ প্রশ্ন — খ

০৯. রবি ঠাকুর সম্পাদিত পত্রিকা–
ক একটি খ দুইটি গ তিনটি ঘ চারটি — ঘ

১০. রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা কোনটি?
ক হিন্দুমেলার উপহার খ কবি কাহিনী গ বনফুল ঘ বাল্মীকি প্রতিভা — ক

১১. রবীন্দ্র-কাব্যের অনুবিশ্ব–
ক বলাকা খ মানসী গ সোনার তরী ঘ পূরবী — খ

১২. কবি 'ছোটো খেত' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন?
ক আয়তনে ছোটো ক্ষেত খ নদীর ছোটো চর
গ মানুষের জীবনপরিধি ঘ অজানা দেশ — গ

১৩. 'গীতাঞ্জলি' কতটি গানের সংকলন?
ক ১০২টি খ ১১০টি গ ১৫৭টি ঘ ১৯৬টি — গ

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনুরোধে কোন গীতিকবিতা রচনা করেন?
ক বাসন্তিকা খ সঞ্চয়িতা গ খেলাঘর ঘ বসন্ত — গ

১৫. রবীন্দ্র কবিতার মূল সুর–
ক রোমান্টিকতা খ চিত্ররূপময়তা
গ মানবধর্মের জয় ও সৌন্দর্য-তৃষ্ণা ঘ সবগুলো — গ

১৬. কত বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয়?
ক ৮ বছর খ ১২ বছর গ ১৫ বছর ঘ ১৭ বছর — গ

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান?
ক গীতাঞ্জলি খ Song Offerings
গ গীতাঞ্জলি ও অন্যান্য কাব্য ঘ চিত্রাঙ্গদা — গ

১৮. রবীন্দ্রনাথ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপক ও প্রতিষ্ঠাতা?
ক রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় খ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
গ শান্তিনিকেতন ঘ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় — গ

১৯. 'শেষলেখা' রবীন্দ্রনাথের কোন জাতীয় গ্রন্থ?
ক কাব্য খ উপন্যাস গ ছোটগল্প ঘ কাব্যনাট্য — ক

২০. কাহিনি-কবিতার সংকলন গ্রন্থ–
ক জন্মদিনে খ কথা ও কাহিনী গ কথা ঘ কাহিনী — খ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

২১. বাংলা ছোটগল্পের জনক কে?
ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ) হুমায়ূন আহমেদ
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) বনফুল উ: গ

২২. রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসান ঘটে কত তারিখে?
ক) ৭ মে খ) ৭ আগস্ট গ) ৭ নভেম্বর ঘ) ৭ ডিসেম্বর উ: খ

২৩. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার সময় বাংলা সাহিত্যে পরিচিত—
ক) রবীন্দ্রযুগ খ) রবীন্দ্রবলয়
গ) সবুজের যুগ ঘ) কালজয়ী যুগ উ: ক

২৪. রবীন্দ্রনাথ ছিলেন—
ক) চিত্রশিল্পী, পত্র সম্পাদক খ) অসামান্য শিক্ষা-সংগঠক
গ) অনুসন্ধিৎসু বিশ্ব পরিব্রাজক ও চিন্তক ঘ) সবগুলো উ: ঘ

২৫. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণে নিস্পৃহ ছিলেন—
ক) কাজী নজরুল ইসলাম খ) বেগম রোকেয়া
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) সুফিয়া কামাল উ: গ

২৬. এশীয়দের মধ্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান কে?
ক) সত্যেন সেন খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) ড. মুহম্মদ ইউনূস ঘ) অমর্ত্য সেন উ: খ

২৭. রবীন্দ্রনাথ কোন ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার পান?
ক) কাব্যে খ) ইংরেজি সাহিত্যে গ) গানে ঘ) সাহিত্যে উ: ঘ

২৮. রবীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী—
ক) বাংলা ছোটগল্পে খ) মৌলিক নাটক রচনায়
গ) কাব্যনাট্যে ঘ) উপন্যাস রচনায় উ: ক

২৯. রবীন্দ্রনাথ রচিত কাব্যনাট্য কোনটি?
ক) মানসী খ) পুনশ্চ গ) রক্তকরবী ঘ) চিত্রাঙ্গদা উ: ঘ

৩০. গগনে গর্জন করছে—
ক) বর্ষা খ) মেঘ গ) ঘন মেঘ ঘ) ঘন বরষা উ: গ

৩১. কূলে একা বসে আছে—
ক) কবি খ) মাঝি গ) কৃষক ঘ) মানবসত্তা উ: গ

৩২. কৃষক 'নাহি ভরসা' বলেছেন কেন?
ক) ভয়ে খ) মেঘের গর্জনে গ) একা বলে ঘ) বর্ষার আগমনে উ: গ

৩৩. 'রাশি রাশি' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) অধিক খ) বহু গ) সমষ্টি ঘ) প্রাচুর্য উ: ক

৩৪. 'ভারা' অর্থ কী?
ক) পার খ) পাত্রের সমষ্টি গ) ধানের বোঝা ঘ) ধান রাখার পাত্র উ: গ

৩৫. 'ভারা ভারা' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) সুনিপুণ খ) ধান রাখার পাত্র গ) মধুপূর্ণ ঘ) পাত্রের সমষ্টি উ: ঘ

৩৬. 'বরষা' শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি?
ক) বর্ষা > বরষা খ) বরশা > বরষা গ) বর্ষা < বরষা ঘ) বরষা > বর্ষা উ: ক

৩৭. কোন কাজ সারা হলো?
ক) ধান বপন খ) জলের খেলা
গ) ধান কাটা ঘ) ধান নৌকায় তোলা উ: গ

৩৮. 'সোনার তরী' কবিতায় নদীটি কেমন?
ক) ক্ষুরধার খ) ভরা গ) খরপরশা ঘ) ছোট উ: খ

৩৯. 'ক্ষুরধারা' অর্থ কী?
ক) ধারালো খ) ধারালো ক্ষুর
গ) ক্ষুরের মতো ধারালো প্রবাহ বা স্রোত ঘ) স্রোতধারা উ: গ

৪০. 'খর' শব্দের সমার্থক কোনটি?
ক) প্রবহমানতা খ) পরশা গ) কালস্রোত ঘ) প্রবাহ উ: ঘ

৪১. 'ধারালো বর্শার মতো' বোঝায়—
ক) খরপরশা খ) ক্ষুরধারা গ) বাঁকা জল ঘ) স্রোত উ: ক

৪২. ছোটো ক্ষেতের পরিমাণ—
ক) রাশি রাশি খ) একখানি গ) ভরা ঘ) ভারা ভারা উ: খ

৪৩. চারি দিকে কী খেলা করছে?
ক) ধান গাছ খ) নদীস্রোত গ) বাঁকা জল ঘ) বর্ষা উ: গ

৪৪. চারি দিকে বাঁকা জল—
ক) খেলা করছে খ) ভাসিয়ে নিচ্ছে গ) ভয় দেখাচ্ছে ঘ) করিছে খেলা উ: ঘ

৪৫. বাঁকা জল খেলা করছে—
ক) নদীতে খ) চারি দিকে গ) ছোট ক্ষেতে ঘ) ভরা নদীতে উ: খ

৪৬. কৃষক কোথায় একা বসে আছে—
ক) কূলে খ) ছোটো ক্ষেতে গ) নদীতে ঘ) মাঠে উ: ক

৪৭. তরুছায়ামসী-মাখা কোথায়?
ক) গ্রামে খ) নদীপটে গ) পরপারে ঘ) বৃক্ষে উ: গ

৪৮. তরুছায়া কোন রঙের?
ক) সবুজ খ) পিত গ) ছাই ঘ) কালো উ: ঘ

৪৯. 'সোনার তরী' কবিতার গ্রামখানি কেমন?
ক) মেঘে ঢাকা খ) মসী-মাখা
গ) ছোট ক্ষেতের মতো ঘ) তরুছায়াময় উ: ক

৫০. —— তরী বেয়ে কে আসে পারে ! শূন্যস্থানে বসবে—
ক) ভরা পালে খ) গান গেয়ে গ) পাল তুলে ঘ) খুশি হয়ে উ: খ

৫১. কাকে দেখে চেনা মনে হয়?
ক) কবি খ) কৃষক গ) মাঝি ঘ) আগন্তুক উ: গ

৫২. ভরা নদী কী?
ক) ক্ষুরধার খ) খরপরশা গ) মসীমাখা ঘ) ক্ষুরধারা উ: ঘ

৫৩. কে ভরা পালে চলে যায়?
ক) নৌকা খ) মাঝি গ) মহাকাল ঘ) স্রোতধারা উ: খ

৫৪. সোনার তরীর মাঝি কীসের প্রতীক?
ক) কালস্রোত খ) হিংস্রতা গ) মহাকাল ঘ) নির্মোহ মহাকাল উ: ঘ

৫৫. ছোট দ্বীপের আদিকে চিত্রিত—
ক) ধানক্ষেত খ) নদী গ) গ্রামখানি ঘ) জীবনধারা উ: ঘ

৫৬. অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক—
ক) বর্ষা খ) নদী গ) খরপরশা ঘ) বাঁকা জল উ: ঘ

৫৭. মাঝি কোনো দিকে নাহি চায় কেন?
ক) মহাকাল বলে খ) নিষ্ঠুর বলে
গ) নিরাসক্ত বলে ঘ) অহঙ্কারী বলে উ: গ

৫৮. কবিতায় চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) সোনার তরী খ) বিদেশ গ) সোনার ধান ঘ) শূন্য নদী উ: খ

৫৯. ঢেউগুলি—
ক) অসহায় খ) ব্যাকুল গ) ভাঙে দু'ধারে ঘ) নিরুপায় উ: ঘ

৬০. ঢেউগুলি ভাঙছে—
ক) দু ধারে খ) চারিদিকে গ) ধারে বিধারে ঘ) তরুণী পরে উ: ক

৬১. কবিতায় 'ওগো' বলে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে?
ক) মাঝিকে খ) কবিকে গ) কৃষককে ঘ) আগন্তুককে উ: ক

৬২. কৃষক মাঝিকে কোথায় তরী ভিড়াতে বলেছেন?
ক) নদীপারে খ) পরপারে গ) কূলে ঘ) ছোটো ক্ষেতে উ: গ

৬৩. 'গরজে' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?
ক) অভাব খ) আকাঙ্ক্ষা গ) হুঙ্কার ঘ) গর্জন উ: ঘ

৬৪. সোনার ধানের উৎপাদনকারী কৃষক আসলে কে?
ক) কবি খ) কৃষক গ) মাঝি ঘ) সৃষ্টিকর্তা উ: ক

৬৫. ধানক্ষেতের পাশে কীসের ঘূর্ণায়মান উদ্দামতা?
ক) জলের খ) স্রোতের গ) মেঘের ঘ) ধানের উ: খ

৬৬. সাধারণ অর্থে 'আমি' কে?
ক) শিল্পস্রষ্টা খ) কবি গ) কৃষক ঘ) মাঝি উ: গ

৬৭. প্রতীকী অর্থে 'আমি' কে?
ক) কৃষক খ) শিল্পস্রষ্টা কবি গ) ব্যক্তিসত্তা ঘ) মাঝি উ: খ

৬৮. কবিতায় 'আমি' শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) একবার খ) দুইবার গ) তিনবার ঘ) পাঁচবার উ: খ

৬৯. 'তরী' শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) চারবার খ) পাঁচবার গ) দুইবার ঘ) একবার উ: ক

৭০. সোনার ধান নিতে মাঝিকে কোথায় যেতে হবে?
ক) ধানক্ষেতে খ) নদীপারে গ) কূলে ঘ) নদীকূলে উ: গ

৭১. 'সোনার ধান' শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) পাঁচবার খ) চারবার গ) তিনবার ঘ) দুইবার উ: খ

৭২. 'সোনার তরী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) একবার খ) দুইবার গ) তিনবার ঘ) চারবার উ: ক

৭৩. কৃষকের শ্রেষ্ঠ ফসল—
ক) ধান খ) রাশি রাশি ধান গ) সোনার ধান ঘ) ভারা ভারা ধান উ: গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Step 2

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [B : ২৩-২৪, A ১৬-১৭; ৫টি D : ২৩-২৪]
ক) বিবিধপ্রসঙ্গ খ) পুনশ্চ গ) বনফুল ঘ) বৌঠাকুরাণীর হাট উ. (গ)

০২. 'সোনার তরী' কবিতায় উল্লিখিত গ্রামখানি- [B : ২৩-২৪]
ক) মেঘে ঢাকা খ) কুয়াশায় ঢাকা গ) ক ও খ উভয়ই ঘ) গাছের ছায়ায় ঢাকা উ. (ক)

০৩. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ ছোটগল্প? [C : ২৩-২৪, E : ২৩-২৪]
ক) ভিখারিনী খ) স্ত্রীর পত্র গ) মুসলমানীর গল্প ঘ) পোস্টমাস্টার উ. (গ)

০৪. নিচের কোন কবিতাংশটি শুদ্ধ? [C : ২৩-২৪]
ক) গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
খ) ওগো, কে তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?
গ) এখন আমারে লহো করুণা করে॥
ঘ) আর একবার ভিড়াও তরী কূলেতে এসে। উ. (গ)

০৫. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক নয়? [C : ২৩-২৪]
ক) মুক্তধারা খ) কালের যাত্রা গ) ফাল্গুনী ঘ) যুদ্ধ এবং যুদ্ধ উ. (ঘ)

০৬. "থরে বিথরে- এখন আমারে লহো করুণা করে" চরণটি কোন কবিতার? [B ২২-২৩]
ক) মানসী খ) সোনার তরী গ) প্রতিদান ঘ) বিদ্রোহী উ. (খ)

০৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত মোট ছোটগল্পের সংখ্যা কয়টি? [A ২২-২৩]
ক) ৭৮ খ) ৯৫ গ) ৯০ ঘ) ১০০ উ. (খ)

০৮. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গ্রন্থ নয়? [C ২২-২৩]
ক) রাজা খ) চতুরঙ্গ গ) গৃহদাহ ঘ) ঘরে বাইরে উ. (গ)

০৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস নয় কোনটি? [B ১৯-২০]
ক) চোখের বালি খ) ঘরে-বাইরে গ) শেষের কবিতা ঘ) দৃষ্টি প্রদীপ উ. (ঘ)

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ- [C, ১৮-১৯]
ক) মানসী, কল্পনা, পুনশ্চ, ধূমকেতু
খ) বলাকা, ক্ষণিকা, সোনার তরী, কড়ি ও কোমল
গ) বলাকা, ক্ষণিকা, শিশু ভোলানাথ, ছায়ানট
ঘ) চক্রবাক, ছায়ানট, পলাতকা, ক্ষণিকা উ. (খ)

১১. কোন কবিতাগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের? [C ১৭-১৮]
ক) সারদা মঙ্গল, সাধের আসন, বঙ্গ সুন্দরী খ) প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, ভুল
গ) বিরহ বিলাপ, কুসুম কানন, অশ্রুমালা ঘ) কল্পনা, খেয়া, চৈতালি, সেঁজুতি উ. (ঘ)

১২. কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা? [গ ১১-১২]
ক) পদ্মরাগ খ) রায়নন্দিনী গ) শেষ সপ্তক ঘ) কুহু ও কেকা উ. (গ)

১৩. কোন আধুনিক কবি ব্রজবুলি ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন? [জ ১১-১২]
ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ) ফররুখ আহমেদ
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) নজরুল ইসলাম উ. (গ)

১৪. 'গ্রামখানি মেঘে ঢাকা' এখানে কোন বেলার কথা বলা হয়েছে? [গ ১১-১২]
ক) সকালবেলা খ) সাঁঝের বেলা গ) প্রভাতবেলা ঘ) দুপুরবেলা উ. (গ)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বিশেষণটি 'সোনার তরী' কবিতার 'মাঝি'কে সবচেয়ে সার্থকভাবে রূপায়িত করে? [A : ২৩-২৪]
ক) বিষণ্ণ খ) নিঃসঙ্গ গ) নিরুপায় ঘ) নির্লিপ্ত উ. (ঘ)

০২. কোনটি রবীন্দ্রনাথের 'মুসলমানীর গল্প'র চরিত্র? [A : ২৩-২৪]
ক) গফুর খ) মেহের আলী গ) হবির খাঁ ঘ) অপূর্ব উ. (গ)

০৩. 'চারিদিকে বাঁকা জল করিতেছে খেলা'- 'বাঁকা জল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [A : ২৩-২৪]
ক) মহাকালের স্রোত খ) বিধ্বংসী নদীর জল
গ) ক ও খ দুটোই ঘ) উপরের কোনোটিই নয় উ. (ক)

০৪. 'যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়াইয়া আনি'- 'ঐকতান' কবিতায় কবি এসব কুড়িয়ে আনেন- [A : ২৩-২৪]
ক) কবির নিজের জন্য খ) কবির কবিতার জন্য
গ) ভবিষ্যৎ পাঠকের জন্য ঘ) বাংলা ভাষার জন্য উ. (খ)

০৫. কবি কোথায় পড়ে রইলেন? [C ২২-২৩]
ক) মহাকালের পথে খ) শূন্য নদীর তীরে
গ) ছোট ক্ষেতের পাশে ঘ) বাঁকা জলের স্রোতে উ. (খ)

০৬. গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে? [C ২২-২৩]
ক) কৃষক খ) মাঝি গ) জেলে ঘ) কবি উ. (খ)

০৭. 'সোনার তরী' কবিতাটি কত মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত হয়েছে? [B (ক-শিফট) ১১-১২, রবি ক-১২]
ক) ৬ মাত্রার খ) ৮ মাত্রার গ) ৫ মাত্রার ঘ) ৪ মাত্রার উ. (খ)

০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন রচনাটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন? [A ১৮-১৯]
ক) ঘরে বাইরে খ) বসন্ত গ) মানসী ঘ) গীতাঞ্জলি উ. (খ)

০৯. 'ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে'। 'সোনার তরী' কবিতার এ 'তুমি' কে? [I ১৭-১৮]
ক) কৃষক খ) তরী গ) মাঝি ঘ) কবি উ. (গ)

১০. 'বিদায় অভিশাপ' কার অভিশাপ? [R ১৭-১৮]
ক) দেবযানীর প্রতি কচের খ) কচের প্রতি দেবযানীর
গ) রাধার প্রতি কৃষ্ণের ঘ) কৃষ্ণের প্রতি রাধার উ. (খ)

১১. প্রথম কোন বাঙালি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন? [A ১৩-১৪]
ক) অমর্ত্য সেন খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ) ড. ইউনূস ঘ) কমল দাশগুপ্ত উ. (খ)

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান? [A ১৩-১৪]
ক) সোনার তরী খ) গীতাঞ্জলী গ) গোরা ঘ) গীতাঞ্জলি উ. (ঘ)

১৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডি-লিট উপাধি দেয়- [D ১৩-১৪]
ক) ১৯১৩ সালে খ) ১৯৩৬ সালে গ) ১৯৪০ সালে ঘ) ১৯৪১ সালে উ. (খ)

১৪. সোনার তরী কবিতার রূপক অর্থে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে- [D ১৩-১৪]
ক) মানুষের পার্থিব চেতনা খ) মানুষের অবিনশ্বর চেতনা
গ) মানুষের কর্মফল চেতনা ঘ) মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনা উ. (গ)

১৫. 'যেয়ো যেথা যেতে চাও, যারে খুশি তারে দাও'-চরণ দুটি কার রচনা? [খ ০৭-০৮]
ক) নবীনচন্দ্র সেন খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) অমিয় চক্রবর্তী ঘ) সুকান্ত উ. (খ)

১৬. ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী---সোনার ধানে গিয়েছে ভরি- [গ ০৭-০৮]
ক) আমার খ) আমারই গ) তোমারি ঘ) আমারি উ. (ঘ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কাব্যনাট্য কোনটি? [B1 : ২৩-২৪]
ক) বিসর্জন খ) হীরামন গ) মহুয়া ঘ) কাজলরেখা উ. (ক)

০২. নিচের কোন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় যিনি চিত্রশিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন? [B1 : ২৩-২৪]
ক) দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) সুভো ঠাকুর উ. (ঘ)

০৩. 'ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?'-এর পরের পঙক্তি কী হবে? [B1 : ২৩-২৪]
ক) গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে খ) শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে
গ) বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে ঘ) আমার সোনার ধান কূলেতে এসে উ. (গ)

০৪. নিচের কোন গ্রন্থটি উপন্যাস? [B : ২৩-২৪]
ক) কালান্তর খ) রুদ্রমঙ্গল গ) দেশে-বিদেশে ঘ) শেষের কবিতা উ. (ঘ)

০৫. রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [D : ২৩-২৪]
ক) বনফুল খ) প্রভাত সংগীত গ) সন্ধ্যা সংগীত ঘ) মানসী উ. (ক)

০৬. 'সোনার তরী' কবিতায় মহাকালের প্রতীক কোনটি? [D : ২৩-২৪]
ক) নক্ষত্র খ) ধান গ) নৌকা ঘ) মাঝি উ. (গ)

০৭. 'সোনার তরী' কবিতায় শ্রাবণগগন ঘিরে কোন মেঘ ঘুরে ফেরে? [B1 ২২-২৩]
ক) কালো মেঘ খ) [illegible] মেঘ গ) সাদা মেঘ ঘ) ঘন মেঘ উ. (ঘ)

০৮. 'সঞ্চয়িতা' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [B ১৩-১৪]
ক) শামসুর রাহমান খ) কাজী নজরুল ইসলাম
গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ. (ঘ)

০৯. 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের কবিতা? [E ১২-১৩]
ক) পূরবী খ) শেষ লেখা গ) আকাশ প্রদীপ ঘ) সেঁজুতি উ. (খ)

১০. 'সোনার তরী' কবিতার মূল ভাববস্তুগত বিষয় কী? [D ১২-১৩]
ক) নদী ও নৌকা খ) প্রকৃতি ও জীবন গ) কৃষক ও ধান ঘ) মহাকাল ও মানুষ উ. (ঘ)

১১. 'জীবনস্মৃতি' কার আত্মজীবনী? [ঙ ১১-১২]
ক) বুদ্ধদেব বসু খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) সৈয়দ মুজতবা আলী ঘ) তাজউদ্দীন আহমেদ উ. (খ)

১২. 'রক্তকরবী' কে রচনা করেন? [ঘ ১১-১২]
ক) কাজী নজরুল ইসলাম খ) আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
গ) আনিসুল হক ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ. (ঘ)

১৩. রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' একটি- [ক ১০-১১]
ক) গল্প খ) উপন্যাস গ) কাব্যগ্রন্থ ঘ) কাব্যনাট্য উ. (খ)

১৪. 'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি।' কোন কবিতার চরণ? [ঘ ০৯-১০]
ক) সোনার তরী খ) জীবন-বন্দনা
গ) তাহারেই পড়ে মনে ঘ) একটি ফটোগ্রাফ উ. (ক)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৫. 'সোনার তরী' কবিতায় 'আমি একেলা' বলতে বোঝানো হয়েছে? [খ ০৯-১০]
ⓚ নিঃসঙ্গ কবিকে ⓚ নিঃসঙ্গ কৃষককে ⓖ নিঃসঙ্গ মাঝিকে ⓘ নৌকাকে উ: ক

১৬. 'সোনার তরী' কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে– [ঙ ০৯-১০]
ক) ভাববাদ খ) ভক্তিবাদ গ) মরমিবাদ ঘ) সাম্যবাদ উ: ক

১৭. রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতায় তরীটি কিসে বোঝাই? [খ ০৭-০৮]
ক) সোনার ঘাসে খ) সোনার হারে গ) সোনার ধানে ঘ) সোনার মোহরে উ: গ

১৮. 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে' পঙ্ক্তিটি কোন কবিতার? [খ ০৫-০৬]
ক) পাঞ্জেরি খ) আঠারো বছর বয়স গ) সোনার তরী ঘ) কবর উ: গ

১৯. কোন বইয়ের লেখক রবীন্দ্রনাথ নন? [ঙ ০৫-০৬]
ক) সোনার তরী খ) সঞ্চয়িতা গ) সঞ্চিতা ঘ) গীতবিতান উ: গ

২০. 'গীতাঞ্জলি' কার কাব্যগ্রন্থ? [খ ০৩-০৪]
ক) কাজী নজরুল ইসলামের খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
গ) জীবনানন্দ দাশের ঘ) বুদ্ধদেব বসুর উ: খ

২১. কোন দুটি রচনা একই শ্রেণির? [ঘ ০৫-০৬]
ক) বিসর্জন ও কল্পনা খ) তিন সঙ্গী ও মানসী
গ) রাজা ও বলাকা ঘ) গোরা ও ঘরে বাইরে উ: ঘ

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সোনার তরী' কবিতায় 'বাঁকা জল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [B : ২৩-২৪; চবি ক ১৩-১৪, ঘ ০৮-০৯]
ক) জীবনপ্রবাহ খ) অনন্ত কালস্রোত
গ) তির্যক জলরাশি ঘ) নদীর স্রোত উ: খ

০২. 'তরুছায়ামসী-মাখা'-এই শব্দবন্ধে 'মসী' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [B ২২-২৩]
ক) ছুরি খ) কলম গ) কালো রং ঘ) সবুজাভ উ: গ

০৩. 'আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।'-এখানে 'সোনার ধান' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [B ২২-২৩]
ক) তুচ্ছার্থে খ) বৃহদার্থে গ) ব্যঞ্জনার্থে ঘ) সাধারণ অর্থে উ: গ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষলেখা' কোন ধরনের রচনা? (A&HS : ১১-১২)
ক) কাব্য খ) গল্প গ) উপন্যাস ঘ) প্রবন্ধ উ: ক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ নয় কোনটি? [ঘ ১৭-১৮; খ ০৫-০৬; কুবি খ ১৬-১৭; চবি খ ০৫-০৬]
ক) বলাকা খ) সোনার তরী গ) শেষের কবিতা ঘ) পুনশ্চ উ: গ

০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গ্রন্থটি অন্যগুলো থেকে পৃথক? [A ১৩-১৪]
ক) মানসী খ) যোগাযোগ গ) বলাকা ঘ) চিত্রা উ: খ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সোনার তরী' কবিতায় 'ক্ষুরধারা' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [A ১৭-১৮]
ক) ক্ষুরের মতো ধারালো স্রোত খ) ধারালো ক্ষুর বিশেষ
গ) ক্ষুরের মতো দেখতে ঘ) প্রবল স্রোত উ: ক

০২. 'সোনার তরী' কবিতায় কয়টি চরিত্র পাওয়া যায়? [১১-১২]
ক) ২টি খ) ৩টি গ) ১টি ঘ) ৪টি উ: ক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সাহিত্যের কোন শাখায় রবীন্দ্রনাথের পদচারণা নেই? [B ১৯-২০]
ক) কাব্য খ) নাটক গ) গল্প ঘ) মহাকাব্য উ: ঘ

০২. কোন প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছিল? [B -১৩-১৪]
ক) ইন্ডিয়ান সোসাইটি খ) লন্ডন লিটারেরি সোসাইটি
গ) সুইডিশ অ্যাকাডেমি ঘ) প্যারিস অকাডেমি উ: গ

০৩. 'ভানুসিংহ ঠাকুর' কার ছদ্মনাম? [C -১৩-১৪; হাবিপ্রবি গ ১৩-১৪]
ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ) প্রমথ চৌধুরী
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম উ: গ

০৪. সোনার তরী কবিতায় কোন ঋতুর কথা আছে? [B ১৩-১৪]
ক) গ্রীষ্ম খ) বর্ষা গ) শরৎ ঘ) বসন্ত উ: খ

০৫. কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা নয়? [B ১৩-১৪]
ক) কালান্তর খ) পঞ্চভূত গ) বিসর্জন ঘ) গৃহদাহ উ: ঘ

০৬. বাংলা গদ্য ছন্দের প্রবর্তক কে? [গ ১১-১২]
ক) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ) আল মাহমুদ ঘ) নজরুল ইসলাম উ: খ

০৭. 'কোনো দিকে নাহি চায়'-কে? [ক ১০-১১]
ক) তরীর মাঝি খ) আকাশের মেঘ গ) ঝরনার পানি ঘ) বর্ষার পানি উ: ক

০৮. 'ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?' কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে? [চ ০৫-০৬]
ক) নাইয়াকে খ) কবিকে গ) চাষাকে ঘ) কাউকে নয়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সোনার তরী' কবিতার তরী বেয়ে আসা মাঝি কীসের প্রতীক? [B ১৩-১৪; ইবি B ১৩-১৪]
ক) কালস্রোতের প্রতীক খ) সৌন্দর্যের প্রতীক
গ) মহাকালের প্রতীক ঘ) অভিযাত্রিক-এর প্রতীক

০২. 'সোনার তরী' কবিতায় বাংলা কোন মাসের নাম উল্লেখ আছে? [A ১২-১৩]
ক) আষাঢ় খ) শ্রাবণ গ) ভাদ্র ঘ) আশ্বিন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'শেষের কবিতা' উপন্যাস হলে 'শেষলেখা' কী? [F ১৭-১৮]
ক) উপন্যাস খ) কাব্যগ্রন্থ গ) ছোটগল্প ঘ) নাটক

০২. 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে' চরণটির রচয়িতা কে? [G ১৭-১৮]
ক) কাজী নজরুল ইসলাম খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

০৩. 'একখানি ছোট খেত আমি একেলা' চরণটি কার রচনা থেকে নেয়া? [ক ১৩-১৪]
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) জসীমউদ্‌দীন গ) সুফিয়া কামাল ঘ) জীবনানন্দ দাশ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী' ------ কার ঠাঁই হলো না? [গ ০৯-১০]
ক) কৃষকের খ) কবির গ) কৃষক ও কবি উভয়ের ঘ) মাঝির

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর জন্ম তারিখ কোনটি? [C ১৩-১৪]
ক) ২৫ বৈশাখ খ) ২২ শ্রাবণ গ) ১১ জ্যৈষ্ঠ ঘ) ১২ ভাদ্র

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সকলি দিলাম তুলে ——।' এ কবিতাংশের শূন্যস্থান পূরণে কী বসবে? [B ১৯-২০]
ক) নৌকা ভরে খ) নদীর তীরে গ) থরে বিথরে ঘ) করুণা করে

০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কোথায় বসে লেখা? [C ১৭-১৮; রাবি B ১৪-১৫; চবি B, ১৪-১৫]
ক) শিলাইদহ খ) পতিসর গ) শাহজাদপুর ঘ) জোড়াসাঁকো

Note: রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' কাব্যের কিছু কবিতা শাহজাদপুরে বসে লিখলেও এ কবিতাটি লেখেন শিলাইদহে বসে।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল

০১. নিচের কোন পঙ্ক্তিতে মাঝির নির্বিকারচিত্ত ও নিরাসক্তি ফুটে উঠেছে? [FASS : ২৩-২৪]
ক) ভরা পালে চলে যায় খ) কোনো দিকে নাহি চায়
গ) গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে ঘ) দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে

০২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনেক বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করলেও তাঁর কর্মের মাধ্যমে তিনি আজও বাঙালি জাতির হৃদয়ে চির অমর– তাঁর কর্মময়তা তোমার পঠিত কোন কবিতার মূলভাবকে সমর্থন করে? [FASS : ২৩-২৪]
ক) জীবন বন্দনা খ) তাহারেই পড়ে মনে
গ) পাঞ্জেরী ঘ) সোনার তরী

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. 'সোনার তরী' কবিতায় অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক কোনটি? [২২-২৩; মভাবিপ্রবি D -১৩-১৪; হামোদাবিপ্রবি E ১৩-১৪]
ক) সোনার তরী খ) বাঁকা জল গ) সোনার ধান ঘ) মাঝি

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত উপন্যাস কোনটি? [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ক) বলাকা খ) শেষের কবিতা গ) তাসের দেশ ঘ) রক্তকরবী

০২. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [বিজ্ঞান ২২-২৩; রাবি C ২২-২৩; চবি ক ১৩-১৪]
ক) স্বরবৃত্ত খ) অক্ষরবৃত্ত গ) অমিত্রাক্ষর ঘ) মাত্রাবৃত্ত

০৩. 'লহ' শব্দের অর্থ– [Business : ২১-২২]
ক) নাও খ) রক্ত গ) লক্ষ কর ঘ) দাও

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Step 4 বোর্ড পরীক্ষা ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর

[illegible]

'তরুছায়া মসী-মাখা' এখানে 'মসী-মাখা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [কু. বো. ২২]
ক) কালো রঙে মাখানো খ) অস্পষ্ট মহাকাল
গ) মসী দ্বারা অস্পষ্ট ঘ) মসী দ্বারা মাখা উ: ক

'সোনার তরী' কবিতায় 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই'– কথাটিতে মাঝির কেমন মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে? [দি. বো. ২২]
ক) অহংকার খ) নিবেদন গ) প্রত্যাখ্যান ঘ) হতাশা উ: গ

'সোনার তরী' কবিতায় কবির আবেদন নিচের কোন পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে? [ব. বো. ২২]
ক) আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি খ) এখন আমারে লহো করুণা করে
গ) [illegible] ঘ) যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী উ: খ

'সোনার তরী' কবিতায় 'সোনার ধান' কীসের প্রতীক? [ব. বো. ২২]
ক) মহাকাল খ) সমকাল গ) সৃষ্টিকর্ম ঘ) কালস্রোত উ: গ

'সোনার তরী' কবিতায় 'বাঁকা জল' দ্বারা কীসের প্রতীক? [চ. বো. ২২]
ক) কালস্রোতের খ) কর্মফলের গ) মহাকালের ঘ) আশঙ্কার উ: ক

'সোনার তরী' কীসের প্রতীক? [ব. বো. ২২]
ক) যৌবনের খ) জীবনের গ) কৃষকের ঘ) কর্মের উ: খ

'সোনার তরী' কবিতায় মহাকালের প্রতীক কোনটি? [ব. বো. ২২]
ক) ধান খ) নদী গ) নৌকা ঘ) মাঝি উ: ঘ

'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [ব. বো. ২২]
ক) মাত্রাবৃত্ত খ) গদ্যছন্দ গ) অক্ষরবৃত্ত ঘ) স্বরবৃত্ত উ: ক

Step 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

'Gitanjali' of Rabindranath Tagore was translated by— [illegible]
[illegible] Robert Frost
[illegible] Rudyard Kipling

[illegible]

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বছরে ছোটগল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন? [৪৫তম বিসিএস]
ক) ১০ বছর খ) ১২ বছর গ) ১৪ বছর ঘ) ১৬ বছর উ: ঘ

১৬. 'অতীন' রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পের নায়ক? [৪৪তম বিসিএস]
ক) নষ্টনীড় খ) নামঞ্জুর গল্প গ) রবিবার ঘ) ল্যাবরেটরি উ: খ

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নষ্টনীড়' গল্পের একটি বিখ্যাত চরিত্র– [৪৩তম বিসিএস]
ক) বিনোদিনী খ) হৈমন্তী গ) আশালতা ঘ) চারুলতা উ: ঘ

১৮. 'চন্দরা' চরিত্রের স্রষ্টা কে? [৪৩তম বিসিএস]
ক) বুদ্ধদেব বসু খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) মীর মশাররফ হোসেন ঘ) সৈয়দ শামসুল হক উ: খ

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্প কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
ক) একরাত্রি খ) নষ্টনীড় গ) ক্ষুধিত পাষাণ ঘ) মধ্যবর্তিনী উ: গ

২০. 'ব্যক্ত প্রেম' ও 'গুপ্ত প্রেম' কবিতা দুটি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [৪২তম বিসিএস]
ক) খেয়া খ) মানসী গ) কল্পনা ঘ) সোনার তরী উ: খ

২১. 'জীবনস্মৃতি' কার রচনা? [৪১তম বিসিএস]
ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন উ: খ

২২. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ? [৪০তম বিসিএস]
ক) শেষ লেখা খ) শেষ প্রশ্ন গ) শেষ কথা ঘ) শেষ দিন উ: ক

২৩. 'ছিন্নপত্র' এর অধিকাংশ পত্র কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা? [৪০তম বিসিএস]
ক) ইন্দিরা দেবী খ) কাদম্বরী দেবী গ) মৃণালিনী দেবী ঘ) মৈত্রেয়ী দেবী উ: ক

২৪. রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা কোন ছন্দে রচিত? [৪০তম বিসিএস]
ক) স্বরবৃত্ত খ) অক্ষরবৃত্ত গ) মুক্তক ঘ) মাত্রাবৃত্ত উ: ঘ

২৫. 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এর রচয়িতা কে? [৩৯তম বিসিএস]
ক) ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় খ) চণ্ডীদাস গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) ভারতচন্দ্র উ: গ

২৬. 'সঞ্চয়িতা' কোন কবির কাব্য সংকলন? [৩৮তম বিসিএস]
ক) কাজী নজরুল ইসলাম খ) জীবনানন্দ দাশ
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) বিষ্ণু দে উ: গ

২৭. কোনটি কাব্যগ্রন্থ? [৩৭তম বিসিএস]
ক) শেষ প্রশ্ন খ) শেষ লেখা গ) শেষের কবিতা ঘ) মহুয়া উ: খ

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবির উপলব্ধি হচ্ছে– [৩৫তম বিসিএস]
ক) জীবনের বিচিত্র ও বিপুল সম্ভাবনায়
খ) বাধা বিপত্তি প্রতিভাকে আরও বিকশিত করে
গ) প্রকৃতি বিপুল প্রাণশক্তির অধিকারী
ঘ) তারুণ্য শক্তি পথের বাধা দূর হয় উ: ক

Step 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
যা কর্ষিবে-তাই পাবে, সংসার যে কর্মভূমি!

০১. উক্ত সংগতির বিপরীতে 'সোনার তরী' কবিতার অন্তর্নিহিত দর্শনটি হলো–
i. পৃথিবীতে ভালো কাজের জন্য ভালো ফল পাওয়া যায়
ii. মহাকাল মানুষের কর্মকে গ্রহণ করে, মানুষকে নয়
iii. মানুষ নশ্বর তার কর্ম অবিনশ্বর
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii ⓜ i ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: খ

০২. 'সোনার তরী' কবিতায় বর্ণিত নদীটির স্রোত–
i. বর্শার মতো ধারালো ii. ক্ষুরের মতো ধারালো iii. বিদ্যুতের মতো ক্ষীপ্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ক

০৩. 'সোনার তরী' কবিতায় বর্ণিত ধানখেতটি–
i. দেখতে দ্বীপের মতো ii. আকারে ছোটো iii. নদীর স্রোতে বিলীয়মান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ঘ

০৪. 'সোনার তরী' কবিতার মাঝি–
i. ভরা পালে চলে যায় ii. কৃষকের অনুনয়ে সাড়া দেয় iii. গান গেয়ে তরী বায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ঘ

০৫. কৃষক তাঁর সোনার ধান মাঝিকে দিলো–
i. সুবিন্যস্ত করে সাজিয়ে ii. সম্পূর্ণরূপে iii. আংশিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ক

০৬. "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই– ছোটো সে তরী।" উক্তিটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে–
i. কৃষকের ফসলে তরীটি ছিল পরিপূর্ণ
ii. তরীতে ফসল ব্যতীত অন্য কিছুর জায়গা নেই
iii. মহাকাল ব্যক্তি মানুষকে গ্রহণ করে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ঘ

০৭. কবিতাটিতে মেঘের গর্জন ইঙ্গিত করে–
i. বৈরী অবহাওয়াকে ii. কৃষকের বিপন্ন অবস্থাকে iii. বর্ষার স্নিগ্ধ রূপটিকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ক

০৮. কবিতাটিতে পরপারের গ্রামটি নির্দেশ করে–
i. লোকান্তরের অস্তিত্ব ii. গ্রামীণ পরিবেশকে iii. মৃত্যুর ওপারের জগৎকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: গ

০৯. নৌকার মাঝির কোনো দিকে না তাকানো নির্দেশ করে–
i. পারিপার্শ্বিক ঘটনা বিষয়ে সে নিরাবেগ
ii. কৃষকের বিপন্ন অবস্থাকে সে গুরুত্ব দেয়নি
iii. বস্তুজগতের ঘটনাক্রম মহাকালকে ছুঁতে পারে না।
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ঘ

১০. যে উক্তি বা উক্তিগুচ্ছ বিপদের অবস্থাকে বোঝায়–
i. ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা ii. চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা
iii. এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: গ

১১. কবিতার বৈরী প্রকৃতি নির্দেশক চরণ–
i. ভরা নদী ক্ষুরধারা/খরপরশা– ii. চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
iii. পরপারে দেখি আঁকা/তরুছায়ামসী-মাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ক

১২. 'সোনার তরী' কবিতায় 'শূন্য নদীর তীর' কীসের ইঙ্গিত বহন করে?
i. নিঃসঙ্গ বেদনাবোধের ii. অনিবার্য আসন্ন বিনাশের iii. জনশূন্য পরিবেশের
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: গ

১৩. কবির শূন্য নদীর তীরে পড়ে থাকার কারণ–
i. সোনার তরী কবিকে স্থান দেয়নি ii. সোনার তরী পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া
iii. মহাকাল শুধু কবির কর্মকে স্থান দেয়, ব্যক্তিকে নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
বুদ্ধদর্শনে মৃত্যুই শেষ কথা নয়। মৃত ব্যক্তি পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে নতুন জীবন লাভ করে।

১৪. উদ্দীপকের সঙ্গে 'সোনার তরী' কবিতার বৈপরীত্য রয়েছে–
i. বক্তব্য বিষয়ে ii. মৃত্যুর স্বরূপ ভাবনায় iii. দৃষ্টিকোণের দিক থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: গ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
মানুষ ঠকিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন নিঃসন্তান মোড়ল। তবুও তার মনে সুখ নেই। কেবলই ভাবেন, তিনি মারা গেলে এই সম্পদের কী হবে।

১৫. উদ্দীপকের সঙ্গে 'সোনার তরী' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে–
i. মৃত্যুর ভাবনায় ii. অর্থ-সম্পদ চিন্তায় iii. বিষয়বস্তুগত দিক থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: গ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়;
অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে।

১৬. উক্ত পার্থক্যের অন্তর্নিহিত কারণ–
i. বিষয়বস্তু ii. কবিদ্বয়ের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ iii. উদ্দীপকের কবির আশাবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: গ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী
বলো কোন পার ভিড়বে তোমার সোনার তরী।

১৭. উদ্দীপকটির 'হে সুন্দরী' এবং 'সোনার তরী' কবিতার মাঝি–
i. উভয়ই ত্রাণকর্তা ii. উভয়ই চালিকা শক্তি iii. উভয়ই পথ নির্দেশক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: গ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
জামিল সাহেব তার সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে নিজ গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়সহ নানা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। প্রায় দুই যুগ আগে তিনি মারা গেলেও মানুষ তাঁর কৃতকর্মের দ্বারা আজ উপকৃত হচ্ছে।

১৮. উদ্দীপকের মূলভাব প্রকাশক চরণ–
i. এখন আমারে লহো করুণা করে। ii. সকলি দিলাম তুলে/থরে-বিথরে–
iii. আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: গ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
ফকির লালন শাহ্ তাঁর সংগীতের মাধ্যমে হয়ে উঠেছেন মানুষের মনের মানুষ। তাই তিনি মরেও বেঁচে আছেন মানুষের হৃদয়ে।

১৯. উদ্দীপক ও 'সোনার তরী' কবিতার ভাবগত ঐক্য পরিলক্ষিত হয়–
i. অতৃপ্তির বেদনা প্রকাশে ii. কর্মফলের মহিমায় iii. ব্যক্তি মানুষের পরিণতিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: গ

২০. 'সোনার তরী' কবিতায় যার মাধ্যমে কবির নিঃসঙ্গতা প্রকাশ পায় তা হলো–
i. করুণা করে ii. আমি একেলা iii. রহিনু পড়ি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: গ

২১. 'চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা'। পঙ্‌ক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে–
i. কালের গর্ভে সবকিছু হারানোর শঙ্কা ii. বর্ষার পল্লিপ্রকৃতির মোহনীয় রূপ
iii. কৃষকরূপী কবির অসহায়ত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: খ

২২. 'সোনার তরী' কবিতা পড়ে বলা যায়–
i. কীর্তিমানের মৃত্যু নাই ii. জন্মিলে মরিতে হবে
iii. জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: খ

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 4 লিখিত অংশ

Step 1 জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

☑ কবিতায় যে ঋতুর কথা বলা হয়েছে- বর্ষা ঋতু।
☑ কূলে একজন বসে আছে- একা একজন।
☑ 'ভারা' অর্থ- ধান রাখার পাত্র।
☑ নদীর রূপ কেমন- ভরা নদী।
☑ 'ধারা' অর্থ- প্রবাহ বা স্রোত।
☑ 'ক্ষুরধারা' বলতে বোঝায়- ক্ষুরের মতো ধারালো যে প্রবাহ বা স্রোত।
☑ কবিতায় নদীতে বর্ষার স্রোত- খরপরশা অর্থাৎ ধারালো বর্শার মতো।
☑ বাঁকা জল কৃষকের যেদিকে রয়েছে- চারদিকে।
☑ 'ভারা ভারা' কবিতায় যে অর্থে ব্যবহৃত- পাত্রের সমষ্টি অর্থে।
☑ গগনে মেঘের অবস্থা- গর্জনরত।
☑ 'তরুছায়ামসী' মানে- গাছের ছায়ার কালো রং।
☑ যে পরিমাণ ধান কাটা হয়েছে- রাশি রাশি।
☑ 'সোনার তরী' একটি- রূপক কবিতা/নাম-কবিতা/গভীর জীবনদর্শনাশ্রিত কবিতা/ভাব প্রধান কবিতা।
☑ কবিতায় জমির পরিমাণ কতটুকু ছিল/অথবা খেত কয়টার কথা উল্লেখ করা হয়েছে- একখানি ছোটো খেত।
☑ কবিতায় আমি যে অর্থে ব্যবহৃত- সাধারণ অর্থে কৃষক তবে প্রতীকী অর্থে শিল্পস্রষ্টা কবি।
☑ 'আমি একেলা' বলতে কবি বোঝাতে চেয়েছেন- কৃষক কিংবা শিল্পস্রষ্টা কবির নিঃসঙ্গ অবস্থা।
☑ ধানক্ষেতটি কীসের আঙ্গিকে চিত্রিত- ছোটো দ্বীপের আঙ্গিকে।
☑ কবিতায় দিনের যে অংশের কথা বলা হয়েছে- প্রভাতবেলার কথা।
☑ তরীর মাঝিকে কবির যেমন মনে হয়- চেনা।
☑ রবীন্দ্র-ভাবনায় নৌকার মাঝি- নির্মোহ মহাকালের প্রতীক।
☑ কবি মাঝিকে যা বলে সম্বোধন করে- 'ওগো' বলে।
☑ বাঁকা জল কী করছে- খেলা।
☑ গ্রামখানি কেমন- মেঘে ঢাকা।
☑ নদীর ঢেউগুলি- নিরুপায়।
☑ 'বিদেশ' কীসের প্রতীক- চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক।
☑ কবিতায় 'সোনার ধান' যে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে- শিল্পস্রষ্টা কবির সৃষ্টিসম্ভার।
☑ কবি মাঝিকে তরী ভিড়ানোর কথা বলেছেন- কূলে।
☑ কবি মাঝিকে সোনার ধান নিয়ে যেতে বলে- ক্ষণিক হেসে।
☑ —— ভিড়াও তরী কূলেতে এসে। শূন্যস্থানে বসবে- বারেক।
☑ শূন্য নদীর তীরে পড়ে রইল- কৃষক তথা কবি।
☑ 'রহিনু' শব্দের চলিত রূপ- রইলাম।
☑ 'থরে-বিথরে' অর্থ- সুবিন্যস্ত করে, স্তরে স্তরে।
☑ কৃষক স্থান পেতে চায়- মহাকালের নৌকায়।
☑ 'সোনার তরী' কবিতার পর্ব- পূর্ণপর্ব।
☑ যত চাও তত লও ——। শূন্যস্থানে বসবে- তরণী-পরে।
☑ কৃষক মাঝির ওপর কী করার কথা বলেছেন- করুণা।
☑ 'চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা' এখানে বাঁকা জল- কালস্রোতের প্রতীক।
☑ নৌকায় স্থান সংকুলান হয় না- কৃষকের।
☑ চারিদিকের 'বাঁকা জল' কবিমনে সৃষ্টি করে- ঘনঘোর আশঙ্কা।
☑ রবীন্দ্রনাথের চিরায়ত আবেদনবাহী কবিতা- সোনার তরী।
☑ 'আমি একেলা' এখানে কে 'একলা'- কৃষক নামধারী কবি।
☑ 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোটো সে তরী' এই কথাটি মাঝি বলেছিল- যখন কৃষক তার নৌকায় উঠতে চেয়ে ব্যর্থ হলো।
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় 'তরী' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে- মহাকালের অনির্দেশ্য পরিসীমা অর্থে।
☑ 'সোনার তরী' কবিতার মাঝি- মহাকালের প্রতীক।
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় মেঘে ঢাকা ছিল- গ্রামখানি।
☑ ধানখেতটির অকৃতি- ছোটো দ্বীপের মতো।
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় যে ঋতুর কথা বলা হয়েছে-বর্ষা ঋতুর কথা।
☑ বাংলা ছোটগল্পের পথিকৃৎ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় মিশে রয়েছে- কবির জীবনদর্শন।
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় কৃষক অর্থে মূলত বোঝানো হয়েছে- কবির নিজের সত্তাকে।
☑ 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে' এখানে- মহাকালরূপী মাঝিকে বোঝানো হয়েছে।
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় রূপকার্থে প্রকাশিত হয়েছে- কবির দুঃখ।
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় ব্যবহৃত নির্ধারক বিশেষণ দুইটি- রাশি রাশি, ভারা ভারা।
☑ মহাকালের নিরন্তর স্রোতে টিকে থাকে- মানুষের সৃষ্ট সোনার ফসল।
☑ 'নৌকা' ও 'মাঝি'- মহাকালের প্রতীক।
☑ 'সোনার তরী'তে 'সোনার ধান' বলতে কবি বুঝিয়েছেন- মানুষের সৃষ্ট কর্মকে।
☑ 'সোনার তরী' কবিতাটি- 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় উল্লিখিত মাঝি- মহাকালের প্রতীক।
☑ শূন্য নদীর তীরে পড়ে রইল- কৃষক।
☑ শ্রাবণগগন ঘিরে ঘুরে ফিরে- ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে।
☑ 'শূন্য নদীর তীরে'- মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কত মাত্রা- ৮ মাত্রা।
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় নির্ধারক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে- ২ টি।
☑ কৃষক 'ওগো' বলে সম্বোধন করেছেন- মাঝিকে।
☑ মহাকাল ব্যক্তিকে গ্রহণ করে না- কর্মই মানুষের বিচারের আসল মানদণ্ড বলে।
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় কবির সৃষ্টিকর্মকে- ফসল হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।
☑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবে, কোথায় 'সোনার তরী' কবিতাটি রচনা করেন- পূর্ববঙ্গের শিলাইদহে, পদ্মাবক্ষের বোটে বসে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে।
☑ দার্শনিক বিচারে 'সোনার তরী' কবিতাটি- মহাজাগতিক চেতনাপ্রসূত।
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় 'আমি' শব্দটির প্রতীকী অর্থ- কবি নিজে।
☑ সৃষ্টিকর্মকে সোনার ফসল বলা হয়েছে- সৃষ্টিকর্ম অবিনশ্বর বলে।
☑ 'সোনার তরী' একটি রূপক কবিতা। এ কবিতায় রূপকের আড়ালে কবি এক দার্শনিক সত্যকে উন্মোচন করেছেন।
☑ 'সোনার তরী' কবিতাটির নামকরণ করা হয়েছে এর অন্তর দর্শনকে উপজীব্য করে। এ কবিতায় সোনার তরী কালাতীত ইতিহাসস্বরূপ। শিল্পস্রষ্টা নিজে সেখানে স্থান না পেলেও ইতিহাসে সৃষ্টিকর্মে স্থান পায় ঠিকই। কবিতায় এই অন্তর্ভাবনাটি ফুটে উঠেছে সোনার তরীকে কেন্দ্র করেই। সে বিবেচনায় কবিতাটির নামকরণ যথার্থ।
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে- **বর্ষার চিত্র।**
☑ 'সোনার তরী' কবিতাটি নেওয়া হয়েছে- **'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ থেকে; কবিতাটি এ কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা।**
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় সাপেক্ষ সর্বনাম আছে- **২ টি (যারে-তারে, যত-তত)।**
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় নির্ধারক বিশেষণ আছে- **২ টি (রাশি রাশি, ভারা ভারা)।**
☑ কবিতাটিতে উপস্থাপিত সময়- **বর্ষাকাল, সকালবেলা, বর্ষণমুখর দিন।**
☑ কৃষকের ভরসা নেই- **প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ফসল ঘরে তোলার।**
☑ অচেনা মাঝি এগিয়ে যায়- **তরী বেয়ে, গান গেয়ে, ঘোর বর্ষায়।**
☑ নদীর ওপারের গ্রাম- **মেঘে ঢাকা, তরু বা গাছের ছায়ার মতো কালো ও অস্পষ্ট।**
☑ মাঝি চলে যায়- **পাল তুলে, কোনো দিকে না তাকিয়ে।**
☑ নৌকায় সংকুলান হয়- **ফসলরূপী কর্মফলের; ঠাঁই হয় না অসহায় কৃষকের।**
☑ অসহায় কৃষক হাঁকেন- **মাঝিকে উদ্দেশ্য করে, তরী কূলে ভেড়ানোর জন্য। এখানে মাঝি মূলত মহাকালের প্রতীক।**
☑ 'সোনার তরী' কবিতার মূল ভাববস্তুগত বিষয়- **মহাকাল ও মানুষ।**
☑ 'সোনার তরী' কবিতার মূলবাণী/মর্মবাণী বা উপজীব্য বিষয়- **জীবন দর্শন/কর্মীর চেয়ে কর্ম অধিক প্রত্যাশিত।**
☑ কবিতার প্রেক্ষাপট- **বিরূপ পরিবেশে এক কৃষকের অসহায়ত্ব, ফসল তোলার অনিশ্চয়তা।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Step 2 অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

০১. 'কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।' পঙ্‌ক্তি দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উত্তর : পঙ্‌ক্তিটিতে কৃষক তথা শিল্পস্রষ্টা কবির উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে।

বর্ষা আর ক্ষুরধারা নদীর বিরূপতা সোনার ধান নিয়ে অপেক্ষারত কৃষকের মনে ঘনঘোর আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে। দ্বীপের মতো ছোটো এক ধানক্ষেতে কৃষক তথা কবি জীবনের সমগ্র সঞ্চয় নিয়ে উপস্থিত মহাকালের গর্তে তুলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বর্ষা আর নদীর করাল গ্রাস যেকোনো সময় ভাসিয়ে নিতে পারে সব। নিঃসঙ্গ, একাকী অবস্থায় কবি তাই কৃষকের অন্তরালে নিজের জীবনদর্শন তুলে ধরেছেন।

০২. 'আমি একেলা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতায় কৃষক তথা শিল্পস্রষ্টা কবির নিঃসঙ্গ অবস্থা বোঝানো হয়েছে।

আকাশের ঘন মেঘ আর ভারী বর্ষণে খরস্রোতা নদী হিংস্ররূপ ধারণ করে। এরই মাঝে চারপাশের প্রবল স্রোতে জেগে থাকা দ্বীপের মতো ছোটো একটি ধানক্ষেতে কষ্টার্জিত সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষারত নিঃসঙ্গ এক কৃষক। কৃষকের মতো আমাদের কবিও সারাজীবন সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু পড়ন্তবেলায় কৃষকের মতো কবিও জীবনের খরস্রোতে সকল ফসল নিয়ে একাকী বিলীন হওয়ার অপেক্ষায় রত।

০৩. 'রাশি রাশি ভারা ভারা/ধান কাটা হলো সারা' কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : কবি এখানে মূলত সমগ্র মানবজীবনের কৃতকর্মের কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ ব্যস্ত থাকে তার কর্মে। কৃষক যেমন গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত উপেক্ষা করে ফসল ফলিয়ে আনন্দ পায় তেমনি কবিও তাঁর সমগ্রজীবন ব্যয় করেছেন সাহিত্য রচনায়। কিন্তু জীবনের পরন্ত বেলায় এসে কৃষক তথা কবি উপলব্ধি করলেন সমস্ত কর্ম সারা হয়েছে, এবার শুধু অনিবার্য পরিণতির অপেক্ষা।

০৪. 'সোনার তরী' কবিতায় 'ক্ষুরধারা' 'চারিদিকে বাঁকাজল' 'মসীমাখা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে কোন পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে?

উত্তর : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' এক আশ্চর্যসুন্দর চিরায়ত আবেদনবাহী কবিতা। কবিতায় কবি বিষয়বস্তু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বোঝাতে শাব্দিক অবয়ব এবং চিত্রকল্পের মাধ্যমে নতুন নতুন বোধের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে 'ক্ষুরধারা', চারিদিকে বাঁকাজল', 'মসীমাখা' এই শব্দগুলি দিয়ে কবি বর্ষা প্রকৃতির চিত্র এঁকেছেন, তবে এর অন্তরালে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় দার্শনিক কবি বিভিন্ন প্রতীক ও চিত্রকল্পের অন্তরালে জীবনের গভীরতর দর্শন ব্যক্ত করেছেন।

ক্ষুরধারা : 'ক্ষুরধারা' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় : ক্ষুরের মতো ধারালো প্রবাহ বা স্রোত। তবে এখানে প্রতীকের মাধ্যমে মানবজীবনের তীব্রতর প্রতিকূলতার ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি।

চারিদিকে বাঁকাজল : 'সোনার তরী' কবিতায় 'বাঁকা জল' কালস্রোতের প্রতীক। এই শব্দ দিয়ে বর্ষার প্রলয়ঙ্করী জলরাশিকে বোঝানো হয়েছে। তবে এ অর্থের আড়ালে মানব সত্তার বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সকল প্রতিকূলতাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই সব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেই মানুষ বেঁচে থাকে।

মসীমাখা : মসীমাখা শব্দ দিয়ে ঘনকালো মেঘমেদুর অবস্থাকে বোঝানো হলেও এখানে মূলত অন্ধকার প্রকৃতির আবহে আমাদের চেতনার বহির্জগতের অস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে।

০৫. কবি মাঝিকে তরি কূলে ভিড়াতে অনুনয় করছেন কেন?

উত্তর : কষ্টার্জিত ফসল রক্ষার প্রত্যাশায় কবিরূপী কৃষক মাঝিকে অনুনয় জানায়।

সময়ের মতো মানবজীবনও সর্বদা প্রবাহমান। আর এ জীবনে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কৃষকরূপী কবি। কবি তাঁর ফসলরূপ সমস্ত সৃষ্টিকর্ম মহাকালরূপী মাঝির সোনার নৌকায় তুলে দিয়ে নিজেও স্থান পেতে চান। তাই কবির এ অনুনয়।

০৬. 'সোনার তরী' কবিতাটিতে মেঘে ঢাকা গ্রামের চিত্রকল্পের ভেতর দিয়ে প্রকৃতির কোন রূপটি প্রকাশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতাটিতে মেঘে ঢাকা গ্রামের চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে বর্ষা প্রকৃতির রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। এ কবিতায় গ্রামীণ চিত্রকল্পে ভর করে কবিতাটির মূল বক্তব্য কবি উপস্থাপন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় কবিতাটিতে তিনি দূরের মেঘাচ্ছন্ন গ্রামের চিত্রপট উপস্থাপন করেছেন। সাধারণত বর্ষাকালেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মূলত ভারি বৃষ্টিপাতসহ দুর্যোগের ইঙ্গিতবাহী। এর মধ্য দিয়ে আলোচ্য কবিতায় বর্ষা প্রকৃতির দুর্যোগময় রূপটিকেই উন্মোচিত হয়েছে।

০৭. 'ভরা নদী ক্ষুরধারা/খরপরশা –' পঙ্‌ক্তিটিতে কোন পরিস্থিতি প্রকাশিত হয়েছে?

উত্তর : নদী ও স্রোতের আগ্রাসী রূপের আড়ালে মানবজীবনের বিরূপ পরিস্থিতির কথা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকৃতির মতো মানবজীবনেও নানা প্রতিকূলতা আসে। অন্য সময়ের শান্ত নদী বর্ষায় যেন ধ্বংসযজ্ঞের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে। মহাকালের স্রোতে ভাসিয়ে নিতে চায় সব। নদী ও স্রোতের এ উদ্দামতা যেন মানবজীবনের এক প্রতিকূল বাস্তবতা।

০৮. 'কোনো দিকে নাহি চায়' কে, কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : মহাকালের প্রতীক মাঝি নিরাসক্ত বলেই কোনোদিকে তার দৃষ্টিপাত নেই
আকাশের ঘন মেঘ আর ভারী বর্ষণে খরস্রোতা নদীতে ভরাপাল সোনার নৌকা নিয়ে পারের দিকে এগিয়ে আসে মহাকালরূপী মাঝি। নিজের উৎপাদিত সোনার ধান বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করতে কৃষক নির্বিকার মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। কিন্তু মাঝির কোনোদিকে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিপাত নেই বলে শুধু ফসল নিয়ে অবার অকূল নৌকা ভাসায়।

০৯. 'সোনার তরী' কবিতায় 'সোনার ধান' প্রতীকে কবি কী বুঝিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : 'সোনার ধান' প্রতীকে কবি সৃষ্টিশীল মানুষের মহৎ কর্মকে বুঝিয়েছেন।

এ পৃথিবীতে সবকিছুই নশ্বর। অবিনশ্বর শুধু মানুষের মহৎ কীর্তি। মহাকালের নিষ্ঠুর স্রোতে মানুষ তার অনিবার্য মৃত্যুকে এড়াতে পারে না। কেবল বেঁচে থাকে সোনার ফসল অর্থাৎ মানুষের মহান কীর্তি। কর্মফলরূপী সোনার ধান মহাকালের উদ্দেশে বহমান সোনার তরীতে স্থান পেলেও ব্যক্তিমানুষের সেখানে স্থান হয় না। মহাকালের নিষ্ঠুর করালগ্রাস মানুষকে ফেলে যায় বিস্মৃতি আর অবহেলার মধ্যে: শুধু গ্রহণ করে তার মহাকীর্তি– যাকে কবি 'সোনার ধান' বলে উপমিত করেছেন।

১০. বিপন্ন কৃষক নদীতীরে রিক্ততার হাহাকার নিয়ে পড়ে থাকে কেন?

উত্তর : মহাকালরূপ মাঝি কৃষকের উৎপাদিত সমস্ত ফসল নিয়ে তাঁকে ফেলে রেখে যাওয়ায় কৃষককে রিক্ততার হাহাকার নিয়ে পড়ে থাকতে হয়।

ঘোর বর্ষার বিরূপ পরিবেশে কৃষক রাশি রাশি সোনার ধান কেটে নদীতীরে নানা শঙ্কা নিয়ে অপেক্ষমাণ। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ভরা পালে তরী বেয়ে অচেনা এক মাঝি আসে। কৃষকের কাতর অনুনয়ে মাঝি তাঁর সোনার ধান তরীতে তুলে নিয়ে চলে যায়। সোনার ধানে তরী পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় তরীতে কৃষকের ঠাঁই হয় না। এ কারণে বিপন্ন কৃষক শূন্য নদীর তীরে রিক্ততার হাহাকার নিয়ে একা পড়ে থাকেন।

১১. 'সোনার তরী' কবিতায় মানবজীবনের কোন দিকটি বিবৃত হয়েছে? বুঝিয়ে লেখো।

উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতায় নশ্বর মানবজীবনের বিপরীতে কর্মের অমরতার দিকটি বিবৃত হয়েছে।

মানুষের জীবন নশ্বর, মৃত্যু তার অনিবার্য পরিণতি। তবে মানুষের মহৎকর্মের মৃত্যু নেই। মহাকালের তরীতে ব্যক্তিমানুষ স্থান না পেলেও মহাকাল তার কর্মকে গ্রহণ করে ঠিকই। আলোচ্য কবিতাটিতে মানবজীবনের এই গূঢ় সত্যটিই কৃষক ও তাঁর সোনার ফসলের পরিণতির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

১২. 'কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরষা' মর্মার্থ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : প্রকৃতির পরিবর্তিত রূপের আড়ালে মানবজীবনের চরম পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটতে থাকে, এমনটি ঘটে মানবজীবনেও। ফসল কেটে থরে থরে সাজিয়ে কৃষকের যখন আনন্দিত হওয়ার কথা তখনি বর্ষা এসে কৃষকের মনে জাগিয়ে তোলে শঙ্কা। তেমনি মানবজীবনেও সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে ডুবে থাকা মানুষ জীবনের পড়ন্তবেলায় মহাকালে বিলীন হওয়ার করুণ পরিণতির দিকেই এগিয়ে যায়।

১৩. সোনার তরীতে কৃষকের ঠাঁই হলো না কেন?

উত্তর : কৃষকের সোনার ধান তথা সৃষ্টকর্মে সোনার তরী ভরে গেছে বলে সেখানে কৃষকের ঠাঁই হলো না।

কৃষক তার সোনার ধান কেটে দ্বীপসদৃশ খেতে একা দাঁড়িয়ে থাকে। সে সোনার তরীকে তার ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানালে তরী এসে খেতে ভিড়ে এবং কৃষক তার সোনার ধান তরীতে সাজিয়ে রাখে। কৃষকের ধানে সোনার তরী ভরে যায় বলে কৃষকের জন্য আর কোনো জায়গা থাকে না। এজন্যই সোনার তরীতে কৃষকের আর ঠাঁই হলো না।

১৪. 'চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা' বাক্যটিতে কোন দিকটি প্রতিকায়িত হয়েছে?

উত্তর : 'চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা' বাক্যটিতে অনন্ত কালস্রোতের আগ্রাসী রূপ প্রতিকায়িত হয়েছে। বাঁকা জল প্রকৃতির বৈরীতার বাস্তব রূপ। ছোটো দ্বীপের মতো ধানক্ষেতের চারপাশে ঘূর্ণায়মান স্রোতের উন্মত্ততা। 'খেলা' শব্দবন্ধটি দ্বারা নদীর বাঁকা জলস্রোতে বেষ্টিত ছোটো ক্ষেতটুকুর বিলীন হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। এমতবস্থায় কৃষক তথা কবির ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থা স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে।

১৫. 'পরপারে দেখি আঁকা/তরুছায়ামসী-মাখা' চরণটির ভাবগত তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কবি এখানে প্রকৃতির বিরূপতর প্রতিরূপে মহাকালের নিষ্ঠুরতাকে ইঙ্গিত করেছেন।

'সোনার তরী' কবিতায় বাহ্যিক বিষয়বস্তুর আড়ালে রয়েছে এক গভীর জীবনদর্শন। যেখানে কৃষক তথা কবি পরপারে গাছের ছায়ার অন্ধকার রূপের মধ্যে মহাকালের অন্ধ গহ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্বকেই এ মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার হতে হয়।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৬. **"ওপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা।" বুঝিয়ে লেখ।**
উত্তর : পঙ্ক্তিটিকে কৃষকরূপী কবির অসহায়ত্ব প্রকাশিত হয়েছে।
কৃষক তার সমস্ত পরিশ্রম দিয়ে ফসল উৎপাদন করে। কিন্তু ধান কাটার সময় খরস্রোতা নদীর উন্মত্ততার সাথে বর্ষার উপস্থিতি। প্রকৃতির এমন বৈরীতায় থরে থরে সাজানো ফসল নিয়ে ছোটো দ্বীপের মতো ধানক্ষেতে কৃষক বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় ভীত। তেমনি কবিরও সারাজীবনের রচিত সাহিত্য নিয়ে মহাকালে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করার বাস্তবতায় নিঃসঙ্গ করুণ আর্তি প্রকাশ পেয়েছে।

১৭. **'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে' বুঝিয়ে লেখ।**
উত্তর : পঙ্ক্তিটিতে কৃষক তথা শিল্পস্রষ্টা কবির সংশয় প্রকাশিত হয়েছে।
নির্মোহ মহাকালের প্রতীক মাঝি ক্ষুরের মতো ধারালো জলস্রোতে গান গাইতে গাইতে পাড়ের দিকে এগিয়ে আসে। এ আগন্তুক মাঝিকে দেখে কৃষকের পূর্বপরিচিত মনে হয়। আর তাই কৃষকের মনে আশা জাগে মাঝি সোনার তরীতে তার উৎপন্ন সোনার ধান আর তাকেও তুলে নিবে। কিন্তু মহাকালরূপী এ মাঝি শুধু কর্মফল গ্রহণ করে অকূলে ভেসে যায়, স্রষ্টা কৃষককে নয়।

১৮. **'ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে' কৃষক কেন এরূপ বলেছেন?**
উত্তর : বিপন্ন হতাশাগ্রস্ত কৃষক পাকা ফসল নিয়ে নদীতে তরী বেয়ে যাওয়া মাঝিকে দেখে তার গন্তব্য সম্পর্কে আলোচ্য উক্তিটি করেছে, যাতে কৃষক তার সোনার ফসল তরীতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত ও স্বস্তিতে থাকতে পারে।
উল্লিখিত উক্তির মাধ্যমে কৃষক নৌকার মাঝির গন্তব্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। বর্ষার মধ্যে কৃষক তার জমির ধান কাটতে কাটতে চারদিক জলপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে কৃষক তার ফসল নিয়ে নিরুপায় হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। এমন সময় তিনি দেখতে পান এক মাঝি নৌকা নিয়ে আসছে এবং তাকে চেনা বলে মনে হওয়ায় কৃষক তাকে হাঁক দেন সাহায্য করার প্রত্যাশায়।

১৯. **'ঢেউগুলি নিরুপায়/ভাঙে দু ধারে-' কোনদিকে ইঙ্গিত করছে?**
উত্তর : পঙ্ক্তিটিতে জীবনের প্রতিকূলতা থেকে উত্তরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
বর্ষার বিরূপ পরিস্থিতি আর নদীর ক্ষুরধার স্রোতে কৃষকমনে এক ঘনঘোর আশঙ্কার জন্ম নেয়। এমতাবস্থায় অপ্রত্যাশিতভাবে ভরাপালে মাঝিকে এগিয়ে আসতে দেখে আশার সঞ্চার হয়। মহাকালের প্রতীক এ মাঝির আগমনে, তরীর-গতিবেগের কাছে নদীর ক্ষুরধার স্রোতও ভেঙে দুধারে ছিটকে পড়তে বাধ্য হয়। এ যেন বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে মুক্তির এক দিশা।

২০. **বাংলা কত তারিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন।**
উত্তর : বাংলা ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন।

২১. **'বাঁকা জল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**
উত্তর : 'বাঁকা জল' বলতে ভরা বর্ষায় ভরা নদীর অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক বোঝানো হয়েছে।
'সোনার তরী' কবিতায় দেখা যায়, চারপাশের প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপের মতো ছোট একটি ধানক্ষেতে উৎপন্ন সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষারত নিঃসঙ্গ এক কৃষক। আকাশের ঘন ঘন আর ভারী বর্ষণে পাশের খরস্রোতা নদী হয়ে উঠেছে হিংস্র। বর্ষায় ভরা নদীর ক্ষুরধারা স্রোতের সাথে এর জলও বাঁকা হয়ে খেলা করছে। নদীর বাঁকা জলস্রোত বেষ্টিত ক্ষেতটুকুর আশু বিলীয়মান হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে এ অংশে। এভাবে 'বাঁকা জল' শব্দবন্ধের ভেতর দিয়ে কবিতাটিতে বৈরী প্রকৃতির রুদ্ররূপের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'বাঁকা জল' বলতে এখানে মূলত অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক বোঝানো হয়েছে।

২২. **'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই – ছোটো সে তরী' একথা বলার কারণ কী?**
উত্তর : উক্ত পঙ্ক্তিতে রবীন্দ্রনাথ এক জীবনদর্শন প্রকাশ করেছেন।
কৃষক তথা কবি সারাজীবন নিজেকে সৃজনশীল কর্মে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। জীবনের পড়ন্তবেলায় যখন অবসরের পালা তখন বাস্তব জীবনসত্যের মুখোমুখি হতে হয়। মহাকালের নিরন্তর প্রবাহমানতায় ব্যক্তি-মানুষের নয়, স্থান হয় কর্মের। ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব উপেক্ষা করে সোনার তরীর মাঝি। মহাকালের অনন্ত প্রবাহে কৃষকরূপী কবির সোনার ধান তথা সৃষ্টিকর্মের ঠাঁই হলেও, ঠাঁই হয় না কর্মীর।

২৩. **'সোনার ধান' শব্দবন্ধটির মর্মার্থ বুঝিয়ে লেখ।**
উত্তর : কবিতায় 'সোনার ধান' শব্দবন্ধটি মানবের সারাজীবনের কষ্টার্জিত কর্মফলকে প্রকাশ করেছে।
জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সৃষ্টিশীল মানুষ কর্ম করে যায়। জীবনের প্রতিকূলতাকে পেছনে ফেলে কৃষকের শ্রেষ্ঠ অর্জন ফসল তথা কবির সৃষ্টি সম্ভাররূপী 'সোনার ধান'। জীবন অপরাহ্ণে যখন ফলভোগের সময় আসে তখন চারপাশের বৈরীতায় লব্ধ ফলকে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করতে তুলে দিতে হয় মহাকালের গর্ভে। মহাকালের স্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়, কিন্তু বেঁচে থাকে মানুষের সমগ্রজীবনের সঞ্চয় সোনার ধান।

২৪. **'গ্রামখানি মেঘে ঢাকা/প্রভাতবেলা' উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।**
উত্তর : উক্তিটিতে পরিবেশের তীব্র বৈরীতায় জীবনবাস্তবতার ইঙ্গিত রয়েছে।
কৃষক তার উৎপাদিত ফসল নিয়ে খরস্রোতা নদীর মাঝে ছোটো এক ধানক্ষেতে দাঁড়িয়ে নদীর অপর পাশের প্রকৃতির বিরূপতা প্রত্যক্ষ করেছে। শত পরিশ্রমের ফসল নিয়ে যখন মুখে হাসি ফোটার কথা তখন বর্ষার মেঘ জীবনের উজানিবেলায় বিনাশের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

২৫. **'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি-' কোন অবস্থার বহিঃপ্রকাশ?**
উত্তর : উক্ত পঙ্ক্তিটি নিঃসঙ্গ অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যু প্রতীক্ষার ইঙ্গিত বহন করছে।
'সোনার তরী'তে মহৎ সৃষ্টিরই স্থান সংকুলান হয় কেবল। ব্যক্তিসত্তা ও তার শারীরিক অবস্থাকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার। তাই চারপাশের বিরূপ পরিস্থিতিতে সমগ্র অর্জন মহাকালের হাতে দিতে হয়। প্রকৃতির আগ্রাসন, নিঃসঙ্গতা, শূন্যতা সব মিলে আসন্ন একমাত্র পরিণতি মৃত্যুর দিকে কবির দৃষ্টিপাত।

২৬. **'যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী' চরণটিতে কী প্রকাশিত হয়েছে?**
উত্তর : শূন্য নদীর তীরে আশাহত কৃষকের আক্ষেপের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।
সোনার তরী কবিতায় নিবিড়ভাবে মিশে আছে কবির জীবনদর্শন। প্রকৃতির হিংসাত্মক রূপ কৃষকমনে তৈরি করে শঙ্কা। উৎকণ্ঠিত কৃষক তাই মহাকালের মাঝিকে নৌকা কূলে ভিড়াতে অনুনয় জানায়। কৃষকের সকাতর মিনতিতে মাঝি সোনার ধানের সম্ভার নৌকায় তুলে নিয়ে নির্মোহভাবে চলে যায়। কৃষকরূপী কবি সৃষ্টিসম্ভারের সাথে স্থান পেতে চাইলে ফসলের জন্য ঠাঁই পেতে ব্যর্থ নয়। বাস্তবিক অর্থে মহাকালের স্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়, বেঁচে থাকে শুধু কর্ম। তাই ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই বলে শূন্য নদীর তীরে আশাহত কৃষকের বেদনা গুমড়ে মরে।

২৭. **'সোনার তরী' কবিতায় কোন মাসের উল্লেখ আছে?**
উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতায় শ্রাবণ মাসের উল্লেখ আছে।

২৮. **'যাহা লয়ে ছিনু ভুলে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**
উত্তর : মানবের সমগ্রজীবন সৃষ্টিকর্ম নিয়ে বিভোর থাকার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।
মানব সে কৃষক হোক কিংবা কবি, বেঁচে থাকতে কর্মই মুখ্য। কৃষক ফসল উৎপাদনে আর কবি তাঁর সৃজনশীল রচনাতে ব্যস্ত ছিলেন। এসময় চারপাশ তাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়নি। জীবন অপরাহ্ণে তারা যে সৃষ্টিকর্মে ব্যস্ত ছিল তাই মহাকাল গ্রহণ করে কিন্তু ব্যক্তি-মানুষের স্থান সেখানে হয় না। তাই আক্ষেপভরা কণ্ঠে কৃষক তথা কবি এ বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

২৯. **'সোনার তরী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?**
উত্তর : 'সোনার তরী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩০. **কৃষকের প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ হয়েছিল? 'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি' এই কথাটি দিয়ে কৃষকের কোন মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে?**
উত্তর : 'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি' এই কথাটি দিয়ে কৃষকের নিঃসঙ্গ হাহাকারকেই প্রকাশ করা হয়েছে।
কবি 'সোনার তরী' কবিতায় প্রকৃতি ও জীবনবোধের সমন্বয়ে এক অদ্ভুত ভাব-জগৎ নির্মাণ করেছেন। এ কবিতায় সৃষ্টিশীল মানুষরূপী কৃষক সারাজীবনের ফলানো ফসল সোনার ধান কেটে বসে আছে। তার দ্বীপসদৃশ খেতের চারদিকে প্রবল স্রোতময় জলধারা। আকাশে ঘন মেঘ। ভয়াবহ এই দুর্যোগ থেকে কৃষক নিজেকে এবং তার ফলানো ফসলকে রক্ষার কোনো উপায় খুঁজে পায় না। হতাশ দৃষ্টিতে কৃষক নদীর ওপারে তাকিয়ে দেখে, কেউ একজন নৌকা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। নৌকার মাঝিকে তার চেনা মনে হয়। কৃষক মাঝিকে অনুরোধ করে, সে যেন তার নৌকায় তাকে এবং তার ফসল তুলে নেয়। কিন্তু নৌকা ছোটো হওয়ায় তাতে কেবল ফসলের স্থান হয়, কৃষকের স্থান হয় না। আসন্ন বিপদ থেকে কেবল কৃষকের ফলানো ফসল রক্ষা পায়। তাই কৃষকের প্রত্যাশা আংশিক পূরণ হয়েছিল।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখন

৩১. **এখন আমারে লহো করুণা করে।**
উৎস : আলোচ্য অংশটুকু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরায়ত আবেদনবাহী কবিতা 'সোনার তরী' থেকে সংকলিত হয়েছে।
প্রসঙ্গ : আলোচ্য অংশে কবি তাঁর সৃষ্টিসম্ভারের সাথে নিজেও মহাকালের ইতিহাসে স্থান পেতে চায় বলে অনুনয় প্রকাশ করে।
বিশ্লেষণ : 'সোনার তরী' কবিতায় কবি মানবের কর্মময় জীবনকে একজন কৃষকের প্রতীকে তুলে ধরেছেন। এ কৃষক প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক অবস্থার মাঝে ফসলসহ বিলীন হওয়ার শঙ্কায় আতঙ্কিত। এমন পরিস্থিতিতে ভরাপালে গান গেয়ে মহাকালের মাঝিকে আসতে দেখে উৎকণ্ঠিত কৃষক আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠে। মাঝিকে তার উৎপাদিত সোনার ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য সকাতর মিনতি জানায়। মাঝি সোনার ধানের সম্ভার তার সোনার তরীতে তুলে নেয়। তখন ফসল বা সৃষ্টিশীল রচনাসম্ভারে স্রষ্টা ওই মহাকালের নৌকায় স্থান পেতে চেয়ে উক্ত অনুরোধটি জানায়। কিন্তু মহাকালের গর্ভে ফসলের স্থান হলেও স্রষ্টার স্থান সেখানে হয় না। ব্যক্তিসত্তা ও শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 5 SELF TEST

Step 1 SELF TEST MCQ

০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম বাংলা কত বঙ্গাব্দে?
ⓚ ১২৬১ বঙ্গাব্দে ⓚ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে
ⓖ ১৩৪১ বঙ্গাব্দে ⓖ ১৪০০ বঙ্গাব্দে

০২. রবীন্দ্রনাথের ভাই-বোন সংখ্যা কত?
(ক) আটজন (খ) দশজন
(গ) বারোজন (ঘ) পনেরজন

০৩. রবীন্দ্রনাথ কত বছর বয়সে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন?
(ক) আট বছর (খ) তেরো বছর
(গ) পনেরো বছর (ঘ) বিশ বছর

০৪. রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' কী ধরনের রচনা?
(ক) কাব্য (খ) নাটক
(গ) কাব্যনাট্য (ঘ) গীতিনাট্য

০৫. 'যত চাও তত লও' এখানে 'যত .... তত' ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত?
(ক) সাপেক্ষ সর্বনাম (খ) দ্বিরুক্ত
(গ) নির্ধারক বিশেষণ (ঘ) সংযোগবাচক

০৬. 'রাশি রাশি ভারা ভারা' কীসের উদাহরণ?
(ক) ধ্বন্যাত্মক শব্দ (খ) নির্ধারক বিশেষণ
(গ) সাপেক্ষ সর্বনাম (ঘ) দ্বিরুক্তি

০৭. 'সোনার তরী' কবিতায় 'তটিনী' শব্দটি কীসের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত?
(ক) নৌকা (খ) নদীতীর
(গ) কূল (ঘ) নদী

০৮. কবিতায় 'এপার' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(ক) ধানক্ষেত (খ) নদীকূল (গ) ইহকাল (ঘ) পরকাল

০৯. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের?
(ক) মানসী (খ) সোনার তরী
(গ) বলাকা (ঘ) শেষলেখা

১০. 'সোনার তরী' কবিতাটিতে কোন ঋতুর উল্লেখ রয়েছে?
(ক) গ্রীষ্ম (খ) বর্ষা (গ) শরৎ (ঘ) শ্রাবণ

১১. গূঢ় রহস্য ও শ্রেষ্ঠত্বের স্মারক–
(ক) সোনার ধান (খ) মহাকাল
(গ) ব্যক্তিমানুষ (ঘ) সোনার তরী কবিতা

১২. 'সোনার তরী' কবিতার নিবিড়ভাবে মিশে আছে–
(ক) কবির জীবনদর্শন (খ) রবীন্দ্রভাবনা
(গ) কবির শ্রেষ্ঠত্ব (ঘ) কবির সৌন্দর্য-তৃষ্ণা

১৩. জীবন-যৌবন কোথায় ভেসে যায়?
(ক) মহাকালের গর্ভে (খ) কালস্রোতে
(গ) মহাকালের স্রোতে (ঘ) নদীতে

১৪. 'সোনার তরী' কবিতার অধিকাংশ পঙ্‌ক্তি কত মাত্রার?
(ক) ৮ + ৪ (খ) ৮ + ৫ (গ) ৬ + ৪ (ঘ) ৫ + ৪

১৫. 'ভরে ভরে' এর প্রতিশব্দ?
(ক) থরে থরে (খ) ভারা ভারা
(গ) বিন্যাস করে (ঘ) থরে বিথরে

১৬. 'ধানক্ষেত' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?
(ক) উপমা (খ) উৎপ্রেক্ষা (গ) রূপক (ঘ) প্রতীক

১৭. 'সোনার তরী' কবিতায় মাঝির আচরণ কেমন ছিল?
(ক) সৌজন্যমূলক (খ) বাস্তবিক
(গ) নির্মোহ ও নিরাসক্ত (ঘ) দার্শনিকতাপূর্ণ

১৮. চারদিকে বাঁকা জল কৃষকমনে কী সৃষ্টি করে?
(ক) ঘনঘোর আশঙ্কা (খ) হতাশা (গ) আতঙ্ক (ঘ) আশা

১৯. নিঃসঙ্গ অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষার ইঙ্গিত কোন বাক্যটি,
(ক) শুধু তুমি নিয়ে যাও (খ) আমার সোনার ধান কূলেতে এসে
(গ) এখন আমারে লহো করুণা করে (ঘ) শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি

২০. ধান কাটিতে কাটিতে কী এলো?
(ক) নদীস্রোত (খ) বর্ষা (গ) ঘনমেঘ (ঘ) মাঝি

২১. 'Song Offerings' গ্রন্থের ভূমিকা কার লেখা?
(ক) হাবে কবির (খ) টি. এস. এলিয়ট
(গ) ডব্লিউ. বি. ইয়েটস (ঘ) ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

২২. রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' কাকে লেখা চিঠির সমাহার?
(ক) ইন্দিরা দেবীকে (খ) প্রমথ চৌধুরীকে
(গ) কাদম্বরী দেবীকে (ঘ) বন্ধুকে

২৩. মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার হতে হয়–
(ক) ব্যক্তিসত্তাকে (খ) ব্যক্তিমানুষকে
(গ) কৃষককে (ঘ) ব্যক্তিসত্তা ও শারীরিক অস্তিত্বকে

২৪. ভারী বর্ষণে খরস্রোতা নদীর রূপ কেমন হয়?
(ক) ভয়াবহ (খ) হিংস্র (গ) উচ্ছ্বাস (ঘ) বিলীয়মান

২৫. কবিতায় 'তুমি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
(ক) কবি (খ) কৃষক (গ) মাঝি (ঘ) ব্যক্তিসত্তা

OMR

০১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
০৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
১১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
১৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
২১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)

Answer

২৫.গ	২৪.ঘ	২৩.ঘ	২২.ক	২১.গ	২০.খ	১৯.খ	১৮.ক	১৭.গ
১৬.ঘ	১৫.ঘ	১৪.খ	১৩.গ	১২.ক	১১.ঘ	১০.খ	০৯.খ	০৮.গ
০৭.ঘ	০৬.খ	০৫.ক	০৪.গ	০৩.ক	০২.খ	০১.খ		

Step 2 SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. নির্ধারক বিশেষণ কাকে বলে?
০২. রবি ঠাকুরের কবিতার মূল সুর কী?
০৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চৈনিক নাম কী?
০৪. 'বিদেশ' কীসের প্রতীক?
০৫. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
০৬. বাংলা কবিতার ইতিহাসে চিরায়ত আবেদনবাহী কবিতা কোনটি?
০৭. 'সোনার তরী' কবিতার পর্ববিন্যাস কেমন?
০৮. 'সোনার তরী' কবিতার মূলভাব লেখ।
০৯. রূপক কবিতা হিসেবে 'সোনার তরী' কবিতা কতটুকু সার্থক?
১০. মহৎ সাহিত্য কীভাবে নিরূপিত হয়?

উত্তর :

০১. দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করে যখন একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয়, তাকে নির্ধারক বিশেষণ বলে। যেমন : রাশি রাশি ভারা ভারা ধান।
০২. মানবধর্মের জয় ও সৌন্দর্য-তৃষ্ণা।
০৩. চু চেন তান।
০৪. চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক।
০৫. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ
০৬. 'সোনার তরী'।
০৭. ৮ + ৫ মাত্রার পূর্ণপর্বে বিন্যস্ত।
০৮. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৯. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।

১০. নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনার আলোকে মহৎ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয়।

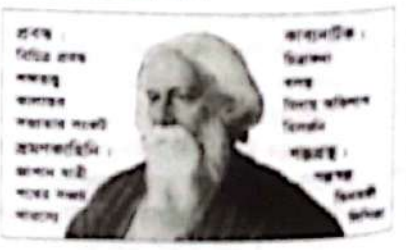

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.

- কবিতার মূলসুর : ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্রোহ প্রকাশ।
- কবির বিদ্রোহী সত্তার লক্ষ্য : অত্যাচারের অবসান।
- কবিতার মোট লাইন : ৫৬ টি।

বিদ্রোহী
কাজী নজরুল ইসলাম

- কবিতায় ভীম, ধর্মরাজ, পরশুরাম, বিশ্বামিত্র, শ্যাম, চেঙ্গিস ইত্যাদি যোদ্ধার নাম আছে।
- ধর্মরাজ, ধূর্জটি, অর্ফিয়াস, ইস্রাফিল, শ্যাম, ইন্দ্রাণী-সুত, পিনাক-পাণি দেবতার নাম আছে।
- তূর্য, বিষাণ, শিঙা, ডমরু, বাঁশরী, বীণে বাদ্যযন্ত্র

এ কবিতার আলোচ্য বিষয়ে যা থাকছে

বিদ্রোহী

- **Part-1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য**
  - Step : 1 কবি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন।
  - Step : 2 কবির গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম।
  - Step : 3 কবি সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
- **Part-2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি**
  - Step : 1 মূল কবিতা, শব্দার্থ ও টীকা এবং পাঠ পর্যালোচনা
  - Step : 2 পাঠ-পরিচিতি।
  - Step : 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য।
- **Part-3 MCQ প্রশ্নোত্তর**
  - Step : 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 3 নার্সিং/ বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 4 HSC বোর্ড পরীক্ষার ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ [১১শ-১২শ শ্রেণির জন্য]
- **Part-4 লিখিত অংশ**
  - Step : 1 জ্ঞানমূলক (মূলপাঠ, লেখক ও অন্যান্য) প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 অনুধাবনমূলক (উক্তি ও সংলাপ ব্যাখ্যাকরণ) প্রশ্নোত্তর।
- **Part-5 SELF TEST**
  - Step : 1 SELF TEST MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 SELF TEST লিখিত।

বিদ্রোহী কবিতা ও লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- বিদ্রোহী শব্দের অর্থ প্রচলিত বা বর্তমান শাসন ব্যবস্থার বিরোধিতা করা; বিরোধকারী ব্যক্তি।
- কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সমস্ত অন্যায়, নিপীড়ন, অসাম্য আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে চিরকালীন বিদ্রোহের বীরপুরুষ হিসেবে নিজের পরিচয় স্থাপন করতে গিয়ে তিনি নিজেকে চির-বিদ্রোহী বীর বলেছেন। আত্মগৌরবে নিজের শির চির উন্নত রাখতে কবি একাই বিশ্বের সবকিছু ছাড়িয়ে উঠেছেন।

চির-বিদ্রোহী বীর

- অর্ফিয়াস গ্রিক পুরাণের গানের দেবতা অ্যাপোলো ও মিউজ ক্যালিওপির পুত্র। বাঙালি জাতিকে বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্রে জাগ্রত করতে বাঁশির সুরের মায়াজালে সকলের মন জয় করার মানসে গানের দেবতা অর্ফিয়াসের বাঁশির সাথে নিজের তুলনা করেছেন যেন সবার মন জয় করতে পারেন।

অর্ফিয়াসের বাঁশরী

- কবিতায় কবি পথিক কবি বলতে বাউলকে বুঝিয়েছেন। বাউল পথে পথে হেঁটে তার একতারায় তোলেন গভীর সুর। পথিক কবির সৃষ্ট সুর-সঙ্গীত ও বাঁশের বাঁশির সুর আবহমান বাঙালির সংস্কৃতিরই অংশ। নিজেকে সেই সুরের সঙ্গে একাত্ম করে কবি প্রেমভাব ও নিজ সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন।

পথিক কবি (বাউল)

- পরশুরাম বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। অস্ত্র হিসেবে পরশু বা কুঠার ধারণ করায় তাঁর নাম হয় পরশুরাম। তিনি কুঠার দ্বারা বিশ্ব থেকে অত্যাচারী ক্ষত্রিয়দের একুশবার নিধন করে বিশ্বে শান্তি এনেছিলেন। কবিও নিজেকে পরশুরামের সেই কঠোর কুঠার মনে করে অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর ধ্বংসের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি আনতে চান।

পরশুরাম

কবিতায় উল্লেখকৃত কিছু বিষয়

দেব-দেবী	অস্ত্র	যোদ্ধা	বাদ্যযন্ত্র	হাওয়া
ধর্মরাজ, ধূর্জটি, অর্ফিয়াস, ধর্মরাজ, ইন্দ্রাণী-সুত (জয়ন্ত), পিনাক-পাণি (শিব)।	টর্পেডো, পিনাক, ত্রিশূল, দণ্ড, চক্র, শঙ্খ, কুঠার, হল, খড়্গ, কৃপাণ।	ভীম, পরশুরাম, বিশ্বামিত্র, শ্যাম, বলরাম, চেঙ্গিস।	তূর্য, বিষাণ, শিঙা, ডমরু, বাঁশরী, বীণে।	উত্তর-বায়ু, মলয়-অনিল, পূরবী হাওয়া।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CS CamScanner

Part 1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য

Step 1 কবি পরিচিতি

জন্ম : কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ২৪শে মে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রাম। **পিতা** : কাজী ফকির আহমদ। **মাতা** : জাহেদা খাতুন। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যজগতের এক অনন্য শিল্পী। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। মাত্র আট বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে কবির পরিবার চরম দারিদ্র্যে পতিত হয়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাশ করে সেখানেই এক বছর শিক্ষকতা করেন নজরুল। বারো বছর বয়সে তিনি লেটোর দলে যোগ দেন এবং দলের জন্য পালাগান রচনা করেন। বস্তুত তখন থেকেই তিনি সৃষ্টিশীল সত্তার অধিকারী হয়ে ওঠেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪) শুরু হওয়ার পর তিনি ১৯১৭ সালে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন এবং করাচিতে যান, পরে হাবিলদার পদে উন্নীত হন। ১৯২০ সালের শুরুতে বাঙালি পল্টন ভেঙে দিলে তিনি কলকাতায় আসেন এবং পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হলে চারদিকে তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি 'লাঙল', 'নবযুগ', 'ধূমকেতু'সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্যসমূহ : 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশি', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চক্রবাক', 'সন্ধ্যা', 'প্রলয়-শিখা'। এছাড়াও তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অসংখ্য সংগীতের স্রষ্টা নজরুল। দেশাত্মবোধক গান, শ্যামাসংগীত, গজল রচনায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' (১৯৬০) উপাধিতে ভূষিত করে। 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক', 'একুশে পদক'সহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় তিনি ভূষিত হন। **মৃত্যু** : ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট (১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) তিনি মারা যান। **সমাধিস্থান** : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণ।

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিধা, স্বীকৃতি ও সাহিত্যকর্ম

ছদ্মনাম	কাজী নজরুল ইসলামের **ছদ্মনাম** : কহলন মিশ্র, সারথি, শ্রমসুন্দর, বনবুলবুল, পাইয়োনিয়ার, ধূমকেতু, ব্যাঙাচি। **ডাকনাম** : দুখু মিয়া।
কর্মজীবন/ পেশা	প্রথম জীবনে জীবিকার তাগিদে তিনি লেটোর দলে, রুটির দোকানে এবং সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীতে পত্রিকা সম্পাদনা, গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবসা, গান লেখা ও সুরারোপ এবং সাহিত্য সাধনা করেছেন।
বাংলাদেশে আগমন	১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে রফিজ উল্লাহ নামে আসানসোল থানার দারোগা তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ময়মনসিংহ জেলার কাজীর সিমলা গ্রাম, ত্রিশালে নিয়ে আসেন। কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম ঢাকায় আসেন ১৯২৬ সালের জুন মাসে। ১৯৭২ সালের ২৪ মে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে কবিকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আনা হয় এবং জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয় (১৯৭৪)।
কারাবাস	'ধূমকেতু' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ১ বছরের কারাদণ্ড দেয় (৮ই জানুয়ারি ১৯২৩)। 'প্রলয়-শিখা' (১৯৩০) গ্রন্থটি রচনার জন্য কবির ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়।
সাহিত্যকর্ম	
কাব্যগ্রন্থ	অগ্নি-বীণা, সাতভাই চম্পা (কিশোর কাব্য), ঝড়, শেষ সওগাত, সঞ্চিতা, সর্বহারা, প্রলয়-শিখা, দোলন-চাঁপা, সিন্ধু-হিন্দোল, চক্রবাক, ফণী-মনসা।
উপন্যাস	বাঁধন-হারা (১৯২৭), মৃত্যু-ক্ষুধা (১৯৩০), কুহেলিকা (১৯৩১)।
গল্প	ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, পদ্মগোখরা, জিনের বাদশা।
নাটক	ঝিলিমিলি, আলেয়া, পুতুলের বিয়ে, মধুমালা।
প্রবন্ধগ্রন্থ	যুগ-বাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, ধূমকেতু, রুদ্র-মঙ্গল।
জীবনীগ্রন্থ	মরু-ভাস্কর [হযরত মুহম্মদ (স.) এর জীবনীগ্রন্থ]।
অনুবাদ	রুবাইয়াত-ই-হাফিজ, রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম।
পত্রিকা	ধূমকেতু, লাঙল, দৈনিক নবযুগ তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা।
গানের সংকলন	বুলবুল, সুরসাকী, গুলবাগিচা, বনগীতি, জুলফিকার, চন্দ্রবিন্দু, সুরলিপি, চিত্তনামা, রাঙাজবা, চোখের চাতক।

ছন্দে ছন্দে কাজী নজরুল ইসলামের রচনাসমূহ

- **কাব্যগ্রন্থ** : শেষ সওগাত পড়ে জানতে পারলাম সন্ধ্যা রাতে নতুন চাঁদের আলোয় ছায়ানটে ভাঙার গান গাইবে সাতভাই চম্পা। সেখানে অগ্নি-বীণা ও বিষের বাঁশিতে সর্বহারা মানুষের ঝড় ও সাম্যবাদের সুর উঠবে। গতকাল পুবের হাওয়ার কারণে মরুভাস্করের উপর দিয়ে প্রলয়-শিখা বয়ে যাওয়ায় ভয়ে আজ দোলন-চাঁপা ও সিন্ধু হিন্দোল নদীর তীর থেকে ফণি-মনসা ও ঝিঙেফুল (কিশোর কাব্য) তুলতে যায়নি।
- **নাটক** : পুতুলের বিয়ে উপলক্ষে আজ আলেয়া মধুমালা ঝিলিমিলি রঙের শাড়ি পরবে।

Step 3 কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশের রণসঙ্গীতের রচয়িতা– **কাজী নজরুল ইসলাম।**
- রণসঙ্গীত হিসেবে মূল কবিতাটির গৃহীত চরণ সংখ্যা– ২১ চরণ।
- 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রণসঙ্গীতটি 'নতুনের গান' শিরোনামে ঢাকার 'শিখা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়– **১৯২৮ সালে (১৩৩৫)।**
- নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– **'অগ্নি-বীণা' (সেপ্টেম্বর, ১৯২২)।**
- তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ– **'তুর্কমহিলার ঘোমটা খোলা' (প্রকাশ : কার্তিক ১৩২৬)।**
- নজরুলের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ– **যুগ-বাণী (অক্টোবর ১৯২২)।**
- জেলে বসে লেখা জবানবন্দির নাম– **'রাজবন্দীর জবানবন্দী' (৭/১/১৯২৩)।**
- নজরুলের প্রথম নিষিদ্ধকৃত গ্রন্থ– যুগবাণী প্রবন্ধগ্রন্থ।
- নজরুলের প্রথম নিষিদ্ধকৃত কাব্যগ্রন্থ– **'বিষের বাঁশি' (প্রকাশ : আগস্ট ১৯২৪/ নিষিদ্ধ : ২৪ অক্টোবর ১৯২৪)।**
- নজরুলের মোট নিষিদ্ধকৃত গ্রন্থ কয়টি ও কী কী– **৫টি। যথা : বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু (কাব্যগ্রন্থ ৪টি) ও যুগ-বাণী (প্রবন্ধগ্রন্থ)।**
- বিবিসির বাংলা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত জরিপে (২০০৪) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় নজরুলের স্থান– তৃতীয়।
- বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে নজরুলকে কলকাতা থেকে ঢাকায় আনা হয়– **১৯৭২ সালের ২৪ মে এবং এরপর থেকে তিনি বাংলাদেশেই ছিলেন।**

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি

Part 2

Step 1 শব্দার্থ ও টীকা

- **শির নেহারি-শিখর হিমাদ্রির;-** আমার শির বা মস্তক প্রত্যক্ষ করে হিমালয়ের শিখর বা শীর্ষচূড়া পর্যন্ত মাথা নত করে আছে।
- **নেহারি-** দেখে; প্রত্যক্ষ করে।
- **নটরাজ-** মহাদেবের আর এক নাম। সৃষ্টির ধ্বংসকালে ধ্বংসের এই দেবতার ভয়ঙ্কর নৃত্যময় মূর্তি।
- **মহাপ্রলয়-** সৃষ্টির ধ্বংসকাল। এই প্রলয়কালে সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মারও আয়ুর অবসান ঘটে।
- **কানুন-** আইন।
- **টর্পেডো-** ডুবোজাহাজ থেকে নিক্ষেপযোগ্য এক ধ্বংসের অস্ত্র।
- **আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর-** আমি বিশ্ব বিধাতার বিদ্রোহী পুত্র।
- **নিশাবসান-** রাতের শেষ বা অবসান।
- **ভীম-** ভীষণ; ভয়ানক; পঞ্চ-পাণ্ডবের দ্বিতীয় পাণ্ডব, হাতি গদা নিয়ে যুদ্ধে পারঙ্গম।
- **ধূর্জটি-** শিব বা মহাদেবের অন্য নাম। জটাধারী শিবের জট ধূম্ররূপী বলে তাকে ধূর্জটি বলা হয়।
- **এলোকেশে-** যার চুল বা কেশ এলানো। এখানে অকাল বৈশাখীর ঝড়ের সঙ্গে এলানো চুলের তুলনা করা হয়েছে।
- **ইন্দ্রাণী-সুত-** ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রানী বা শচী। তার পুত্রের নাম জয়ন্ত।
- **বেদুঈন-** আরবদেশের একটি যাযাবর জাতি।
- **চেঙ্গিস-** চেঙ্গিস খান (১১৬২ - ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ)। মোঙ্গল জাতির অন্যতম যোদ্ধা ও সামরিক নেতা।
- **কুর্নিশ-** কিছুটা পিছিয়ে সম্ভ্রমপূর্ণ সালাম বা অভিবাদন।
- **ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার-** ঈশান কোণ থেকে শিঙা থেকে ধ্বনিত ওঙ্কার বা 'ওঁকার' বা 'ওঁ' ধ্বনি।
- **ইস্রাফিলের শিঙ্গা-** পবিত্র কোরআনে উল্লেখকৃত বিশিষ্ট ফেরেশতার নাম ইস্রাফিল। ইনি বৃষ্টি ও খাদ্য উৎপাদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিয়ামত বা প্রলয়কালে হযরত ইস্রাফিলের ব্যবহৃত শিঙ্গা।
- **পিণাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল-** শিব বা মহাদেব পিণাক নামক ধনু ধারণ করেন বলে তার নাম পিণাক পাণি। তাঁর অন্য হাতে থাকে ডমরু নামক ডুগডুগি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ও ত্রিশূল।
- **আমি চক্র ও মহাশঙ্খ-** বিষ্ণু বা সুদর্শন চার হাত বিশিষ্ট। তাঁর এক একটি হাতে থাকে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। এখানে বিষ্ণুর হাতের চক্র ও শঙ্খকে বোঝানো হয়েছে।
- **প্রণব-নাদ-** ওঙ্কার ধ্বনি।
- **দুর্বাসা-** ভারতীয় পুরাণের কোপন-স্বভাব বিশিষ্ট মুনি। মহর্ষি অত্রির ঔরষে ও তাঁর স্ত্রী অনসূয়ার গর্ভে দুর্বাসার জন্ম। এর কোপানলে পড়ে অনেকেই দগ্ধ হন।
- **বিশ্বামিত্রিক-** বিশিষ্ট ব্রহ্মর্ষি। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও কঠোর তপস্যার ফলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।
- **হুতাশী-** যা-হুতাশ করে যে।
- **অর্ফিয়াস-** গ্রিক পুরাণের গানের দেবতা এ্যাপোলো ও মিউজ ক্যাল্লোপির পুত্র অর্ফিয়াস ছিলেন মহান কবি ও শিল্পী। তবে মতান্তরে ইনি থ্রেসের রাজা ইগ্রাসের সন্তান। ইনি যন্ত্রসংগীতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি যন্ত্রসংগীতে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। ইনি সুরের ইন্দ্রজাল বিস্তার করে ভালোবাসার পাত্রী ইউরিডিসের মন জয় করেছিলেন। সুরের জাল বিস্তার করে অর্ফিয়াস মৃত ইউরিডিসের প্রাণ ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সামান্য ভুলের জন্য ঐ সাফল্য তাঁর অধরা থেকে যায়।

মূল কবিতা

বল বীর–
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি' আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির।
আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার! ১
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানি না কো কোন আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন।
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতৃর! ২
বল বীর–
চির-উন্নত মম শির।
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান।
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য; ৩
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ!
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা ওঙ্কার,
আমি পিণাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহা শঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব। ৪
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা হুতাশ আমি হুতাশীর।
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয় লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের
আমি উত্তর-বায়ু মলয়-অনিল উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি
আমি মরু-নির্ঝর ঝর ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি! ৫
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী, ৬
মহা– সিন্ধু উতলা ঘুমঘুম
ঘুম চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম
মম বাঁশরীর তানে পাশরি
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।
আমি রুষে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!
আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে। ৭
মহা-বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না-
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না–
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।
আমি চির-বিদ্রোহী বীর–
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির! (সংক্ষেপিত) ৮

শব্দার্থ ও টীকা

- **পরশুরামের কঠোর... বিশ্ব-** পরশুরাম একুশ বার ক্ষত্রিয়দের নিধন করেন। শ্রী কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
- **পরশুরাম-** বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। জমদগ্নি ও রেণুকার পঞ্চম পুত্র। অস্ত্র হিসেবে পরশু বা কুঠার ধারণ করায় তাঁর নাম হয় পরশুরাম। ইনি পিতার আদেশে কুঠার দিয়ে মাতৃহত্যা করেন। আবার সাধনাবলে মাকে বাঁচিয়ে তোলেন।
- **মরু-নির্ঝর-** মরুভূমির ঝরনা।
- **তান-** সুরের বিস্তার ।
- **পাশরি-** ভুলে যাই; বিস্মৃত হওয়া।
- **হাবিয়া দোজখ-** সাতটি দোযখের একটি দোযখ।
- **নিদাঘ-** গ্রীষ্ম।
- **হল-** লাঙ্গল; বলরামের অস্ত্র।
- **বলরাম-** শ্রী কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
- **খড়্গ-** অস্ত্রবিশেষ। বলিদানে ব্যবহৃত হয়।
- **কৃপাণ-** তলোয়ার বা তরবারি সদৃশ অস্ত্রবিশেষ।
- **ভীম-রণ-ভূমে রণিবে না-** ভয়ানক রণক্ষেত্রে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে না।
- **মম-** নিজ বা আমার। ◈ **শির-** মস্তক বা মাথা।
- **নতশির-** মাথা নোয়ানো।
- **শিখর হিমাদ্রির-** হিমালয়ের শীর্ষচূড়া।
- **চিরদুর্দম-** সহজে দমন করা যায় না এমন।
- **পৃথ্বীর-** পৃথিবী। ◈ **প্রলয়-** ধ্বংস।
- **সাইক্লোন-** প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খেতে খেতে এগিয়ে চলে এমন ঝড় বা সামুদ্রিক ঝড় বিশেষ।
- **দ'লে-** পা দিয়ে মাড়ানো বা ছিন্ন করা।
- **ভরাডুবি-** মালবোঝাই নৌকার নিমজ্জন বা সর্বনাশ।
- **মাইন** (ইংরেজি ভাষা)**-** শত্রুর যানবাহন, সৈন্যদল বা জাহাজ ধ্বংস করতে সক্ষম লুকিয়ে রাখা বা মাটিতে পোঁতা বিস্ফোরকপূর্ণ আধার।
- **সুত-** পুত্র। ◈ **ভালে-** কপালে।
- **মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য-** তূর্য হলো প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ। এখানে 'বাঁকা বাঁশের বাঁশরী' কবির প্রেম ও সাম্যবাদী মনোভাবের ইঙ্গিতবাহী আর 'রণ-তূর্য' তাঁর বিদ্রোহী সত্তা। অর্থাৎ কবি এখানে একইসঙ্গে প্রেম ও বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি।
- **পিণাক-পাণি-** শিবের অন্যনাম।
- **ধর্মরাজ-** মৃত্যুর দেবতা। ◈ **দণ্ড-** লাঠি।
- **দাবানল-** আগুন। ◈ **উন্মন-** অন্যমনস্ক।
- **বজ্র-** দধীচির অস্থিদ্বারা নির্মিত ইন্দ্রের অস্ত্র বা বাজ।
- **বিষাণ-** পশুর শিং দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র যা ফুঁ দিয়ে বাজানো হয় বা শিঙা।
- **ঈশান-** প্রলয়ের দেবতা, নটরাজ বা শিব।
- **পথিক-কবির-** এখানে কবি 'পথিক কবি' বলতে বাউলকে বুঝিয়েছেন।
- **রাগিণী-** সংগীতে স্তরবিন্যাসের ছয়টি রাগের অন্তর্ভুক্ত ছত্রিশটি প্রধান সুর।
- **বেণু-বীণে-** বাঁশ নির্মিত বাদ্যযন্ত্র বা বাঁশের বাঁশি।
- **পাশরি-** ভুলে যাই বা বিস্মৃত হওয়া।
- **শ্যামলিমা-** সবুজ গাছ-পালার সমারোহ বা বিস্তার। ◈ **নিদাঘ-তিয়াসা-** গ্রীষ্মের পিপাসা।
- **রৌদ্র-রুদ্র-** সূর্যের উত্তপ্ত কিরণ। ◈ **নিখিল অখিল-** সমগ্র বিশ্ব। ◈ **বাঁশরী-** বাঁশি।
- **শ্যাম-** শ্রীকৃষ্ণ। ◈ **স্কন্ধ-** কাঁধ।
- **রুষে উঠি-** ক্রুদ্ধ হওয়া।

পাঠ পর্যালোচনা

০১. এ অংশে কবি কাজী নজরুল ইসলামের আত্মোপলব্ধিকৃত বিরোচীত আত্মদম্ভ প্রকাশিত হয়েছে। হিমালয় সুউচ্চ পর্বত। কিন্তু বীর তথা মানবের মহিমা তার চেয়েও সুউচ্চ। তাই হিমালয়ের শীর্ষচূড়া পর্যন্ত তার কাছে মাথা নত করে আছে। কবি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অদম্য, উদ্ধত আর নিষ্ঠুরতার প্রতীক। আর তাই নির্ভীক কবি নটরাজের মতো আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দিতে চান।

০২. অন্যায় আর অসাম্যের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কবি সমস্ত বন্ধন আর নিয়ম-শৃঙ্খলাকে দলিত মথিত করে উচ্ছৃঙ্খলতাকে গ্রহণ করেন। স্বাধীন, বিদ্রোহী কবি শাসক-শোষকের কোনো আইন মানেন না। আর তাই শত্রুকে ধ্বংস করতে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ভীমের মতো ভয়ানক হয়ে ওঠেন। হয়ে ওঠেন বিশ্ববিধাতার বিদ্রোহী পুত্র।

০৩. কবির চির উন্নত শির সকল অশুভ ও অসুন্দরকে ধ্বংস করতে সক্ষম। অন্যায়, অন্ধকারকে দূর করতে তিনি সৃষ্টি আর ধ্বংস দুটোই করতে পারেন। আর তাই কবির দ্বৈত সত্তার প্রকাশ ঘটেছে। কৃষ্ণের মতো একদিকে প্রেমের বাঁশি অন্যদিকে রণতূর্য ধ্বনিত করেছেন অশুভকে বিনাশ করতে।

০৪. আরবের যাযাবর জাতি বেদুঈন কিংবা মোঙ্গল জাতির শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা চেঙ্গিস- এরা কখনো ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে আপন সত্তা বিকিয়ে দেয়নি। বেদুঈন কিংবা চেঙ্গিস খানের মতো সাহস, স্বাধীনতা আর শক্তিমত্তাকে অন্তরে ধারণ করে কবি নজরুল আপন শক্তিতে বিশ্বাস রেখেছেন। আর তাই তিনি অন্য কারো কাছে নতজানু হতে রাজি নন। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে সকল শাসক-শোষণের কাছে তিনি বজ্রের মতো কঠিন, ওঙ্কার, ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার, শিব, যম, বিষ্ণু, দুর্বাসা বিশ্বামিত্র-শিষ্যের রূপ ধারণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।

০৫. কবি পৃথিবীর সকল ব্যথিত, বঞ্চিত মানুষের স্বজন। বিশ্বের সমস্ত লাঞ্ছিতের অবমানিতের নিঃস্ব গৃহহারা মানবের বেদনাকে অন্তরে ধারণ করে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে উদ্যত। এ কারণে কবি একদিকে যেমন শত্রুর কাছে রৌদ্র-রুদ্র রবি অন্যদিকে শাসিত মানবের কাছে তিনি মরুর বুকে ঝর্নার মতো স্নিগ্ধ শীতল ছায়া ও শ্যামল-সবুজ ছবির মতো।

০৬. নজরুল সত্তায় বিদ্রোহ, ধ্বংস ও উদার মানবিকতা একসঙ্গে বাস করে। অর্ফিয়াসের বাঁশির সুরে প্রকৃতির মতো অকৃত্রিম স্নিগ্ধতা আর কৃষ্ণের বাঁশির সুরের ভালোবাসার তানও যেন কবি ছড়িয়ে দিয়েছেন।

০৭. পরাধীন জাতির উপর শোষকের অন্যায়, অমানবিক আচরণ দেখে কবির বিদ্রোহী সত্তা রুখে ওঠে। সৃষ্টির সমস্ত সত্তা কবির রুদ্র রোষে কেঁপে ওঠে। কবি অত্যাচারীর বিনাশ আনতে, পৃথিবীতে শান্তি আর নবসৃষ্টির লক্ষ্যে পরশুরামের মতো কঠোর আর বলরামের মতো ধ্বংসকারী হতেও প্রস্তুত।

০৮. অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর বিদ্রোহী কবি শান্ত হওয়ার কথা বলেছেন। তবে যতদিন পর্যন্ত নিপীড়িত মানুষের কান্নার ধ্বনি, আহাজারি থামবে না ততদিন তিনি কঠোর হস্তে বিদ্রোহ চালিয়ে যাবেন। অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীমের মতো রোষ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আর ব্যবহৃত না হলে তবেই তিনি শান্ত হবেন। কবির চির বিদ্রোহ, রুদ্র রূপ। সকল প্রচেষ্টা এ বিশ্বকে শান্তিময় করতে। আর ততদিনই কবির বিদ্রোহী সত্তা চির উন্নত শিররূপে বিরাজমান থাকবে এ বিশ্ব নিখিলে।

Step 2 পাঠ-পরিচিতি

➤ **পাঠ-পরিচিতি :** কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) থেকে সংকলিত হয়েছে। 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'বিদ্রোহী'। 'বিদ্রোহী' বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। রবীন্দ্রযুগে এ কবিতার মধ্য দিয়ে এক প্রাতিস্বিক কবিকণ্ঠের আত্মপ্রকাশ ঘটে– যা বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক বিরল স্মরণীয় ঘটনা। 'বিদ্রোহী' কবিতায় আত্মজাগরণে উন্মুখ কবির সদম্ভ আত্মপ্রকাশ ঘোষিত হয়েছে। কবিতায় সগর্বে কবি নিজের বিদ্রোহী কবিসত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শাসকদের শাসন ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেন। এ কবিতায় সংযুক্ত রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ ও বিদ্রোহ। কবি সকল অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও পুরাণের শক্তি উৎস থেকে উপকরণ উপাদান সমীকৃত করে নিজের বিদ্রোহী সত্তার অবয়ব রচনা করেন। কবিতার শেষে ধ্বনিত হয় অত্যাচারীর অত্যাচারের অবসান কাম্য। বিদ্রোহী কবি উৎকণ্ঠ ঘোষণায় জানিয়ে দেন যে, উৎপীড়িত জনতার ক্রন্দনরোল যতদিন পর্যন্ত প্রশমিত না হবে ততদিন এই বিদ্রোহী কবিসত্তা শান্ত হবে না। এই চির বিদ্রোহী অভ্রভেদী চির উন্নত শিররূপে বিরাজ করবে।

➤ **প্রথম চরণ–** বল বীর– / বল উন্নত মম শির!

➤ **শেষ চরণ–** বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!

➤ **ছন্দ–** 'বিদ্রোহী' কবিতাটি সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। তবে কবিতাটির সর্বত্র পর্ব ও মাত্রা সংখ্যা সমভাবে রক্ষিত হয়নি। পূর্ণ পর্ব ৬ মাত্রার, অতি পর্ব ২ মাত্রার। এর পঙ্‌ক্তি শেষে কিছু ক্ষেত্রে ৩ মাত্রা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম মাত্রার অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। পর পর দুই পঙ্‌ক্তির শেষে অন্ত্যমিল রয়েছে। আর এ অন্ত্যানুপ্রাসের জন্য একে সমিল মুক্তক ছন্দ বলা হয়। নজরুল বাংলা কবিতায় এ ছন্দের প্রবর্তক।

Step 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য

সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ	
উৎ + নত = উন্নত	হিম + অদ্রি = হিমাদ্রি
উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল	লোক + আলয় = লোকালয়
নিশ + অবসান = নিশাবসান	ওম্‌ + কার = ওঙ্কার
শম্‌ + খ = শঙ্খ	দাব + অনল = দাবানল
উৎ + মন = উন্মন	মহা + আকাশ = মহাকাশ
মহা + আনন্দ = মহানন্দ	ক্ষত্র + ইয় = ক্ষত্রিয়

প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয়	
দুঃ + √দম্‌ + অ = দুর্দম	অভি + √শপ্‌ + অ = অভিশাপ
দুঃ + বি + √নী + ত = দুর্বিনীত	পৃথু + ঈ = পৃথ্বী
নৃ + √শংস্‌ + অ = নৃশংস	দুঃ + √বারি + অ = দুর্বার
শিখা + র = শিখর	√বন্ধ্‌ + অন = বন্ধন
প্র + √লী + অ = প্রলয়	বিদ্রোহ + ইন্‌ = বিদ্রোহী
নট + রাজন্‌ = নটরাজ	√সৃজ্‌ + তি = সৃষ্টি
√ধ্বংস্‌ + অ = ধ্বংস	শ্মন্‌(শব) + শান (শয়ন) = শ্মশান
√স্কন্দ্‌ + অ = স্কন্ধ	নি + √দহ্‌ + অ = নিদাঘ

সমাস নির্ণয়

ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
নটরাজ	নটের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অনিয়ম	নয় নিয়ম	নঞ্‌ তৎপুরুষ
অখিল	ন খিল	নঞ্‌ তৎপুরুষ
বিশ্বামিত্র	বিশ্ব মিত্র যার	বহুব্রীহি সমাস
এলোকেশে	চুল বা কেশ এলানো যার	বহুব্রীহি সমাস
হুতাশী	হা-হুতাশ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ

উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
চিরদুর্দম	চিরোদুর্‌দম্‌	নিঃক্ষত্রিয়	নিক্‌খত্‌ত্রিও
ধ্বংস	ধংশো	প্রলয়	প্রোলয়্‌
ধ্বনি	ধোনি	শিঙ্গা	শিংগা
পৃথ্বী	পৃত্‌থি	শঙ্খ	শংখো
বিদ্রোহী	বিদ্‌দ্রোহি	শিষ্য	শিশ্‌শো
ক্রন্দন	ক্রোন্‌দোন্‌	লাঞ্ছিত	লান্‌ছিতো
সৃষ্টি	সৃশ্‌টি	উচ্ছৃঙ্খল	উচ্‌ছৃংখল

শব্দের উৎস নির্দেশ

সংস্কৃত	হিমাদ্রি	গ্রিক	সাইক্লোন
হিন্দি	নেহারি	বাংলা	চুরমার

বানান সতর্কতা

হিমাদ্রি, নৃশংস, পৃথ্বী, উচ্ছৃঙ্খল, সুত, স্কন্ধ, শ্মশান, ইন্দ্রাণী, তূর্য, বেদুঈন, কুর্নিশ, ঈশান, বিষাণ, পিণাক, পাণি, ত্রিশূল, ক্ষ্যাপা, শিষ্য, নিদাঘ, রুদ্র, ব্যাপিয়া, খড়্গ, দোজখ।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 3 MCQ প্রশ্নোত্তর

Step 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

[illegible] কবিতায় কবি কার বুকের ক্রন্দন-শ্বাস?
[illegible] ⓚ বিধাতার ⓖ বিধবার ⓖ ইস্রাফিলের উ: গ

[illegible] হাতে বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য' এখানে কবি নজরুল ইসলামের কোন [illegible] প্রকাশ পেয়েছে?
[illegible] ⓚ বিদ্রোহী ও বংশীবাদক
[illegible] ⓘ বিদ্রোহী ও বীরযোদ্ধা উ: ক

[illegible] কত বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
[illegible] ⓚ ১৩০৬ ⓖ ১৩৮৩ ⓖ ১৪০২ উ: খ

[illegible] ১৮৯৯ সালের কোন মাসে জন্ম নেন?
[illegible] ⓚ এপ্রিল ⓖ মে ⓖ আগস্ট উ: গ

[illegible] কত বছর বয়সে পিতাকে হারান?
[illegible] ⓚ ছয় ⓖ সাত ⓖ আট উ: খ

[illegible] প্রাইমারিতে কত বছর শিক্ষকতা করেন?
[illegible] ⓚ দুই ⓖ তিন ⓖ চার উ: ক

[illegible] বছর বয়সে কবি কীসের দলে যোগ দেন?
[illegible] ⓚ নাচের ⓖ লেটোর ⓖ গজল উ: গ

[illegible] বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় কত সালে?
[illegible] ⓚ ১৯১৪ ⓖ ১৯১৭ ⓖ ১৯২১ উ: খ

[illegible] নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন?
[illegible] ⓚ ১৭ ⓖ ২০ ⓖ ৪৯ উ: ঘ

[illegible] বাঙালি পল্টনে যোগদানের পর কোন পদে উন্নীত হয়েছিলেন?
[illegible] ⓚ কনস্টেবল ⓖ হাবিলদার ⓖ মেজর উ: গ

[illegible] সালের কোন সময়ে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়?
[illegible] ⓚ মাঝামাঝি ⓖ প্রায় শেষ ⓖ শেষ উ: ক

[illegible] সরকার নজরুলকে কোন উপাধিতে ভূষিত করেন?
[illegible] ⓚ ডি. লিট ⓖ একুশে পদক ⓖ পদ্মভূষণ উ: ঘ

[illegible] নজরুলের কোন ধরনের রচনা?
[illegible] ⓚ কাব্য ⓖ ছোটগল্প ⓖ প্রবন্ধ উ: খ

[illegible] সম্পাদিত পত্রিকা-
[illegible] ⓚ বিজলী ⓖ ধূমকেতু ⓖ চক্রবাক উ: গ

[illegible] সপরিবারে স্বাধীন বাংলাদেশে আনা হয় কত সালে?
[illegible] ⓚ ১৯৭৩ ⓖ ১৯৭৪ ⓖ ১৯৭৬ উ: ক

[illegible] বাঙালি পল্টনে যোগদান করে কোথায় যান?
[illegible] ⓚ বিহার ⓖ করাচি ⓖ পশ্চিবঙ্গ উ: গ

[illegible] কোন ধরনের পত্রিকা?
[illegible] ⓚ সাপ্তাহিক ⓖ মাসিক ⓖ ত্রৈমাসিক উ: খ

[illegible]— স্রষ্টা নজরুল। শূন্যস্থানে কী বসবে?
[illegible] ⓚ গজলের ⓖ পালাগানের ⓖ সংগীতের উ: ঘ

[illegible] বাংলাদেশের কোন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন?
[illegible] পদক ⓚ আদমজী পুরস্কার
[illegible] একাডেমি পুরস্কার ⓘ জগত্তারিণী স্বর্ণপদক উ: ক

[illegible] কত সালে মারা যান?
[illegible] ⓚ ১৯৭৬ ⓖ ১৯৭৮ ⓖ ১৯৮০ উ: খ

[illegible] দেবতা কে?
[illegible] ⓚ বিষ্ণু ⓖ শিব ⓖ কৃষ্ণ উ: ক

[illegible] কখন আসবে?
[illegible] ⓚ বিনাশকালে
[illegible] ⓘ অকাল বৈশাখী উ: গ

[illegible] কবি [illegible] কী হতে চেয়েছেন?
[illegible] ⓚ ডমরু ⓖ প্রণব-নাদ ⓖ নটরাজ উ: ঘ

[illegible] কবি নিজেকে পৃথিবীর কী হিসেবে উল্লেখ করেছেন?
[illegible] ⓚ আশীর্বাদ ⓖ অভিশাপ ⓖ মহাভয় উ: গ

[illegible] কবি কী মানেন না?
[illegible] ⓚ বন্ধন ⓖ শৃঙ্খল ⓖ নিয়ম উ: ক

[illegible] কবি কী ভরা-ডুবি করেন?
[illegible] ⓚ মাইন ⓖ টর্পেডো ⓖ ভরা-তরী উ: ঘ

২৭. কবির শির দেখে কী নতশির হয়ে যায়?
ⓚ হিমালয় ⓖ হিমালয় শিখর ⓖ গ্রীবা ⓘ পর্বতমালা উ: খ

২৮. কবি সকল বন্ধন, নিয়ম-কানুন-শৃঙ্খলকে কীভাবে অতিক্রম করে যান?
ⓚ দ'লে ⓖ পিষে ⓖ ছেড়ে ⓘ ডুবিয়ে উ: ক

২৯. কবি নিজেকে কী ধরনের মাইন বলেছেন?
ⓚ ভাসমান ⓖ টর্পেডো ⓖ ভীম ভাসমান ⓘ ভয়ানক উ: গ

৩০. কবি নিজেকে কেমন ঝড় বলে অভিহিত করেছেন?
ⓚ বৈশাখীর ⓖ এলোকেশে ⓖ অকালের ⓘ এলোমেলো উ: খ

৩১. আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-
ⓚ বিধাতার ⓖ মাতার ⓖ বিধাত্রীর ⓘ বিধাতৃর উ: গ

৩২. কবি নিজেকে লোকালয়ের বিপরীতে কী হিসেবে উল্লেখ করেছেন?
ⓚ ধ্বংস ⓖ অরণ্য ⓖ শ্মশান ⓘ কানন উ: গ

৩৩. নজরুল নিজেকে কীসের অবসান বলেছেন?
ⓚ নিশার ⓖ দিবার ⓖ রাত্রির ⓘ ধ্বংসের উ: ক

৩৪. ইন্দ্রাণী-সুত কে?
ⓚ জয়ন্ত ⓖ জয়দ্রথ ⓖ ইন্দ্রপুত্র ⓘ ভীম উ: গ

৩৫. ইন্দ্রাণী কে?
ⓚ দেবী ⓖ মহামায়া ⓖ শ্যামা ⓘ শচী উ: ঘ

৩৬. ইন্দ্রাণী-সুতের হাতে কী?
ⓚ চাঁদ ⓖ চন্দ্র ⓖ সূর্য ⓘ চক্র উ: ক

৩৭. কবি কীসের বাঁশরী হতে চেয়েছেন?
ⓚ বাঁশের ⓖ বাঁকা বাঁশের ⓖ পাকা বাঁশের ⓘ জঙ্গলের উ: খ

৩৮. কে এক হাতে বাঁশরী, আরেক হাতে রণ-তূর্য হতে চেয়েছেন?
ⓚ অর্ফিয়াস ⓖ শ্যাম ⓖ কবি স্বয়ং ⓘ বিদ্রোহী উ: ঘ

৩৯. বেদুঈনরা কোন দেশের?
ⓚ মধ্যপ্রাচ্যের ⓖ সৌদির ⓖ ইরানের ⓘ আরব দেশের উ: ঘ

৪০. আরব দেশের যাযাবর জাতি কারা?
ⓚ বেদেরা ⓖ বেদুঈনরা ⓖ অর্ফিয়াসেরা ⓘ বিদ্রোহীরা উ: খ

৪১. চেঙ্গিস খান কাদের নেতা?
ⓚ মোঙ্গল জাতির ⓖ যাযাবর জাতির ⓖ বেদুঈন জাতির ⓘ জঙ্গিদের উ: ক

৪২. চেঙ্গিস খান মূলত-
ⓚ যাযাবর ⓖ বিদ্রোহী ⓖ যোদ্ধা ⓘ বেদুঈন উ: গ

৪৩. কোন কোণ থেকে ওঙ্কার ধ্বনি ধ্বনিত হয়?
ⓚ মরু ⓖ ঈশাণ ⓖ সিন্ধু ⓘ বিষাণ উ: খ

৪৪. ইস্রাফিলের শিঙ্গার কথা কোথায় উল্লেখ রয়েছে?
ⓚ হাদিসে ⓖ পুরাণে ⓖ বেদে ⓘ কোরআনে উ: ঘ

৪৫. পিণাক কী?
ⓚ ডমরু ⓖ ত্রিশূল ⓖ ধনু ⓘ চক্র উ: গ

৪৬. ডুগডুগি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র কোনটি?
ⓚ ডমরু ⓖ পিণাক ⓖ শঙ্খ ⓘ হল উ: ক

৪৭. প্রণব-নাদ বলতে বোঝানো হয়েছে কোনটিকে?
ⓚ হুঙ্কার ⓖ শিঙ্গা ধ্বনি ⓖ পাশরি ⓘ ওঙ্কার ধ্বনি উ: ঘ

৪৮. কোপন-স্বভাব বিশিষ্ট মুনি কে?
ⓚ বিশ্বামিত্র ⓖ পরশুরাম ⓖ দুর্বাসা ⓘ জমদগ্নি উ: গ

৪৯. কে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন?
ⓚ দুর্বাসা ⓖ অর্ফিয়াস ⓖ পরশুরাম ⓘ বিশ্বামিত্র উ: ঘ

৫০. কবিতায় 'গ্রীষ্মে'র প্রতিশব্দ হিসেবে কী ব্যবহৃত হয়েছে?
ⓚ পাশরি ⓖ নিদাঘ ⓖ হুতাশী ⓘ নিষাদ উ: খ

৫১. গ্রিক পুরাণের গানের দেবতা কে?
ⓚ এ্যাপোলো ⓖ মিউজ ⓖ অর্ফিয়াস ⓘ ইস্রাস উ: ক

৫২. 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'আমি' শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
ⓚ ৫০ ⓖ ৫২ ⓖ ৫৫ ⓘ ৫৮ উ: গ

৫৩. অর্ফিয়াস কার পুত্র ছিলেন?
ⓚ ক্যালোপির ⓖ ইউরিডিসের ⓖ থ্রেসের ⓘ শচীমাতার উ: ক

৫৪. সুরের জাল বিস্তার করে মৃত ইউরিডিসের প্রাণ ফিরে পেতে চেয়েছিলেন-
ⓚ এ্যাপোলো ⓖ মিউজ ⓖ ইস্রাস ⓘ অর্ফিয়াস উ: ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৫৫. 'হাবিয়া' কী?
ⓚ সুরের বিস্তার ⓛ বেহেশত ⓖ দোজখ ⓘ ঝরনা উ: গ

৫৬. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের কততম কবিতা?
ⓚ প্রথম ⓛ দ্বিতীয় ⓖ তৃতীয় ⓘ চতুর্থ উ: খ

৫৭. পরশুরাম তাঁর মাকে কীভাবে বাঁচিয়ে তোলেন?
ⓚ মন্ত্রবলে ⓛ যাদু করে ⓖ ধ্যান করে ⓘ সাধনাবলে উ: ঘ

৫৮. 'বিদ্রোহী' কবিতার মাধ্যমে প্রাতিস্বিক কবিকণ্ঠের আত্মপ্রকাশ ঘটে–
ⓚ রবীন্দ্রযুগে ⓛ আধুনিক যুগে
ⓖ রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে ⓘ পঞ্চ-পাণ্ডবের যুগে উ: ক

৫৯. কবিতায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ পেয়েছে কবির-
ⓚ দম্ভ ⓛ ক্ষোভ ⓖ ক্ষোভ ও বিদ্রোহ ⓘ আত্মজাগরণ উ: গ

৬০. সপ্ত নরকের কথা কোন ধর্মে উল্লেখ রয়েছে?
ⓚ বৌদ্ধ ⓛ খ্রিষ্ট ⓖ ইসলাম ⓘ সনাতন উ: ঘ

৬১. 'ইস্রাফিলের শিঙার মহা হুঙ্কার' কীসের ইঙ্গিত করে?
ⓚ নবসৃষ্টি ⓛ ধ্বংস ⓖ বিদ্রোহ ⓘ প্রতিবাদ উ: খ

৬২. 'চাঁদ ভালে সূর্য' এখানে 'ভালে' কী?
ⓚ ভালো ⓛ ঢলে পড়া ⓖ গাল ⓘ কপাল উ: ঘ

৬৩. কবি কাদের বঞ্চিত ব্যথা হতে চেয়েছেন?
ⓚ বিধবার ⓛ অবমানিতের ⓖ গৃহহারা পথিকের ⓘ পথিক কবির উ: গ

৬৪. মহাদেবকে ধূর্জটি বলা হয় কেন?
ⓚ ধূম্ররূপী জটার জন্য ⓛ জটাধারী বলে
ⓖ বিধ্বংসী বলে ⓘ মহা-প্রলয় আনার জন্য উ: ক

৬৫. "শির নেহারি' আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!" এ বাক্যে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ⓚ বিদ্রোহ ⓛ আত্মজাগরণ ⓖ উন্মুখ প্রকাশ ⓘ সদম্ভ আত্মপ্রকাশ উ: ঘ

৬৬. 'সাইক্লোন' দ্বারা কবির কোন রূপ প্রকাশিত?
ⓚ নৃশংস ⓛ বিধ্বংসী ⓖ বিদ্রোহী ⓘ দুর্বিনীত উ: খ

৬৭. কবি পথিক কবির কী হতে চান?
ⓚ মরম বেদনা ⓛ নিদাঘ-তিয়াসা
ⓖ গভীর রাগিণী ⓘ ক্রন্দন-শ্বাস উ: ক

৬৮. নজরুল দাবানল হয়ে কী দাহন করবেন?
ⓚ বিশ্ব ⓛ সৃষ্টি ⓖ লোকালয় ⓘ শৃঙ্খল উ: ক

৬৯. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কোন ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে?
ⓚ অর্ফিয়াস ⓛ চেঙ্গিস ⓖ ইস্রাফিল ⓘ রাজা ইস্রাস উ: খ

৭০. কবি অধীন বিশ্বকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছেন কেন?
ⓚ নবসৃষ্টির মহানন্দে ⓛ শান্তি ফিরিয়ে আনতে
ⓖ বিদ্রোহ প্রকাশ করতে ⓘ নিশাবসান ঘটাতে উ: ক

৭১. অর্ফিয়াস কী করে ইউরিডিসের মন জয় করেছিলেন?
ⓚ যন্ত্রসংগীত বাজিয়ে ⓛ ভালোবেসে
ⓖ মন্ত্রমুগ্ধ করে ⓘ সুরের ইন্দ্রজাল বিস্তার করে উ: ঘ

৭২. জমদগ্নি ও রেণুকার কততম পুত্র পরশুরাম?
ⓚ দ্বিতীয় ⓛ তৃতীয় ⓖ পঞ্চম ⓘ ষষ্ঠ উ: ঘ

৭৩. ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ বলতে কোন সময়কে বোঝানো হয়েছে?
ⓚ পাকিস্তানি শাসনামল ⓛ পৌরাণিক যুগ
ⓖ ব্রিটিশ শাসনামল ⓘ জমিদারি শাসনামল উ: গ

৭৪. 'বিদ্রোহী' কবিতার মূল সুর–
ⓚ অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণ ⓛ অন্যায়ের অবসানে চিরকালীন বিদ্রোহ
ⓖ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ⓘ ক্ষোভ ও বিদ্রোহ উ: খ

৭৫. কবিতার শেষে কবির কোন প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে?
ⓚ অত্যাচারীর অত্যাচারের অবসান ⓛ উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোলের অবসান
ⓖ চির শান্তি ⓘ চিরকালীন বিদ্রোহ উ: ক

Step 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য;' পঙ্‌ক্তিটিতে প্রতিফলিত হয়েছে .... । [ব্যবসায় : ২৩-২৪]
ⓚ কবির প্রেম ও আত্মজাগরণ ⓛ কবির প্রেম ও বিনাশী সত্তা
ⓖ কবির প্রেম ও সংশয় ⓘ কবির বিনাশী সত্তা ও আত্মজাগরণ উ: খ

০২. জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়? [গ ৯৭-৯৮]
ⓚ মোসলেম ভারত ⓛ সওগাত ⓖ প্রবাসী ⓘ কোনোটিই নয় উ: ঘ

০৩. জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের জন্মসাল কোনটি? [গ ৯৭-৯৮]
ⓚ ১৮৯২ ⓛ ১৮৯৬ ⓖ ১৮৯৭ ⓘ ১৮৯৯ উ: ঘ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্পগ্রন্থ কোনটি? [E ১৭-১৮]
ⓚ কুহেলিকা ⓛ রিক্তের বেদন ⓖ বাঁধন-হারা ⓘ রুদ্র-মঙ্গল উ: খ

০২. কবি কাজী নজরুল ইসলাম লেটো দলের জন্য কী রচনা করতেন? [জবি চ ১৬-১৭]
ⓚ পালাগান ⓛ কবিতা ⓖ নাটক ⓘ উপন্যাস উ: ক

০৩. কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু সন– [ঘ ১১-১২]
ⓚ ১৮৯৯-১৯৭৪ ⓛ ১৮৯৮-১৯৭৫ ⓖ ১৮৯৯-১৯৭৬ ⓘ ১৮৯৯-১৯৭৭ উ: গ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে 'ক্রন্দন-শ্বাস' বলেছেন– [C : ২৩-২৪]
ⓚ নিপীড়িতের বুকে ⓛ বিধাতার বুকে
ⓖ বিধবার বুকে ⓘ অবমানিতের বুকে উ: গ

০২. 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থটি কাকে উৎসর্গ করা হয়? [B : ২৩-২৪]
ⓚ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ⓛ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ⓖ রামপ্রসাদ সেন ⓘ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ উ: ঘ

০৩. 'আমি চক্র ও মহা শঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!' এখানে 'প্রণব-নাদ' কথাটির অর্থ– [C : ২৩-২৪]
ⓚ গ্রীষ্মের দাবদাহ ⓛ মরুভূমির উত্তাপ ⓖ প্রচণ্ড নিষ্ঠুর ⓘ ওঙ্কার ধ্বনি উ: ঘ

০৪. 'মম বাঁশরীর তানে পাশরি আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।' এখানে 'পাশরি' শব্দের অর্থ হচ্ছে– [C : ২৩-২৪]
ⓚ পাশ কাটিয়ে যাওয়া ⓛ প্রবেশ করা
ⓖ বিস্মৃত হওয়া ⓘ আপ্লুত হওয়া উ: গ

০৫. 'শির নেহারি' আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির।' এখানে 'নেহারি' শব্দের অর্থ– [C : ২৩-২৪]
ⓚ মাথা নত করে ⓛ প্রত্যক্ষ করে
ⓖ ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে ⓘ অভিবাদন জানায় উ: খ

০৬. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি 'পথিক-কবির'– [C : ২৩-২৪]
ⓚ মরম বেদনা ⓛ নিদাঘ-তিয়াসা ⓖ গভীর রাগিণী ⓘ গভীর যাতনা উ: ক

০৭. নিচের কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ? [E : ২৩-২৪]
ⓚ বাঁধনহারা ⓛ কুহেলিকা ⓖ যুগবাণী ⓘ রিক্তের বেদন উ: গ

০৮. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাস নয় কোনটি? [B ২২-২৩]
ⓚ বাঁধনহারা ⓛ ব্যথার দান ⓖ রুদ্র-মঙ্গল ⓘ শিউলিমালা

Note : বাঁধনহারা– উপন্যাস, ব্যথার দান ও শিউলিমালা– গল্পগ্রন্থ, রুদ্র-মঙ্গল– প্রবন্ধগ্রন্থ।

০৯. নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছেন কোন সাহিত্যকর্মটি? [জ ১১-১২]
ⓚ সঞ্চিতা ⓛ বিষের বাঁশি
ⓖ ব্যথার দান ⓘ রাজবন্দীর জবানবন্দী উ: ক

১০. কোন রচনাগুচ্ছ কাজী নজরুল ইসলামের? [C ১৭-১৮]
ⓚ বনগীতি, সুর-সাকী, সুরশতদল ⓛ পরিত্রাণ কাব্য, গাঁথা, আহ্বান
ⓖ আনন্দময়ী, বিশ্রাম, শেষ দান ⓘ বাণী, কল্যাণী, অমৃত উ: ক

১১. 'মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়-মরা বামপাশে!' কোন কবিতার অংশবিশেষ? [B ১৭-১৮]
ⓚ প্রাণ ⓛ ঝর্ণার গান
ⓖ আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে ⓘ জীবন সঙ্গীত উ: গ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে কার শিষ্য দাবি করেছেন? [C : ২৩-২৪]
ⓚ বিশ্বামিত্র ⓛ দুষ্মন্ত ⓖ পরশুরাম ⓘ কোনোটিই নয় উ: ক

০২. ঈশান কোণ হলো– [C : ২৩-২৪]
ⓚ উত্তর-পশ্চিম কোণ ⓛ উত্তর-দক্ষিণ কোণ
ⓖ পূর্ব-দক্ষিণ কোণ ⓘ উত্তর-পূর্ব কোণ উ: ঘ

০৩. 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য– এখানে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন সত্তাটি প্রকাশ পেয়েছে? [C : ২৩-২৪]
ⓚ প্রেম ⓛ দ্রোহ ⓖ বংশীবাদক ⓘ ক ও খ উ: ঘ

০৪. অর্ফিয়াস-এর পরিচয় কী? [C : ২৩-২৪]
ⓚ মরুভূমির ঝরনা ⓛ যন্ত্র সংগীত ⓖ কবি ও শিল্পী ⓘ গ্রিক দেবতা উ: গ

০৫. 'সাম্যবাদী' কবিতায় মোট কয়টি জাতি ও সম্প্রদায়ের কথা আছে? [A : ২৩-২৪]
ⓚ পাঁচটি ⓛ ছয়টি ⓖ সাতটি ⓘ আটটি উ: ঘ

CamScanner

০৬. 'জেন্দাবেস্তা' কাদের ধর্মগ্রন্থ? [A : ২৩-২৪]
ⓚ পারস্যের অগ্নি-উপাসকদের ⓚ জৈনদের
ⓖ ইহুদিদের ⓘ আর্যদের উ: ক
০৭. 'যেখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট'– কোথায়? [A : ২৩-২৪]
ⓚ বুদ্ধগয়া ⓚ জেরুজালেম ⓖ বৃন্দাবন ⓘ মানবহৃদয় উ: ঘ
০৮. 'জেন্দা' কী? [B : ২৩-২৪]
ⓚ জাতি ⓚ ভাষা ⓖ গ্রন্থ ⓘ গোষ্ঠী উ: খ
০৯. 'যুগবাণী' কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম? [B : ২৩-২৪]
ⓚ পত্রিকা ⓚ কাব্যগ্রন্থ ⓖ উপন্যাস ⓘ প্রবন্ধ উ: ঘ
১০. 'আমি বিদ্রোহী-ভৃগু বিশ্ব-বিধাত্রীর।' কাব্য-পঙক্তিতে ব্যবহৃত 'ভৃগু' শব্দের অর্থ কী? [A : ২৩-২৪]
ⓚ মুনি ⓚ অনুসারী ⓖ সূত্রধর ⓘ বিদ্রোহী সত্তা উ: ক
১১. "বিদ্রোহী" কবিতায় 'অর্ফিয়াস' এর পিতা কে ছিলেন? [A ২২-২৩]
ⓚ জিউস ⓚ ইয়াস ⓖ প্রমেথিউস ⓘ সিসিফাস উ: খ
১২. 'রক্ত-সূর্য' কীসের প্রতীক? [C ২২-২৩]
ⓚ প্রেমের ⓚ বিদ্রোহের ⓖ মুক্তির ⓘ যুদ্ধের উ: গ
১৩. কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি? [C ২২-২৩]
ⓚ সমাচার দর্পণ ⓚ লাঙ্গল ⓖ নবদূত ⓘ সমাচার চন্দ্রিকা উ: খ
১৪. 'শ্যামাসংগীত' রচনা করেছেন কে? [A ১৮-১৯]
ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓚ কাজী নজরুল ইসলাম
ⓖ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ⓘ সুফিয়া কামাল উ: খ
১৫. কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয়? [I ১৭-১৮]
ⓚ ১৯২০ ⓚ ১৯২১ ⓖ ১৯২৩ ⓘ ১৯২২ উ: ঘ
১৬. কাজী নজরুল ইসলামের রচনা নয় কোনটি? [A ১৭-১৮]
ⓚ প্রলয়োল্লাস ⓚ সন্ধ্যা ⓖ মরুভাস্কর ⓘ আমি অনাহারী উ: ঘ
১৭. কাজী নজরুল ইসলামের 'মহরম' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত? [F ১৭-১৮]
ⓚ মানসী ⓚ বুলবুল ⓖ অগ্নি-বীণা ⓘ ছায়ানট উ: গ
১৮. কাজী নজরুল ইসলামের গ্রন্থ কোনটি? [খ ১১-১২]
ⓚ ঘরে-বাইরে ⓚ কুহেলিকা ⓖ বলাকা ⓘ পঞ্চতন্ত্র উ: খ
১৯. 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' কাজী নজরুল ইসলামের- [E -১৩-১৪]
ⓚ কাব্যগ্রন্থ ⓚ ছোটগল্প ⓖ প্রবন্ধ গ্রন্থ ⓘ উপন্যাস উ: গ
২০. কাজী নজরুল ইসলাম প্রায় তিন বছর বাস করেছেন পাকিস্তানের– [D-১৫-১৬]
ⓚ করাচি ⓚ লাহোর ⓖ পিন্ডি ⓘ ইসলামাবাদ শহরে উ: ক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অর্ফিয়াসের বাঁশী' উপমাটি কার কবিতায় ব্যবহৃত হয়? [D : ২৩-২৪]
ⓚ কাজী নজরুল ইসলাম ⓚ শামসুর রাহমান
ⓖ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ⓘ সুকান্ত ভট্টাচার্য উ: ক
০২. 'বিদ্রোহী' কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [D : ২৩-২৪]
ⓚ অগ্নি-বীণা ⓚ বিষের বাঁশী ⓖ সাম্যবাদী ⓘ প্রলয়-শিখা উ: ক
০৩. কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন– [B : ২৩-২৪]
ⓚ ১৯১৭ সালে ⓚ ১৯২৭ সালে ⓖ ১৯২২ সালে ⓘ ১৯১৯ সালে উ: ক
০৪. কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু হয় বাংলা সনের কত তারিখ? [B : ২৩-২৪]
ⓚ ১১ই চৈত্র ⓚ ১২ই ভাদ্র ⓖ ১৬ই আষাঢ় ⓘ ২০শে শ্রাবণ উ: খ
০৫. চেঙ্গিস খান কোন জাতির নেতা ছিলেন? [B : ২৩-২৪]
ⓚ চৈনিক ⓚ মোঙ্গল ⓖ পারস্য ⓘ পাঞ্জাবি উ: খ
০৬. 'ধূর্জটি' কে?
ⓚ দুর্গা ⓚ বিষ্ণু ⓖ শিব ⓘ রাম উ: গ
০৭. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন? [A : ২৩-২৪, বেরোবি A -১৩-১৪]
ⓚ ১৯১৫ ⓚ ১৯১৬ ⓖ ১৯১৭ ⓘ ১৯১৮ উ: গ
০৮. 'অর্ফিয়াস' কোন পুরাণের চরিত্র? [A : ২৩-২৪]
ⓚ গ্রিক ⓚ মিশরীয় ⓖ পারস্য ⓘ রোমান উ: ক
০৯. কোন কবিতা রচনার কারণে কাজী নজরুল ইসলামের কারাদণ্ড হয়েছিল? [D1 : ২৩-২৪]
ⓚ বিদ্রোহী ⓚ আনন্দময়ীর আগমনে
ⓖ কাণ্ডারী হুঁশিয়ার ⓘ অগ্রপথিক উ: খ
১০. "ঐক্যের মূল শক্তি হলো সম্প্রীতি" কোন লেখকের উক্তি? [B ২২-২৩]
ⓚ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ⓖ নজরুল ইসলাম ⓘ আবুল ফজল উ: গ
১১. 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল? [B ২২-২৩]
ⓚ বিজলী ⓚ সওগাত ⓖ মোসলেম ভারত ⓘ প্রবাসী উ: ক
১২. 'কন্দর' শব্দের অর্থ কী? [D ২২-২৩]
ⓚ পর্বতের চূড়া ⓚ উপত্যকা ⓖ পর্বতের গুহা ⓘ মরুভূমি উ: গ

১৩. 'সাম্যবাদী' কবিতায় প্রত্যাশিত সাম্যের ভিত্তি কী? [D ২২-২৩]
ⓚ সমাজতন্ত্র ⓚ মানবতন্ত্র ⓖ গণতন্ত্র ⓘ স্বৈরতন্ত্র উ: খ
১৪. 'নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে'– দ্বারা জগতে কাদের বুঝিয়েছেন কবি? [D ২২-২৩]
ⓚ সুখ-দুখ সহ্য করা নির্বাক মানুষ ⓚ ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত ধার্মিক মানুষ
ⓖ যুদ্ধে পরাজিত কিছু সৈনিক ⓘ স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হতাশাগ্রস্ত কিছু মানুষ উ: ক
১৫. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য-সংকলন? [D ১৭-১৮]
ⓚ সঞ্চয়িতা ⓚ সঞ্চয়ন ⓖ কাব্য-সঞ্চয় ⓘ সঞ্চিতা উ: ঘ
১৬. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [খ ০৩-০৪]
ⓚ নকশীকাঁথার মাঠ ⓚ সোনার তরী
ⓖ অগ্নি-বীণা ⓘ সোনালি কাবিন উ: গ
১৭. কাজী নজরুল ইসলাম মারা গেছেন কোন সালে? [ঘ ০৫-০৬; ঘ ১১-১২]
ⓚ ১৯৬৯ ⓚ ১৯৭৩ ⓖ ১৯৮৮ ⓘ ১৯৭৬ উ: ঘ
১৮. কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ? [J ১৬-১৭]
ⓚ ব্যথার দান ⓚ বাঁধন-হারা ⓖ মুক্তি ⓘ অগ্নি-বীণা উ: ঘ
১৯. 'কাণ্ডারি বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র।' পঙক্তিটির রচয়িতা কে? [E ১৬-১৭]
ⓚ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ⓚ বিহারীলাল চক্রবর্তী
ⓖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓘ কাজী নজরুল ইসলাম উ: ঘ

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ধনু' শব্দের অর্থ হচ্ছে– [A ২২-২৩, কৃষি C ২২-২৩]
ⓚ বৈঠা ⓚ ধনুক ⓖ লাঙল ⓘ বারুদ উ: খ
০২. 'মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত/ আমি সেই দিন হব শান্ত' এখানকার 'ক্লান্ত' ও 'শান্ত' শব্দদ্বয়ের প্রয়োগকে কী বলা হয়? [C ২২-২৩]
ⓚ উপমা ⓚ রূপক ⓖ যমক ⓘ অন্ত্যমিল উ: ঘ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত প্রথম কবিতা কোনটি? [B ১৯-২০]
ⓚ প্রলয়োল্লাস ⓚ ধূমকেতু ⓖ বিদ্রোহী ⓘ অগ্রপথিক উ: ক
০২. নিচের কোনটি শোক কবিতার (Elegy) উদাহরণ নয়? [H -১৩-১৪]
ⓚ স্মরণ ⓚ ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ ⓖ কবর ⓘ জীবন-বন্দনা উ: ঘ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার ক্ষেত্রে নিচের কোন তথ্যটি ঠিক? [B ১৯-২০]
ⓚ অগ্নি-বীণা : ১৯২২ ⓚ চক্রবাক : ১৯২৯
ⓖ সাম্যবাদী : ১৯২৫ ⓘ বিষের বাঁশী : ১৯৪২ উ: ক
০২. কোন কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের নয়? [ক. মা. ১০-১১]
ⓚ প্রলয়োল্লাস ⓚ চৈতী হাওয়া ⓖ মানুষ ⓘ আকাশলীনা উ: ঘ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ফণিমনসা' কাব্যের রচয়িতা কে? [B ১৭-১৮
ⓚ কাজী নজরুল ইসলাম ⓚ আহসান হাবীব
ⓖ সিকান্দার আবু জাফর ⓘ হাসান হাফিজুর রহমান উ: ক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কাব্যগ্রন্থ নয়? [AP ১৮-১৯]
ⓚ সর্বহারা ⓚ ঝড় ⓖ কারাগার ⓘ ছায়ানট উ: গ
০২. নজরুলের কোন গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয়েছিল? [D ১৭-১৮]
ⓚ বাঁধন-হারা ⓚ ব্যথার দান ⓖ বিষের বাঁশী ⓘ অগ্নি-বীণা উ: গ
০৩. কাজী নজরুল ইসলামের 'ব্যথার দান' কী জাতীয় রচনা? [D ১৭-১৮; ঘ ১৬-১৭]
ⓚ উপন্যাস ⓚ গল্পগ্রন্থ
ⓖ আত্মজীবনীমূলক রচনা ⓘ কাব্যগ্রন্থ উ: খ
০৪. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে ত্রিশালে আসেন? [A ১৩-১৪]
ⓚ ১৯১২ ⓚ ১৯১৪ ⓖ ১৯১৬ ⓘ ১৯১৮ উ: খ
০৫. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গানের সংকলন কোনটি? [E ১৩-১৪]
ⓚ অগ্নি-বীণা ⓚ মরুশিখা ⓖ মরুসূর্য ⓘ রাঙাজবা উ: ঘ
০৬. কাজী নজরুল ইসলামকে কত সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়? [A ১৩-১৪]
ⓚ ১৯৭৩ ⓚ ১৯৭৪ ⓖ ১৯৭৫ ⓘ ১৯৭৬ উ: ঘ
০৭. কবি নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়? [ঘ ১৬-১৭]
ⓚ সাপ্তাহিক বিজলী ⓚ মাসিক মোসলেম ভারত
ⓖ দৈনিক ছোলতান ⓘ দৈনিক নবযুগ উ: ক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি নজরুলের রচনা নয়? [গ ১১-১২]
ক মরু-ভাস্কর খ প্রলয়-শিখা গ প্রলয়-ক্ষুধা ঘ রুদ্র-মঙ্গল
উঃ গ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'শিউলিমালা' কাজী নজরুল ইসলামের কোন ধরনের রচনা? [A ১৯-২০]
ক কবিতা খ সংগীত গ উপন্যাস ঘ ছোটগল্প ঙ নাটক
উঃ ঘ

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত রচনার নাম কী? [D ১৭-১৮]
ক সঞ্চয়িতা খ অগ্নি-বীণা গ বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী ঘ বিদ্রোহী
উঃ গ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মরুভাস্কর' কার লেখা? [C ১৩-১৪]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ আবু জাফর ঘ হুমায়ূন আহমেদ
উঃ খ

০২. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাস কোনটি? [E ১৩-১৪]
ক অগ্নি-বীণা খ ধূমকেতু গ মৃত্যু-ক্ষুধা ঘ চক্রবাক
উঃ গ

০৩. কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম তারিখ কোনটি? [E ১৩-১৪]
ক ২২ শ্রাবণ খ ১১ জ্যৈষ্ঠ গ ২৫ বৈশাখ ঘ ১২ ভাদ্র
উঃ খ

০৪. কবি কাজী নজরুল ইসলামের সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [G-১৫-১৬]
ক অগ্নি-বীণা খ বিষের বাঁশি গ চক্রবাক ঘ সিন্ধু-হিন্দোল
উঃ ক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কাজী নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত? [E ১৭-১৮]
ক অগ্নি-বীণা খ ফণীমনসা গ ছায়ানট ঘ সর্বহারা
উঃ ঘ

০২. 'ধূমকেতু' কোন কবির ছদ্মনাম? [F ১৭-১৮]
ক জসীমউদ্‌দীন খ বুদ্ধদেব বসু গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ শামসুর রাহমান
উঃ গ

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. বলরামের অস্ত্র কোনটি? [২২-২৩]
ক কুঠার খ ত্রিশূল গ খড়্গ ঘ হল
উঃ ঘ

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'অগ্নিবীণা' কী ধরনের রচনা? [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ক উপন্যাস খ কাব্য গ নাটক ঘ ছোটোগল্প
উঃ খ

০২. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কার বঞ্চিত ব্যথা হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন? [C : ২৩-২৪]
ক উন্মন মন উদাসীর খ গৃহহারা পথিকের
গ হা-হুতাশ হুতাশীর ঘ উৎপীড়িতের
উঃ খ

০৩. 'বিদ্রোহী' কবিতায় তরবারি-সদৃশ অস্ত্রবিশেষকে কী নামে অভিহিত করা হয়েছে? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
ক খড়্গ খ কৃপাণ গ কুঠার ঘ হল
উঃ খ

০৪. 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশির আর হাতে রণ-তূর্য এখানে কবির কোন সত্তা প্রকাশিত হয়েছে? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
ক প্রেম ও দ্রোহ খ বিদ্রোহী ও বংশীবাদক
গ বিদ্রোহী ও অত্যাচারিত ঘ বিদ্রোহী ও যোদ্ধা
উঃ খ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল

০১. কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে নিচের কোন তথ্যটি সঠিক নয়? [FSSS : ২৩-২৪]
ক পালাগান রচনা করেন খ জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করেন
গ পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন ঘ বিজলী পত্রিকা সম্পাদনা করেন
ঙ বাঙালি পল্টনে হাবিলদার ছিলেন
উঃ ঘ

০২. নিচের কোনটি গল্প ও উপন্যাস? [FASS : ২৩-২৪]
ক মৃত্যুক্ষুধা খ ছায়ানট গ শবনম ঘ দূর সঙ্গী
উঃ ক

মেরিন একাডেমি

০১. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম উপন্যাস কোনটি? [মেরিন : ২৩-২৪; কুবি A -১৩-১৪]
ক ব্যথার দান খ শিউলিমালা গ বাঁধনহারা ঘ চন্দ্রকথা
উঃ গ

Step 3 নার্সিং/বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. "বিদ্রোহী" কবিতা রচনার শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে কোন সালে? [Bsc ২২-২৩; জাবি C ২২-২৩]
ক ২০২০ খ ২০২১ গ ২০২২ ঘ ২০১৯
উঃ গ

০২. কাজী নজরুল ইসলাম কী হিসেবে সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন? [Diploma ২২-২৩]
ক গীতিকবি খ সর্বহারা কবি
গ বিদ্রোহী কবি ঘ প্রেমের কবি
উঃ গ

Step 4 HSC বোর্ড পরীক্ষা ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'শিখর হিমাদ্রির' সবচেয়ে সহজ অর্থ কোনটি? [চা. বো. ২৪]
ক হিমালয়ের শিখা খ হিমালয়ের পাদদেশ
গ হিমালয়ের শীর্ষচূড়া ঘ হিমালয়ের বিস্তার
উঃ গ

০২. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত? [চা. বো. ২৪]
ক সাম্যবাদী খ বিষের বাঁশি গ সর্বহারা ঘ অগ্নিবীণা
উঃ ঘ

০৩. বাংলাদেশের জাতীয় কবি কে? [চা. বো. ২৪]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ সুফিয়া কামাল
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ শামসুর রাহমান
উঃ গ

০৪. 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'প্রণব-নাদ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? [রা. বো. ২৪]
ক সকরুণ বিলাপ খ বিকট আওয়াজ গ প্রতিধ্বনি ঘ ওঙ্কার ধ্বনি
উঃ ঘ

০৫. কত সালে কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে বাংলাদেশে আনা হয়? [রা. বো. ২৪]
ক ১৯৭১ খ ১৯৭২ গ ১৯৭৩ ঘ ১৯৭৪
উঃ খ

০৬. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে কার দণ্ড বলে অভিহিত করেছেন? [চ. বো. ২৪]
ক পরশুরাম খ ইস্রাফিল গ ধর্মরাজ ঘ পিণাক-পাণি
উঃ গ

০৭. 'বিদ্রোহী' কবিতা শেষ হয়েছে কোন প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে? [দি. বো. ২৪]
ক অত্যাচারীর বিনাশ খ অন্যায়ের শাস্তিবিধান
গ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ঘ অত্যাচারের অবসান
উঃ ঘ

০৮. কবি কার কুঠার দিয়ে বিশ্বকে নিষ্ক্রিয় করবেন? [ম. বো. ২২]
ক ইস্রাফিল খ আর্ফিয়াস
গ পরশুরাম ঘ দুর্বাসার
উঃ গ

০৯. 'আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল– এই পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে– [চ. বো. ২২]
ক কবির কোনো পরোয়া নেই খ কবি নির্ভার
গ কবি নির্দ্বান্দ্বিক ঘ কবি মুক্ত
উঃ ক

১০. 'চির উন্নত মম শির'– কথাটি কীসের পরিচায়ক? [দি. বো. ২২]
ক হিমালয়ের মতো দৃঢ়তার খ আত্মদম্ভ প্রকাশের
গ মাথা উঁচু করে থাকার ঘ অন্যায়ের সামনে মাথা নত না করার
উঃ ঘ

১১. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কাকে কুর্নিশ করেন? [দি. বো. ২২]
ক নিজেকে খ ঈশ্বরকে গ মাতৃভূমিকে ঘ মাতা-পিতাকে
উঃ ক

১২. তিথি অত্যন্ত রাগী প্রকৃতির মেয়ে। ক্রোধান্বিত হলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তিথির সাথে 'বিদ্রোহী' কবিতায় কার মিল রয়েছে? [য. বো. ২২]
ক চেঙ্গিস খানের খ ক্ষ্যাপা দুর্বাসার
গ পিণাক–পাণির ঘ নটরাজের
উঃ ক

১৩. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বিশ্বকে নিষ্ক্রিয় করতে চান কেন? [য. বো. ২২]
ক ক্ষাত্রশক্তিকে বিনষ্ট করতে খ বিদ্রোহের অবসান ঘটাতে
গ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঘ শত্রুতা নিরসনের জন্য
উঃ গ

১৪. 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ কত সালে প্রকাশিত হয়? [ম. বো. ২২]
ক ১৯২১ সাল খ ১৯২২ সাল গ ১৯২৩ সাল ঘ ১৯২০ সাল
উঃ খ

১৫. 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে– [চ. বো. ২২]
ক ২০১৯ সালে খ ২০২০ সালে গ ১৯২৩ সালে ঘ ২০২২ সালে
উঃ খ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Step 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো 'খুশির ঈদ'– গানটির রচয়িতা? [৪৬তম বিসিএস]
ⓚ কাজী নজরুল ইসলাম ⓚ গোলাম মোস্তফা
ⓖ জসীমউদ্‌দীন ⓘ আব্বাস উদ্দীন আহমদ **উ: ক**

০২. নিচের কোন কাব্য কাজী নজরুল ইসলামের উদারনৈতিক ঐতিহ্যচেতনার ধারক? [৪৪তম বিসিএস]
ক বিষের বাঁশী খ অগ্নি-বীণা গ সিন্ধু-হিন্দোল ঘ চক্রবাক **উ: খ**

০৩. কোনটি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ নয়? [৪৪তম বিসিএস]
ক ব্যথার দান খ দোলনচাঁপা গ শিউলিমালা ঘ সোনার তরী **উ: ঘ**

০৪. নিচের কোন পত্রিকাটির প্রকাশনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন? [৪৪তম বিসিএস]
ক সবুজপত্র খ শনিবারের চিঠি গ কল্লোল ঘ ধূমকেতু **উ: ঘ**

০৫. নজরুল ইসলামের সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি? [২৮তম বিসিএস]
ক মাহে নও খ সওগাত গ ধূমকেতু ঘ কালিকলম **উ: গ**

০৬. কোন কবিতা রচনার কারণে নজরুল ইসলামের কারাদণ্ড হয়েছিল? [২৬ তম, ২২তম বিসিএস]
ক বিদ্রোহী খ আনন্দময়ীর আগমনে গ কাণ্ডারী হুশিয়ার ঘ অগ্রপথিক **উ: খ**

০৭. কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের প্রথম কবিতা কোনটি? [৩৮, ২৯ ও ১০ম বিসিএস]
ক আগমনী খ কোরবানী গ প্রলয়োল্লাস ঘ বিদ্রোহী **উ: গ**

০৮. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা নয়? [৩৬তম বিসিএস]
ক [illegible] খ চক্রবাক গ রুদ্রমঙ্গল ঘ বালুচর **উ: ঘ**

০৯. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [৩১, ১৯তম বিসিএস]
ক অগ্নি-বীণা খ বিষের বাঁশি গ দোলন-চাঁপা ঘ বাঁধনহারা **উ: ক**

১০. 'দরিদ্র' কবিতাটি নজরুল ইসলামের কোন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত? [২৬তম বিসিএস]
ক বিষের বাঁশি খ সিন্ধু-হিন্দোল গ সাম্যবাদী ঘ নতুন চাঁদ **উ: খ**

১১. কাজী নজরুল ইসলামের রচিত গ্রন্থ কোনটি? [২০তম বিসিএস]
ক অগ্নিকোণ খ মরুশিখা
গ মরুসূর্য ঘ রাঙাজবা **উ: ঘ**

১২. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্প কোনটি? [২৩তম বিসিএস]
ক পদ্মরাগ খ পদ্মগোখরা গ পদ্মপুরাণ ঘ পদ্মাবত **উ: খ**

১৩. 'ফণি-মনসা' কাব্যের রচয়িতা কে? [২৪তম বিসিএস (বাতিলকৃত)]
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ আহসান হাবীব
গ সিকান্দার আবু জাফর ঘ হাসান হাফিজুর রহমান **উ: ক**

১৪. 'সঞ্চিতা' কোন কবির কাব্য সংকলন? [২৪তম বিসিএস (বাতিলকৃত)]
ক জীবনানন্দ দাশ খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ জসীমউদ্‌দীন **উ: খ**

১৫. কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'সঞ্চিতা' কাব্যটি কাকে উৎসর্গ করেছিলেন? [১৬তম বিসিএস]
ক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ বীরজাসুন্দরী দেবী ঘ মুজফ্‌ফর আহমদ **উ: খ**

১৬. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন সনে প্রথম প্রকাশিত হয়? [৪০তম বিসিএস]
ক ১৯২৩ সন খ ১৯২১ সন গ ১৯১৯ সন ঘ ১৯১৮ সন

Note: সাপ্তাহিক বিজলী'র ২২শে ডিসেম্বর-জানুয়ারি (১৯২২) সংখ্যায় 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৭. 'আমার পথ' প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে? [৪৫তম বিসিএস]
ক যুগ-বাণী খ রুদ্র-মঙ্গল গ দুর্দিনের যাত্রী ঘ রাজবন্দীর জবানবন্দী **উ: খ**

১৮. কাজী নজরুল ইসলামের মোট ৫টি গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বাজেয়াপ্ত করে। কোন বইটি প্রথম বাজেয়াপ্ত হয়? [৪১তম বিসিএস]
ক বিষের বাঁশি খ যুগবাণী গ ভাঙার গান ঘ প্রলয় শিখা **উ: খ**

১৯. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত লেখা কোনটি? [২২তম বিসিএস]
ক মুক্তি খ বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী গ হেনা ঘ বিদ্রোহী **উ: খ**

২০. নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি? [২০তম বিসিএস]
ক রাজবন্দীর জবানবন্দী খ ব্যথার দান গ অগ্নি-বীণা ঘ নবযুগ **উ: খ**

Step 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এক অকুতোভয় নেতা ছিলেন। নানা জেল-জুলুম-অত্যাচার সহ্য করে তিনি জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিতে সক্ষম হন।

০১. জাতির জনকের মধ্যে 'বিদ্রোহী' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত?
i. বিদ্রোহ ii. স্বদেশপ্রেম iii. নেতৃত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

০২. কবি নিজেকে 'চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস' আখ্যা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন তিনি–
i. আপসহীন ii. অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর iii. আত্মনির্ভরশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

০৩. মহা-প্রলয়ের সাথে সম্পর্ক আছে–
i. নৃশংসতার ii. নটরাজের iii. ইস্রাফিলের শিঙ্গার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: গ**

০৪. বিদ্রোহী কবি–
i. সবকিছু ভেঙে চুরমার করেন ii. আইন অমান্য করেন iii. অপরাধীকে শাস্তি দেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

০৫. কবির মতে, তিনি পিনাক-পাণির–
i. ডমরু ii. ত্রিশূল iii. মহাশঙ্খ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

০৬. 'চির-উন্নত মম শির'– এ চরণে ফুটে ওঠা কবির মনোভাব হলো–
i. আত্মজাগরণ ii. আত্মমর্যাদার অহংকার iii. আদর্শবোধে অটল স্থিতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

০৭. 'বিদ্রোহী' কবিতা অনুসারে কবি–
i. উদাসীর উদাস মন ii. অবমানিতের মরম বেদনা iii. বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

০৮. কবি সেই দিন শান্ত হবেন যেদিন–
i. উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
ii. বিশ্বকে নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হবেন iii. অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: খ**

০৯. কবির প্রেমিক সত্তার পরিচয় বহনকারী চরণ–
i. আমি অকুল নিদাঘ-তিয়াসা ii. আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী iii. আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: গ**

১০. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির দ্রোহ–
i. নিরন্তর ii. উৎপীড়িতের পক্ষে iii. ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

১১. বিদ্রোহী কবি নিয়ম-কানুন না মানার কারণ–
i. এগুলো ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষে
ii. তিনি বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন iii. তিনি শৃঙ্খলিত জীবনের পক্ষে নন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

১২. কবি মহাভয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন–
i. অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ii. অসাম্যকে দূর করতে iii. উৎপীড়ন বন্ধ করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

১৩. 'বাঁকা বাঁশের বাঁশরী' নির্দেশ করে কবির–
i. প্রেমিক সত্তাকে ii. যন্ত্রশিল্পে পারদর্শিতাকে iii. সংবেদনশীলতাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: খ**

১৪. বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশে কবি নিজেকে তুলনা করেছেন–
i. ক্ষ্যাপা দুর্বাসার সঙ্গে ii. ইস্রাফিলের সঙ্গে iii. শ্যামের বাঁশির সঙ্গে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

১৫. কবিতাটিতে কবির সহানুভূতি প্রকাশক চরণ–
i. আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান
ii. আমি বিধবার বুকের ক্রন্দন-শ্বাস, হা হুতাশ আমি হুতাশীর
iii. আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির গৃহহারা যত পথিকের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: গ**

১৬. কবির বিদ্রোহের পটভূমি–
i. উৎপীড়িতের হাহাকার ii. ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ iii. ব্রিটিশ সরকারের অপশাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
অশিক্ষিত আক্কাসকে ঠকিয়ে ভূস্বামী বিশাল অঙ্কের সুদ দাবি করে। ভূস্বামীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে চায়ের দোকান দিয়েছে আক্কাস। সাপ্তাহিক সুদ দিতে দিতেই সে হয়রান; ব্যবসা তার লাটে ওঠার অবস্থা। গ্রামে আক্কাসের মতো অনেকেই ভূস্বামীর অত্যাচারে জর্জরিত। একদিন আক্কাসের নেতৃত্বে সবাই মহাজনের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে।

১৭. উদ্দীপকের আক্কাসকে বলা যায়–
i. স্বেচ্ছাচারী ii. বিদ্রোহী iii. প্রতিবাদী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
মানুষ স্বভাবতই নিজের আত্মপরিচয়ে বেখেয়াল। তা না হলে কোনো অন্যায় শক্তি তাকে পদানত করতে পারত না।

১৮. উক্ত দিকটি আলোচ্য কবিতায় উঠে এসেছে–
i. আদর্শিক দৃঢ়তায় ii. আপসহীন মনোভাবে iii. বিধ্বংসী ভাবনায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।

১৯. উদ্দীপকের ভাবধারা 'বিদ্রোহী' কবিতার যে চরণে প্রকাশ ঘটেছে তা হলো–
i. আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব
ii. যাবে উৎ-পীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
iii. অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
"এই যে মায়ের অনাদরে ক্লিষ্ট শিশুগুলি,
পরনে নেই ছেঁড়া কানি, সারা গায়ে ধূলি।
সারাদিনের অনাহারে শুষ্ক বদনখানি
ক্ষিধের জ্বালায় ক্ষুণ্ন, তাতে জ্বরের ধুকধুকানি।"–

২০. উদ্দীপকের সমান্তরাল ভাবনা 'বিদ্রোহী' কবিতার যে চরণে ফুটে উঠেছে তা হলো–
i. আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া
ii. আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির গৃহহারা যত পথিকের
iii. আমি অবমানিতের মরম বেদনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
আজ কারবালা শুধু আরবের ঐ ধু-ধু সাহারার বুকে নয়, ঐ ফোরাত নদীর কূলে নয়– আজ কারবালার হাহাকার ঐ নিখিল নিপীড়িত মুসলিমের বুকের সাহারায়, তোমার অপমান-জর্জরিত অশ্রু-নদীর কূলে কূলে।

২১. উক্ত সম্পর্কের অন্তর্গত কারণ–
i. নিপীড়িতের হাহাকার ii. আপসহীন মনোভাবের পরিচয়
iii. অপমানিতের মনোবেদনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: খ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
আকাশদের গ্রামের পুরোনো ও ভগ্ন মসজিদটি ভেঙে ফেলার কথা বলায় অনেকেই দ্বিমত পোষণ করে। আকাশ বলে, এটিকে ভেঙে আবার নতুন করে আমরা গড়ে তুলব। সবাই তখন রাজি হয়।

২২. উদ্দীপকের সাথে কবিতার এই সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি–
i. 'বিদ্রোহী' কবিতার মূল চেতনা ii. বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চালিত
iii. বিদ্রোহের পটভূমি তৈরিতে সহায়ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের কৃষকনেতা নূরলদীন সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেন।

২৩. উক্ত মিলের অন্তর্নিহিত কারণ–
i. দ্রোহ চেতনা ii. আপসহীন মনোভাব iii. মানবপ্রেম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
"খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা!"

২৪. উদ্দীপকের বক্তব্যের সঙ্গে কবিতাটির অন্তর্গত মিল–
i. দ্রোহ চেতনায় ii. বিচিত্র ভাবনায় iii. আপসহীন মনোভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজ শাসকদের অপশাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নেন।

২৫. ক্ষুদিরাম বসুর আন্দোলনের সঙ্গে মিল রয়েছে 'বিদ্রোহী' কবিতার–
i. মানবপ্রেমের ভাবনায় ii. বিদ্রোহী মনোভাবের iii. অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবির অবস্থানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
১৯৭১ সালে দীর্ঘ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বাঙালি ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চনার অবসান হয়।

২৬. উদ্দীপকের সংগ্রামী চেতনা 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে সম্পর্কিত–
i. উদ্দেশ্যগত দিক থেকে ii. আপসহীন মনোভাবে iii. উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

২৭. 'বিদ্রোহী' কবিতায় উল্লিখিত দুর্বাসা–
i. মহর্ষি অত্রির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন ii. অনসূয়ার গর্ভজাত সন্তান
iii. রেণুকার গর্ভজাত সন্তান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

২৮. কবিতাটিতে উল্লিখিত পরশুরাম–
i. শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ii. শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
iii. একুশ বার ক্ষত্রিয়দের নিধন করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: গ**

২৯. 'অগ্নি-বীণা'
i. কবি নজরুলের রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ ii. ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়
iii. গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'বিদ্রোহী'
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

৩০. 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনায় কবি উপকরণ সংগ্রহ করেছেন–
i. ধর্ম ও ঐতিহ্য থেকে ii. কাব্য ও নাটক থেকে iii. ইতিহাস ও পুরাণ থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 4

লিখিত অংশ

Step 1

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

☑ [illegible] বা প্রভাত করে' অর্থে যে প্রতিশব্দটি 'বিদ্রোহী' কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে– নেহারি।
☑ 'হিমাদ্রি' দ্বারা বোঝানো হয়েছে– হিমালয়কে।
☑ 'মহাপ্রলয়' মানে– সৃষ্টির ধ্বংসকাল।
☑ মহাপ্রলয়ের অন্তে অবসান ঘটে– সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মার।
☑ 'নটরাজ' মহাদেবের যে রূপ– সৃষ্টির ধ্বংসকালে ধ্বংসের দেবতা শিবের ভয়ঙ্কর নৃত্যময় মূর্তি।
☑ 'বিদ্রোহী' কবিতায় ডুবোজাহাজ থেকে নিক্ষেপযোগ্য যে অস্ত্রের কথা বলেছেন– টর্পেডো।
☑ ভীম হচ্ছে– পঞ্চ-পাণ্ডবের দ্বিতীয় পাণ্ডব।
☑ ভীমের অস্ত্র– গদা।
☑ মহাদেবকে ধূর্জটি বলা হয়– জটাধারী শিবের জট ধূম্ররূপী বলে তাকে ধূর্জটি বলা হয়।
☑ কবিতায় এলোকেশকে তুলনা করা হয়েছে– অকাল বৈশাখীর ঝড়ের সঙ্গে।
☑ বিশ্ব বিধাতার বিদ্রোহী পুত্র– কবি কাজী নজরুল ইসলাম।
☑ ইন্দ্রাণী হচ্ছে– শচীদেবী, যিনি ইন্দ্রের স্ত্রী।
☑ শচীদেবী অর্থাৎ ইন্দ্রাণীর পুত্র– জয়ন্ত।
☑ বেদুঈন হচ্ছে– আরবদেশের এক যাযাবর জাতি।
☑ মোঙ্গল জাতির সামরিক নেতা– চেঙ্গিস খান।
☑ রাজাকে কুর্নিশ জানানো হয়– কিছুটা পিছিয়ে সম্ভ্রমপূর্ণভাবে কুর্নিশ (অভিবাদন) জানানো হয়।
☑ প্রলয় ধ্বনিত হয়– ঈশান কোনে শিঙা থেকে।
☑ ইস্রাফিল হলেন– পবিত্র কোরআনে উল্লেখকৃত বিশিষ্ট ফেরেশতা।
☑ ইস্রাফিল কীসের দায়িত্বপ্রাপ্ত– ইস্রাফিল বৃষ্টি ও খাদ্য উৎপাদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত।
☑ ইস্রাফিলের শিঙা ব্যবহৃত হবে– কিয়ামত বা প্রলয়কালে।
☑ পিনাক-পাণি হচ্ছে– শিব বা মহাদেব পিনাক নামক ধনু ধারণ করেন বলে তার নাম পিনাক-পাণি।
☑ মহাদেবের হাতে যে অস্ত্র থাকে– ত্রিশূল।
☑ মহাদেবের হাতে যে বাদ্যযন্ত্র রয়েছে– ডমরু নামক ডুগডুগি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।
☑ বিষ্ণুর হাত– চারটি।
☑ বিষ্ণুর হাতের চক্রের নাম– সুদর্শন।
☑ 'মহাশঙ্খ' বলতে বোঝায়– বিষ্ণুর হাতের শঙ্খকে।
☑ বিষ্ণুর হাতে থাকে– শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম।
☑ প্রণব-নাদ হচ্ছে– ওঙ্কার ধ্বনি।
☑ মহর্ষি অত্রির স্ত্রী– অনসূয়া।
☑ দুর্বাসা মুনি হচ্ছেন– ভারতীয় পুরাণের কোপন-স্বভাব বিশিষ্ট মুনি।
☑ দুর্বাসা মুনির পিতার নাম– মহর্ষি অত্রি।
☑ দুর্বাসার জন্ম– অনসূয়ার গর্ভে।
☑ দুর্বাসা মুনিকে কোপন-স্বভাব বিশিষ্ট বলা হয়– দুর্বাসা মুনির কোপানলে অনেকেই দগ্ধ হন বলে।
☑ অর্ফিয়াসের মূল পরিচয়– মহান কবি ও শিল্পী।
☑ অর্ফিয়াসের কথা যে পুরাণে উল্লেখ রয়েছে– গ্রিক পুরাণে।
☑ অর্ফিয়াস পারদর্শী ছিলেন– যন্ত্রসঙ্গীতে।
☑ অর্ফিয়াসের ভালোবাসার পাত্রী– ইউরিডিস।
☑ 'হাবিয়া' হচ্ছে– সাতটি দোজখের একটি দোজখ।
☑ পরশুরাম বিষ্ণুর– ষষ্ঠ অবতার রূপ।
☑ জমদগ্নি ও রেণুকার পঞ্চম পুত্র– পরশুরাম।
☑ পরশুরাম নামকরণের কারণ– অস্ত্র হিসেবে পরশু বা কুঠার ধারণ করায়।
☑ 'পরশু' শব্দের অর্থ– কুঠার।
☑ পিতার আদেশে কুঠার দিয়ে মাতৃহত্যা করেন– পরশুরাম।
☑ পরশুরাম হলেন– শ্রী কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
☑ পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের নিধন করেন– একুশবার।
☑ বলরামের অস্ত্র– হল বা লাঙ্গল।
☑ বলরাম হলেন– শ্রী কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
☑ বলিদানে ব্যবহৃত হয়– খড়্গ নামক অস্ত্র।
☑ 'কৃপাণ' হচ্ছে– তলোয়ার বা তরবারি সদৃশ অস্ত্রবিশেষ।
☑ অর্ফিয়াস যে রাজার সন্তান বলে ধারণা করা হয়– থ্রেসের রাজা ইগ্রাসের সন্তান।
☑ অর্ফিয়াস যাদের পুত্র– গ্রিক দেবতা এ্যাপোলো ও মিউজ ক্যালোপির পুত্র।
☑ এ্যাপোলো হলেন– গ্রিক পুরাণের গানের দেবতা।
☑ কবি নিজেকে ঘোষণা করেছেন– বিশ্বামিত্রের শিষ্য বলে।
☑ বিদ্রোহী = বিদ্রোহ (বি + √দ্রুহ্ + অ) + ইন।
☑ বিদ্রোহী শব্দের অর্থ– প্রচলিত বা বর্তমান শাসন ব্যবস্থার বিরোধকারী ব্যক্তি।
☑ 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্য দিয়ে কবি মূলত ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্রোহ প্রকাশ করেছেন।
☑ কাজী নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁর দুটি সত্তাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর একটি হলো আর্তমানবতার প্রতি প্রেম ও অন্যটি তাঁর বিদ্রোহী সত্তা।
☑ 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলবাণী/মর্মবাণী বা উপজীব্য বিষয়– ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সত্তার প্রকাশ।
☑ কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন শুরু হয়– লেটোর দলে।
☑ কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহ– পরাধীনতা, অপশাসন, দাসত্ব, শৃঙ্খল, অন্যায়-অসাম্য ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে।
☑ কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী সত্তার একমাত্র লক্ষ্য– অত্যাচারের অবসান।
☑ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বিদ্রোহী'। এ কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে নজরুলের কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে; তিনি পরিচিতি লাভ করেন 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে।
☑ 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তাঁর 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশিত হলে উক্ত সংখ্যা নিষিদ্ধ হয়। একই বছর ২৩ নভেম্বর 'যুগবাণী'র প্রবন্ধগুলো বাজেয়াপ্ত হয় এবং ঐ দিনই তাঁকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯২৩ সালের ১৬ জানুয়ারি বিচারের পর নজরুলকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।
☑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি নজরুলকে উৎসর্গ করলে তিনি জেলে বসেই এই আনন্দে 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতাটি রচনা করেন।
☑ কাজী নজরুল ইসলাম 'কল্লোল যুগের' একজন বিখ্যাত কবি।
☑ কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম বাঙালি চলচ্চিত্রকার। তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্র 'ধূপছায়া' (১৯৩১)।
☑ কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের রণসংগীতের রচয়িতা। রণসংগীতটি নজরুলের 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। কবিতাটি প্রথমে 'নতুনের গান' শিরোনামে ঢাকার 'শিখা' পত্রিকায় ১৯২৮ (বাংলা ১৩৩৫) সালে বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে এর নাম হয় 'চল চল চল।' রণসংগীত হিসেবে মূল কবিতাটির ২১ চরণ গৃহীত হয়।
☑ কবির দৃষ্টিতে তিনি– সৃষ্টি, ধ্বংস, লোকালয় বা শ্মশান; অবসান বা নিশাবসানও তিনিই।
☑ কবির বিধ্বংসী রূপ– ফেরেশতা ইস্রাফিলের শিঙার মতো, পিণাক-পাণি শিবের ত্রিশূলের মতো, দাবানল-দাহের মতো, পরশুরাম, ক্ষ্যাপা দুর্বাসা বা চেঙ্গিস খানের মতোই বিধ্বংসী।
☑ কবির এক হাতে শোভা পায়– বাঁকা বাঁশের বাঁশরী। এখানে 'বাঁশের বাঁশরী' প্রেম ও সাম্যের ইঙ্গিতবাহী।
☑ নটরাজ হলেন প্রলয় সৃষ্টিকারী দেবতা শিব। 'বিদ্রোহী' কবিতায় নটরাজের প্রসঙ্গ এসেছে কবির বিধ্বংসী রূপ বোঝাতে।
☑ কবির এই বিদ্রোহী সত্তার কল্যাণী রূপ– পথিক কবির রাগিণীর মতো, মরু-নির্ঝরের মতো, গ্রিক দেবতা অর্ফিয়াসের বাঁশির মতো, শ্যামের হাতের বাঁশির মতো ও শ্যামলীমার ছবির মতো প্রশান্তিদায়ক।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Step 2

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

০১. কবি যত বন্ধন, নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খল দ'লে যান কেন?

উত্তর : ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী অন্যায় আইন-কানুন, আর শোষণ-বঞ্চনার বেড়াজালে এদেশের মানুষের ওপর অবিচার-অত্যাচার করেছিল। অত্যাচারিত মানুষকে সকল শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি দিতে কবি বদ্ধপরিকর ছিলেন। শোষণ-বঞ্চনার নিয়ম-কানুনে মানুষের অধিকার রক্ষা হয় না বলে কবি এ ধরনের নিয়মের শিকল দ'লে যান।

কবির চেতনা উৎপীড়িতের পক্ষে। তাই শাসনের নামে শোষণের নিয়ম-কানুন তিনি মানেন না। অন্যায়-অত্যাচারের পক্ষের সম্পর্ক তথা বন্ধনও তিনি ছিন্ন করতে প্রস্তুত। কিন্তু শোষণের আইন-কানুনকে তিনি মানতে নারাজ। অত্যাচারীকে নিপীড়ন থেকে রক্ষা করতে কবি বদ্ধপরিকর। তাই কবি শোষণের নিয়ম-কানুনের শৃঙ্খল দলে যান।

০২. কবি মহাপ্রলয়ের নটরাজ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন কেন?

উত্তর : অশুভের বিনাশ ঘটিয়ে শুভশক্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কবি নিজেকে মহাপ্রলয়ের নটরাজ বলেছেন।

অপশক্তির বিনাশ ঘটাতে মহাদেব বহুবার তাণ্ডবনৃত্য করেছেন। সৃষ্টির ধ্বংসকালেও তিনি ভয়ঙ্কর নৃত্যময় মূর্তি ধারণ করবেন। কবিও তার সমকালীন প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে অসহায় মানবকে উদ্ধার করতে, শুভ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিজেকে মহাপ্রলয়ের নটরাজ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

০৩. কবি নিজেকে টর্পেডো, ভীম, ভাসমান মাইন বলেছেন কেন?

উত্তর : প্রশোক্ত চরণটির মধ্য দিয়ে কবির ধ্বংসকামী মানসিকতার ভয়াবহ রূপটি ফুটে উঠেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর ধ্বংসাত্মক ভূমিকা বোঝাতে কবি নিজেকে টর্পেডো, ভীম, ভাসমান মাইন বলেছেন।

কবি অনিয়ম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সদা-সর্বদা প্রতিবাদে উন্মুখ। অন্যায় ও অসাম্যকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কবি অপশক্তিকে ধ্বংস করতে চান। তাইতো কবি অনাচার শোষণকে ধ্বংস করতে টর্পেডো অর্থাৎ ডুবোজাহাজ থেকে নিক্ষেপিত অস্ত্র, ভীমের মতো ভীষণ, ভয়ানক মাইন রূপ নিয়েছেন। অত্যাচারীকে ধ্বংস করতে তিনি ভীমের মতো গদাধারী ভয়ানক যোদ্ধা। মূলত শোষণকে প্রতিহত করে উৎপীড়িতকে শোষণমুক্ত জীবনদানই তাঁর কাম্য। তাই কবি টর্পেডো, ভীম, ভাসমান মাইন হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন।

০৪. 'আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতৃর' কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : বিদ্রোহী চেতনার ধারক হিসেবে সকল অন্যায়, অনিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে কবি নিজেকে বিশ্ব বিধাতার বিদ্রোহী পুত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

পরাধীন জাতির আত্মজাগরণে উন্মুখ কবি শোষণ-বঞ্চনা, অনাচারের প্রতিবাদ করতে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তিনি বিধ্বংসী নানা রূপে হাজির হন। মূলত বৈষম্যহীন এক মঙ্গলময় পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে কবি বিশ্ব-বিধাতার বিদ্রোহী পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

০৫. 'আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী' এর মাধ্যমে কবির কোন রূপের প্রকাশ ঘটেছে?

উত্তর : কবির বিদ্রোহী চেতনার অন্তরালে প্রেমের মোহময় রূপের বহিঃপ্রকাশ উক্ত পঙ্‌ক্তিটি। কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও পুরাণের শক্তি উৎস থেকে উপকরণ, চরিত্র সমীকৃত করে নিজের অবয়ব রচনা করেছেন। পৌরাণিক চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ একদিকে প্রেমের গাথা রচনা করেছেন, অন্যদিকে অসুর চেতনাকে বিনাশ করেছেন। কবিও তাই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের হাতের বাঁশি হয়ে শোষিত মানুষদের জেগে ওঠার জন্য মানবতা ও বিদ্রোহের সুর হয়ে উঠতে চেয়েছেন।

০৬. কবি নিজেকে পৃথিবীর অভিশাপ বলেছেন কেন?

উত্তর : অসাম্য, অনাচারের বিরুদ্ধে নিজের রুদ্র রূপের প্রকাশ বোঝাতেই কবি একথা বলেছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ ও বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে 'বিদ্রোহী' কবিতায়। অত্যাচারী এ শাসকগোষ্ঠীর অপশাসনের বিরুদ্ধে কবি বিধ্বংসীরূপে হাজির হতে চান। অন্যায়-অত্যাচারকে প্রতিহত করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান। আর এই বিদ্রোহের পথেই পৃথিবীতে যে বিধ্বংস ঘটবে সেই কল্পনা থেকেই কবি নিজেকে পৃথিবীর অভিশাপ বলেছেন।

০৭. শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির! কবির এ বক্তব্যে কী প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তর : কবির এ বক্তব্যে তাঁর বীরোচিত আত্মদম্ভের উন্মুখ প্রকাশ ঘটেছে। আমাদের বিদ্রোহী বীর কাজী নজরুল ইসলাম সর্বদা আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান। সদম্ভে কবি বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শাসকদের শাসন ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেন। কোনো অনিয়ম, অন্যায়ের পরোয়া না করে ধ্বংসের দামামা বাজিয়ে এগিয়ে চলেন। আর এজন্যই কবি মনে করেন তাঁর এ বীরোচিত রূপ প্রত্যক্ষ করে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হিমালয়ও তাঁর কাছে মাথা নত করে।

০৮. কবি নিজেকে অর্ফিয়াসের বাঁশরী বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাঙালি জাতিকে বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্রে জাগ্রত করার মানসে কবি গ্রিক পুরাণে উল্লিখিত মহান শিল্পী অর্ফিয়াসের বাঁশির সাথে নিজেকে তুলনা করেছেন।

অর্ফিয়াস গ্রিক পুরাণের একজন মহান কবি ও শিল্পী। পুরাণে বর্ণিত অর্ফিয়াস তার সুরের মূর্ছনা দিয়ে বন্য জন্তু, গাছপালা, ঝরনাধারা প্রভৃতিকে মুগ্ধ করেছেন। অনুরূপ কবিও তাঁর বিদ্রোহীসত্তা দিয়ে সকল অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। অর্ফিয়াসের বাঁশরীর মতোই কবি সাধারণ মানুষকে তার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সচেতন করেছেন। কবি মনে করেন, মানুষকে তার অধিকার সচেতন করতে পারলেই সকল অন্যায়-অবিচার, জুলুমের অবসান ঘটবে। তাই কবি বাঁশরীর মতো অন্যের অধিকার অদায়ে সচেতন করায় নিজেকে অর্ফিয়াসের বাঁশরী বলে পরিচয় দিয়েছেন।

০৯. 'আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান' বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : মুক্তিকামী কবি নিজের বহু সত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন উক্ত পঙ্‌ক্তিটিতে। দ্রোহ ও মানবতার ধারক কবি নজরুল। উৎপীড়িতের জন্য যেমন মানবতার এক মহান প্রতিমূর্তি, অন্যদিকে উৎপীড়কের জন্য তিনি বিধ্বংসী অস্ত্ররূপে উদিত হয়েছেন। কবি যেমন সৃষ্টি করতে পারেন, তেমনি বিধ্বংসও ঘটাতে পারেন। তেমনি অন্যায়কে নিশ্চিহ্ন করতে লোকালয়কে শ্মশানে পরিণত করতেও তিনি পিছপা হন না। কবি আপন চেতনায় ধারণকৃত সর্বাবয়ব সর্বাঙ্গ রূপ উন্মোচন করেছেন এখানে।

১০. কবি নিজেকে ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্রের শিষ্য বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবি আজীবন খড়্গহস্ত ছিলেন। অন্যায়ের সাথে আপোশকরা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাইতো কবি অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজের রুদ্র রূপ প্রকাশের জন্য নিজেকে ক্ষ্যাপা দুর্বাসা ও বিশ্বামিত্রের শিষ্য বলেছেন।

কবি উৎপীড়িতকে দুর্বাসার মতো কোপানলে ফেলে দগ্ধ করতে চান। অন্যায়কে প্রতিহত করতে কবি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা ও বিশ্বামিত্রের মতো কঠোর সাধনা দ্বারা শোষণকে নির্মূল করে উৎপীড়িতকে শান্তিময় জীবন দান করতে চান। তার এ প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে কবি নিজেকে ক্ষ্যাপা দুর্বাসা ও বিশ্বামিত্রের শিষ্য হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।

১১. "আমি অবমানিতের মরম বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয় লাঞ্ছিত বুকে গতি" চরণটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কবির বিদ্রোহ যে লাঞ্ছিত বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সুন্দর ও কল্যাণের জন্য সে কথাটিই তুলে ধরতে গিয়ে আলোচ্য উক্তিটি করা হয়েছে।

কবি অত্যাচারীর প্রতি যেমন কঠোর, উৎপীড়িতের প্রতি তেমনি কোমল। কবির সমগ্র সত্তা উৎপীড়িতের পক্ষে। অত্যাচারিতের ন্যায্য অধিকার সুনিশ্চিত করা এবং শোষণমুক্ত মানবতাবাদী এক পৃথিবী সৃষ্টিই তার কাম্য। শোষিতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকেই তিনি শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। লাঞ্ছিত-বঞ্চিতদের মনোবল অটুট রেখেছেন।

১২. ভয়ে সপ্ত নরক, হাবিয়া দোজখ কেঁপে উঠে নিভে যায় কেন?

উত্তর : মুক্তি প্রত্যাশী কবি দাসত্ব-শোষণের বিরুদ্ধে মূর্তিমান অভিশাপরূপে আবির্ভূত হয়েছেন উক্ত পঙ্‌ক্তিটিতে।

চির বিদ্রোহী অভ্রভেদী চির উন্নত শিররূপে কবি বিরাজমান। আর্ত-মানবতার কল্যাণে কবি যে ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি করেন তা দেখে শুধু শোষক শ্রেণি নয় সপ্ত নরক আর হাবিয়া দোজখের আগুনও কেঁপে উঠে নিভে যায়। কবি বিধ্বংসী রূপের চরম প্রকাশ ঘটাতে ধর্মীয় এ অনুষঙ্গের উল্লেখ করেছেন।

১৩. কবি নিজেকে চির-বিদ্রোহী বীর বলেছেন কেন?

উত্তর : কবি স্থান-কালের উর্ধ্বে উঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রূপে নিজেকে চির-বিদ্রোহী বীর বলেছেন।

সকল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহী চেতনা সদাজাগ্রত। কবির সমকালে তিনি স্বয়ং যেমন প্রতিবাদ করেছেন, তেমনি তাঁর রচিত বিভিন্ন সাহিত্যে (গান, কবিতা, প্রবন্ধে) প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। আর তা বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিকভাবে বিদ্রোহের স্বরূপ প্রকাশে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈষম্যহীন সুন্দর এক পৃথিবী গড়তে তাই কবি চির-বিদ্রোহী বীররূপে বিরাজমান থাকবেন।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৪. উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল কখন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হবে না বলে কবি মনে করেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হবে না বলে কবি মনে করেন।

বর্তমান পৃথিবীর অশান্তির মূল হলো ক্ষমতাশালী শাসকদের অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মনে করেন, ক্ষমতাশালী শাসকদের সকল অন্যায় অত্যাচারের দৌরাত্ম্য ধ্বংস করতে না পারলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ জন্য কবি সকল অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে নিজেকে নটরাজ, সাইক্লোন, অকালবৈশাখী ঝড়, চেঙ্গিস খান, ইস্রাফিলের মহা হুঙ্কার, পিণাক পাণির ত্রিশূল ইত্যাদি বলে পরিচয় দিয়েছেন। কবি মনে করেন, পৃথিবী থেকে সকল অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করতে পারলেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন উৎপীড়িতদের ক্রন্দনরোল আকাশে-বাতাসে আর ধ্বনিত হবে না।

১৫. 'আমি সেই দিন হব শান্ত' কবি কোন দিন, কোন শর্তে শান্ত হওয়ার কথা বলেছেন?

উত্তর : উৎপীড়িত জনতার কান্না যেদিন থামবে, সেদিন কবির বিদ্রোহী সত্তা শান্ত হবে বলে কবি শর্ত রেখেছেন।

কবি সগর্বে নিজের বিদ্রোহী কবিসত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শাসকদের শাসন ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। ক্ষোভ আর বিদ্রোহ প্রকাশ করতে গিয়ে কবি বিভিন্ন ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পুরাণের শক্তি উৎস থেকে নানা উপাদান, চরিত্রের আদলে নিজের বিদ্রোহী সত্তার অবয়ব রচনা করেছেন। চির-বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত কবি অবশেষে শান্ত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। অত্যাচারীর অত্যাচারের অবসান কামনা করে কবিতার শেষে ধ্বনিত হয়েছে, যতদিন উৎপীড়িত মানবের ক্রন্দন প্রশমিত হবে না, ততদিন কবির বিদ্রোহী সত্তা শান্ত হবে না। চির-বিদ্রোহী বীররূপে বিরাজমান থাকবেন এ পৃথিবীলোকে।

১৬. 'বিদ্রোহী' কবিতার নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

উত্তর : 'বিদ্রোহী' কবিতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কবির বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। ঔপনিবেশিক শাসকদের সকল অন্যায়, অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে কবি বিভিন্ন ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পুরাণের শক্তি উৎস থেকে নিজের বিদ্রোহী সত্তার অবয়ব রচনা করেছেন। সকলকে জাগ্রত করতে শ্রীকৃষ্ণের মতো এক হাতে বাঁশি, আরেক হাতে রণ-তূর্য তুলে নিয়েছেন। প্রেম থেকে শুরু করে নৃশংস নানারূপে নিজের বিদ্রোহ প্রকাশ করেছেন। অন্যায় ও অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে আপসহীন থেকেছেন। উৎপীড়িতের কান্নার ধ্বনি না থামা পর্যন্ত নিজের বিদ্রোহ চালিয়ে যাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এভাবেই কবির বিদ্রোহী সত্তার মধ্য দিয়ে কবিতার নামকরণ সার্থকতা পেয়েছে।

১৭. 'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না' একথা বলার কারণ কী?

উত্তর : নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের দুঃখকষ্ট ও আর্তচিৎকার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কবি বিপ্লব-প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন বোঝাতে তিনি 'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না'– এ কথাটি বলেছেন।

কবির সার্বিক বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শাসক শক্তির শাসনের নামে শোষণ, নির্যাতন ও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে। অসুর বধের পর স্বর্গে-মর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেবতারা শান্ত হয়েছিলেন। কবিও অন্যায়-অবিচারকে প্রতিহত করে পৃথিবীতে শান্তিময় পরিবেশ গড়ে তুলতে চান। যখন অত্যাচারীর শোষণ নির্যাতন বন্ধ হবে, উৎপীড়িত জনতার কান্না আর কোথাও শোনা যাবে না, তখনই কবি শান্ত হবেন। এ কারণেই কবি কথাটা বলেছেন।

১৮. কবি নিজেকে পরশুরামের কঠোর কুঠার বলেছেন কেন?

উত্তর : অত্যাচারীর অত্যাচারের অবসান করতে কবি নিজেকে এক বিধ্বংসী অস্ত্ররূপে প্রকাশ করেছেন উক্ত বক্তব্যে।

পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করতে পৌরাণিক চরিত্র পরশুরাম তাঁর কুঠারের মাধ্যমে একুশবার ক্ষত্রিয়দের নিধন করেছেন। তেমনি কবিও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আর বিদ্রোহ প্রকাশ করতে, অত্যাচারীর বিনাশ ঘটাতে নিজেকে পরশুরামের সেই কঠোর কুঠাররূপে উপস্থাপন করেছেন। শান্তিকামী মানসিকতায় কবির এ কঠোর রূপ।

১৯. 'আনিব শান্তি শান্ত উদার' বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : সাম্যপ্রত্যাশী কবি সকল অনাচার ও উৎপীড়নের অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীকে শান্তিময় করার প্রত্যয়ে উক্ত মন্তব্যটি করেছেন।

ক্ষমতার অপব্যবহার, মজলুমের উপর অন্যায় অত্যাচারের অবসান ঘটাতে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতাররূপে পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়মুক্ত করেছেন। কবির সমকালে তেমনি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় শোষণ-বঞ্চনা প্রত্যক্ষ করে কবি নিজেকে সেই বিনাশকারী পরশুরামের কঠোর কুঠাররূপে কল্পনা করে অনাচারের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। সকল বৈষম্যমুক্ত শান্তিময় এক পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ে কবি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

২০. কবি বলরাম-স্কন্ধে হল হতে চেয়েছেন কেন?

উত্তর : অত্যাচার ও অত্যাচারীর বিনাশ ঘটাতে কবি পৌরাণিক চরিত্র বলরামের ধ্বংসাত্মক অস্ত্র হল বা লাঙ্গলরূপে নিজেকে অভিহিত করেছেন।

বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে কবি বারবার ইতিহাস, ঐতিহ্য, পুরাণের অতলে ডুব দিয়েছেন। সেখান থেকে প্রেরণা নিয়ে নিজের বিদ্রোহী সত্তার অবয়ব গড়েছেন। মহাভারতে বর্ণিত চরিত্র বলরাম যিনি শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কৌরবদের কুচক্রীতার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর প্রধান অস্ত্র এই হল বা লাঙ্গল ব্যবহার করে কৌরবদের নগরী হস্তিনাপুর ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কবিও তেমনি সকল কুচক্রকে বিধ্বংস করতে বলরামের সেই হলরূপে আবির্ভূত হতে চেয়েছেন।

২১. 'আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে' উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ধ্বংসস্তূপের বুকেই অঙ্কুরিত হয় নবসৃষ্টির বীজ। আর মহৎ এ সৃষ্টিধর্মের প্রেরণা থেকেই কবির বিদ্রোহের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

'বিদ্রোহী' কবিতায় ঔপনিবেশিক অপশক্তির বিরুদ্ধে কবির বিধ্বংসী নানা রূপ উন্মোচিত হয়েছে। নিপীড়িত, অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি অপশাসনের বিনাশ ঘটিয়ে বৈষম্যহীন সুন্দর, শান্তিময় এক পৃথিবী গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। আর এ নব পৃথিবী বিনির্মাণে কবি অপশক্তির অধীন এ বিশ্বকে নিশ্চিহ্ন করতে সমূলে উপড়ে ফেলতে চান। নবসৃষ্টির মহানন্দে কবির এ ধ্বংসকামী সত্তার প্রকাশ ঘটেছে।

২২. নজরুল কত বঙ্গাব্দে নিম্ন প্রাইমারি পাশ করেন?

উত্তর : নজরুল ১৩১৬ বঙ্গাব্দে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাশ করেন।

২৩. কবি 'চির-উন্নত মম শির' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : অন্যায়, অপশাসনের বিরুদ্ধে কবির দ্রোহের আপসহীন সদম্ভ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে উক্ত বক্তব্যে।

কবিতায় ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ ও বিদ্রোহ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিদেশি অপশক্তি অপশাসন থেকে স্বদেশবাসির মুক্তি ঘটাতে কবি ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন বারবার। কোনো শক্তিই তাঁকে এপথ থেকে টলাতে পারেনি। চির-বিদ্রোহী উন্নত শিররূপে তিনি যুগে যুগে বিরাজমান থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখন

২৪. মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ তূর্য।

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য অংশে কবি প্রেম ও দ্রোহের সম্মিলন ঘটিয়ে আপন অস্তিত্বের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

বিশ্লেষণ : কবির বিদ্রোহের কঠোর রূপের আড়ালে রয়েছে প্রেমময় এক কোমল সত্তা। মানবমুক্তির লক্ষ্যে পরাধীনতার শৃঙ্খল আর সামাজিক ভেদ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে কবি বিদ্রোহীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম আর বিধ্বংসের স্বরূপকে ধারণ করেছেন কবি। যেখানে অনাচার সেখানেই কবির বিদ্রোহ। পৃথিবীতে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রেমের গানে আর্ত-মানবকে একত্র করে জাগ্রত করতে চেয়েছেন কবি। তাই এক হাতে প্রেমের বাঁশি, আরেক হাতে যুদ্ধাস্ত্র তুলে নিয়েছেন। আর কবি ততদিন বিদ্রোহ চালিয়ে যাবেন যতদিন উৎপীড়িত মানুষের ক্রন্দন ধ্বনি থামবে না, তাদের মুক্তি ঘটবে না। এজন্যই কবি প্রেম আর দ্রোহের দ্বৈতরূপে উপস্থিত হয়েছেন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 5 SELF TEST

Step 1 SELF TEST MCQ

০১. নজরুল লেটোর দলে কী করতেন?
ক) গান লিখতেন খ) পালাগান রচনা করতেন
গ) নাটক রচনা করতেন ঘ) হারমোনিয়াম বাজাতেন

০২. নজরুল দারিদ্র্যের কারণে অধিকারী হয়ে ওঠেন-
ক) চায়ের দোকানে রুটি বানিয়ে খ) শিক্ষকতা করে
গ) বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে ঘ) লেটোর দলে যোগ দিয়ে

০৩. নজরুল কত সালে বাঙালি পল্টনে যোগ দেন?
ক) ১৯১৭ খ) ১৯১৮ গ) ১৯৩৪ ঘ) ১৯৪৪

০৪. 'বিদ্রোহী' কবিতা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
ক) ধূমকেতু খ) লাঙল গ) বিজলী ঘ) নবযুগ

০৫. নজরুল সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি?
ক) নবযুগ খ) বিজলী গ) সাম্যবাদী ঘ) মোহাম্মদী

০৬. নজরুলকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করা হয় কোথা থেকে?
ক) ভারত সরকার খ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

০৭. নজরুল কত সালে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' পান?
ক) ১৯১৭ খ) ১৯২০ গ) ১৯৪৫ ঘ) ১৯৬০

০৮. নজরুল কত তারিখে মারা যান?
ক) ২৫ মে খ) ১৮ জুন গ) ২০ জুলাই ঘ) ২৯ আগস্ট

০৯. বাঙালি পল্টন ভেঙে দিলে নজরুল কোথায় আসেন?
ক) করাচিতে খ) কলকাতায় গ) বাংলাদেশে ঘ) ঢাকায়

১০. কবিতায় কোন ধরনের বৈশাখী ঝড়ের উল্লেখ রয়েছে?
ক) অকাল খ) এলোকেশে গ) কাল-বৈশাখী ঘ) প্রলয়

১১. কবিতার কোন পঙ্‌ক্তিতে কবির মানবতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে?
ক) আমি সোনামন খ) আমি অবমানিতের মরম বেদনা
গ) আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি ঘ) আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী

১২. কবি নিজেকে ধর্মরাজের কী হিসেবে অভিহিত করেছেন?
ক) শাসক খ) অজর গ) সৃজন ঘ) দণ্ড

১৩. দুর্বাসা কেমন ছিলেন?
ক) উন্মাদ খ) দুর্দান্ত গ) ক্ষ্যাপা ঘ) হিংস্র

১৪. কবি প্রিয় শান্তিকের বুকে কী হতে চেয়েছেন?
ক) সৃজন খ) নর্তন গ) পূরবী হাওয়া ঘ) গতি

১৫. কবি কোন বায়ু হওয়ার কথা বলেছেন?
ক) উত্তর বায়ু খ) দক্ষিণ বায়ু গ) পূরবী বায়ু ঘ) ঈশানী বায়ু

১৬. কবির কল্যাণী রূপের প্রকাশ ঘটেছে নিচের কোনটিতে?
ক) রৌদ্র-রুদ্র রবি খ) শ্যামের হাতের বাঁশরী
গ) চাঁদ রাঙে সূর্য ঘ) আকুল নিদাঘ-তিয়াসা

১৭. কবি বিপ্লবী বিশ্বকে কীভাবে নিষ্কৃত করতে চেয়েছেন?
ক) লাথি মেরে খ) লাঙল করে
গ) চুম চুম দিয়ে ঘ) বাঁশি বাজিয়ে

১৮. চেঙ্গিস খান কত সালে জন্মেছিলেন?
ক) ১১২৬ খ) ১১৬২
গ) ১২২৭ ঘ) ১২৩২

১৯. কবি কাকে কুর্নিশ করেন?
ক) ঈশ্বরে খ) মহাদেবকে
গ) কাহারে ঘ) আপনারে

২০. কবি নিজেকে দুর্দম বলেছেন কেন?
ক) অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোরতা বোঝাতে খ) বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশে
গ) বিজয় উল্লাসে ঘ) প্রতিবাদী চেতনা প্রকাশে

২১. শঙ্খের ব্যবহার হয়-
ক) যুদ্ধে খ) আযানে
গ) মন্দিরে ঘ) বিবাহে

২২. 'মরু নির্ঝর' অর্থ কী?
ক) মরুর সৌন্দর্য খ) মরুভূমির ঝরনা
গ) মরুর হাওয়া ঘ) মরুভূমির ঢেউ

২৩. আমি হল বলরাম —। শূন্যস্থানে কী বসবে?
ক) হাতে খ) বক্ষে
গ) মাথে ঘ) স্কন্ধে

২৪. 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'বিদ্রোহ' শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) ১ বার খ) ২ বার
গ) ৬ বার ঘ) ৮ বার

২৫. 'বিদ্রোহী' কবিতার শেষ লাইন কোনটি?
ক) বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির! খ) আমি সেই দিন হব শান্ত।
গ) আমি চির-বিদ্রোহী বীর- ঘ) চির-উন্নত মম শির!

OMR				
০১. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০৩. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৫. ক খ গ ঘ
১৬. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
২১. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২৩. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ

Answer								
২৫.ক	২৪.গ	২৩.ঘ	২২.খ	২১.গ	২০.ক	১৯.ঘ	১৮.খ	১৭.গ
১৬.খ	১৫.ক	১৪.ঘ	১৩.গ	১২.ঘ	১১.খ	১০.ক	০৯.খ	০৮.ঘ
০৭.গ	০৬.খ	০৫.ক	০৪.গ	০৩.ক	০২.ঘ	০১.খ		

Step 2 SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. 'ঝিলিমিলি' গ্রন্থের পরিচয় দাও?
০২. 'বিদ্রোহী' কবিতাটির মূল ভাববস্তু নিজের ভাষায় লেখ।
০৩. কাজী নজরুল ইসলামের ডাকনাম কী?
০৪. 'কুহেলিকা' কোন ধরনের রচনা?
০৫. নজরুল কত সালে স্বাধীনতা পুরস্কার পান?
০৬. 'সঞ্চিতা' কাব্যের রচয়িতা কে?
০৭. নজরুল কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন?
০৮. কবি কী নিষ্ক্রিয় করার কথা বলেছেন?
০৯. টর্পেডো কী?
১০. লেটো কী?

উত্তর :

০১. তিনটি ছোট নাটকের গ্রন্থ 'ঝিলিমিলি'। এটি ১৩৩৭-এর অগ্রহায়ণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
০২. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৩. দুখু মিয়া।
০৪. উপন্যাস।
০৫. ১৯৭৭ সালে।
০৬. কাজী নজরুল ইসলাম।
০৭. পিকস ডিজিস।
০৮. বিশ্বকে।
০৯. ডুবোজাহাজ থেকে নিক্ষেপযোগ্য এক ধরনের অস্ত্র।
১০. বাংলার রাঢ় অঞ্চলের কবিতা, গান ও নৃত্যের মিশ্র আঙ্গিক চর্চার ভ্রাম্যমান নাট্যদল।

CamScanner

১৯০৩-১৯৭৬ খ্রি.

- কবিতার মূলসুর : ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতা।
- কবিতার বিষয়বস্তু : প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা।

প্রতিদান
জসীমউদ্‌দীন

- প্রতিদান শব্দের অর্থ : বদলে প্রদান করা।
- প্রতিদান কবিতার মোট লাইন : ১৮ টি।
- কবিতাটির উপজীব্য বিষয় : পরার্থপরতা ও কল্যাণচিন্তা।
- জসীমউদ্‌দীন পল্লি কবি হিসেবে পরিচিত।

এ কবিতার আলোচ্য বিষয়ে যা থাকছে

প্রতিদান

- **Part-1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য**
  - Step : 1 কবি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন।
  - Step : 2 কবির গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম।
  - Step : 3 কবি সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
- **Part-2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি**
  - Step : 1 মূল কবিতা, শব্দার্থ ও টীকা এবং পাঠ পর্যালোচনা
  - Step : 2 পাঠ-পরিচিতি
  - Step : 3 অনুচ্ছেদভিত্তিক প্রাসঙ্গিক তথ্য।
- **Part-3 MCQ প্রশ্নোত্তর**
  - Step : 1 অনুচ্ছেদভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 3 প্রকৌ./মেডিকেল প্রকৌ. ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 4 HSC বোর্ড পরীক্ষার ও শীর্ষস্থানীয় কলেজের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ [১১শ-১২শ শ্রেণির জন্য]
- **Part-4 লিখিত অংশ**
  - Step : 1 জ্ঞানমূলক (মূল পাঠ, লেখক ও অন্যান্য) প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 অনুধাবনমূলক (উদ্ধৃতি ও সংলাপ ব্যাখ্যাকরণ) প্রশ্নোত্তর।
- **Part-5 SELF TEST**
  - Step : 1 SELF TEST MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 SELF TEST লিখিত।

প্রতিদান কবিতা ও লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

প্রতিদান

- 'প্রতিদান' কবিতাটি পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন রচিত- মানবপ্রীতি বিষয়ক একটি কবিতা।
- প্রতিদান হচ্ছে অপকারের পরিবর্তে উপকার বা দানের বদলে দান।
- প্রতিদান- দানের বদলে দান/পরিশোধ/প্রত্যুপকার।
- কবিতাটির বিষয়বস্তু- প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে প্রীতিময় পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা।
- 'আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর' লাইনটি ব্যবহৃত হয়েছে- দুইবার।
- মূলবাণী/মর্মবাণী/উপজীব্য বিষয়- ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতা।
- কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- কবিতাটির মোট লাইন- ১৮টি।

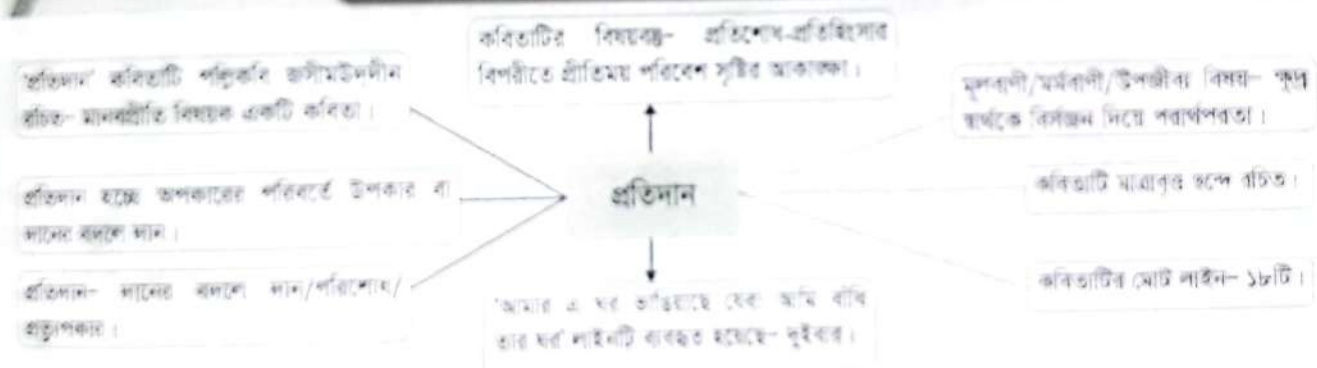

কটু কথা বা হিংসাত্মক কথা : কিছু মানুষ আছে যাদের আচরণ বা কর্মকাণ্ড, কটু কথা বা হিংসাত্মক কথার ন্যায় বুকে বিষাক্ত বাণ বা তীরের মতো বিঁধে। কবি তাদের জন্য বুক উজাড় করে দান অর্থাৎ মমতা আর ভালোবাসা দেন।

'প্রতিদান' কবিতায় ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থ পরিত্যাগ করে পরের কল্যাণে মগ্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কবি মনে করেন, একে অপরের কল্যাণের মাধ্যমেই পৃথিবী হয়ে উঠবে প্রকৃত সুখের স্থান। তাই কবি অপরের জন্য কেবল ত্যাগ স্বীকার করেই ক্ষান্ত হননি। কবি যদি কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তও হন, তবুও তার মঙ্গল

প্রতিদান

কামনাই করে যেতে চান। হিংসা-বিদ্বেষের বিপরীতে কবি শুনিয়েছেন সম্প্রীতির মহান বাণী। তার অনিষ্টকারীর কোনো ক্ষতি না করে উল্টো তার উপকার করার মাধ্যমে কবি স্নেহ-ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক প্রত্যাশা করেন। তাঁর মতে, মানুষে মানুষে স্নেহ-ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কই গড়ে তুলতে পারে সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবী।

❖ পল্লিগীতি সংগ্রাহক ❖

কবি জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬) ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আনুকূল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লিগীতি সংগ্রাহক পদে নিযুক্ত হন।

• 'নকশী কাঁথার মাঠ' -এর পরিচয় •

i. নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯) গ্রন্থের প্রথম অংশে চাষির ছেলে রুপাই ও পাশের গ্রামের মেয়ে সাজুর প্রথম পরিচয়, বিবাহ এবং কয়েকমাস সুখময় জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে।

iii. গ্রামীণ জীবনের মাধুর্য ও কারুণ্য, বৈচিত্র্যহীন কৃষিনির্ভরতা এবং মানুষের অসহায়ত্ব এ কাব্যের উপকরণ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য

Step 1 কবি পরিচিতি

জন্ম : জসীমউদ্দীনের জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯০৩, তাম্বুলখানা গ্রাম (মাতুলালয়), ফরিদপুর। **পৈত্রিক নিবাস** : গোবিন্দপুর, ফরিদপুর। **পিতা** : আনসারউদ্দীন মোল্লা; **মাতা** : আমিনা খাতুন ওরফে রাঙাছুট। **শিক্ষাজীবন** : ফরিদপুর জিলা স্কুল (১৯২১) থেকে মেট্রিক পাস; ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ. ও বি.এ (১৯২৯); কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য) এম.এ (১৯৩১) ডিগ্রি লাভ করেন। কলেজে অধ্যয়নকালে 'কবর' কবিতা রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন এবং ছাত্রাবস্থায়ই কবিতাটি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়। জসীমউদ্দীন 'পল্লি-কবি' হিসেবে সমধিক পরিচিত। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগের Additional Song Publicity Organiser পদে যোগদান। স্নাতকোত্তর অধ্যয়নকালে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লিগীতি সংগ্রাহক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট (গবেষণা সহকারী) ছিলেন। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লেকচারার এবং ১৯৪৪ এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের পাবলিসিটি বিভাগের অফিসার নিযুক্ত হন। ১৯৬২ সালে প্রচার বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বাংলার গ্রামীণ জীবনের আবহ, সহজ-সরল প্রাকৃতিক রূপ উপযুক্ত শব্দ উপমা ও চিত্রের মাধ্যমে তাঁর কাব্যে এক অনন্য সাধারণ মাত্রায় মূর্ত হয়ে উঠেছে পল্লিজীবন। বাংলার পল্লিজীবন/গ্রামীণ জীবনের আবহ, সহজ-সরল প্রাকৃতিক রূপ তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য। জসীমউদ্দীন ১৪ মার্চ ১৯৭৬ ঢাকায় মারা যান। **সমাহিত** : তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে ফরিদপুরের অম্বিকাপুর গ্রামে তাঁর দাদীর কবরের পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিধা, স্বীকৃতি ও সাহিত্যকর্ম

বিভিন্ন নাম	জসীমউদ্দীন। **পূর্ণনাম** : মোহাম্মদ জসীমউদ্দীন মোল্লা। **ছদ্মনাম** : জমীরউদ্দীন মোল্লা। **উপাধি** : পল্লি-কবি।		
ছদ্মনামে প্রকাশ	১৯৭১ সালের মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত তিনি যত কবিতা রচনা করেছিলেন তা 'তুজম্বর আলী' ছদ্মনামে ছাপা হয়েছিল।		
পুরস্কার	প্রেসিডেন্টস এওয়ার্ড ফর প্রাইড অফ পারফরম্যান্স, পাকিস্তান (১৯৫৮); রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট ডিগ্রি, ভারত (১৯৬৯); ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রত্যাখান করেন; একুশে পদক (১৯৭৬); স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৭৮, মরণোত্তর)।		
সাহিত্যকর্ম			
কাব্যগ্রন্থ	রাখালী, বালুচর, ধানখেত, রূপবতী, মাটির কান্না, সখিনা, ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে, হলুদ বরণী, জলের লেখন, পদ্মানদীর দেশে, কাফনের মিছিল, মহরম, দুমুখো চাঁদ পাহাড়ি, সুচয়নী।		
গাথাকাব্য	নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, মা যে জননী কান্দে।		
নাটক	পদ্মাপাড়, বেদের মেয়ে, মধুমালা, পল্লীবধূ, গ্রামের মায়া, ওগো পুষ্পধেনু, আসমান সিংহ।		
আত্মকথা(গদ্যগ্রন্থ)	যাদের দেখেছি, ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (স্মৃতিকথা), জীবনকথা (আত্মজীবনী), স্মৃতিপট, স্মরণের সরণী বাহি।		
গানের সংকলন	রঙিলা নায়ের মাঝি, গাঙের পাড়, জারিগান, মুর্শিদা গান।		
উপন্যাস	বোবা কাহিনী, বউ টুবানীর ফুল।	হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ	বাঙ্গালীর হাসির গল্প।
শিশুতোষ গ্রন্থ	হাসু, এক পয়সার বাঁশী, ডালিমকুমার।	ভ্রমণকাহিনি	চলে মুসাফির, হলদে পরীর দেশে, যে দেশে মানুষ বড়, জার্মানীর শহরে বন্দরে।
অনুবাদ	ই.এম.মিলফোর্ড জসীমউদ্দীনের 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যটি 'Field of the Embroidered Quilt' নামে অনুবাদ করেন। তাঁর 'বাঙালির হাসির গল্প' গ্রন্থটি 'FOLK TALES OF BANGLADESH' নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।		
বিখ্যাত কবিতা	• কবর : [রাখালী কাব্যের অন্তর্গত] মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। কবিতায় ১১৮টি পঙক্তি আছে। প্রিয়জন হারানোর মর্মান্তিক স্মৃতিচারণ কবিতাটির বিষয়বস্তু। 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটি তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই (বি.এ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়। • রাখাল ছেলে [রাখালী কাব্যের অন্তর্গত] : তিনি যখন দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন তখন এ কবিতাটি রচনা করেছিলেন। • আসমানী [এক পয়সার বাঁশী কাব্যের অন্তর্গত] : কবিতাটির প্রধান চরিত্র আসমানীর বাড়ি ফরিদপুর জেলার রসুলপুর গ্রামে।		
বিখ্যাত গান	• আমার সোনার ময়না পাখি • আমার গলার হার খুলে নে • কাজল ভ্রমরা রে • আমার হার কালা করলাম রে • নদীর কূল নাই কিনার নাই • আমায় ভাসাইলি রে • আমায় এতো রাতে • কেমন তোমার মাতা পিতা • প্রাণ সখিরে ঐ শুন কদম্বতলে • ও আমার দরদি আগে জানলে		

ছন্দে ছন্দে কবি জসীমউদ্দীনের রচনাসমূহ

➢ **কাব্যগ্রন্থ** : রাখাল ছেলে নকসী কাঁথার মাঠ ও সোজন বাদিয়ার ঘাট পেরিয়ে ধানক্ষেতের বালুচরে সুচয়নী ও আসমানির কবরের পাশে মা আর মাটির কান্না শুনতে পায়।

Step 3 কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- পল্লিকবি হিসেবে পরিচিতি পেলেও অনেকের দৃষ্টিতে জসীমউদ্দীন– **আধুনিক কবি।**
- জসীমউদ্দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ– **রাখালী (১৯২৭) [প্রকাশিত হয় 'কল্লোল পত্রিকায়]।**
- জসীমউদ্দীন শিক্ষাজীবন শুরু করেন– **ওয়েলফেয়ার স্কুলে।**
- জসীমউদ্দীনের পিতা ছিলেন– **পাঠশালার শিক্ষক।**
- জসীমউদ্দীনের নিজের নির্মিত বাড়ি– **ঢাকার কমলাপুরে।**
- তিনি ছিলেন– **প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা।**
- তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার– **দৃঢ় সমর্থক।**
- তিনি বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনের– **অন্যতম পৃষ্ঠপোষক (১৯৬৬-৭১)।**
- তিনি লোকসংগীত সংগ্রহ করেছেন– **দশ হাজারেরও বেশি।**
- তিনি ওস্তাগরী ছিলেন– **গুরু মৃত্যুঞ্জয় দিলের কাছে।**
- জসীমউদ্দীনের কবিতায় গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত চিত্রে সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে– **আধুনিক শিল্প-চেতনার ছাপ।**
- গোবিন্দপুরে প্রতিবছর তাঁর জন্মদিনকে স্মরণ করে 'জসীম মেলা' নামে একটি পক্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়– **জানুয়ারি মাসে।**
- ষাটের দশকের শেষদিকে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে– **তিনি তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।**
- তাঁর নামে একটি আবাসিক হলের নামকরণ করা হয়েছে– **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।**
- জসীমউদ্দীনের সংগ্রহশালা (ব্যক্তিভিত্তিক জাদুঘর)– **ফরিদপুরে।**
- কবির বাড়ির সামনে কোন নদ রয়েছে– **কুমার নামক নদ।**
- জসীমউদ্দীন সংগ্রহশালা নির্মিত হয়েছে– **২০১৫ সালে [উন্মুক্ত হয় ২০১৬ সালে]।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি

Step 1 শব্দার্থ ও টীকা

- যেবা- যে। যিনি। ◆ বিরাগী- নিস্পৃহ, উদাসীন। ◆ দীঘল রজনী- দীর্ঘ রাত।
- ঘুম যে হরেছে- নির্ঘুম রাত কাটানোর কথা বলা হয়েছে।
- বিষে-ভরা বাণ- কটু কথা। হিংসাত্মক ভাষা। ◆ সোহাগ- আদর। ভালোবাসা।
- মালঞ্চ- ফুলের বাগান। ◆ নিঠুরিয়া- নিষ্ঠুর। নির্দয়।
- ঠাঁই- স্থান। আশ্রয়। ◆ নিরন্তর- নিয়ত। অবিরাম। ◆ ভাঙিয়াছে- ভেঙে দেওয়া।
- বাঁধি- বাঁধা বা বন্ধন করি। ◆ ফিরি- খুঁজে বেড়ানো।
- হরেছে- হরণ করা। ◆ কূল- নদীর তীর বা কিনার।
- প্রতিদান- দানের বদলে দান। প্রত্যুপকার।
- বাণী- ভাষা বা উক্তি। ◆ জনম- জীবন।
- ঘর- তদ্ভব শব্দ। ◆ মোরে- আমাকে।
- বিরাগী = বি + √রন্‌জ্ + ইন্।
- লাগি- জন্য বা তরে। ◆ হরেছে- হরণ করেছে। ◆ হানিয়া- মারা বা আক্রমণ করা।
- কাঁদি- কবিতাটিতে 'কাঁদি' শব্দটি 'কান্না করি' অর্থে ব্যবহৃত।
- বাণ (সংস্কৃত শব্দ)- তীর।

মূল কবিতা

আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর, ①
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিরাগী–
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি,
দীঘল রজনী তার তরে জাগি' ঘুম যে হরেছে মোর।
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।
আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি।
যে মোরে দিয়েছে বিষে-ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান।
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম-ভর,–
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর। ②
মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি'
রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ান ফুল মালঞ্চ ধরি।
যে মুখে সে কহে নিঠুরিয়া বাণী,
আমি লয়ে করে তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কী যে আনি সাজাই নিরন্তর–
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর। ③

কবিতার সারমর্ম

সারমর্ম : 'প্রতিদান' নামকরণটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে পরার্থপরতার কথা। সমাজে বিদ্যমান সকল প্রকার হিংসা-প্রতিহিংসার বিপরীতে কবি জসীমউদ্‌দীন এক সম্প্রীতির শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রত্যাশা করেছেন। তাই যে কবির ঘর ভেঙেছে, তিনি তারই, ঘর গড়ে দেন। কবিকে পর ভেবে দূরে ঠেলে দিলেও, তিনি আপনজনের মতো কাছে টেনে নেন যাতে করে সকল বিদ্বেষ দূর হয়ে সমাজে সৌম্য, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। যে কবিকে পথে ঠেলে নামিয়েছে, কবি তাকেই পথ থেকে ঘরে ফেরাতে চান। যে কবির ঘুম কেড়ে নিয়েছে, কবি তার জন্যই দীর্ঘ রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দেন। মূলত ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই যে ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত কবি সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সমাজ সংসারে বিদ্যমান বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কবির কণ্ঠে প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছে প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। তাই যে কবির কূল ভেঙে দিয়েছে, কবি তারই কূল বেঁধে দেন। যে কবির বুকে আঘাত করেছে, কবি তার জন্য কেঁদে আকুল হন। যে কবিকে কটু কথা শোনান, কবি তাকে বুকভরা গান শোনান। নিজে কাঁটা পেয়েও প্রতিদানে ফুল দিয়ে ভরিয়ে দেন অন্যের জীবন। এভাবেই তিনি পরকে আপন করে নেন। ভালোবাসাপূর্ণ সুন্দর পৃথিবী গড়তে যে তার বুকে কবর রচনা করেছে, কবি তার বুক ভালোবাসার রঙিন ফুলের বাগানে ভরিয়ে তুলতে চান। যে নির্দয় তার মুখ দিয়ে কবিকে নিষ্ঠুর কথা শোনায়, কবি তার মুখখানি সযত্নে হাতে তুলে ধরেন। আর নানা স্থান থেকে বিভিন্ন উপকরণ এনে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলেন। এভাবেই কবি অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করেই নয় বরং প্রতিদান হিসেবে অনিষ্টকারীর উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর, বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন।

পাঠ পর্যালোচনা

১. 'প্রতিদান' নামকরণটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে পরার্থপরতার কথা। তাই যে কবির ঘর ভেঙেছে, তিনি তারই, ঘর গড়ে দেন। কবিকে পর ভেবে দূরে ঠেলে দিলেও, তিনি আপনজনের মতো কাছে টেনে নেন। যে কবিকে পথে ঠেলে নামিয়েছে, কবি তাকেই পথ থেকে ঘরে ফেরাতে চান। যে কবির ঘুম কেড়ে নিয়েছে, কবি তার জন্যই দীর্ঘ রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দেন। মূলত ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই-- যে ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত কবি সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

২. সমাজ সংসারে বিদ্যমান বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কবির কণ্ঠে প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছে প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। তাই যে কবির কূল ভেঙে দিয়েছে, কবি তারই কূল বেঁধে দেন। যে কবির বুকে আঘাত করেছে, কবি তার জন্য কেঁদে আকুল হন। যে কবিকে কটু কথা শোনান, কবি তাকে বুকভরা গান শোনান। নিজে কাঁটা পেয়েও প্রতিদানে ফুল দিয়ে ভরিয়ে দেন অন্যের জীবন। এভাবেই তিনি পরকে আপন করে নেন।

৩. ভালোবাসাপূর্ণ সুন্দর পৃথিবী গড়তে যে তার বুকে কবর রচনা করেছে, কবি তার বুক ভালোবাসার রঙিন ফুলের বাগানে ভরিয়ে তুলতে চান। যে নির্দয় তার মুখ দিয়ে কবিকে নিষ্ঠুর কথা শোনায়, কবি তার মুখখানি সযত্নে হাতে তুলে ধরেন। আর নানা স্থান থেকে বিভিন্ন উপকরণ এনে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলেন। এভাবেই কবি অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করেই নয় বরং প্রতিদান হিসেবে অনিষ্টকারীর উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর, বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন।

Step 2 পাঠ-পরিচিতি

- **উৎস ও কবিতার সারসংক্ষেপ :** 'প্রতিদান' কবিতাটি কবি জসীমউদ্‌দীনের 'বালুচর' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ কবিতায় কবি ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই যে ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সমাজ-সংসারে বিদ্যমান বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কবির কণ্ঠে প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছে প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। কেননা ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই নির্মাণ করতে পারে সুন্দর, নিরাপদ পৃথিবী। কবি অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করেই নয়, বরং প্রতিদান হিসেবে অনিষ্টকারীর উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর, বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন।
- **ছন্দ :** 'প্রতিদান' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

Step 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য

সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ	
নিঃ + অন্তর = নিরন্তর	প্রতি + দান = প্রতিদান
সাজা + আই = সাজাই	বেড়া + আই = বেড়াই
প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয়	
√রন্‌জ্ + অনি + ঈ = রজনী	আ + √হন্ + অ = আঘাত
√কূল্ + অ = কূল	√বিষ্ + অ = বিষ
√বন্ + অ = বাণ	√বণ্ + অ + ঈ = বাণী
বানান সতর্কতা	
বিরাগী, মালঞ্চ, বাণ, জসীমউদ্‌দীন, কূল, বাণী, পরার্থপরতা, ব্যক্ত, রজনী।	

উচ্চারণ			
শব্দ	**উচ্চারণ**	**শব্দ**	**উচ্চারণ**
রজনী	রজোনি	সোহাগ	শোহাগ্
কূল	কুল্	বিষ	বিশ্
সাজাই	শাজাই	রঙিন	রোঙিন্
শব্দের উৎস নির্দেশ			
বাংলা	বিবাগী, রঙিন, সাজাই।		
সংস্কৃত	রজনী, আঘাত, কূল, বিষ, বাণ।		
আরবি	কবর।		

CamScanner

Part 3 MCQ প্রশ্নোত্তর

Step 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. জসীমউদ্‌দীনের রচনা কোনটি?
ⓚ যাদের দেখেছি ⓚ পথে-প্রবাসে
ⓖ কাল নিরবধি ⓘ ভবিষ্যতের বাঙালী উ: ক

০২. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের রচনা?
ক) গাজী মিয়ার বস্তানী খ) হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
গ) ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান ঘ) ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় উ: ঘ

০৩. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের নাটক?
ক) বোবা কাহিনী খ) মাটির কান্না গ) বেদের মেয়ে ঘ) রাখালী উ: গ

০৪. কোন কাব্যটি পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন রচিত?
ক) চৈতালী খ) রাখালী গ) ফণি-মনসা ঘ) আলো পৃথিবী উ: খ

০৫. জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা খ) ধূমকেতু
গ) কল্লোল ঘ) কালি ও কলম উ: গ

০৬. তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি?
ক) জসীমউদ্‌দীন খ) ফররুখ আহমদ
গ) আবুল হাসান ঘ) শহীদ কাদরী উ: ক

০৭. জসীমউদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক) রাখালী খ) সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ) নকসী কাঁথার মাঠ ঘ) বালুচর উ: ক

০৮. কবি জসীমউদ্‌দীনের বিখ্যাত কাব্য কোনটি?
ক) রঙিলা নায়ের মাঝি খ) মধুমালা
গ) নকসী কাঁথার মাঠ ঘ) কবর উ: গ

০৯. জসীমউদ্‌দীনের শ্রেষ্ঠ কাহিনিকাব্য কোনটি?
ক) নকসী কাঁথার মাঠ খ) সোজনবাদিয়ার ঘাট
গ) সকিনা ঘ) রাখালী উ: ক

১০. কবি জসীমউদ্‌দীন রচিত বিখ্যাত 'রূপাই' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া?
ক) রাখালী খ) নকসী কাঁথার মাঠ গ) বালুচর ঘ) ধানখেত উ: খ

১১. জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
ক) রাখালী খ) সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ) বালুচর ঘ) ধানক্ষেত উ: ক

১২. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের কাব্য নয়?
ক) মানসী খ) মাটির কান্না
গ) এক পয়সার বাঁশী ঘ) রাখালী উ: ক

১৩. জসীমউদ্‌দীনের 'চলে মুসাফির' কী ধরনের রচনা?
ক) আত্মজীবনী খ) উপন্যাস গ) ভ্রমণকাহিনি ঘ) কবিতা উ: গ

১৪. নিচের কোনটি কবি জসীমউদ্‌দীনের রচনা নয়?
ক) পদ্মার পলিদ্বীপ খ) রাখালী
গ) ধানখেত ঘ) নকশী কাঁথার মাঠ উ: ক

১৫. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের কাব্য নয়?
ক) মাটির কান্না খ) হাসু
গ) মাটির মায়া ঘ) এক পয়সার বাঁশী উ: গ

১৬. জসীমউদ্‌দীন রচিত 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
ক) বালুচর খ) মাটির কান্না গ) ধানখেত ঘ) রাখালী উ: গ

১৭. 'আসমানীদের' দেখতে কোথায় যেতে হবে?
ক) জামালপুর খ) মধুপুর গ) রসুলপুর ঘ) সিরাজগঞ্জ উ: গ

১৮. 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কার রচনা?
ক) জসীমউদ্‌দীন খ) কায়কোবাদ
গ) বন্দে আলী মিয়া ঘ) জীবনানন্দ দাশ উ: ক

১৯. 'কবর' কবিতায় কতটি পঙ্‌ক্তি রয়েছে?
ক) ১৩টি খ) ৯৬টি গ) ১০২টি ঘ) ১১৮টি উ: ঘ

২০. 'পল্লিকবি' কার অভিধা? অথবা, বাংলা সাহিত্যের পল্লিকবি কে?
ক) কাজী নজরুল ইসলাম খ) বেগম রোকেয়া
গ) গোলাম মোস্তফা ঘ) জসীমউদ্‌দীন উ: ঘ

২১. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের ভ্রমণকাহিনি?
ক) নকসী কাঁথার মাঠ খ) যে দেশে মানুষ বড়
গ) পদ্মরাগ ঘ) ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় উ: খ

২২. 'নকসী কাঁথা' কোন কবির কাব্যকে আশ্রয় করে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে?
ক) জীবনানন্দ দাশ খ) কাজী নজরুল ইসলাম
গ) বন্দে আলী মিয়া ঘ) জসীমউদ্‌দীন উ: ঘ

২৩. জসীমউদ্‌দীনের কাব্য কোনটি?
ক) মা যে জননী কান্দে খ) ময়নামতির চর
গ) রস কদম ঘ) বনতুলসী উ: ক

২৪. জসীমউদ্‌দীন রচিত শিশুতোষ কাব্য–
ক) রাখালী খ) এক পয়সার বাঁশী
গ) সোজন বাদিয়ার ঘাট ঘ) নকসী কাঁথার মাঠ উ: খ

২৫. জসীমউদ্‌দীনের 'আসমানী' চরিত্রটির বাড়ি কোথায়?
ক) গোপালগঞ্জ খ) ফরিদপুর
গ) রাজবাড়ী ঘ) মাদারীপুর উ: খ

২৬. জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতার দাদু শাপলার হাটে কী বিক্রি করতেন?
ক) আম খ) পাট গ) তরমুজ ঘ) মাছ উ: গ

২৭. 'বেদের মেয়ে' গীতিনাট্য কে লিখেছেন?
ক) কাজী নজরুল ইসলাম খ) জসীমউদ্‌দীন
গ) ড. নীলিমা ইব্রাহীম ঘ) সাঈদ আহমদ উ: খ

২৮. জসীমউদ্‌দীন তাঁর বন্ধুকে কোন গাঁয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন?
ক) পল্লি গাঁয়ে খ) কাজল গাঁয়ে গ) শ্যামল গাঁয়ে ঘ) সবুজ গাঁয়ে উ: খ

২৯. 'The Field of Embroidered Quilt' কাব্যটি কবি জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ?
ক) সোজন বাদিয়ার ঘাট খ) রঙিলা নায়ের মাঝি
গ) নকসী কাঁথার মাঠ ঘ) রাখালী উ: গ

৩০. 'কবর' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক) স্বরবৃত্ত খ) মাত্রাবৃত্ত গ) অক্ষরবৃত্ত ঘ) ত্রিপদী উ: খ

৩১. কোন কবির নামানুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ হয়েছে?
ক) জসীমউদ্‌দীন খ) মহাদেব সাহা
গ) নির্মলেন্দু গুণ ঘ) গোলাম মোস্তফা উ: ক

৩২. 'রঙ্গিলা নায়ের মাঝি' এর লেখক হলেন–
ক) জসীমউদ্‌দীন খ) ফররুখ আহমদ
গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ঘ) অতুল প্রসাদ উ: ক

৩৩. 'এ-গাঁর চাষী নিঘুম রাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে/ওইনা গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুঁরে!' চরণ দুটি যে বিখ্যাত রচনার অন্তর্গত–
ক) নকসী কাঁথার মাঠ খ) দেওয়ানা মদিনা
গ) চক্রবাক ঘ) মহুয়া উ: ক

৩৪. নিচের কোন কবি লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ছিলেন?
ক) কাজী নজরুল ইসলাম খ) সমর সেন
গ) আবুল হোসেন ঘ) জসীমউদ্‌দীন উ: ঘ

৩৫. 'কবর' কবিতাটি প্রথম যখন স্কুলপাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় তখন জসীমউদ্‌দীন ছিলেন–
ক) কলেজছাত্র খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
গ) কলেজশিক্ষক ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক উ: খ

৩৬. পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের উপন্যাস মোট কয়টি?
ক) একটি খ) দুইটি গ) বারটি ঘ) চৌদ্দটি উ: খ

৩৭. কোন মিলটি ঠিক–
ক) অবরোধবাসিনী, তসলিমা নাসরিন
খ) সঞ্চয়িতা, কাজী নজরুল ইসলাম
গ) জসীমউদ্‌দীন, সোজন বাদিয়ার ঘাট
ঘ) সঞ্চিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: গ

৩৮. 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ তাঁর কোন আত্মীয়কে সোনালি উষার সোনামুখের সঙ্গে তুলনা করেছেন?
ক) স্ত্রীকে খ) পুত্রবধূকে গ) কন্যাকে ঘ) নাতনীকে উ: ক

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৩৯. আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর– এ পঙ্ক্তিতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক পরোপকার　খ কৃতজ্ঞতাবোধ
গ সর্বংসহা মনোভাব　ঘ আত্মগ্লানি　উ: ক

৪০. 'প্রতিদান' কবিতায় কবি কাঁটা পেয়ে কী দান করেছেন?
ক ফুল　খ ঘৃণা　গ বাণ　ঘ ঘর　উ: ক

৪১. জসীমউদ্দীনের সংগ্রহশালা কোথায় অবস্থিত?
ক তাম্বুলখানায়　খ ফরিদপুরে
গ রাজেন্দ্রপুরে　ঘ গোবিন্দপুরে　উ: খ

৪২. পূর্ববঙ্গ গীতিকার সংগ্রাহক ছিলেন–
ক জীবনানন্দ দাশ　খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ জসীমউদ্দীন　ঘ আফসারউদ্দীন মোল্লা　উ: গ

৪৩. জসীমউদ্দীন প্রচার বিভাগের কোন পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন?
ক ডেপুটি ডাইরেক্টর　খ রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট
গ অফিসার　ঘ অর্গানাইজার　উ: ক

৪৪. জসীমউদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে নিযুক্ত ছিলেন–
ক দুই বছর　খ তিন বছর
গ পাঁচ বছর　ঘ আট বছর　উ: গ

৪৫. কবির নির্বাচিত কবিতার সংকলন গ্রন্থ কোনটি?
ক বোবা কাহিনী　খ মধুমালা
গ ধানখেত　ঘ সুচয়নী　উ: ঘ

৪৬. জসীমউদ্দীন রচিত শিশুতোষ গ্রন্থ কোনটি?
ক গ্রামের মেয়ে　খ আসমান সিংহ
গ হলুদ বরণী　ঘ এক পয়সার বাঁশী　উ: ঘ

৪৭. কবির 'কবর' কবিতাটি কোন পর্যায়ে পাঠ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়?
ক প্রাথমিক　খ মাধ্যমিক
গ উচ্চ মাধ্যমিক　ঘ এন্ট্রান্স　উ: খ

৪৮. 'আমায় এতো রাতে কেনে ডাক দিলি' গানটি কার রচিত?
ক আবদুল করিম　খ লালন শাহ
গ জসীমউদ্দীন　ঘ হাসন রাজা　উ: গ

৪৯. 'নক্সী কাঁথার মাঠ' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কে?
ক ই.এম. মিলফোর্ড　খ টি.এস. এলিয়ট
গ শেক্সপীয়র　ঘ পি.বি. শেলী　উ: ক

৫০. জসীমউদ্দীন কোন পুরস্কারটি মৃত্যুর পর পান?
ক প্রাইড অফ পারফরম্যান্স　খ বাংলা একাডেমি পুরস্কার
গ একুশে পদক　ঘ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার　উ: ঘ

৫১. জসীমউদ্দীন কত বছর বেঁচে ছিলেন?
ক ৭১ বছর　খ ৭৩ বছর
গ ৭৫ বছর　ঘ ৭৮ বছর　উ: খ

৫২. কবির নিজের নির্মিত বাড়িটি কোথায় ছিল?
ক কমলাপুরে　খ অম্বিকাপুরে
গ গুলশানে　ঘ রোজ গার্ডেন　উ: ক

৫৩. কবি কোন ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার দৃঢ় সমর্থক ছিলেন?
ক গণতান্ত্রিক　খ রাজতন্ত্র
গ সমাজতান্ত্রিক　ঘ প্রগতিশীল　উ: গ

৫৪. কবি লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন–
ক পাঁচ হাজার　খ দশ হাজার
গ দশ হাজারেরও বেশি　ঘ দশ হাজারেরও কম　উ: গ

৫৫. যে কবির ঘর ভাঙে, কবি তার জন্য কী করেন?
ক প্রসাদ গড়েন　খ ঘর বাঁধেন
গ কূল বাঁধেন　ঘ ভেঙে দেন　উ: খ

৫৬. 'প্রতিদান' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত?
ক বালুচর　খ ধানখেত
গ রাখালী　ঘ রূপবতী　উ: ক

৫৭. যে কবিকে পর করেছে, কবি তার জন্য কী করেন?
ক পর করে দেন　খ আপন করে নেন
গ আকুল হয়ে উঠেন　ঘ পথের বিবাগী হন　উ: খ

৫৮. পরকে আপন করতে কবি কী করেন?
ক জেগে থাকেন　খ ফুল দান করেন
গ পথের বিবাগী হন　ঘ কেঁদে বেড়ান　উ: ঘ

৫৯. কবি কাকে আপন করতে কেঁদে বেড়ান?
ক বন্ধুকে　খ আত্মীয়কে
গ পরকে　ঘ পরোপকারীকে　উ: গ

৬০. কবি 'দীঘল রজনী' কীভাবে কাটান?
ক ঘুমিয়ে　খ জেগে　গ কেঁদে　ঘ গান গেয়ে　উ: খ

৬১. 'দীঘল রজনী' অর্থ–
ক নির্ঘুম রাত　খ নিশি রাত
গ কালো রাত　ঘ দীর্ঘ রাত　উ: ঘ

৬২. কবি 'দীঘল রজনী' কার জন্য জাগেন?
ক যে কবির ঘর ভেঙেছে　খ যে কবির ঘুম কেড়ে নিয়েছে
গ যে কবির ঘুম হরেছে　ঘ যে কবিকে ঘুম পাড়িয়েছে　উ: গ

৬৩. 'উদাসীন' কোন শব্দের প্রতিশব্দ–
ক বিভাগী　খ বিরাগী
গ হানিয়া　ঘ ঠাঁই　উ: খ

৬৪. 'যে মোরে করিল পথের বিরাগী' এর পরবর্তী চরণ কোনটি?
ক পথে পথে ফিরি তার লাগি　খ পথে পথে তার লাগি ফিরি
গ পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি　ঘ পথে পথে ফিরি আমি তার লাগি　উ: গ

৬৫. কবি কার কূল বাঁধেন?
ক যে কবির কূল ভেঙেছে　খ যে কবির কূল বেঁধেছে
গ যে কবির কূল সাজান　ঘ যে কবির বুক ভরেন　উ: ক

৬৬. কবিতায় কেমন রজনীর উল্লেখ রয়েছে?
ক নিশি রাত　খ অমাবস্যা
গ আলোকিত　ঘ দীঘল　উ: ঘ

৬৭. যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি–
ক বাঁধি　খ কাঁদি
গ বুক ভরি　ঘ মালঞ্চ ধরি　উ: খ

৬৮. 'প্রতিদান' কবিতায় কবি কী কী বেঁধেছেন?
ক ঘর-বাড়ি　খ ঘর-সংসার
গ ঘর-কূল　ঘ ঘর-বাগান　উ: গ

৬৯. যার জন্য কবি কাঁদেন, সে কবিকে কোথায় আঘাত করেছে?
ক অন্তরে　খ মনে　গ হাতে　ঘ বুকে　উ: ঘ

৭০. কবি কার জন্য কাঁদেন?
ক যে কবির ঘর ভেঙেছে　খ যে কবিকে নিঠুরিয়া বাণী শুনিয়েছে
গ যে কবিকে কাঁটা দিয়েছে　ঘ যে কবির বুকে আঘাত হেনেছে　উ: ঘ

৭১. 'বিষে-ভরা বাণ' বলতে কী বোঝায়?
ক কটু কথা　খ বিষাক্ত কথা
গ বিষাক্ত বাণ　ঘ নির্দয় কথা　উ: ক

৭২. কবি বিষে-ভরা বাণের পরিবর্তে কী দেন?
ক গান　খ কবিতা
গ বুক-ভরা গান　ঘ অভিমান　উ: গ

৭৩. কবি কাঁটা পেয়ে কী দান করেন?
ক বুক-ভরা গান　খ ফুল　গ ফুলের মালঞ্চ　ঘ সোহাগ　উ: খ

৭৪. কবি কতদিন কাঁটা পেয়ে ফুল দান করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন?
ক সারাটি জনম-ভর　খ একজনম
গ সারাজীবন　ঘ সবসময়　উ: ক

৭৫. অনিষ্টকারী কবির বুকে কী বেঁধেছে?
ক কবর　খ বাগান　গ মালঞ্চ　ঘ ঘর　উ: ক

৭৬. যে কবির বুকে কবর বেঁধেছে, কবি তার জন্য কী করেন?
ক জেগে থাকেন　খ গান শোনান
গ বুক ভরান　ঘ বাণ দেন　উ: গ

৭৭. কবিতায় কেমন ফুলের উল্লেখ রয়েছে?
ক মালঞ্চ　খ কন্টকময়
গ সোহাগ　ঘ রঙিন　উ: ঘ

৭৮. 'নিঠুরিয়া' অর্থ কী?
ক নিস্পৃহ　খ নিষ্ঠুর
গ হিংসাত্মক　ঘ নিয়ত　উ: খ

৭৯. কত ঠাঁই হতে কত কী যে আনি —— নিরন্তর। শূন্যস্থানে কী বসবে?
ক বানাই　খ কাঁদাই
গ সাজাই　ঘ গোছাই　উ: গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

Step 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের জন্ম কোন গ্রামে? [খ ০২-০৩]
ক শিমপুর খ ফকিরহাট গ তাম্বুলখানা ঘ আলফাডাঙা উ: গ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. জসীমউদ্‌দীনকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি প্রদান করে কোন বিশ্ববিদ্যালয়? [খ ১০-১১]
ক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ঘ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় উ: গ

০২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেছেন যে কবি- [খ ১২-১৩]
ক বেগম সুফিয়া কামাল খ শামসুর রাহমান
গ জসীমউদ্‌দীন ঘ বুদ্ধদেব বসু উ: গ

০৩. কোন কবির নামানুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ হয়েছে? [ঘ ০৮-০৯]
ক শামসুর রাহমান খ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
গ জসীমউদ্‌দীন ঘ গোলাম মোস্তফা উ: গ

০৪. পল্লিকবি কার অভিধা? [গ ০৬-০৭]
ক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত খ জসীমউদ্‌দীন
গ শামসুর রাহমান ঘ বুদ্ধদেব বসু উ: খ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'প্রতিদান' কবিতায় কবি 'বিষে-ভরা বাণ' পেয়ে কী দান করেছেন? [C : ২৩-২৪]
ক প্রাণভরা বাণ খ ফুলের ডালা
গ বুকভরা গান ঘ ফুলের বাগান উ: গ

০২. 'প্রতিদান' কবিতার সারকথা কী? [C : ২৩-২৪]
ক প্রেম, সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা।
খ অশুভ বা বিপর্যয় থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।
গ প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা।
ঘ সংকট উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা। উ: গ

০৩. নিচের কোন কবিতাংশটি শুদ্ধ? [C : ২৩-২৪]
ক দীঘল রজনী তার তরে জাগি' যে হেরেছে মোর ঘুম।
খ যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি।
গ আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা বাঁধি তার কূল।
ঘ কাঁটা পেয়ে তারে দান করি ফুল সারাটি জনম ধরে। উ: খ

০৪. "রঙিলা নায়ের মাঝি" এর রচয়িতা কে? [E : ২৩-২৪]
ক জসীমউদ্‌দীন খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ আহসান হাবীব ঘ অক্ষয়কুমার বড়াল উ: ক

০৫. কোন মিলটি ঠিক? [C, ০৫-০৬]
ক সঞ্চিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ অবরোধবাসিনী, তসলিমা নাসরিন
গ জসীমউদ্‌দীন, সোজন বাদিয়ার ঘাট ঘ সঞ্চয়িতা, কাজী নজরুল ইসলাম উ: গ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বিষে-ভরা বাণ'-এর পরিবর্তে 'প্রতিদান' কবিতায় কী দেওয়া হয়ে থাকে? [A : ২৩-২৪]
ক প্রেমময় প্রাণ খ অনিঃশেষ গান
গ বুকভরা গান ঘ এক গোলা ধান উ: গ

০২. 'বিষে ভরা বাণ' -এর পরিবর্তে কবি দিতে চান- [C ২২-২৩]
ক বুকভরা ভালোবাসা খ বুকভরা গান গ বুকভরা আশীর্বাদ ঘ বুকভরা কান্না উ: খ

০৩. কবি জসীমউদ্‌দীনের জীবনকাল কোনটি? [০৫-০৬]
ক ১৯০৩-১৯৭৬ খ ১৮৮৯-১৯৬৬
গ ১৮৯৯-১৯৭৮ ঘ ১৯১০-১৯৮৭ উ: ক

০৪. পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের জন্ম- [০৫-০৬]
ক বরিশাল জেলায় খ ফরিদপুর জেলায় গ কুষ্টিয়া জেলায় ঘ কুমিল্লা জেলায় উ: খ

০৫. 'রঙিলা নায়ের মাঝি'র লেখক কে? [খ ০৭-০৮]
ক জসীমউদ্‌দীন খ ফররুখ আহমদ
গ অতুল প্রসাদ ঘ আবদুল আলীম উ: ক

০৬. কবি জসীমউদ্‌দীনের যে কাব্যগ্রন্থটি বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে- [গ ০৭-০৮]
ক নকসী কাঁথার মাঠ খ সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ ধানখেত ঘ রঙিলা নায়ের মাঝি উ: ক

০৭. 'সায়র' কোন শব্দের কাব্যিক রূপ? [০৮-০৯]
ক সাগর খ সন্ধ্যা গ সূর্য ঘ সন্ধ্যা উ: ক

০৮. জসীমউদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [০৮-০৯]
ক রাখালী খ বালুচর
গ সোজন বাদিয়ার ঘাট ঘ নকসী কাঁথার মাঠ উ: ক

০৯. 'বেদের মেয়ে' গীতিনাট্য কে লিখেছেন? [০০-০১]
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ সাঈদ আহমদ
গ ড. নীলিমা ইব্রাহিম ঘ জসীমউদ্‌দীন উ: ক

১০. 'The Field of Embroidered Quilt' কাব্যটি কবি জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ? [গ ৯৮-৯৯]
ক সোজন বাদিয়ার ঘাট খ রঙিলা নায়ের মাঝি
গ নকসী কাঁথার মাঠ ঘ রাখালী উ: গ

১১. 'চলে মুসাফির' ভ্রমণকাহিনিমূলক গ্রন্থটি কে রচনা করেন? [খ ৯৫-৯৬]
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ কবি জসীমউদ্‌দীন
গ সৈয়দ মুজতবা আলী ঘ ইব্রাহীম খাঁ উ: খ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. জসীমউদ্‌দীনকে ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে- [B1 : ২৩-২৪]
ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
গ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ঘ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উ: ঘ

০২. 'ধানখেত' কে রচনা করেছেন? [D1 : ২৩-২৪]
ক বিষ্ণু দে খ আহসান হাবীব
গ জীবনানন্দ দাশ ঘ জসীমউদ্‌দীন উ: ঘ

০৩. জসীমউদ্‌দীনের কোন রচনা বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে? [B1 ২২-২৩]
ক সোজন বাদিয়ার ঘাট খ বালুচর
গ নকসী কাঁথার মাঠ ঘ রঙিলা নায়ের মাঝি উ: ঘ

০৪. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের নির্বাচিত কবিতা সংগ্রহ? [D : ২১-২২]
ক সঞ্চয়িতা খ সঞ্চিতা গ কাব্যসঞ্চয়ন ঘ সুচয়নী উ: ক

০৫. 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে? [ক ০৩-০৪]
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ অমিয় চক্রবর্তী
গ জসীমউদ্‌দীন ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: গ

০৬. 'দেড়ী' শব্দের অর্থ কী? [ঙ ০৩-০৪]
ক মুনাফা খ রশি গ দেড় গুণ ঘ বিলম্ব উ: গ

০৭. শোক কবিতাকে ইংরেজিতে বলে- [ঘ ০৪-০৫]
ক Elegy খ Obituary গ Condolence ঘ Epigram উ: ক

০৮. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে কোন কবির কবিতা প্রবেশিকা বাংলা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়? [খ ০৭-০৮]
ক মধুসূদন দত্ত খ জসীমউদ্‌দীন
গ ফররুখ আহমদ ঘ শামসুর রাহমান উ: খ

০৯. 'কবর' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [ছ ০৯-১০]
ক বালুচর খ বলাকা গ ধানখেত ঘ রাখালী উ: ক

১০. 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন- [ঙ ১০-১১]
ক E.M. Milford খ W.B. Yeats
গ Wordsworth ঘ John Milton উ: ক

১১. 'মা যে জননী কান্দে' কোন ধরনের রচনা? [ঙ ১১-১২]
ক কাব্য খ নাটক গ উপন্যাস ঘ প্রবন্ধ উ: ক

১২. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের রচনা? [খ ১১-১২]
ক আয়না খ ভারতনাট্যম
গ সোজন বাদিয়ার ঘাট ঘ চোখের বালি উ: গ

১৩. 'নকসী কাঁথার মাঠ' কোন শ্রেণির গ্রন্থ? [ঘ ১১-১২]
ক উপন্যাস খ কাব্য
গ নাটক ঘ ছোটগল্প উ: খ

১৪. কোনটি শোক কবিতার পর্যায়ে পড়ে? [ঘ ১১-১২]
ক মানুষ খ বাংলাদেশ গ প্রাণ ঘ কবর উ: গ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'প্রতিদান' কবিতায় কবি বিষেভরা বাণ পেয়ে কী দান করেছেন? [B : ২৩-২৪]
ⓚ ফুল-মালঞ্চ ⓚⓗ শ্রাবণের ধারা
ⓖ কান্নাভরা প্রাণ ⓖⓗ বুকভরা গান উ: ঘ

০২. 'প্রতিদান' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য কী? [B ২২-২৩]
ক প্রতিবাদ খ পরার্থপরতা গ আত্মগ্লানি ঘ প্রকৃতি-বন্দনা উ: খ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বোবা কাহিনী' কোন শ্রেণির রচনা? [খ ০৬-০৭]
ক গল্প খ কবিতা গ প্রবন্ধ ঘ উপন্যাস উ: ঘ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'এক পয়সার বাঁশী' কাব্যের রচয়িতা কে? [গ ০৭-০৮]
ক জসীমউদ্দীন খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ কায়কোবাদ ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ক

০২. কোন কবিতাটি কবির ছাত্রাবস্থায় মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়? [গ ০৭-০৮]
ক আঠারো বছর বয়স খ বাংলাদেশ গ কবর ঘ বঙ্গভাষা উ: গ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. জসীমউদ্দীন সরকারের কোন বিভাগে উচ্চ পদে অধীন ছিলেন? [A ১৩-১৪]
ক শিক্ষা বিভাগে খ অর্থ বিভাগে
গ প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগে ঘ বিচার বিভাগে উ: গ

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মা যে জননী কান্দে' গ্রন্থের রচয়িতা- [C ১৩-১৪]
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ জসীমউদ্দীন ঘ শামসুর রাহমান উ: গ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল

০১. 'যে মোরে করিল পথের বিবাগী'– পঙ্‌ক্তিটির পরবর্তী চরণ কোনটি? [FASS : ২৩-২৪]
ক পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি খ আমি পথে পথে ফিরি তার লাগি
গ পথে পথে ফিরি তার লাগি আমি ঘ পথ হতে পথ আমি ফিরি তার লাগি উ: ক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'প্রতিদান' কবিতায় কবি কাঁটা পেয়ে কী দান করেছেন? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ক গান খ ঘৃণা গ বাণ ঘ ফুল উ: ঘ

Step 4 HSC বোর্ড পরীক্ষা ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শুনি সাম্যের গান–
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।

০১. উদ্দীপকের ভাব 'প্রতিদান' কবিতার কোন ভাবটিকে ধারণ করে? [ঢা. বো. ২৪]
ক প্রতিবাদ খ হিংসা-বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব গ জাগরণ চিন্তা ঘ সাম্যবাদ উ: ঘ

০২. 'প্রতিদান' কবিতাটি জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত? [রা. বো. ২৪]
ক নক্‌শী কাঁথার মাঠ খ ধানক্ষেত
গ বালুচর ঘ রঙিলা নায়ের মাঝি উ: গ

০৩. 'প্রতিদান' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে? [চ. বো. ২৪]
ক রাখালী খ বালুচর গ ধানখেত ঘ নক্‌শী কাঁথার মাঠ উ: খ

০৪. 'প্রতিদান' কবিতায় 'বুকভরা গান' বলতে কী বুঝানো হয়েছে? [চ. বো. ২৪]
ক শ্রদ্ধা খ উপহার গ সুখ ঘ ভালোবাসা উ: ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
করোনা মহামারির সময় করোনাক্রান্ত বৃদ্ধ মা-বাবাকে ছেড়ে রবিন তার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় তার বৃদ্ধ মা-বাবা সুস্থ হন। করোনা শেষে রবিন কাছে এলে তারা রবিনকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেলেন।

০৫. উদ্দীপকের বৃদ্ধ মা-বাবার ক্ষমাশীলতার সঙ্গে 'প্রতিদান' কবিতার কোন পঙ্‌ক্তির মিল আছে? [সি.বো.২৪]
ক কত ঠাঁই হতে কত কী যে আনি' সাজাই নিরন্তর
খ দীঘল রজনী তার তরে জাগি' ঘুম যে হরেছে মোর
গ রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ান ফুলমালঞ্চ ধরি
ঘ যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি উ: ঘ

০৬. 'প্রতিদান' কবিতায় কবি 'বিষে-ভরা বাণে'র পরিবর্তে কী দিয়েছেন? [য. বো. ২২]
ক সোহাগ-জড়ানো ফুল খ বুক ভরা গান
গ নিঠুরিয়া বাণী ঘ বুকেতে কঠিন আঘাত উ: খ

০৭. কবি জসীমউদ্‌দীন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? [রা. বো. ২২]
ক ১৮৯৯ খ ১৯০৩ গ ১৯০৫ ঘ ১৯৩৬ উ: খ

০৮. 'আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।'– পঙ্‌ক্তিতে কী বোঝানো হয়েছে? [কু. বো. ২২]
ক ক্ষমাশীলতা খ মানবপ্রীতি গ আন্তরিকতা ঘ আত্মতৃপ্তি উ: খ

০৯. 'প্রতিদান' কবিতায় কে পথের বিবাগী হয়েছেন? [চ. বো. ২২]
ক কবি স্বয়ং খ কবির আপনজন গ কবির পিতা ঘ কবির প্রতিবেশী উ: ক

১০. যে 'বিষেভরা বাণ' দিয়েছে প্রতিদানে কবি তাকে কী দেন? [ব. বো. ২২]
ক বুকভরা ভালোবাসা খ বুকভরা ফুল গ বুকভরা গান ঘ বুকভরা মালা উ: গ

১১. যে মোরে দিয়েছে বিষে-ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান;– এখানে 'বিষেভরা বাণ' কী অর্থ জ্ঞাপন করেছে? [ঢা. বো. ২২]
ক কটুকথা খ তীর গ মন্ত্র ঘ শর উ: ক

১২. 'প্রতিদান' কবিতায় কবি অনিষ্টকারীকে কী দিয়েছেন? [য. বো. ২২]
ক ক্ষমা খ শাস্তি গ দয়া ঘ অভিশাপ উ: ক

১৩. 'প্রতিদান' কবিতায় 'প্রতিদান' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [রা. বো. ২২]
ক অনিষ্টকারীকে ক্ষমা প্রদান খ বাসযোগ্য, সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণ
গ অনিষ্টকারীকে শাস্তি প্রদান ঘ অপকারীর উপকার উ: ঘ

Step 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. জসীমউদ্‌দীনের রচনা কোনটি? [৪০তম বিসিএস]
ক যাদের দেখেছি খ পথে-প্রবাসে
গ জল নির্ঝর ঘ ভবিষ্যতের বাঙালী উ: ক

০২. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের রচনা? [৩৮তম বিসিএস]
ক গাঙ্গী মিঠার বয়ানী খ হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
গ [illegible] উপাখ্যান ঘ ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় উ: ঘ

০৩. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের নাটক? [৩৬তম বিসিএস]
ক রাখালী খ মাটির কান্না
গ বেদের মেয়ে ঘ বোবা কাহিনী উ: গ

০৪. কোন কাব্যটি পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন রচিত? [৩৪তম বিসিএস]
ক [illegible] খ রাখালী গ ফণি-মনসা ঘ আলো পৃথিবী উ: খ

০৫. জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়? [৩৪, ২৫তম বিসিএস]
ক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা খ ধূমকেতু গ কল্লোল ঘ কালি ও কলম উ: গ

০৬. তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি? [৩১তম বিসিএস]
ক জসীমউদ্‌দীন খ ফররুখ আহমদ গ আবুল হাসান ঘ শহীদ কাদরী উ: ক

০৭. জসীমউদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [২৪তম বিসিএস]
ক রাখালী খ সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ নকসী কাঁথার মাঠ ঘ বালুচর উ: ক

০৮. 'মা যে জননী কান্দে' কোন ধরনের রচনা? [২৪তম বিসিএস]
ক কাব্য খ নাটক গ উপন্যাস ঘ প্রবন্ধ উ: ক

০৯. কবি জসীমউদ্‌দীনের জীবনকাল কোনটি? [১৪তম বিসিএস]
ক ১৯০৩–১৯৭৬ইং খ ১৮৮৯–১৯৬৬ইং
গ ১৮৯৯–১৯৯৭ইং ঘ ১৯১০–১৯৮৭ইং উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

Step 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. কবি নিজের ক্ষতি মেনে নিয়ে অনিষ্টকারীর ঘর বেঁধে দিয়েছেন, কারণ তিনি-
i. ক্ষমাশীল ii. পরোপকারী iii. [illegible]
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: ক

০২. [illegible] কবির [illegible] কারণ-
i. সহনশীলতা ii. উদারতা iii. [illegible]
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: ক

০৩. 'প্রতিদান' কবিতার মূল উপজীব্য হলো-
i. ক্ষমাশীলতা ii. উদারতা iii. পরার্থপরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: ক

০৪. 'আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি'- বলতে বোঝানো হয়েছে-
i. ক্ষমাশীলতা ii. সহনশীলতা iii. পরার্থপরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: ক

০৫. 'যে মোরে দিয়েছে বিষে ভরা বাণ, আমি দেই তারে বুকভরা গান' বলতে কবি বুঝিয়েছেন-
i. মহত্ত্ব ii. করুণা iii. ভালোবাসা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: ক

০৬. কাঁটার বিনিময়ে ফুল দেওয়ার কারণ-
i. মহানুভবতা ii. আত্মত্যাগ iii. কৃতজ্ঞতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: ক

০৭. রুমির কিছু গহনা বাড়ির কাজের মেয়ে সামিমা চুরি করা সত্ত্বেও রুমি সামিমাকে ক্ষমা করে দেয়। 'প্রতিদান' কবিতার যে চরণটি এই ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ-
i. আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর
ii. আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি
iii. আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: ক

০৮. বিনাকে তার কাকি অকারণে অপমান করলেও বিনা কাকিকে অনেক শ্রদ্ধা করে। 'প্রতিদান' কবিতার যে চরণে বিনার মনোভাব পরিস্ফুট-
i. পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি
ii. আমি দেই তারে বুকভরা গান
iii. কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: [illegible]

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও।
হীরা ও মণি দুই বান্ধবী। হীরা খুব সহজেই মানুষকে আপন করে নিতে পারে। অন্যদিকে মণি খুব প্রতিহিংসাপরায়ণ। কেউ তার ক্ষতি করলে সেও পাল্টা ক্ষতি করার চেষ্টা করে।

০৯. উদ্দীপকের মণি 'প্রতিদান' কবিতার ভাববিরোধী, কারণ-
i. প্রতিহিংসা ii. প্রতিশোধ iii. প্রতিযোগিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: [illegible]

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও।
'পরার্থে আপন সুখ দিয়ে বিসর্জন,
কুটির হওগো ধন্য তরুর মতন।'

১০. উদ্দীপক ও 'প্রতিদান' কবিতা অনুসারে মানবজীবন সার্থক হবে-
i. আত্মত্যাগ দ্বারা ii. প্রতিহিংসা দ্বারা iii. পরোপকার দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: [illegible]

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও।
"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

১১. উদ্দীপক ও 'প্রতিদান' কবিতার উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন হয়ে উঠেছে-
i. পরার্থপরতায় ii. আত্মত্যাগে iii. সংযমে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: [illegible]

১২. জীবনে প্রকৃত সার্থকতা ও সুখ অনুভব করা যায়-
i. স্বার্থ বিসর্জনে ii. অপরের কল্যাণসাধনে iii. নির্লিপ্ত জীবনযাপনে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: [illegible]

১৩. 'প্রতিদান' কবিতায় কবির প্রত্যাশা-
i. সুন্দর পৃথিবী ii. প্রীতিময় সম্পর্ক iii. সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: [illegible]

Part 4 লিখিত অংশ

Step 1 জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

- যে কবির ঘর ভেঙেছে, কবি তার জন্য- ঘর বেঁধে দেন।
- 'বিষে-ভরা বাণ' অর্থ- কটু কথা।
- 'মালঞ্চ' শব্দের অর্থ- ফুলের বাগান।
- 'যেবা' শব্দের অর্থ- যে বা যিনি।
- কবি কার কূল বাঁধেন- যে তাঁর কূল ভেঙেছে।
- কবি কেঁদে বেড়ান- যে কবিকে পর করেছে।
- কবি যার জন্য কাঁদেন- যে কবির বুকে আঘাত হেনেছে।
- কবি পরের জন্য কেঁদে বেড়ান- পরকে আপন করতে।
- কবি পথে পথে ফিরেন- যে কবিকে পথের বিরাগী করেছে।
- যে কবির ঘুম কেড়ে নিয়েছে, কবি তার জন্য- দীঘল রজনী জেগে থাকেন।
- 'প্রতিদান' কবিতায় 'বিরাগী' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে- নিস্পৃহ বা উদাসীন।
- 'প্রতিদান' কবিতায় কবিকে আঘাত হানা হয়েছে- বুকে।
- কবি 'বিষে-ভরা বাণে'র প্রতিদানে দিয়েছেন- বুকভরা গান।
- 'বিষে ভরা বাণ' বলতে কেমন ভাষার কথা বলা হয়েছে- হিংসাত্মক ভাষা।
- 'প্রতিদান' কবিতায় কাঁটা পেয়ে কবি দান করেন- ফুল।
- কবিকে যেমন বাণ দেওয়া হয়েছে- বিষে ভরা।
- কবি পথে ঘুরে ফিরেন- পথের বিরাগী হয়ে।
- কবির কূল ভেঙে দিলে তিনি- অন্যের কূল বেঁধে দেন।
- কবি বুকে আঘাত পেয়েও- আঘাতকারী ব্যক্তির জন্য কাঁদেন।
- কবি কীসের প্রতিদানে ফুল দান করেন- কাঁটা পাওয়ার প্রতিদানে।
- অন্যেরা কবির বুকে বাঁধতে চায়- কবর।
- যে কবির বুকে কবর বেঁধেছে, কবি তার- বুক ভরে দিতে চান।
- কবিতায় যেমন ফুলের উল্লেখ রয়েছে- রঙিন।
- রঙিন ফুল দিয়ে কবি- সোহাগ-জড়ান ফুলের মালঞ্চ সাজিয়েছেন।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- কবি নিষ্ঠুরিয়া বাণীর মুখখানি– কন্ঠে বা হাতে তুলে নেন।
- 'প্রতিদান' কবিতায় চরণ রয়েছে– ১৮ চরণ।
- কবিতার প্রথম চরণ– আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।
- কবিতার শেষ চরণ– আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
- 'স্থান বা আশ্রয়' শব্দের যে প্রতিশব্দটি কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে– ঠাঁই।
- কবিতায় কবি ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিতে বলেছেন– জীবনকে সার্থক করতে।
- ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত রয়েছে– পরার্থপরতায়।
- জীবনে প্রকৃত সার্থকতা ও সুখ অনুভব করা যায়– নিজ স্বার্থ বিসর্জনে ও অপরের কল্যাণসাধনে।
- 'প্রতিদান' কবিতায় 'ঘুম যে হরেছে' বলতে বোঝানো হয়েছে– নির্ঘুম রাত কাটানোর কথা বলা হয়েছে।
- কবিতায় সমাজকে কি দ্বারা আক্রান্ত বলা হয়েছে– বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা।
- 'প্রতিদান' কবিতায় কবির উচ্চারণ– প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীত।
- কবি প্রীতিময় পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা করেন– প্রেম ও ভালোবাসার মাধ্যমে।
- কবি ভালোবাসাপূর্ণ মানুষ কামনা করেছেন– নিরাপদ পৃথিবীর জন্য।
- সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবীর জন্য দরকার– ভালোবাসাপূর্ণ মানুষ।
- কবি তার ঘরই গড়ে দিতে চান– যে তাঁর ঘর ভেঙেছে।
- কবি তাকেই আপন করতে কেঁদে বেড়ান– যে তাঁকে পর করেছে।
- কবি পথে পথে তার জন্যই ঘুরে বেড়ান– যে তাঁকে পথের বিরাগী করেছে।
- যে কবির ঘুম কেড়ে নিয়েছে কবি তার জন্য– দীঘল রজনী জাগেন।
- যে কবির কূল ভেঙেছে– কবি তার কূল বাঁধেন।
- যে কবির বুকে আঘাত করেছে– কবি তার জন্য কাঁদেন।
- যে কবির বুকে কবর বেঁধেছে– কবি তার বুক ভরেন রঙিন ফুলের ফুল মালঞ্চ দিয়ে।
- বিষে-ভরা বাণের বদলে কবি দিতে চেয়েছেন– বুক ভরা গান।
- কবি কাঁটার বদলে দিতে চেয়েছেন– ফুল।
- কবিতাটি রচনার প্রেক্ষাপট– প্রতিহিংসাপরায়ণ মানসিকতা দূরীভূত করার আকাঙ্ক্ষা।
- 'প্রতিদান' কবিতায় কবি অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করেই নয়, বরং প্রতিদান হিসেবে অনিষ্টকারীর– উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন।
- 'প্রতিদান' কবিতায় কবির প্রত্যাশা– সুন্দর পৃথিবি, প্রীতিময় সম্পর্ক, সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব।
- জীবনে প্রকৃত সার্থকতা ও সুখ অনুভব করা যায়– স্বার্থ বিসর্জনে ও অপরের কল্যাণ সাধনে।
- 'প্রতিদান' কবিতার উপজীব্য– পরার্থপরতা ও ক্ষমাশীলতা।

Step 2 অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

০১. 'প্রতিদান' কবিতার নামকরণের প্রাসঙ্গিকতা বিচার কর।

উত্তর : 'প্রতিদান' কবিতায় কবি নানাভাবে প্রতিদান দিয়েছেন। আপন ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করে পরার্থপরতার দিকে আলোকপাত করেছেন। সহজেই অনুমেয় কবি বিষয়বস্তু অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ওপর ভিত্তি করে কবিতার নামকরণ করেছেন।

কবি পরার্থপরতার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সুখ ও সার্থকতা খুঁজেছেন। সমাজ-সংসার বিভেদ-হিংসা-হানাহানিতে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিশোধ-হিংসার বিপরীতে কবিকণ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। তাই যে কবির ঘর ভেঙেছে, কবিকে পথের বিবাগী করেছে, ঘুম কেড়ে নিয়েছে, বুকে আঘাত হেনেছে, কাঁটার আঘাতে জর্জরিত করেছে, কবিকে নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়েছে, প্রতিদানে তাকেই কবি আপন করে নিতে চেয়েছেন। তার জীবন সুন্দর করে সাজিয়ে দিতে চেয়েছেন। অপকারীর উপকার করার প্রত্যয়ই ব্যক্ত হয়েছে কবিতার প্রতিটি চরণে। এভাবেই কবির মনোভাবের বহিঃপ্রকাশে কবিতাটি হয়ে উঠেছে সুন্দর ও সার্থক।

০২. 'প্রতিদান' কবিতায় কবি 'রঙিন ফুলের সোহাগ' বলতে কী বুঝিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : 'প্রতিদান' কবিতায় কবি জাগতিক ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই যে ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কবিতায় কবি মানুষের প্রীতিময় মানবিক আচরণকে রঙিন ফুলের সোহাগ বলেছেন।

প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও স্নেহপূর্ণ মানবীয় আচরণ দিয়ে মানবহৃদয় জয় করা সম্ভব। 'প্রতিদান' কবিতায় কবি সমাজ-সংসারে বিদ্যমান বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হলেও তাঁর কণ্ঠে প্রতিশোধ প্রতিহিংসার বাণী উচ্চারিত হয়নি। কেননা কবি মনে করেন হিংসা, ক্ষোভ, অনিষ্ট চিন্তা দিয়ে সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী সৃজন সম্ভব নয়। তাই তিনি অপকারীর জন্য ঘর বেঁধেছেন, রাত্রি জেগেছেন, কূল বেঁধেছেন, বুকভরা গান দিয়েছেন, ফুল দান করেছেন। কবি এই মানবীয় আচরণকে রঙিন ফুলের সোহাগ বলে উল্লেখ করেছেন।

০৩. 'মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি' – চরণটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কবি বিশ্বাস করেন প্রতিহিংসা-প্রতিশোধ নয় বরং ভালোবাসাই জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। তাই কবির বুকে যে কবর বেঁধেছে অর্থাৎ প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছে কবি ভালোবেসে তার বুক ভরে দিতে চেয়েছেন।

'প্রতিদান' কবিতায় কবি উদার, মানবিকতার প্রীতিময় বাণীকে স্নিগ্ধ গীতিময়তা দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন ক্ষোভ, শত্রুতা, প্রতিশোধ-প্রতিহিংসাপূর্ণ আচরণ বা মনোভাব দ্বারা সুন্দর ও নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী সৃষ্টি হতে পারে না। তাই কেউ যদি কবির ক্ষতি করে, নিষ্ঠুর আচরণ করে কিংবা মৃত্যুর যন্ত্রণা দিয়ে তাকে জর্জরিত করে, তবুও তিনি ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ন হবেন না। এ জন্যই কবি সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবীর আশায় তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা দানকারীকে কাছে টেনে নিয়ে প্রীতি ও ভালোবাসায় তার বুক ভরে দিতে চান।

০৪. কবি অনিষ্টকারীর মন জয় করতে চান কীভাবে? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও স্নেহপূর্ণ মানবীয় আচরণ দিয়ে মানবহৃদয় জয় করা সম্ভব। 'প্রতিদান' কবিতায় কবি প্রীতি ও ভালোবাসা দিয়ে অনিষ্টকারীর মন জয় করতে চান।

কবির মতে, অসাধারণ প্রীতি ও অকুণ্ঠ ভালোবাসা দিয়ে সব মানুষের হৃদয় জয় করতে পারাই সত্যিকার মনুষ্যত্ব। সমাজ সংসারের বিদ্যমান প্রেম-বিরহ, বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কবির কণ্ঠে প্রতিশোধ প্রতিহিংসার বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছে প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। সকল অশুভ-অকল্যাণের প্রতিদান কবি দিতে চেয়েছেন শুভ ও কল্যাণের মাধ্যমে, ভালোবাসার মাধ্যমে; কেননা কেবল ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই নির্মাণ করতে পারে সুন্দর, নিরাপদ পৃথিবী। অনিষ্টকারী যতই বিমুখ হোক, তার অন্তরে আঘাত করুক তিনি তা নীরবে সহ্য করতে প্রয়াসী। তিনি অকুণ্ঠ প্রেম ও প্রীতি দিয়ে অনিষ্টকারীর মন জয় করতে চান।

০৫. 'আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর' বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : চরণটিতে বিভেদময় এ পৃথিবীতে কবির উদার মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। ক্ষমাই পরম ধর্ম- এ মতবাদে বিশ্বাসী কবি। কবি অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করেই নয় বরং প্রতিদান হিসেবে অনিষ্টকারীর উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন। তাই যে কবির ঘর ভেঙে দিয়েছে, কবি তারই ঘর বেঁধে দিয়েছেন।

০৬. 'যে মোরে করিল পথের বিরাগী, পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি' তাৎপর্য বিচার কর।

উত্তর : অপকারী শত্রুর প্রতি কবির মহানুভবতার প্রকাশ ঘটেছে উক্ত বক্তব্যে।

হিংসা-বিভেদ আর হানাহানির এ পৃথিবীতে কবি প্রতিহিংসার বিপরীতে ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করতে চান। তাই যে কবিকে পথের বিরাগী করেছেন, কবি তার জন্যই পথে পথে ঘুরে ফিরেন। এখানেই কবির মহত্ত্বের পরিচয়। কবির বিশ্বাস, ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই নির্মাণ করতে পারে সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবী।

০৭. কবি বিষে ভরা বাণের পরিবর্তে বুক-ভরা গান দেন কেন?

উত্তর : কবি সঙ্কীর্ণ মানসিকতার নন বলেই বিষে-ভরা বাণের পরিবর্তে বুক-ভরা গান দেন। কবি জানেন বিভেদের বিপরীতে ক্ষমাশীলতাই পারে শান্তিপূর্ণ পৃথিবী নির্মাণ করতে। তাই কবিকে কেউ হিংসাত্মকভাবে কটু কথা শোনলেও, কবি পাল্টা কটু কথা শোনান না। বরং ভালোবাসাপূর্ণ এক পৃথিবী গড়তে বুক-ভরা গান দেন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

০৮. 'যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি' কেন?

উত্তর : সহনশীলতা ও প্রীতিতে বিশ্বাসী বলে যে কবির বুকে আঘাত হেনেছে, কবি তার জন্যই কেঁদে আকুল হন।

কবি উদার মানসিকতার অধিকারী বলেই পরার্থপরতাকে বড় করে দেখেছেন। তাই প্রতিহিংসার বশবর্তী না হয়ে যে কবিকে আঘাত করেছে, কবি তারই মঙ্গল কামনা করে কাঁদেন। কবি জানেন, হিংসা-বিদ্বেষ-হানাহানি নয় বরং ভালোবাসাই পারে সুন্দর এক পৃথিবী গড়ে তুলতে।

০৯. 'আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর' কী বোঝানো হয়েছে।

উত্তর : পরকে আপন করে নেওয়ার পরম মহিমা প্রকাশ পেয়েছে উক্ত বাক্যে।

'প্রতিদান' কবিতায় সহনশীলতা, ক্ষমা আর উদারতার দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। যে কবির অপকার করেছে, কবি তাকে শত্রু না ভেবে আপন করে নেন। তাই যারা কবির ক্ষতি করে, ভুল বুঝে পর করে দেয়, কবি তাদের জন্য কেঁদে বেড়ান। পরম মমতায় আপন করার জন্য কেঁদে আকুল হন।

১০. কবি দীঘল রজনী কার তরে জেগে কাটান, কেন?

উত্তর : যে কবির ঘুম কেড়ে নিয়েছে, কবি তারই জন্য দীঘল রজনী জেগে কাটিয়ে দেন।

প্রতিশোধ নয়, পরার্থপরতার মাঝেই প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত রয়েছে বলে কবির বিশ্বাস। তাই যে কবির ঘুম কেড়ে নিয়েছে, কবি তার জন্য নিরন্তর ভেবে দীর্ঘ-রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দেন। আর এখানেই কবির মাহানুভবতা।

১১. কবি অন্যের কূল বেঁধে দেন কেন?

উত্তর : প্রতিহিংসার বিপরীতে প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় কবি অন্যের কূল বেঁধে দেন। কবি অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করেই নয়, বরং প্রতিদান হিসেবে অনিষ্টকারীর উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন। তাই যে কবির কূল ভেঙে দিয়েছে, কবি তার কূল ভেঙে না দিয়ে বরং বেঁধে দিয়েছেন। কবির পরার্থপর মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এখানে।

১২. 'ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই নির্মাণ করতে পারে সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবী'—ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : হিংসা-বিদ্বেষ নয় পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক পৃথিবীকে সুন্দর ও নিরাপদ করতে পারে।

বিভেদ, বিবাদ, হিংসা, বিদ্বেষ কখনো মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। সমাজ-সংসারে নানা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করলেও কেবল ভালোবাসাপূর্ণ মনোভাবই পারে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলতে। ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা এবং নিরাপদ পৃথিবীর নিশ্চয়তা নির্ভর করে। তাই ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই পারে সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে।

১৩. 'প্রতিদান' কবিতায় ভালোবাসাপূর্ণ মানুষ কামনা করা হয়েছে কেন?

উত্তর : ভালোবাসাপূর্ণ মানুষ সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবী নির্মাণ করতে পারে বলে কবিতায় এমন মানুষের কামনা করা হয়েছে।

প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধপরায়ণ মানুষেরা কখনো অন্যের ভালো করতে পারে না; বরং তাদের দ্বারা সমাজের অমঙ্গল আর অনিষ্ট হয়। অন্যদিকে ভালোবাসাপূর্ণ মানুষ সহজেই পরকে আপন করতে পারে। তারা অন্যের দুঃখে সহায় হতে পারে। নিজেদের মনের সৌন্দর্য দিয়ে পৃথিবীকে নতুন করে সাজাতে পারে। তাই পৃথিবীতে ভালোবাসাপূর্ণ মানুষকেই কবি আকাঙ্ক্ষা করেছেন।

১৪. কবিকে যে পর করেছে তাঁকে আপন করার জন্য কেঁদে বেড়ান কেন?

উত্তর : 'প্রতিদান' কবিতায় কবি ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই যে ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত, সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সমাজ-সংসারে বিদ্যমান বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা অক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কবির কণ্ঠে প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছে প্রীতিময় পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। কেননা ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই নির্মাণ করতে পারে সুন্দর, নিরাপদ পৃথিবী। তাই কবিকে যে পর করেছে, তাকে আপন করার জন্য কেঁদে বেড়ান।

১৫. 'মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি' বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : যে কবিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে, প্রতিদানে কবি তাকে পূর্ণতা দান করেছেন। 'প্রতিদান' কবিতায় প্রতিহিংসা-প্রতিশোধপরায়ণতার পরিবর্তে কবি মায়া-মমতা-ভালোবাসার কথা বলেছেন। তাই কবি নিজে দুঃখ-কষ্ট, মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করেও অন্যকে ভালোবাসা দিয়েছেন। তাই যে কবির বুকে কবর বেঁধেছে, কবি নিজে তার বুক ভরে দিয়েছেন।

১৬. কবি 'রঙিন ফুলের সোহাগ' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : কবি মানুষের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক, আদর, ভালোবাসার কথা বলেছেন। সমাজ-সংসারে বিদ্যমান বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কবির কণ্ঠে প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছে প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। তাই কবি তাঁর প্রতি অমানবিকতার পরিবর্তে মানবিক আচরণ করেছেন। কবর, কাঁটার প্রতিদানে রঙিন ফুলের সোহাগ দিয়েছেন।

১৭. কবিকে যে নিঠুরিয়া বাণী শোনায়, কবি তার জন্য কী করেন?

উত্তর : কবি অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করেই নয়, বরং প্রতিদান হিসেবে অনিষ্টকারীর উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর, বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন। হিংসা-বিভেদ-হানাহানির পরিবর্তে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। তাই যে কবিকে নিষ্ঠুর কথা শোনায়, কবি তাকে নিষ্ঠুর কথা শোনায় না। বরং ভালোবেসে তার মুখখানি আপন করে নিয়ে সর্বস্ব দিয়ে সাজিয়ে তোলেন। এখানেই কবির মহানুভবতা।

১৮. 'কত ঠাঁই হতে কত কী যে আনি' সাজাই নিরন্তর' ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কবি নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে ভালোবাসার আদর্শ স্থাপনে উক্ত মন্তব্যটি করেছেন।

কবি বিশ্বাস করেন, পরার্থপরতার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সুখ নিহিত। যে কবির সাথে নির্দয় ব্যবহার করে, যে মুখে নিষ্ঠুর কথা শোনায়; কবি সে মুখখানি সাজিয়ে দিতে চান। আর সেজন্য নানা জায়গা থেকে নানা উপকরণের সন্ধান করেন। কবি বুঝিয়ে দিতে চান, প্রতিহিংসা নয় ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই নির্মাণ করতে পারে সুন্দর, নিরাপদ পৃথিবী।

১৯. কবি কেন ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার কথা বলেছেন?

উত্তর : পরার্থপরতায় প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত বলে কবি ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছেন।

কবির বিশ্বাস, ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই নির্মাণ করতে পারে সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবী। তাই সমাজ-সংসারে বিদ্যমান বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কবির কণ্ঠে প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছে প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। জীবনকে সার্থক, অর্থবহ করে তুলতে কবি ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই সুখ খুঁজেছেন।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখন

২০. কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম-ভর।

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু জসীমউদ্‌দীন রচিত 'প্রতিদান' কবিতা থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য অংশে কবির পরার্থপর মহানুভবতার প্রকাশ ঘটেছে।

বিশ্লেষণ : সমাজ-সংসার হিংসা-বিভেদ-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে প্রতিহিংসা-প্রতিশোধের বিপরীতে প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। তাই তিনি অপকারীকে শত্রু না ভেবে বন্ধু করে কাছে টেনে নিতে চান। শুধু ক্ষমা করেই নয় বরং প্রতিদান হিসেবে অনিষ্টকারীর উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন। তাই যে কবিকে কাঁটার আঘাত দিয়েছে কবি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে তাকে কাঁটা ফিরিয়ে দেননি। বরং সারাজীবন ধরে ফুল দেওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। আর এখানেই কবির মহত্ত্বের পরিচয়।

CamScanner

Part 5

SELF TEST

Step 1 SELF TEST MCQ

০১. জসীমউদ্‌দীন কী হিসেবে পরিচিত?
ⓚ আধুনিক কবি ⓚ পল্লিকবি
ⓖ গ্রামীণ কবি ⓖ মধ্যবিত্তের কবি

০২. জসীমউদ্‌দীনের জন্ম কোন জেলায়?
ⓚ ফিরোজপুর ⓚ গোবিন্দপুর ⓖ ফরিদপুর ⓖ ময়মনসিংহ

০৩. জসীমউদ্‌দীনের মায়ের নাম কী?
ⓚ আমিনা খাতুন ⓚ আমেনা বেগম ⓖ সাহেরা খাতুন ⓖ মালেকা বানু

০৪. জসীমউদ্‌দীনের কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল–
ⓚ শৈশবে ⓚ কৈশোরে ⓖ কর্মজীবনে ⓖ ছাত্রজীবনে

০৫. জসীমউদ্‌দীন কার অধীনে পল্লিগীতি সংগ্রহ করেছেন?
ⓚ সুকুমার সেন ⓚ দীনেশচন্দ্র সেন
ⓖ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ⓖ অসিত কুমার

০৬. কবি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন?
ⓚ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ⓚ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
ⓖ শান্তিনিকেতনের ⓖ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

০৭. জসীমউদ্‌দীন কোন সরকারের অধীনে পাবলিসিটি বিভাগের অফিসার নিযুক্ত হন?
ⓚ বাংলাদেশ সরকার ⓚ পাকিস্তান সরকার
ⓖ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার ⓖ পূর্ব পাকিস্তান সরকার

০৮. জসীমউদ্‌দীনকে ডি.লিট. ডিগ্রি দেয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়?
ⓚ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ⓚ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ⓖ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ⓖ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

০৯. জসীমউদ্‌দীন কোন পদক প্রত্যাখ্যান করেন?
ⓚ একুশে পদক ⓚ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার
ⓖ বাংলা একাডেমি পুরস্কার ⓖ প্রেসিডেন্ট এওয়ার্ড

১০. 'মা যে জননী কান্দে' কবির কোন ধরনের রচনা?
ⓚ খণ্ড কবিতা ⓚ নাটক ⓖ উপন্যাস ⓖ গাথাকাব্য

১১. কবি কত সালে 'একুশে পদক' পান?
ⓚ ১৯৫৮ ⓚ ১৯৭৬ ⓖ ১৯৭৮ ⓖ ১৯৮০

১২. 'সখিনা' জসীমউদ্‌দীনের কোন ধরনের রচনা?
ⓚ নাটক ⓚ রূপকথা ⓖ খণ্ড কবিতা ⓖ গ্রাম্যকথা

১৩. জসীমউদ্‌দীন কতটি উপন্যাস রচনা করেছেন?
ⓚ ১টি ⓚ ২টি ⓖ ৩টি ⓖ ৪টি

১৪. 'জার্মানীর শহরে বন্দরে' কোন ধরনের রচনা?
ⓚ স্মৃতিকথা ⓚ শিশুতোষ গ্রন্থ ⓖ অনুবাদগ্রন্থ ⓖ ভ্রমণকাহিনি

১৫. 'কেমন তোমার মাতা-পিতা' কার গান?
ⓚ জসীমউদ্‌দীন ⓚ শাহ্ আবদুল করিম
ⓖ বাউল সঙ্গীত ⓖ পলান সরকার

১৬. কবিতায় 'যে বা যিনি' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে কোনটি বসেছে?
ⓚ তোমা ⓚ যেবা ⓖ ইনি ⓖ তিনি

১৭. কবি কীসের প্রতিদানে ফুল দান করেন?
ⓚ গান ⓚ বাণ
ⓖ কাঁটা ⓖ নিঠুরিয়া বাণী

১৮. 'মালঞ্চ' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ ফুল ⓚ ফুলের বাগান
ⓖ বাগান ⓖ জঙ্গল

১৯. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ⓚ জসিমউদ্দিন ⓚ জসীমউদ্দিন
ⓖ জসিমউদ্দীন ⓖ জসীমউদ্‌দীন

২০. কবি ১৯৭৬ সালের কত তারিখে মারা যান?
ⓚ ৪ মার্চ ⓚ ১৪ মার্চ
ⓖ ১ এপ্রিল ⓖ ১২ মে

২১. 'প্রতিদান' কবিতায় কতটি চরণ রয়েছে?
ⓚ ১৮টি ⓚ ২০টি
ⓖ ২২টি ⓖ ২৫টি

২২. প্রতিদান কবিতার মূল উপজীব্য–
ⓚ ভালোবাসা ⓚ স্বার্থপরতা
ⓖ পরার্থপরতা ⓖ মহত্ত্ব

২৩. যে মুখে কবিকে নিঠুরিয়া বাণী শোনানো হয়, তার জন্য কবি কী করেন?
ⓚ আত্মত্যাগ ⓚ ক্ষমা
ⓖ কেঁদে বেড়ান ⓖ সাজান নিরন্তর

২৪. আমি লয়ে করে তারি মুখখানি। এখানে 'করে' অর্থ কী?
ⓚ কিছু করা ⓚ হাতে
ⓖ কপালে ⓖ নিয়ে

২৫. কবির শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাকে দাফন করা হয় কার কবরের পাশে?
ⓚ দাদি ⓚ নানি
ⓖ মা ⓖ বাবা

OMR

০১.ⓚⓚⓖⓖ	০২.ⓚⓚⓖⓖ	০৩.ⓚⓚⓖⓖ	০৪.ⓚⓚⓖⓖ	০৫.ⓚⓚⓖⓖ
০৬.ⓚⓚⓖⓖ	০৭.ⓚⓚⓖⓖ	০৮.ⓚⓚⓖⓖ	০৯.ⓚⓚⓖⓖ	১০.ⓚⓚⓖⓖ
১১.ⓚⓚⓖⓖ	১২.ⓚⓚⓖⓖ	১৩.ⓚⓚⓖⓖ	১৪.ⓚⓚⓖⓖ	১৫.ⓚⓚⓖⓖ
১৬.ⓚⓚⓖⓖ	১৭.ⓚⓚⓖⓖ	১৮.ⓚⓚⓖⓖ	১৯.ⓚⓚⓖⓖ	২০.ⓚⓚⓖⓖ
২১.ⓚⓚⓖⓖ	২২.ⓚⓚⓖⓖ	২৩.ⓚⓚⓖⓖ	২৪.ⓚⓚⓖⓖ	২৫.ⓚⓚⓖⓖ

Answer

২৫.ক	২৪.খ	২৩.ঘ	২২.গ	২১.ক	২০.খ	১৯.ঘ	১৮.খ	১৭.গ
১৬.খ	১৫.ক	১৪.ঘ	১৩.খ	১২.গ	১১.খ	১০.ঘ	০৯.গ	০৮.ক
০৭.গ	০৬.ঘ	০৫.খ	০৪.ঘ	০৩.ক	০২.গ	০১.খ		

Step 2 SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. জসীমউদ্‌দীনের পূর্ণনাম কী?
০২. কবি কোন সময়ে পল্লিগীতি সংগ্রাহক হিসেবে কাজ করেছেন?
০৩. জসীমউদ্‌দীনের হাস্যরসাত্মক গ্রন্থটির নাম কী?
০৪. কবির আত্মজীবনীর নাম কী?
০৫. 'জসীম মেলা' কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
০৬. জসীমউদ্‌দীনের কর্মজীবন কোথায় শুরু হয়?
০৭. কবি কোথায় মারা যান?
০৮. 'Field of the Embroidered Quilt' কে অনুবাদ করেন?
০৯. জসীমউদ্‌দীনের সংগ্রহশালাটি স্থাপন করে কারা?
১০. কবি কোন আন্দোলন সংগ্রামে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন?

উত্তর :

০১. মোহাম্মদ জসীমউদ্‌দীন মোল্লা।
০২. স্নাতকোত্তর অধ্যয়নকালে।
০৩. বাঙালির হাসির গল্প।
০৪. জীবনকথা।
০৫. গোবিন্দপুর।
০৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
০৭. ঢাকায়।
০৮. E.M. Milford.
০৯. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।
১০. বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলন।

◈ উপন্যাস 'বোবা কাহিনী' ◈

পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন রচিত 'বোবা কাহিনী' (১৯৬৪) উপন্যাসে মহাজনি শোষণের কারণে গ্রামের প্রান্তিক চাষি আজহারের ভূমিহীন হওয়া, শহরের সুবিধাবাদী উকিল ও ভণ্ড ধার্মিক কর্তৃক মেধাবী বছির নিগৃহীত হওয়া ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র : বছির, আজহার, আরজান, রহিমুদ্দিন।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৮৯৯-১৯৫৪ খ্রি.

- জীবনানন্দ দাশকে বলা হয় রূপসী বাংলার কবি।
- বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশকে নির্জনতম কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

সুচেতনা
জীবনানন্দ দাশ

- কবিতার মূলসুর : বর্তমান পৃথিবীর গভীরতর ব্যাধিকে অতিক্রম করে সুস্থ ইহলৌকিক পৃথিবীর মানুষকে জীবন্ময় করে রাখা।
- কবিতার বিষয়বস্তু : পৃথিবীতে বিরাজমান নেতিবাচকতার বিপরীতে সুচেতনার গুরুত্ব।

এ কবিতার আলোচ্য বিষয়ে যা থাকছে

সুচেতনা
- Part-1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য
  - Step : 1 কবি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন।
  - Step : 2 কবির গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম।
  - Step : 3 কবি সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
- Part-2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি
  - Step : 1 মূল কবিতা, শব্দার্থ ও টীকা এবং পাঠ পর্যালোচনা
  - Step : 2 পাঠ-পরিচিতি।
  - Step : 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য।
- Part-3 MCQ প্রশ্নোত্তর
  - Step : 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 3 নার্সিং/ বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 4 HSC বোর্ড পরীক্ষার ও পাঠ্য বইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ [১১শ-১২শ শ্রেণির জন্য]
- Part-4 লিখিত অংশ
  - Step : 1 জ্ঞানমূলক *(মূল পাঠ, লেখক ও অন্যান্য)* প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 অনুধাবনমূলক *(উদ্ধৃতি ও সংলাপ ব্যাখ্যাকরণ)* প্রশ্নোত্তর।
- Part-5 SELF TEST
  - Step : 1 SELF TEST MCQ প্রশ্নোত্তর ।
  - Step : 2 SELF TEST লিখিত।

কবিতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

✪ সুচেতনা হচ্ছে শুভ চেতনা, সুন্দর বা মহৎ চেতনা। সুচেতনা সকলের মাঝে বিরাজমান নয়। সুচেতনা অত্যন্ত দুর্লভ বলে কবি এটিকে দূরতর দ্বীপের সাথে তুলনা করেছেন। ক্ষমতা-আধিপত্যের লোভ থেকে দূরে গিয়ে যারা পৃথিবীর মঙ্গল চিন্তা করে তারা পায় সেই দূরতর দ্বীপ সদৃশ সুচেতনার সান্নিধ্য।

সুচেতনা

✪ হিংসা-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ বর্তমান পৃথিবী। চারিদিকে যুদ্ধ, হানাহানি ও রক্তপাত। এ যেন পৃথিবীর গভীরতর অসুখে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কবির চেতনাগত সত্তা বর্তমান পৃথিবীর গভীরতর ব্যাধিকে অতিক্রম করে সুস্থ ইহলৌকিক পৃথিবীর মানুষকে জীবন্ময় করে রাখে। এ জন্য মানুষ পৃথিবীর কাছে কৃতজ্ঞ।

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ

'সুচেতনা' কবিতার কিছু বিষয়

- 'সুচেতনা' কবিতায় শুভচেতনার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।
- সুচেতনা হচ্ছে কবির চেতনাগত সত্তা ও কল্পনাপ্রসূত ধারণা।
- 'সুচেতনা' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে মানবিক বিপর্যয়ের স্বরূপ।
- কবি মনে করেন, মানুষের শুভচেতনা– দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন, যা সর্বত্র বিস্তারিত নয়।
- মানবসমাজের অগ্রযাত্রাকে নিশ্চিত করবে জীবনমুক্তির চেতনাগত সত্য অর্থাৎ সুচেতনা।
- কবি সম্বোধন করেছে– আরাধ্য চেতনানিহিত বিশ্বাসকে, শুভ ও কল্যাণবোধকে।
- মানবতার জয় নিশ্চিত করতে কবির হাতে নিহত হয় তারই বিরুদ্ধ চেতনায় বিশ্বাসী ভাই, বোন, বন্ধু ও পরিজন।

সুচেতনা কবিতার প্রেক্ষাপট কাঙ্ক্ষিত সমাজ বিনির্মাণে কবির আরাধ্য চেতনা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা। অর্থাৎ বর্তমান পৃথিবীর গভীরতর ব্যাধিকে অতিক্রম করে সুস্থ ইহলৌকিক পৃথিবীর মানুষকে জীবন্ময় করে রাখা।

কবি ও সুচেতনা

- 'সুচেতনা' কবিতার কবিকে নির্জনতম কবি বলে অভিহিত করা হয়।
- কবির চেতনায় বা কল্পনায় সুচেতনার সবুজে বিরাজ করছে নির্জনতা।
- কবি জীবনানন্দ দাশের মায়ের নাম কুসুমকুমারী দাশ। তিনিও কবি ছিলেন।
- 'সুচেতনা' কবিতাটি 'বনলতা সেন' (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

কবির বিশ্বাসমতে, সুচেতনা দূরতম দ্বীপসদৃশ একটি ধারণা, যা পৃথিবীর নির্জনতায়, যুদ্ধে, রক্তে নিঃশেষিত

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য

Step 1 কবি পরিচিতি

জীবনানন্দ দাশ আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং মা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত কবি। **শিক্ষাজীবন :** ম্যাট্রিক (১৯১৫), ব্রজমোহন স্কুল, বরিশাল। আই.এ. (১৯১৭), ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল। বি.এ. অনার্স (১৯১৯), কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ; এম.এ. ইংরেজি (১৯২১), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মায়ের কাছ থেকে তিনি কবিতা লেখার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। স্বল্প সময়ের জন্য বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করলেও মূলত ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। কবি জীবনানন্দ দাশ কবিতায় সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের এক জগৎ তৈরি করেন। বিশেষ করে গ্রামবাংলার নিসর্গের যে ছবি তিনি এঁকেছেন, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা চলে না। সেই নিসর্গের সঙ্গে অনুভব ও বোধের বহুতর মাত্রা যুক্ত হয়ে তাঁর হাতে অনন্যসাধারণ কবিতাশিল্প রচিত হয়েছে। এই অসাধারণ কাব্যবৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **'চিত্রকল্পময়'** বলে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া ব্যক্তিমানুষের নিঃসঙ্গতা, আধুনিক জীবনের বিচিত্র যন্ত্রণা ও হাহাকার এবং সর্বোপরি জীবন ও জগতের রহস্য ও মাহাত্ম্য সন্ধানে তিনি এক অপ্রতিম কবিভাষা সৃষ্টি করেছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন **'নির্জনতম কবি'** বলে। উপমা, চিত্রকল্প, প্রতীক সৃজন, আলো-আঁধারের ব্যবহার এবং অনুভবের বিচিত্র মাত্রার ব্যবহারে তাঁর কবিতা লাভ করেছে অসাধারণত্ব। তাঁর নিসর্গবিষয়ক কবিতা বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ স্থান রয়েছে। জীবনানন্দ দাশ ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে হাসপাতালে মারা যান।

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিধা, স্বীকৃতি ও সাহিত্যকর্ম

পঞ্চপাণ্ডবদের একজন	পঞ্চপাণ্ডব হলো বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতাবাদী ৫ জন কবি যারা রবীন্দ্রপ্রভাবের বাইরে গিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের (অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) মধ্যে তিনি অন্যতম এবং তাঁকে কল্লোলের ও তিরিশের কবি বলা হয়।
পেশা/কর্মজীবন	**অধ্যাপনা :** কলকাতা সিটি কলেজ (১৯২২-১৯২৮); বাগেরহাট কলেজ (১৯২৯); দিল্লির রামযশ কলেজ (১৯২৯-১৯৩০); ব্রজমোহন কলেজ (১৯৩৫-১৯৪৬); হাওড়া কলেজ (১৯৫১-১৯৫২); বড়িষা কলেজ (১৯৫২); হাওড়া গার্লস কলেজ (১৯৫৩-১৯৫৪)।
সম্পাদনা	দৈনিক স্বরাজ (১৯৪৭) [সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনা করতেন]; ১৯৫০ সালে তিনি 'দ্বন্দ্ব' (১৩৫৪) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন।
গবেষণা	জীবনানন্দ দাশের উপর গবেষণা করেন– ক্লিনটন বি-সীলি।
শ্রেষ্ঠতম কবি	বাংলা ভাষায় তাকে 'শ্রেষ্ঠতম কবি' বলে আখ্যায়িত করা হয়।
উপাধি	রূপসী বাংলার কবি, নির্জনতার কবি, তিমির হননের কবি ও ধূসরতার কবি।
মিল	ধূসর পাণ্ডুলিপি'র (১৯৩৬) সঙ্গে কবি W. B. Yeats এর 'The Falling of the Leaves's' কবিতার মিল আছে।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	ঝরা পালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)।
বিখ্যাত কবিতা	বনলতা সেন (১৯৪২) : 'বনলতা সেন' কবিতার উপর অ্যাডগার এলেন পো'র 'টু হেলেন' কবিতার প্রভাব রয়েছে।
উপন্যাস	মালাবান (১৯৭৩), সুতীর্থ (১৯৭৪), কল্যাণী (১৯৩২), মৃণাল (১৯৩৩), কারুবাসনা (১৯৩৩), বিরাজ (১৯৩৩), বাসমতির উপাখ্যান।
প্রবন্ধগ্রন্থ	কবিতার কথা (১৯৫৬)।

ছন্দে ছন্দে জীবনানন্দ দাশের রচনাসমূহ

- **কাব্যগ্রন্থ :** কবি ঝরাপালক এর ওপর ভর করে এ মহাপৃথিবীতে এসে রূপসী বাংলায় সাতটি তারার তিমির বাজিয়ে মেয়ে বনলতা সেনকে বেলা অবেলায় কালবেলা দেখাতে গিয়ে ধূসর পাণ্ডুলিপি উপহার দেন।
- **উপন্যাস :** জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস বাসমতির উপাখ্যানে বিরাজ করছে সুতীর্থ, মৃণাল, কল্যাণী, এবং মাল্যবান এর কারুবাসনার কথা।

Step 3 কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জীবনানন্দ দাশের আদি নিবাস– গাওপাড়া গ্রাম, বিক্রমপুর।
- 'ঝরা পালক' ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যে ধরনের রচনা– কাব্যগ্রন্থ।
- পশ্চাতের যে সকল কবি দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন– ইয়েটস, বোদলেয়ার, অ্যাডগার এলেন পো।
- তাঁর গল্প সংকলন 'জীবনানন্দ দাশের গল্প' (১৩৭৯) প্রকাশিত হয়– সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তফীর সম্পাদনায়।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কবিতাগ্রন্থ পাঠ করে জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে চিত্রকল্পময় কবিতা বলেছেন– ধূসর পাণ্ডুলিপি।
- বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশকে আখ্যায়িত করেছেন– 'নির্জনতম কবি' হিসেবে।
- তিনি জীবন অতিবাহিত করেন– ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে।
- কবি কুসুমকুমারী দাশের সঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশের সম্পর্ক– মা-ছেলে।
- সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া জীবনানন্দ দাশের একটি উপন্যাসের নাম– **'কল্যাণী'** (প্রকাশ ১৯৯৯)।
- জীবনানন্দ দাশ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন– লাবণ্য গুপ্তের সঙ্গে।
- জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর তাঁর যে দুটি কাব্য প্রকাশিত হয়– **'রূপসী বাংলা'** ও **'বেলা অবেলা কালবেলা'**
- বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল– **তাঁর নিসর্গবিষয়ক কবিতা।**
- বাংলা সাহিত্যে 'রূপসী বাংলার কবি' হিসেবে খ্যাত– **জীবনানন্দ দাশ।**
- কবির 'হায় চিল' কবিতার সঙ্গে W. B. Yeats এর যে কবিতার মিল আছে– **'He reproves the curlew'** কবিতার।
- 'সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি।' উক্তিটি যে গ্রন্থের– **'কবিতার কথা' প্রবন্ধের।**
- তাঁর কবিতায় পরিলক্ষিত হয়– **সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের জগৎ।**
- জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ফুটে উঠেছে– **আধুনিক জীবনের বিচিত্র যন্ত্রণা ও হাহাকার।**
- আলো-আঁধারের ব্যবহার, রঙের ব্যবহার ও অনুভবের বৈচিত্র্য প্রকাশে অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন– **জীবনানন্দ দাশ।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি

Step 1

শব্দার্থ ও টীকা

◈ **সুচেতনা.... নির্জনতা আছে–** সুচেতনা নামে এক শুভ চেতনার কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে। কবির কল্পনায় দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন এই চেতনার সবুজে বিরাজ করছে নির্জনতা। অর্থাৎ এই শুভ চেতনা সর্বত্র বিস্তারিত, বিরাজমান নয়।

◈ **এই পৃথিবীর.... সত্য নয়–** সভ্যতার বিকাশের পাশাপাশি বহু যুদ্ধ-রক্তপাত-প্রাণহানী সংঘটিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তবে এই ধ্বংসাত্মক দিকটিই পৃথিবীর শেষ সত্য নয়।

◈ **আজকে অনেক.... পরিজন পড়ে আছে–** প্রেম, সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েও পৃথিবীতে অগণিত প্রাণহানি, রক্তপাতের ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ অনেক রক্তাক্ত পথ পাড়ি দিয়েই পৌঁছাতে হয় ভালোবাসার পরিণামে।

◈ **এই পথে আলো.... ক্রমমুক্তি হবে–** পৃথিবীব্যাপ্ত গভীর অসুখ বা বিপর্যয় থেকে মুক্তির পথই শুভ চেতনা। ইতিবাচক এ চেতনার আলো প্রজ্বলনের মাধ্যমেই সকল বিপর্যয় থেকে পৃথিবী ও মানুষের মুক্তি ঘটবে।

◈ **মাটি-পৃথিবীর টানে.... সে-সব বুঝেছি–** ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সংকট প্রত্যক্ষ করে পৃথিবীতে মানবরূপে জন্ম না নেওয়াকে আপাতভাবে কাঙ্ক্ষিত মনে হলেও এই পৃথিবী ও শুভ চেতনা থেকে প্রাপ্তিই শেষাবধি আমাদের গভীরভাবে প্রাণিত ও ঋণী করে।

◈ **শাশ্বত রাত্রির.... অনন্ত সূর্যোদয়–** পৃথিবীব্যাপ্ত অন্ধকার বা অশুভের অন্তরালেই আছে সূর্যোদয়, মুক্তির দিশা। সুচেতনার বিকাশেই এই আলোকজ্জ্বল পৃথিবীর দেখা মিলবে, এটিই কবির বিশ্বাস।

◈ **সুচেতনা–** সুন্দর, মহৎ বা উদার চেতনা।
◈ **দারুচিনি–** মসলা জাতীয় বৃক্ষের নাম।
◈ **রূঢ়–** কঠিন। ◈ **বনানী–** বন।

মূল কবিতা

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়। ①
আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু,
দেখেছি আমারি হাতে হয়ত নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন প'ড়ে আছে;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে। ②
সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে– এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;
এ-বাতাস কী পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;
প্রায় ততদূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গ'ড়ে দেবো, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে। ③
মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হতো অনুভব ক'রে;
এসে যে গভীরতর লাভ হলো সে-সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;
দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয়–
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়। ④

শব্দার্থ ও টীকা

◈ **দূরতর–** অনেক দূরের।
◈ **দ্বীপ–** চারদিকে পানিবেষ্টিত ভূভাগ।
◈ **বনানী–** বন।
◈ **নির্জনতা–** জনহীনতা।
◈ **রণ–** যুদ্ধ বা সংগ্রাম।
◈ **পরিজন–** আত্মীয়-স্বজন বা পরিবারের লোকজন।
◈ **ঋণী–** ঋণগ্রস্ত বা দেনাদার।
◈ **রূঢ় রৌদ্রে–** কঠিন বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে।
◈ **পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন–** পৃথিবীর গভীর সংকট ও বিপর্যয়কর অবস্থা।
◈ **ক্রমমুক্তি–** ক্রমশ স্বাধীন।
◈ **মনীষী–** প্রজ্ঞাসম্পন্ন বা তীক্ষ্ণধী।
◈ **সূর্যকরোজ্জ্বল–** সূর্যের মতো উজ্জ্বল।
◈ **ক্লান্তিহীন–** অক্লান্ত।
◈ **নাবিক–** জাহাজ বা নৌকা যে চালায়।
◈ **ঢের–** অনেক।
◈ **অন্তিম–** শেষ।
◈ **পরম–** শ্রেষ্ঠ বা মহান।
◈ **প্রভাত–** সকাল।
◈ **ভালো মানবসমাজ–** সুচেতনার আলোয় আলোকিত শান্তিপূর্ণ মানবসমাজ।
◈ **অন্তিম প্রভাতে–** সুদূর ভবিষ্যতের আলোকিত সময়।
◈ **অনুভব–** উপলব্ধি, বোধ বা জ্ঞান।
◈ **সমুজ্জ্বল–** প্রভা ও দীপ্তিযুক্ত বা বিশেষভাবে উজ্জ্বল।
◈ **শাশ্বত–** নিত্য, অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী।
◈ **অনন্ত–** অসীম বা যার শেষ নেই।
◈ **শাশ্বত রাত্রির–** চিরন্তন অন্ধকার বা অশুভ।
◈ **অনন্ত সূর্যোদয়–** মুক্তির দিশা।

পাঠ পর্যালোচনা

০১. কবিতায় সুচেতনা নামে এক শুভচেতনার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। কবির কল্পনায় দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন এই চেতনার সবুজে বিরাজ করছে নির্জনতা। এ শুভচেতনার বিস্তার সর্বত্র হলেও সর্বদা বিরাজমান নয়। কেননা সভ্যতার বিকাশের পাশাপাশি বহু যুদ্ধ-রক্তপাত-প্রাণহানী সংঘটিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তবে এ ধ্বংসাত্মক দিকটিই পৃথিবীর শেষ সত্য নয়।

০২. প্রেম, সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েও পৃথিবীতে অগণিত প্রাণহানী, রক্তপাতের ঘটনা ঘটে। অনেক রক্তাক্ত পথ পাড়ি দিয়েই পৌঁছাতে হয় ভালোবাসার পরিণামে। এ রক্তপাতে যে শক্তিকে পরাস্ত করা হয় তারাও কোনো না কোনোভাবে নিজেরই আপনজন। পৃথিবীব্যাপ্ত গভীর এ বিপর্যয় থেকে মুক্তির একমাত্র পথ শুভচেতনা। চারদিকের এত হিংসা-বিদ্বেষ-হানাহানির মাঝেও আশ্রয়দানকারী পৃথিবীমাতার প্রতি তাই কবি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ ও ঋণ স্বীকার করেছেন।

০৩. পৃথিবীর এ গভীরতর বিপর্যয় থেকে ইতিবাচক শুভচেতনার আলো প্রজ্বলনের মাধ্যমেই সকল বিপর্যয় থেকে পৃথিবী ও মানুষের মুক্তি ঘটবে। আর বহু শতাব্দী ধরে বহু মনীষীর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই এ মুক্তি ঘটবে বলে কবির বিশ্বাস। তাই ইতিবাচক বোধে উজ্জীবিত কবি বাতাসকে দেখেছেন সুনিশ্চিত আলোকিত ভবিষ্যতের প্রতীক সূর্যকরোজ্জ্বলরূপে। কবির দৃঢ় বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে নতুন প্রজন্মের হাত ধরেই সুচেতনার আদর্শ দ্বারা এক সুস্থ-সুন্দর কাঙ্ক্ষিত ও শান্তিপূর্ণ মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

০৪. সকল সঙ্কটের মাঝে পৃথিবীতে মানবরূপে জন্ম না নেওয়াকে আপাতভাবে কাঙ্ক্ষিত মনে হলেও এ পৃথিবী ও শুভচেতনা থেকে প্রাপ্তিই শেষাবধি আমাদের গভীরভাবে অনুরণিত করে। পৃথিবীব্যাপ্ত অন্ধকার-অশুভের অন্তরালেই আছে মুক্তির দিশা। আর একমাত্র সুচেতনার বিকাশেই আলোকজ্জ্বল পৃথিবীর দেখা মিলবে বলে কবির বিশ্বাস।

Step 2

পাঠ-পরিচিতি

➢ **উৎস পরিচিতি :** 'সুচেতনা' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

➢ **কবিতার সারসংক্ষেপ :** 'সুচেতনা' জীবনানন্দ দাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এ কবিতায় সুচেতনা সম্বোধনে কবি তাঁর প্রার্থিত, আরাধ্য এক চেতনানিহিত বিশ্বাসকে শিল্পিত করেছেন। কবির বিশ্বাসমতে, সুচেতনা দূরতম দ্বীপসদৃশ একটি ধারণা, যা পৃথিবীর নির্জনতায়, যুদ্ধে, রক্তে নিঃশেষিত নয়। চেতনাগত এই সত্তা বর্তমান পৃথিবীর গভীরতর ব্যাধিকে অতিক্রম করে সুস্থ ইহলৌকিক পৃথিবীর মানুষকে জীবন্ময় করে রাখে। জীবন্মুক্তির এই চেতনাগত সত্যই পৃথিবীর ক্রমমুক্তির আলোকে প্রজ্বলিত রাখবে, মানবসমাজের অগ্রযাত্রাকে নিশ্চিত করবে। শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত সূর্যোদয়কে প্রকাশ করবে।

➢ **প্রথম লাইন–** সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ

➢ **শেষ লাইন–** শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

➢ **ছন্দ :** 'সুচেতনা' কবিতাটি ৮ + ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্বে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। অপূর্ণ পর্ব ৪ মাত্রার।

◆সাহিত্যপাতা সম্পাদনা◆
'দৈনিক স্বরাজ' পত্রিকায়
জীবনানন্দ দাশ সাহিত্য বিভাগে সাহিত্য পাতা সম্পাদনা করতেন।

CamScanner

Step 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য

সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ	
সূর্যকর + উজ্জ্বল = সূর্যকরোজ্জ্বল	অন্ত + ইম = অন্তিম
আলোক + উজ্জ্বল = আলোকোজ্জ্বল	সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়

প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয়	
দ্বী + অপ্ + অ = দ্বীপ	√রুহ্ + ত = রূঢ়
ন + √ক্ষি + ত্র = নক্ষত্র	রুদ্র + অ = রৌদ্র
নির্জন + তা = নির্জনতা	ন + √সুখ্ + অ = অসুখ
হন + আনী = বনানী	নি + √হন্ + ত = নিহত
√রণ্ + অ = রণ	প্র + √অন্ + অ = প্রাণ
√রন্জ্ + ত = রক্ত	√গম্ + ঈর = গভীর

সমাস নির্ণয়		
ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
দ্বীপ	দুই দিকে অপ যার	নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি
প্রভাত	প্র (প্রকৃষ্টরূপে) যে ভাত	প্রাদি সমাস
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু কর্মধারয় সমাস

ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
অসুখ	ন/নেই সুখ	নঞ তৎপুরুষ সমাস
সুচেতনা	সু যে চেতনা	কর্মধারয় সমাস
নিহত	বধ করা হয়েছে এমন	উপপদ তৎপুরুষ

উচ্চারণ			
শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
দ্বীপ	দিপ্	নির্জনতা	নিরজনোতা
নক্ষত্র	নোক্‌খোত্‌ত্রো	রক্ত	রক্তো
রূঢ়	রুঢ়ো	রৌদ্র	রোউদ্‌দ্রো
গভীর	গোভির্	মনীষী	মোনিশি
ক্রম	ক্রোম্	ঋণী	রিনি

শব্দের উৎস নির্দেশ			
সংস্কৃত	নির্জনতা, নক্ষত্র, দ্বীপ, বনানী, রণ, সত্য।		
ফারসি	দারুচিনি।	হিন্দি	ভোর।

বানান সতর্কতা
দ্বীপ, রূঢ়, শতাব্দী, মনীষা, সূর্যকরোজ্জ্বল, আলোকজ্জ্বোল, শাশ্বত, জীবনানন্দ।

Part 3 MCQ প্রশ্নোত্তর

Step 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. কবি 'সুচেতনা' কবিতায় কোন চেতনার কথা বলেছেন?
ক সুন্দরচেতনা খ অসুন্দর চেতনা
গ শুভচেতনা ঘ অশুভচেতনা **উ: গ**

২. কী প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পৃথিবীতে অগণিত প্রাণহানি, রক্তপাতের ঘটনা ঘটে?
ক প্রেম খ সত্য গ কল্যাণ ঘ সবগুলো **উ: ঘ**

৩. জীবনানন্দ দাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা কোনটি?
ক ঘাস খ সুচেতনা
গ হাওয়ার রাত ঘ বুনো হাঁস **উ: খ**

৪. পৃথিবীর নির্জনতায়, যুদ্ধে, রক্তে নিঃশেষিত নয় কোনটি?
ক মানবিকতা খ ক্রমমুক্তি
গ অন্ধযাত্রা ঘ সুচেতনা **উ: ঘ**

৫. সভ্যতা বিকাশের পাশাপাশি কোনটি পৃথিবীর শেষ সত্য নয়?
ক যুদ্ধ খ রক্তপাত
গ ধ্বংসাত্মক দিকটি ঘ ভালোবাসা **উ: গ**

৬. 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির?
ক জীবনানন্দ দাশ খ শক্তি চট্টোপাধ্যায়
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ শহীদ কাদরী **উ: ক**

৭. কার হাতে ভাই বোন বন্ধু পরিজন নিহত হয়ে পড়ে আছে?
ক সুচেতনার হাতে খ মানুষের হাতে
গ মনীষীর হাতে ঘ কবির হাতে **উ: ঘ**

৮. জীবনানন্দ দাশকে কোন সময়ের কবি বলা হয়?
ক রোমান্টিক কবি খ আধুনিক কবি
গ উত্তরাধুনিক কবি ঘ কোনোটিই নয় **উ: খ**

৯. 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি' উক্তিটির রচয়িতা–
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ জসীমউদ্‌দীন ঘ জীবনানন্দ দাশ **উ: খ**

১০. কবি সুচেতনাকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?
ক দিনের সঙ্গে খ সূর্যের সঙ্গে
গ বনানীর সঙ্গে ঘ দূরতর দ্বীপের সঙ্গে **উ: ঘ**

১১. এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে। এখানে 'এ-পথেই' দ্বারা কোন পথের কথা বলা হয়েছে।
ক দ্বন্দ্ব সংঘাত খ সুচেতনা
গ রক্তপাত ঘ নির্জনতা **উ: খ**

১২. জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় কীসের ছবি এঁকেছেন?
ক গ্রামবাংলার খ জীবজগতের
গ অনুভবের ঘ বাস্তবতার **উ: ক**

১৩. 'সুচেতনা' কবিতায় দূরতর দ্বীপটি কোথায়?
ক দারুচিনির ফাঁকে খ বনানীর ফাঁকে
গ বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ঘ রুদ্র রৌদ্রে **উ: গ**

১৪. দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে কী আছে?
ক সুচেতনা খ দূরতর দ্বীপ
গ বন্ধু পরিজন ঘ নির্জনতা **উ: ঘ**

১৫. এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা–
ক সত্য খ শেষ সত্য গ রূঢ় ঘ নির্জন **উ: ক**

১৬. কোনটি এই পৃথিবীর শেষ সত্য নয়?
ক রূঢ় রৌদ্র খ রণ রক্ত সফলতা
গ ভালোবাসা ঘ অন্ধকার **উ: খ**

১৭. অনেক রূঢ় রৌদ্রে কী ঘুরে?
ক মানুষ খ পৃথিবী
গ প্রাণ ঘ সুচেতনা **উ: গ**

১৮. কবিপ্রাণ কোথায় ঘুরে?
ক দারুচিনি বনে খ রূঢ় রৌদ্রে
গ বনানীর ফাঁকে ঘ দূরতর দ্বীপে **উ: খ**

১৯. কবি পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো কী দিতে চেয়েছেন?
ক ভালোবাসা খ ঘৃণা
গ শ্রদ্ধা ঘ সফলতা **উ: ক**

CamScanner

Step 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন নামটি শুদ্ধ? [গ ১৭-১৮]
(ক) জীবনান্দ দাস (খ) জীবানান্দ দাশ
(গ) জীবনানন্দ দাশ (ঘ) জীবনানন্দ দাস উ: (গ)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. অমিত্রাক্ষর ছন্দের উৎস কোনটি? [C ২২-২৩]
(ক) অক্ষরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত (গ) স্বরবৃত্ত (ঘ) কলাবৃত্ত উ: (ক)

০২. জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম কবি' আখ্যা দেন কে? [I ১৯-২০]
(ক) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ) বুদ্ধদেব বসু (ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম উ: (গ)

০৩. জীবনানন্দ দাশের কাব্যবৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী বলে আখ্যায়িত করেছেন? [C ১৯-২০]
(ক) 'চিত্ররূপময়' (খ) 'চিত্রকল্পময়' (গ) 'নিসর্গচিত্রিত' (ঘ) 'নির্জনতাময়' উ: (ক)

০৪. জীবনানন্দ দাশ কবিতায় যে জগৎ তৈরি করেন তা– [C ১৯-২০]
(ক) নির্মল ও নিসর্গের (খ) প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের
(গ) সূক্ষ্ম ও তীব্র আবেগের (ঘ) সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের উ: (ঘ)

০৫. জীবনানন্দ দাশের কোন ধরনের কবিতা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে অনুপ্রাণিত করেছিল? [C ১৯-২০]
(ক) নিপীড়ন বিষয়ক কবিতা (খ) নির্জনতম বিষয়ক কবিতা
(গ) নিসর্গ বিষয়ক কবিতা (ঘ) বিদ্রোহ বিষয়ক কবিতা উ: (গ)

০৬. কোন কবিতাগুচ্ছ জীবনানন্দ দাশের? [C১৭-১৮]
(ক) আলো পৃথিবী, বেলা অবেলা কালবেলা, আমি অনাহারী
(খ) নির্জন স্বাক্ষর, আকাশলীনা, বোধ
(গ) কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি, ধূসর পাণ্ডুলিপি, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা
(ঘ) রূপসী বাংলা, বনলতা সেন, বিধ্বস্ত নীলিমা উ: (খ)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সুচেতনা' কবিতায় 'অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ'– [A : ২৩-২৪]
(ক) শিক্ষার প্রসার ঘটানো (খ) কবিতা রচনা করা
(গ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করা (ঘ) পৃথিবীর ক্রমমুক্তি ঘটানো উ: (ঘ)

০২. জীবনানন্দ দাশের কাব্য নয় কোনটি? [A : ২৩-২৪]
(ক) ধূসর পাণ্ডুলিপি (খ) রাত্রিশেষ
(গ) ঝরা পালক (ঘ) রূপসী বাংলা উ: (খ)

০৩. কোনটি জীবনানন্দ দাশের কাব্য নয়? [A ১৮-১৯]
(ক) রূপসী বাংলা (খ) সোনার তরী (গ) বনলতা সেন (ঘ) ধূসর পাণ্ডুলিপি উ: (খ)

০৪. কোন কবির মা বিখ্যাত কবি ছিলেন? [B ১৭-১৮; বেরোবি B ১৭-১৮]
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (খ) বুদ্ধদেব বসু
(গ) জীবনানন্দ দাশ (ঘ) অমিয় চক্রবর্তী উ: (গ)

০৫. রবীন্দ্র-পরবর্তী কবি কে? [C১৭-১৮]
(ক) শামসুর রাহমান (খ) আল মাহমুদ (গ) জীবনানন্দ দাশ (ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্য উ: (গ)

০৬. জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [K১৭-১৮]
(ক) ধূসর পাণ্ডুলিপি (খ) সোনার তরী
(গ) একক সন্ধ্যায় বসন্ত (ঘ) অন্ধকারে একা উ: (ক)

০৭. কোন কাব্যটি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত? [A ১৭-১৮]
(ক) ঝরা পালক (খ) ধূসর পাণ্ডুলিপি
(গ) সাতটি তারার তিমির (ঘ) রূপসী বাংলা উ: (ঘ)

০৮. জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস কোনটি? [A ১৬-১৭; BSMRSTU F 16-17]
(ক) সুতীর্থ (খ) মরুভাস্কর
(গ) যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল (ঘ) বরিশালের যোগেন মণ্ডল উ: (ক)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন কবি মায়ের কাছ থেকে কবিতা লেখার প্রেরণা লাভ করেছিলেন? [A ২২-২৩]
(ক) জীবনানন্দ দাশ (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ) শামসুর রাহমান (ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত উ: (ক)

০২. অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নবরূপ নিচের কোন ছন্দ? [A ২২-২৩]
(ক) গদ্য ছন্দ (খ) অমিত্রাক্ষর ছন্দ (গ) মাত্রাবৃত্ত ছন্দ (ঘ) স্বরবৃত্ত ছন্দ উ: [illegible]

০৩. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে'– স্থানটি কেমন? [D ২২-২৩]
(ক) ভয়ংকর ও কদর্য (খ) কুৎসিত ও বীভৎস
(গ) মনোরম ও স্নিগ্ধ (ঘ) সুন্দর করুণ উ: [illegible]

০৪. কোন কবি দুর্ঘটনায় মারা যান? [D ১৯-২০]
(ক) সুকান্ত ভট্টাচার্য (খ) সৈয়দ শামসুল হক
(গ) জীবনানন্দ দাশ (ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত উ: [illegible]

০৫. 'বনলতা সেন' কাব্যটি কার লেখা? [B১৭-১৮]
(ক) গোবিন্দচন্দ্র দাস (খ) জীবনানন্দ দাশ
(গ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (ঘ) আবুল হোসেন উ: [illegible]

০৬. 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির? [D১৭-১৮]
(ক) জীবনানন্দ দাশ (খ) শক্তি চট্টোপাধ্যায়
(গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) শহীদ কাদরী উ: [illegible]

০৭. কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু হয়েছিল– [D১৭-১৮]
(ক) বরিশালে (খ) নাটোরে (গ) খুলনায় (ঘ) কলকাতায় উ: [illegible]

০৮. 'বেলা অবেলা কালবেলা' কার লেখা? [J ১৬-১৭]
(ক) নজরুল ইসলাম (খ) শামসুর রাহমান (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) জীবনানন্দ দাশ উ: [illegible]

০৯. 'রূপসী বাংলা' কাব্যের রচয়িতা কে? [H ১৬-১৭]
(ক) সৈয়দ আলী আহসান (খ) জসীমউদ্‌দীন
(গ) জীবনানন্দ দাশ (ঘ) শামসুর রাহমান উ: [illegible]

১০. জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী? [D3 ১৬-১৭]
(ক) বনলতা সেন (খ) সাতটি তারার তিমির (গ) ঝরা পালক (ঘ) মহাপৃথিবী উ: [illegible]

১১. কবি জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ নয় কোনটি? [C3 ১৬-১৭]
(ক) বেলা অবেলা কালবেলা (খ) মহাপৃথিবী
(গ) ঘুম নেই (ঘ) সাতটি তারার তিমির উ: [illegible]

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. জীবনানন্দ দাশ রচিত উপন্যাস কোনটি? [AL ১৮-১৯]
(ক) কবিতার কথা (খ) মহাপৃথিবী (গ) ধূসর পাণ্ডুলিপি (ঘ) মাল্যবান উ: [illegible]

০২. জীবনানন্দ দাশকে কোন সময়ের কবি বলা হয়? [AL১৭-১৮]
(ক) রোমান্টিক কবি (খ) উত্তরাধুনিক কবি
(গ) আধুনিক কবি (ঘ) কোনোটিই নয় উ: [illegible]

০৩. 'রূপসী বাংলার কবি' কে? [ঘ ১৭-১৮; চবি B1 ১৬-১৭]
(ক) জীবনানন্দ দাশ (খ) জসীমউদ্‌দীন (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্য উ: [illegible]

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বুদ্ধদেব বসু 'জীবনানন্দ দাশকে' কী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন? [C ১৯-২০]
(ক) চিত্ররূপময় কবি (খ) নির্জনতম কবি
(গ) প্রকৃতির কবি (ঘ) রূপসী বাংলার কবি উ: [illegible]

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধগ্রন্থ? [B ১৯-২০]
(ক) কবিতার কথা (খ) সুতীর্থ
(গ) মাল্যবান (ঘ) বেলা অবেলা কালবেলা উ: [illegible]

০২. 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি' উক্তিটির রচয়িতা– [C ১৫-১৬]
(ক) রবীন্দ্রনাথ (খ) নজরুল ইসলাম (গ) জসীমউদ্‌দীন (ঘ) জীবনানন্দ দাশ উ: [illegible]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কারুবাসনা' উপন্যাসের লেখক কে? [D : ১৯-২০]
(ক) জীবনানন্দ দাশ (খ) শামসুল হক (গ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (ঘ) বুদ্ধদেব বসু উ: [illegible]

০২. নির্জনতম কবি কে? [D ১৮-১৯; জাবি A ১৭-১৮; বেরোবি B ১৭-১৮]
(ক) বুদ্ধদেব বসু (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) জসীমউদ্‌দীন (ঘ) জীবনানন্দ দাশ উ: [illegible]

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. কবি জীবনানন্দ দাশের মায়ের নাম কী? [১৭-১৮]
(ক) সুকুমারী দাশ (খ) কুসুমকুমারী দাশ
(গ) কুসুমরানী দাশ (ঘ) কুসুম বালা উ: [illegible]

CamScanner

Step 4 HSC বোর্ড পরীক্ষা ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. কবি কোনটিকে পরম সূর্যকরোজ্জ্বল বলেছেন?
ⓚ পৃথিবীকে ⓛ মানুষকে
ⓖ আলোকে ⓜ বাতাসকে **উ: ⓖ**

০২. প্রায় ততদূর ভালো–
ⓚ মানব ⓛ পৃথিবী
ⓖ মানব-সমাজ ⓜ সমাজ **উ: ⓖ**

০৩. কবি কাদের হাতে ভালো মানব-সমাজ গড়ার দায়িত্ব দিয়েছেন?
ⓚ তরুণদের ⓛ নেতাদের
ⓖ যাত্রিকদের ⓜ নাবিকদের **উ: ⓖ**

০৪. কবি কীসের টানে মানবজন্মের ঘরে এসেছেন?
ⓚ মাটির টানে ⓛ পৃথিবীর টানে
ⓖ উভয়ই ⓜ কোনোটিই নয় **উ: ⓖ**

০৫. শিশির কখন শরীর ছুঁয়ে যায়?
ⓚ সন্ধ্যায় ⓛ সমুজ্জ্বল ভোরে
ⓖ ভোরে ⓜ রাতে **উ: ⓜ**

০৬. শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি–
ⓚ অনন্ত সূর্যোদয় ⓛ অন্তিম প্রভাত
ⓖ সমুজ্জ্বল ভোর ⓜ পড়ন্ত বিকেল **উ: ⓚ**

০৭. কোন পথ পাড়ি দিয়ে ভালোবাসার পরিণামে পৌঁছাতে হয়?
ⓚ প্রেমের পথ ⓛ রক্তাক্ত পথ
ⓖ ইতিবাচক পথ ⓜ নেতিবাচক পথ **উ: ⓛ**

০৮. শুভচেতনা কোন ধরনের চেতনা?
ⓚ ইতিবাচক ⓛ নেতিবাচক
ⓖ মুক্তির ⓜ বিকাশের **উ: ⓚ**

০৯. কোন সংকট প্রত্যক্ষ করে কবি পৃথিবীতে মানবরূপে জন্ম না নেওয়াকে কাঙ্ক্ষিত মনে করেছেন?
ⓚ ব্যক্তিক ⓛ সামাজিক
ⓖ উভয়ই ⓜ কোনোটিই নয় **উ: ⓛ**

১০. পৃথিবীব্যাপ্ত অন্ধকার, অন্তরের অন্তরালে রয়েছে–
ⓚ সুচেতনা ⓛ ভালোবাসা
ⓖ মুক্তি ⓜ মুক্তির দিশা **উ: ⓜ**

১১. সুচেতনার বিকাশে কীসের দেখা মিলবে?
ⓚ মুক্তির ⓛ আলোকজ্জ্বল পৃথিবী
ⓖ শুভচেতনার ⓜ অন্ধকারের **উ: ⓛ**

১২. পৃথিবীর এখন কেমন অসুখ?
ⓚ রণ রক্ত ⓛ রুদ্র রৌদ্র
ⓖ গভীরতর ⓜ সূর্যকরোজ্জ্বল **উ: ⓖ**

১৩. মানুষ কার কাছে ঋণী?
ⓚ মানুষের কাছে ⓛ পৃথিবীর কাছে
ⓖ সুচেতনার কাছে ⓜ মনীষীর কাছে **উ: ⓛ**

১৪. পৃথিবীর ক্রমমুক্তি কীভাবে ঘটবে?
ⓚ যত্ন করে ⓛ আলো জ্বেলে
ⓖ যুদ্ধ করে ⓜ ভালোবাসা দিয়ে **উ: ⓛ**

১৫. পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হতে কত সময় লাগবে?
ⓚ এক শতাব্দী ⓛ বহু শতাব্দী
ⓖ অনেক শতাব্দী ⓜ সহস্র শতাব্দী **উ: ⓖ**

১৬. পৃথিবীর ক্রমমুক্তি ঘটানো কাদের কাজ?
ⓚ মনীষীর ⓛ মানুষের
ⓖ সাধকের ⓜ সুচেতনার **উ: ⓚ**

Step 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. নিচের কোনটি উপন্যাস নয়? [৪৪তম বিসিএস, ৩৬তম বিসিএস]
ⓚ দিনরাত্রির কাব্য ⓛ শেষের কবিতা ⓖ পল্লী-সমাজ ⓜ কবিতার কথা **উ: ⓜ**

০২. ইংরেজি ভাষায় জীবনানন্দ দাশের ওপর গ্রন্থ লিখেছেন কে? [৪১তম বিসিএস]
ⓚ ডব্লিউ. বি. ইয়েটস ⓛ ক্লিনটন বি. সিলি
ⓖ অরুন্ধতী রায় ⓜ অমিতাভ ঘোষ **উ: ⓛ**

০৩. জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি? [২৮তম বিসিএস]
ⓚ ধূসর পাণ্ডুলিপি ⓛ কবিতার কথা ⓖ বারা পালক ⓜ দুর্দিনের যাত্রী **উ: ⓛ**

০৪. জীবনানন্দ দাশের জন্মস্থান কোন জেলায়? [১৬তম বিসিএস]
ⓚ বরিশাল জেলা ⓛ ফরিদপুর জেলা
ⓖ ঢাকা জেলা ⓜ রাজশাহী জেলা **উ: ⓚ**

০৫. জীবনানন্দ দাশ রচিত কাব্যগ্রন্থ– [১৩তম বিসিএস]
ⓚ ধূসর পাণ্ডুলিপি ⓛ নাম রেখেছি কোমল গান্ধার
ⓖ একক সন্ধ্যায় বসন্ত ⓜ অন্ধকারে একা **উ: ⓚ**

০৬. রূপসী বাংলার কবি কে? [১২তম বিসিএস]
অথবা, 'রূপসী বাংলার কবি' কাকে বলা হয়? [গণপূর্ত অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী ১৬]
ⓚ জসীমউদ্‌দীন ⓛ জীবনানন্দ দাশ
ⓖ শামসুর রাহমান ⓜ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত **উ: ⓛ**

Step 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. জীবনানন্দ দাশের কবি চেতনায় 'সুচেতনা' হলো–
i. এক চেতনানিহিত আরাধ্য নারী সত্তা
ii. এক শুচেতনা
iii. জীবন্মুক্তি এক চেতনা যা পৃথিবীর মানুষকে জীবন্ময় করে রাখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓜ i, ii ও iii **উ: ⓖ**

০২. 'সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ/বিকেলের নক্ষত্রের কাছে' চরণদ্বয়ে প্রকাশ পেয়েছে–
i. কবির স্থান ও সময় চেতনা
ii. সুচেতনা সর্বত্র বিরাজমান নয়
iii. নিসর্গের সঙ্গে মানবিক বোধের সম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓜ i, ii ও iii **উ: ⓖ**

০৩. কবি মনে করেন, মানুষের শুভচেতনা–
i. দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন ii. সর্বত্র বিস্তারিত নয় iii. সর্বত্র বিরাজমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓜ i, ii ও iii **উ: ⓚ**

০৪. 'এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।' কবিতার এই চরণটিতে প্রকাশ পেয়েছে–
i. মানুষের বিফলতা ও সফলতা নিয়ে পরম আশাবাদ
ii. মানুষের বিফলতা ও সফলতার দ্বন্দ্ব অতীতে ছিল, এখনো আছে
iii. মানুষের বিফলতা ও সফলতার দ্বন্দ্ব অতীতে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓜ i, ii ও iii **উ: ⓛ**

০৫. 'দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত/ভাই বোন বন্ধু পরিজন প'ড়ে আছে' চরণটিতে প্রকাশ পেয়েছে–
i. নব পৃথিবীর উদ্বোধনে মানুষের ত্যাগ ii. জাতিতে জাতিতে বিরাজমান বৈরিতা
iii. ভালোবাসা ও হিংসা-দ্বেষের সহাবস্থান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓜ i, ii ও iii **উ: ⓛ**

CamScanner

০৬. 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন' চরণটিতে প্রকাশ পেয়েছে–
i. মানুষের সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণু প্রবণতা ii. মানুষের বিপন্ন বর্তমান
iii. স্থিতিশীল বর্তমান ও উদ্দেশ্যহীন ভবিষ্যৎ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii উ. (ক)

০৭. 'মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে' চরণে ফুটে উঠেছে–
i. পৃথিবীর শুভ চেতনা থেকে প্রাপ্তি কম নয়
ii. পৃথিবী সকলের জন্য সমান সুযোগ রেখেছে
iii. পৃথিবীব্যাপ্ত অন্ধকারের অন্তরালেই আছে সূর্যোদয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii উ. (ক)

০৮. 'না এলেই ভালো হতো অনুভব ক'রে'– কবির এমন অনুভবের কারণ–
i. পৃথিবীর চারদিকে সংকট ii. পৃথিবীব্যাপ্ত অন্ধকার iii. অশুভ শক্তির তৎপরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii উ. (ঘ)

০৯. 'সুচেতনা' কবিতায় মানবরূপে জন্ম নেওয়াকে জীবনানন্দ দাশের কাছে আপাতভাবে কাঙ্ক্ষিত মনে হয়েছে–
i. পেশাগত সংকট প্রত্যক্ষ করে ii. ব্যক্তিক সংকট প্রত্যক্ষ করে
iii. সামষ্টিক সংকট প্রত্যক্ষ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii উ. (গ)

১০. পৃথিবী ও শুভচেতনা থেকে প্রাপ্তিই শেষ পর্যন্ত আমাদের–
i. প্রাণিত করে ii. স্বাবলম্বী করে iii. ঋণী করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii উ. (খ)

১১. সুচেতনার ইতিবাচক আলো প্রজ্বলনের মাধ্যমে সকল বিপর্যয় থেকে–
i. পৃথিবী মুক্তি পাবে ii. মানুষের মুক্তি ঘটবে iii. মুক্তির দিশা মিলবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii উ. (ঘ)

১২. কবি জীবনানন্দ দাশের বিশ্বাস– পৃথিবীব্যাপী অন্ধকার ও অশুভের অন্তরালেই আছে–
i. নির্জনতা ii. মুক্তির পথ iii. আলোকজ্জ্বোল পৃথিবী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii উ. (গ)

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
আজ যে শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে
আমরা তার তরে একটি সাজানো বাগান চাই।

১৩. উদ্দীপক ও 'সুচেতনা' কবিতার মাঝে মিল–
i. সুন্দর পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ে
ii. প্রবল আশাবাদ প্রকাশে
iii. মানবজন্মকে আপতভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত অনুভবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii উ. (ক)

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
"যত ক্লান্তি, যত ব্যথা যাক না সব দূরে
আজ শিশির ভেজা ভোরে।"

১৪. উদ্দীপক ও কবিতা উভয় ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে–
i. নৈরাশ্য ও আশার টানাপোড়েন ii. প্রকৃতির মাঝে মুক্তির আস্বাদ
iii. প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii উ. (গ)

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
আজ অশান্ত দিন
বেঁচে থাকা-আশা ক্ষীণ
তবু পথ চাওয়া অবিরাম।

১৫. 'সুচেতনা' কবিতার যে চরণে উক্ত চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তা হলো–
i. শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয় ii. মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর কাছে
iii. এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে।

১৬. উদ্দীপকের সাথে 'সুচেতনা' কবিতার মিল রয়েছে–
i. চেতনায় ii. আত্মত্যাগে iii. বিশ্বাসে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
বর্তমানে পৃথিবীতে হিংসা-বিদ্বেষ লেগেই রয়েছে। যার ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষের ... ঘটছে। আজ এই বিদ্বেষ দূর করার একমাত্র মাধ্যম ভালোবাসা।

১৭. উক্ত কবিতা ও উপরিউক্ত উদ্দীপকের মূল বিষয়বস্তু–
i. শুভ চেতনার জাগরণ
ii. ধ্বংসাত্মক দিকটিই পৃথিবীর শেষ সত্য নয়
iii. সুচেতনার বিকাশেই আলোকজ্জ্বল পৃথিবীর দেখা মিলবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।

১৮. উদ্দীপকে 'সুচেতনা' কবিতার ফুটে ওঠা দিকটি হলো–
i. ধ্বংসাত্মক দিকটি পৃথিবীর শেষ সত্য নয় ii. অশুভের অন্তরালেই আছে মুক্তির দি...
iii. পৃথিবীতে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েও রক্তপাত ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯. 'সুচেতনা' কবিতায় কবির যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে তা কবির–
i. জীবনবোধের প্রতিফলন ii. কাল্পনিক অনুভূতি iii. চেতনানিহিত বিশ্বাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২০. সুচেতনা হচ্ছে কবির–
i. নিসর্গ চেতনা ii. চেতনাগত সত্তা iii. কল্পনাজাত ধারণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২১. 'সুচেতনা' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে–
i. মানবিক বিপর্যয়ের স্বরূপ ii. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্র
iii. মানবিকতার উদ্ভাসনের আকাঙ্ক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২২. কবি জীবনানন্দ দাশের মতে, সুচেতনা–
i. দূরতম দ্বীপসদৃশ ধারণা ii. পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে
iii. যুদ্ধে রক্তে নিঃশেষিত নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৩. 'সুচেতনা' নামক চেতনাগত সত্তা পারে–
i. পৃথিবীর মানুষকে আশাবাদী করতে ii. মানবসমাজের অগ্রযাত্রাকে নিশ্চিত করতে
iii. শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত সূর্যোদয় ঘটাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

CamScanner

Part 4 লিখিত অংশ

Step 1 জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

- ☑ কবি সুচেতনাকে তুলনা করেছেন– দূরতর দ্বীপের সঙ্গে।
- ☑ সুচেতনা এক দূরতর দ্বীপ– বিকেলের নক্ষত্রের কাছে।
- ☑ 'সুচেতনা' বলতে কবি বুঝিয়েছেন– এক শুভচেতনা।
- ☑ মানুষ ঋণী– পৃথিবীর কাছে।
- ☑ কবিপ্রাণ ঘুরেছে– অনেক রূঢ় রৌদ্রে।
- ☑ পৃথিবীর ক্রমমুক্তি ঘটবে– আলো জ্বেলে।
- ☑ কবি দেখেছেন– মানুষের যা হবার নয়।
- ☑ কবিতায় নির্জনতা আছে– দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে।
- ☑ কবির কাছে কোনটি সত্য কিন্তু শেষ সত্য নয়– পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা।
- ☑ কবি পৃথিবীর মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেছেন– মানুষের মতো।
- ☑ ভাই বন্ধু পরিজন নিহত হয়ে পড়ে আছে– কবির নিজেরই হাতে।
- ☑ কবির হাতে নিহত হয়ে পড়ে আছে– ভাই বোন বন্ধু পরিজন।
- ☑ পৃথিবীর এখন অসুখ করেছে– গভীর গভীরতর অসুখ।
- ☑ অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ– পৃথিবীর ক্রমমুক্তি।
- ☑ কবি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল বলেছেন– বাতাসকে।
- ☑ কবি ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে গড়ে দেওয়ার কথা বলেছেন– ভালো মানব-সমাজ।
- ☑ কবি মানবজন্মের ঘরে এসেছেন– মাটি-পৃথিবীর টানে।
- ☑ কবি কোথায় না এলে ভালো হতো বলে অনুভব করেন– মানবজন্মের ঘরে।
- ☑ মানবজন্মের ঘরে এসে কেমন লাভ হয়েছে বলে কবি বুঝেছেন– গভীরতর।
- ☑ শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল হয়– ভোরে।
- ☑ শাশ্বত রাত্রির বুকে প্রকাশ ঘটবে– অনন্ত সূর্যোদয়।
- ☑ শুভ চেতনার কীসে বিরাজ করছে নির্জনতা– সবুজে।
- ☑ পৃথিবীব্যাপ্ত অন্ধকার বা অশুভের অন্তরালে রয়েছে– মুক্তির দিশা।
- ☑ কীভাবে আলোকজ্জ্বাল পৃথিবীর দেখা মিলবে বলে কবির বিশ্বাস– সুচেতনার বিকাশে।
- ☑ কবি সুচেতনার সম্বোধনে তার যে বিশ্বাসকে শিল্পিত করেছে– প্রার্থিত, আরাধ্য এক চেতনানিহিত বিশ্বাসকে।
- ☑ পৃথিবীর নির্জনতায়, যুদ্ধে, রক্তে নিঃশেষিত নয়– সুচেতনার ধারণা।
- ☑ যে চেতনাগত সত্য পৃথিবীর ক্রমমুক্তির আলোকে প্রজ্বলিত রাখবে– জীবনমুক্তির চেতনাগত সত্য। [এটি মানবসমাজের অগ্রযাত্রাকে নিশ্চিত করবে]
- ☑ তাঁর কবিতায় পরিলক্ষিত হয়– সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের জগৎ।
- ☑ অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ– পৃথিবীর ক্রমমুক্তি।
- ☑ কবি পৃথিবীতে মানবরূপে জন্ম না নেওয়াকে কাঙ্ক্ষিত মনে করেছেন– ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সংকট প্রত্যক্ষ করে।
- ☑ 'শাশ্বত রাত্রির সকলি অনন্ত সূর্যোদয়' এর অর্থ হলো– পৃথিবীব্যাপ্ত অন্ধকার বা অশুভের অন্তরালেই আছে সূর্যোদয়, মুক্তির দিশা। সুচেতনার বিকাশেই এই আলোকজ্জ্বাল পৃথিবীর দেখা মিলবে, এটিই কবির বিশ্বাস।
- ☑ 'এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য; তবু শেষ সত্য নয়' বলতে বোঝানো হয়েছে– সভ্যতার বিকাশের পাশাপাশি বহু যুদ্ধ-রক্তপাত-প্রাণহানী সংঘটিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তবে এই ধ্বংসাত্মক দিকটিই পৃথিবীর শেষ সত্য নয়।
- ☑ 'সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি।' উক্তিটি যে গ্রন্থের– জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' প্রবন্ধের।
- ☑ জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ফুটে উঠেছে– আধুনিক জীবনের বিচিত্র যন্ত্রণা ও হাহাকার।
- ☑ আলো-আঁধারের ব্যবহার, রঙের ব্যবহার ও অনুভবের বৈচিত্র্য প্রকাশে অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন– জীবনানন্দ দাশ।
- ☑ কবির কাছে কোনটি সত্য কিন্তু শেষ সত্য নয়– পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা।
- ☑ কবি পৃথিবীর মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেছেন– মানুষের মতো।
- ☑ ভাই বোন বন্ধু পরিজন নিহত হয়ে পড়ে আছে– কবির নিজেরই হাতে।
- ☑ কবির হাতে নিহত হয়ে পড়ে আছে– ভাই বোন বন্ধু পরিজন।
- ☑ পৃথিবীর এখন অসুখ করেছে– গভীর গভীরতর অসুখ।

Step 2 অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

০১. 'সুচেতনা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : সুচেতনা বলতে কবি এক শুভ চেতনাকে বুঝিয়েছেন।

কবির বিশ্বাসমতে, সুচেতনা দূরতম দ্বীপসদৃশ একটি ধারণা, যা পৃথিবীর নির্জনতায়, যুদ্ধে, রক্তে নিঃশেষিত নয়। তবে এই শুভচেতনা সর্বত্র বিস্তারিত হলেও বিরাজমান নয়। চেতনাগত এই সত্তা বর্তমান পৃথিবীর গভীরতর ব্যাধিকে অতিক্রম করে সুস্থ ইহলৌকিক পৃথিবীর মানুষকে জীবন্ময় করে রাখে। এই চেতনাগত সত্যই পৃথিবীর ক্রমমুক্তির আলোকে প্রজ্বলিত রেখে মানবসমাজের অগ্রযাত্রাকে নিশ্চিত করবে। কবি মূলত সুচেতনা সম্বোধনে তাঁর প্রার্থিত, আরাধ্য এক চেতনা নিহিত বিশ্বাসকে শিল্পিত করেছেন।

০২. 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়' ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কবি পৃথিবীব্যাপ্ত অন্ধকার বা অশুভের অন্তরালে লুকায়িত সূর্যোদয় বা মুক্তির দিশার কথা বলেছেন।

পৃথিবীব্যাপ্ত গভীর অসুখ বা বিপর্যস্ত অবস্থাকে কবি শাশ্বত রাত্রি বলেছেন। যা থেকে মুক্তির পথ অনন্ত সূর্যোদয়। কবি বিশ্বাস করেন সুচেতনার বিকাশেই এই অনন্ত সূর্যোদয়ের আলোকজ্জ্বাল পৃথিবীর দেখা মিলবে।

০৩. 'মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে' কেন?

উত্তর : মানুষের ব্যক্তিক স্বার্থের বিপরীতে পৃথিবীর উজাড় করা নিঃস্বার্থ অনুভূতির জন্য মানুষের ঋণের কথা তুলে ধরেছেন কবি।

প্রেম সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আবার আত্মস্বার্থে পৃথিবীতে অগণিত প্রাণহানি, রক্তপাতের ঘটনা ঘটে। অনেক রক্তাক্ত পথ পাড়ি দিয়েই পৌঁছাতে হয় ভালোবাসার পরিণামে। মানুষের অসুস্থ প্রতিযোগিতার ফলভোগ করতে হয় পৃথিবীকে। তবুও পৃথিবী নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই কবি পৃথিবীর প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে উক্ত মন্তব্যটি করেছেন।

০৪. কোন পথে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে বলে কবি মনে করেন?

উত্তর : সুচেতনা নামক ইতিবাচক চেতনার আলো প্রজ্বলনের মাধ্যমে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি ঘটবে। পৃথিবী এখন গভীর গভীরতর অসুখে আক্রান্ত। পৃথিবীব্যাপ্ত গভীর অসুখ বা বিপর্যয় থেকে মুক্তির একমাত্র পথ শুভচেতনা। জীবনমুক্তির এ চেতনাগত সত্যই সকল বিপর্যয় থেকে পৃথিবী ও মানুষের মুক্তি ঘটাবে। সুচেতনা নামক শুভচেতনা পৃথিবীর ক্রমমুক্তির আলোকে প্রজ্বলিত রাখবে, মানবসমাজের অগ্রযাত্রাকে নিশ্চিত করবে।

০৫. 'আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে গ'ড়ে দেবো' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কবির মতো ক্লান্ত ও ক্লান্তিহীন নাবিকের হাত ধরে সুচেতনার আদর্শ দ্বারা একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে আলোচ্য চরণাংশের মাধ্যমে।

'সুচেতনা' কবিতায় কবি মনে করেন আজকের পৃথিবী যুদ্ধ ও রক্তের হোলিখেলায় বীভৎস হয়ে পড়েছে। এর মাধ্যমে সভ্যতার অগ্রগতি সূচিত হলেও পৃথিবী মূলত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। স্বার্থের জন্য মানুষ তার আত্মীয় স্বজনদের পর্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধা করছে না। এই অবস্থায় সুচেতনা নামী এক ভাব বা ধারণা আদর্শ দ্বারা সুদূর প্রভাতে সেই কাঙ্ক্ষিত শান্তিপূর্ণ, সুন্দর সুস্থ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠায় কবি আশাবাদী।

০৬. 'সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ' বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : 'সুচেতনা' কবিতায় সুচেতনা নামী আদর্শ বা ভাবকে দূরে বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপে প্রত্যক্ষ করে কবি আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

'সুচেতনা' কবিতায় কবির মতে, আজকের যান্ত্রিক সভ্যতা- যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর রক্তের হোলিখেলায় বিপর্যস্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এ অসুস্থ পৃথিবীকে সুস্থ ও সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য কবি সুচেতনা নামী এক আইডিয়া বা আদর্শকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু সেই আইডিয়া আজ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এক নিঃসঙ্গ দ্বীপে বিরাজ করছে। কবির কল্পনায় দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন এ চেতনার সবুজে বিরাজ করছে নির্জনতা।

CamScanner

০৭. সুচেতনা মানবসমাজের অগ্রযাত্রাকে কীভাবে নিশ্চিত করবে? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সুচেতনা নামী এই ভাব, আদর্শ বা চেতনার মাধ্যমেই পৃথিবীর গভীরতর ব্যাধি তথা সংকটকে অতিক্রম করে মানবসমাজের অগ্রযাত্রাকে নিশ্চিত করবে।

শুভ চেতনা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা আমাদের গভীরভাবে প্রাণিত করে। কবি দেখেছেন পৃথিবীব্যাপ্ত গভীর অসুখ ও বিপর্যয়। সফলতা বিফলতার দ্বন্দ্বে ভালোবাসার মাঝেও হিংসা, দ্বেষ, দাঙ্গা, যুদ্ধ চলে আসে। এমন পরিস্থিতিতে কবি সমস্ত সংকট থেকে পৃথিবীর মুক্তি প্রত্যাশা করেন। সেই মুক্তি পৃথিবীতে তিনি নির্মাণ করতে চান একটি কল্যাণমুখী মানবসমাজ। যার জন্য সমাজে সুচেতার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক।

০৮. 'সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে নির্জনতা আছে' এ বাক্য দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : কবি তাঁর নির্জনতাপ্রিয় মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন উক্ত বাক্যে। পৃথিবীতে সভ্যতা বিকাশের পাশাপাশি বহু যুদ্ধ-রক্তপাত-প্রাণহানি সংঘটিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। কবি এই বিপর্যয় থেকে মুক্তি প্রত্যাশী। আর সেজন্য প্রয়োজন শুভচেতনার। তাই কবি দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন; যেখানে সবুজ, নির্জনতা বিরাজমান সেখানে আশ্রয় পেতে চান। দারুচিনি বনানীর ফাঁকে প্রকৃতির নিবিড় আশ্রয়ই কবির কাঙ্ক্ষিত আশ্রয়।

০৯. 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : উক্তিটি দ্বারা কবি বুঝিয়েছেন পৃথিবীব্যাপ্ত অন্ধকার আর অশুভের অন্তরালেই আছে অনন্ত সূর্যোদয় অর্থাৎ মুক্তির পথ।

কবির চেতনায় শাশ্বত রাত্রি হলো মানুষের সংকটপূর্ণ অতীত ও বর্তমানের প্রতীকী প্রকাশ। অন্যদিকে 'অনন্ত সূর্যোদয়' মানুষের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে ইঙ্গিত করে। কবির মতে, সুচেতনার বিকাশেই সেই সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের দেখা মিলবে। পৃথিবীব্যাপ্ত অন্ধকার বা অশুভের ভেতর থেকেই আসবে মুক্তির দিশা। আর এ কথা বোঝাতেই কবি বলেছেন, 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোধয়'।

১০. 'এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য; তবু শেষ সত্য নয়' বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : কবি সভ্যতার ধ্বংসাত্মক দিকগুলোর কথা বললেও তা যে শেষ সত্য নয় সেকথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

পৃথিবীতে সভ্যতা বিকাশের পাশাপাশি চারদিকে চলছে চরম ধ্বংসযজ্ঞ। আর এজন্য সংঘটিত হয়েছে বহু যুদ্ধ, রক্তপাত, হানাহানি। কিন্তু এটাই শেষ সত্য নয়। কেননা পৃথিবীর এতো বিচ্ছিন্নতার মাঝেও কবি আশাবাদী হতে চেয়েছেন। তাই চরম বিপর্যয়েও কবির কাছে রণ রক্ত সফলতা সত্য, তবু শেষ সত্য নয়।

১১. 'না এলেই ভালো হতো অনুভব ক'রে' কবির এরূপ মন্তব্যের কারণ কী?

উত্তর : মানবরূপে জন্ম না নেওয়াকে আপাতভাবে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সংকট প্রত্যক্ষ করে হতাশাচ্ছন্ন হয়ে কবি এরূপ মন্তব্য করেছেন। পৃথিবীতে নানা বিপর্যয় বিদ্যমান। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে রক্তাক্ত পথ পাড়ি দেওয়ার ইতিহাসও সম্পৃক্ত। প্রেম, সত্য, কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্যও স্বজন হারাতে হয়। কবি এরূপ সংকটময় অবস্থা অবলোকন করে পৃথিবীতে মানবরূপে জন্ম নেওয়াকে আপাতভাবে কাঙ্ক্ষিত ভাবতে পারেননি।

১২. কবিপ্রাণ অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে কেন?

উত্তর : পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো ভালোবাসা দিতে গিয়ে কবিপ্রাণ অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে। অনেক রক্তাক্ত পথ পাড়ি দিয়েই পৌঁছাতে হয় ভালোবাসার পরিণামে। প্রেম, সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পৃথিবীতে অগণিত প্রাণহানি, রক্তপাতের ঘটনা ঘটে। তবুও কবি পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো ভালোবাসা দিতে চান। আর তাই বহু প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে কবিকে অর্থাৎ কবিপ্রাণ অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে।

১৩. 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন' বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : কবি পৃথিবীর গভীরতর বিপর্যয়ের কথা প্রকাশ করতে একথা বলেছেন। কবি পৃথিবীর ধ্বংসাত্মক রূপকে পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর এ থেকে মুক্তির পথ সুচেতনা নামক শুভচেতনা। আপনজনের সাথে যুদ্ধ, প্রাণহানির ঘটনায় মর্মাহত কবি ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সংকট প্রত্যক্ষ করে সভ্যতার বিপর্যস্ত রূপকে তুলে ধরেছেন উক্ত বাক্যে।

১৪. 'সুচেতনা' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

উত্তর : 'সুচেতনা' কবিতাটি 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

১৫. কবি ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে কী গড়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এবং কেন করেছেন?

উত্তর : মানুষের কল্যাণের জন্য কবি ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে ভালো মানবসমাজ গড়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কবি পৃথিবী ও মানুষের মুক্তির প্রত্যাশী। পৃথিবীর ব্যাপ্ত বিপর্যয় দূর করে শুভ চেতনার আলো প্রজ্বলিত করে তিনি মানবসমাজের অগ্রযাত্রাকে নিশ্চিত করতে চান। কবি আলোকোজ্জ্বল মানবকল্যাণময় পৃথিবীর স্বপ্ন সুচেতনা বিকাশের মাধ্যমে তাই ভালো মানবসমাজ গড়ে দিতে চান।

১৬. 'এ-বাতাস কী পরম সূর্যকরোজ্জ্বল'– বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : পৃথিবীব্যাপ্ত নানা বিপর্যয়ের পরও কবির পরম আশাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে এখানে। কবির চেতনায় সূর্য সুনিশ্চিত আলোকিত ভবিষ্যতের প্রতীক, অশনি চেতনার প্রতীক। গভীর অসুখের পরও কবির গভীর আশাবাদ, বহু শতাব্দীর অর্জিত পুণ্যকর্মে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি ঘটবে। তাই ইতিবাচক বোধে উজ্জীবিত কবি বাতাসকে দেখেছেন পরম সূর্যকরোজ্জ্বল রূপে।

১৭. 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন' উক্তিটিতে কবির সামষ্টিককালে পৃথিবীতে বিরাজমান ধ্বংসোন্মুখ অবস্থার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

সভ্যতার বিকাশের পাশাপাশি বহু যুদ্ধ-রক্তপাত-প্রাণহানি সংঘটিত হয়েছে, যা পৃথিবী ও মানুষকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। তবে এই ধ্বংসাত্মক দিকটিই পৃথিবীর শেষ সত্য নয়। পৃথিবী ব্যাপ্ত গভীর অসুখ বা বিপর্যয় থেকে মুক্তির পথই শুভ চেতনা। ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সংকট প্রত্যক্ষ করে পৃথিবীতে মানবরূপে জন্ম না নেওয়াকে আপাতভাবে কাঙ্ক্ষিত মনে হলেও এই পৃথিবী ও শুভ চেতনা থেকে প্রাপ্তিই শেষাবধি গভীরভাবে প্রাণিত ও ঋণী করে। প্রশ্নোক্ত উক্তিতে তাই বোঝানো হয়েছে।

১৮. 'মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি' বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : পঙ্‌ক্তিটিতে কবি পৃথিবীর প্রতি দায়বদ্ধতা ও মানবজন্মের সার্থকতার দিকটি প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীব্যাপ্ত গভীর অসুখ বা বিপর্যয় থেকে মুক্তির জন্য ইতিবাচক চেতনার মাধ্যমে সকল বিপর্যয় থেকে পৃথিবী ও মনুষের মুক্তি ঘটাতে চেয়েছেন কবি। সে কারণে মাটি ও পৃথিবীর টানে পৃথিবীতে মানবরূপে জন্ম নিয়েছেন। ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সংকট প্রত্যক্ষ করে আপাতভাবে মানবজন্ম নেওয়াকে অর্থহীন মনে করলেও কবি তার দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করেননি।

১৯. 'না এলেই ভালো হতো অনুভব ক'রে' কেন একথা বলেছেন কবি?

উত্তর : কবি সংকটময় এ পৃথিবীতে মানবজন্ম নেওয়াকে আপাতভাবে অর্থহীন মনে করে এ কথা বলেছেন। যুদ্ধ-রক্তপাত-প্রাণহানিতে পৃথিবী বিপর্যস্ত। ব্যক্তি, মানবসমাজ, রাষ্ট্র, পৃথিবী সবই গভীর অসুখে আক্রান্ত। ব্যক্তিক ও সামষ্টিক এসব সংকট প্রত্যক্ষ করে আপাতভাবে কবি পৃথিবীতে জন্ম না নেওয়াকেই কাঙ্ক্ষিত মনে করেছেন।

২০. মানবজন্ম নিয়ে কী লাভ হলো বলে কবি বুঝেছেন?

উত্তর : সুচেতনা থেকে প্রাপ্ত অভিব্যক্তিই মানবজন্মের লাভ বলে কবি মনে করেন।

সভ্যতা বিকাশের পাশাপাশি বহু যুদ্ধ-রক্তপাত-প্রাণহানি সংঘটিত হয়েছে পৃথিবীতে তবে এই ধ্বংসাত্মক দিকটিই সবকিছু নয়। এ নেতিবাচকতা থেকে মুক্তির পথ সুচেতনা। শুভচেতনা থেকে প্রাপ্তিই শেষাবধি আমাদের গভীরভাবে প্রাণিত ও ঋণী করে আর এজন্য সুচেতনাকেই কবি মানবজন্ম নিয়ে লাভের দিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখন

২১. গড়ে দেবো, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু কবি জীবনানন্দ দাশের 'সুচেতনা' নামক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : অদূর ভবিষ্যতে ভালো মানবসমাজ গড়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন কবি।

বিশ্লেষণ : পৃথিবীব্যাপ্ত গভীর বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করেও কবি পরম আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। অশুভের অন্তরালেই রয়েছে মুক্তির দিশা। কবির বিশ্বাস, সুচেতনা নামক ইতিবাচক চেতনার আলো প্রজ্বলনের মাধ্যমে সকল বিপর্যয় থেকে পৃথিবী ও মানুষের মুক্তি ঘটবে। হয়ত এ মুক্তি এখনই সম্ভব নয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে যে একটি সুন্দর মানবসমাজ গড়ে উঠবে এ বিষয়ে কবি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। একদল ক্লান্তিহীন নাবিক এ পথ পাড়ি দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়, মানবসমাজের অগ্রযাত্রাকে নিশ্চিত করতে।

CamScanner

Part 5 SELF TEST

Step 1 SELF TEST MCQ

১. জীবনানন্দ দাশের জন্ম কত তারিখে?
ক ১৮ জানুয়ারি খ ১৭ ফেব্রুয়ারি
গ ৫ জুন ঘ ২২ অক্টোবর

২. জীবনানন্দ দাশের পিতার নাম কী?
ক সত্যানন্দ দাশ খ নারায়ণ চক্রবর্তী
গ সত্যেন্দ্রনাথ দাশ ঘ জগদানন্দ দাশ

৩. জীবনানন্দ দাশ কোথায় মারা যান?
ক ঢাকায় খ কলকাতায় গ নদীয়ায় ঘ বরিশালে

৪. কাকে দূরতর দ্বীপ বলা হয়েছে?
ক পৃথিবীকে খ আলোকে গ সুচেতনাকে ঘ মানুষকে

৫. দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে কী আছে?
ক সুচেতনা খ নির্জনতা গ সফলতা ঘ গভীরতর অসুখ

৬. দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন চেতনা কোথায় রয়েছে?
ক পৃথিবীতে খ স্বপ্নে গ কবির কল্পনায় ঘ বাস্তবে

৭. শুভ চেতনা সর্বত্র–
ক বিরাজ করছে খ সবুজে রয়েছে
গ বিরাজমান নয় ঘ অবস্থিত

৮. আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে প্রাণ ঘুরে কেন?
ক ভালোবাসার জন্য খ ধ্বংসের জন্য
গ ক্রমমুক্তির জন্য ঘ সুচেতনার জন্য

৯. ভাই-বোন-বন্ধু-পরিজন কীভাবে পড়ে আছে?
ক আহত হয়ে খ নিহত হয়ে
গ শয্যাশায়ী হয়ে ঘ ঋণী হয়ে

১০. পৃথিবীর কাছে কারা ঋণী?
ক সুচেতনা খ মনীষী গ কবি ঘ মানুষ

১১. 'সুচেতনা' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
ক ঝরাপালক খ ধূসর পাণ্ডুলিপি গ বনলতা সেন ঘ মহাপৃথিবী

১২. 'মাল্যবান' জীবনানন্দের কোন ধরনের রচনা?
ক প্রবন্ধ খ উপন্যাস গ কাব্যগ্রন্থ ঘ ছোটগল্প

১৩. কবির কোন ধরনের রচনা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল?
ক নিসর্গবিষয়ক কবিতা খ দার্শনিক কবিতা
গ দেশাত্মবোধক কবিতা ঘ প্রেমের কবিতা

১৪. জীবনানন্দ দাশ কত সালে ভারত সরকারের 'সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার' লাভ করেন?
ক ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে খ ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে
গ ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ঘ ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে

১৫. জীবনানন্দের ডাক নাম কী ছিল?
ক মানিক খ মিলু গ গোপাল ঘ বাচ্চু

১৬. কবি 'সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার'টি পান?
ক মৃত্যুর আগে খ বিখ্যাত হওয়ার পরে
গ মৃত্যুর পরে ঘ অধ্যাপনাকালে

১৭. জীবনানন্দ দাশের পূর্বপুরুষেরা কোথাকার অধিবাসী ছিলেন?
ক আসামের খ বরিশাল পরগণার
গ সিলেটের ঘ বিক্রমপুর পরগণার

১৮. জীবনানন্দ রচিত প্রথম কবিতার নাম কী?
ক বর্ষা আবাহন খ নীলিমা গ বঙ্গবাণী ঘ মৃত্যুর আগে

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দের কোন কবিতাটিকে 'চিত্ররূপময়' বলে মন্তব্য করেছেন?
ক বনলতা সেন খ রূপসী বাংলা
গ মৃত্যুর আগে ঘ ১৪০০ সাল

২০. জীবনানন্দের সাহিত্যজীবনে অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন?
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ বুদ্ধদেব বসু
গ অমিয় চক্রবর্তী ঘ জসীমউদদীন

২১. পৃথিবীর বুকে আলো জ্বালানো কাদের কাজ?
ক মানুষের খ সুচেতনার গ কবির ঘ মনীষীর

২২. সমুজ্জ্বল ভোরে কে শরীর ছুঁয়ে দেয়?
ক শিশির খ কুয়াশা গ মেঘ ঘ বাতাস

২৩. জীবনানন্দ দাশ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন–
ক ১৯১৭ সালে খ ১৯৩০ সালে
গ ১৯৪২ সালে ঘ ১৯৪৮ সালে

২৪. জীবনানন্দ দাশ প্রথম কোথায় অধ্যাপনা শুরু করেন?
ক বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ খ কলকাতা সিটি কলেজ
গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ বেথুন কলেজে

২৫. কবি যাদের হাতে ভালো মানবসমাজ গড়ে দিতে চেয়েছেন, তাদের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক ক্লান্তিহীন খ সুচেতনার অধিকারী
গ বিপর্যস্ত ঘ ক্লান্ত ক্লান্তিহীন

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ
১৬.ক খ গ ঘ	১৭.ক খ গ ঘ	১৮.ক খ গ ঘ	১৯.ক খ গ ঘ	২০.ক খ গ ঘ
২১.ক খ গ ঘ	২২.ক খ গ ঘ	২৩.ক খ গ ঘ	২৪.ক খ গ ঘ	২৫.ক খ গ ঘ

Answer

২৫.ঘ	২৪.খ	২৩.খ	২২.ক	২১.ঘ	২০.খ	১৯.গ	১৮.ক	১৭.ঘ
১৬.গ	১৫.খ	১৪.খ	১৩.ক	১২.খ	১১.গ	১০.ঘ	০৯.খ	০৮.ক
০৭.গ	০৬.গ	০৫.খ	০৪.গ	০৩.খ	০২.ক	০১.খ		

Step 2 SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. জীবনানন্দের দৃষ্টিতে চিরায়ত বাংলার রূপ কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?
০২. জীবনানন্দ দাশ কত বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
০৩. 'কল্যাণী' জীবনানন্দের কোন ধরনের রচনা?
০৪. জীবনানন্দকে শুদ্ধতম কবি হিসেবে কে আখ্যায়িত করেছেন?
০৫. জীবনানন্দ দাশ রচিত যেকোনো একটি উপন্যাসের নাম লেখ?
০৬. কোথায় অনন্ত সূর্যোদয় হবে বলে কবির বিশ্বাস?
০৭. 'নির্জনতম কবি' কে?
০৮. কবিতায় সুচেতনা কোন কোন ধরনের চেতনা?
০৯. পৃথিবীব্যাপ্ত অশুভের অন্তরালে কী রয়েছে?
১০. সূর্যকরোজ্জ্বল বাতাসের সঙ্গে কবি কীসের তুলনা করেছেন?

উত্তর :

০১. নিজেকে প্রকৃতিতে বিলীনের মাধ্যমে চিরায়ত বাংলার রূপ প্রতিফলিত হয়।
০২. ১৩০৬ বঙ্গাব্দে।
০৩. উপন্যাস।
০৪. অন্নদাশঙ্কর রায়।
০৫. মাল্যবান (১৯৭৩)।
০৬. শাশ্বত রাত্রির বুকে।
০৭. জীবনানন্দ দাশ।
০৮. শুভচেতনা।
০৯. সূর্যোদয়, মুক্তির দিশা।
১০. ভালো মানবসমাজের।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৯১১-১৯৯৯ খ্রি.

- কবিতাটিতে ব্যবহৃত শব্দ- ফাগুন ৩বার, বসন্ত- ৪বার, কবি- ৫বার।
- কবিতার চরিত্র, সংলাপ, ঘটনা ও ট্র্যাজেডিতে নাট্যগুণ বিদ্যমান।
- ঋতু দুইটি- শীত ও বসন্ত।

তাহারেই পড়ে মনে
সুফিয়া কামাল

- কবিতার মূলসুর : বিষাদময় রিক্ততার সুর বা দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত।
- কবিতাটিতে স্তবক সংখ্যা : ৫ টি।
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কথাটি আছে : ১ বার।
- কবিতার মোট লাইন : ৩০ টি।

এ কবিতার আলোচ্য বিষয়ে যা থাকছে

তাহারেই পড়ে মনে

- Part-1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য
  - Step : 1 কবি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন।
  - Step : 2 কবির গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম।
  - Step : 3 কবি সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
- Part-2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি
  - Step : 1 মূল কবিতা, শব্দার্থ ও টীকা এবং পাঠ পর্যালোচনা
  - Step : 2 পাঠ-পরিচিতি।
  - Step : 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য।
- Part-3 MCQ প্রশ্নোত্তর
  - Step : 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 3 নার্সিং/ বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 4 HSC বোর্ড পরীক্ষার ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ [১১শ-১২শ শ্রেণির জন্য]
- Part-4 লিখিত অংশ
  - Step : 1 জ্ঞানমূলক *(মূল পাঠ, লেখক ও অন্যান্য)* প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 অনুধাবনমূলক *(উদ্ধৃতি ও সংলাপ ব্যাখ্যাকরণ)* প্রশ্নোত্তর।
- Part-5 SELF TEST
  - Step : 1 SELF TEST MCQ প্রশ্নোত্তর ।
  - Step : 2 SELF TEST লিখিত।

তাহারেই পড়ে মনে কবিতার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- বাংলার ষড়ঋতুর মধ্যে বসন্তই শ্রেষ্ঠ। এ ঋতুতে প্রকৃতি সেজে ওঠে বর্ণিল সাজে। চারদিকের ফুলের সমারোহ যে কাউকে মুগ্ধ করে। এ কারণে শিল্প ও সাহিত্যে বসন্তের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। কবিতাটিতে কবির ঔদাসীন্যের স্বরূপ তুলে ধরতেই বসন্তের প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হয়েছে।

বসন্তের আগমন

- কবিতা অনুসারে বসন্ত ঋতুতে আমের মুকুল ফোটে ও দখিনা বাতাস বইতে থাকে।
- বসন্তের আগমনে দখিনা বাতাস ভরে ওঠে বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে ও মাধবী কুঁড়ির সুভাসিত গন্ধে।
- বসন্তের আগমন কবির মনে আনন্দ, শিহরন, সুর ও ছন্দের মূর্ছনার অনুভূতি জাগাবার কথা ছিল।
- কবিতায় শীতের রূপকে স্থাপন করা হয়েছে- বসন্তের বিপরীতে।
- প্রকৃতিতে ঋতুরাজ বসন্ত এলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ত ও বিষণ্ণতার ছবি। কবির মন দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাঁর কণ্ঠ নীরব। শীতের করুণ বিদায়কে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম স্বামী ও কাব্যসাধনার প্রেরণা-পুরুষের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির অন্তরে যে বিষণ্ণতা জাগে তারই সুস্পষ্ট প্রভাব ও ইঙ্গিত এ কবিতায় ফুটে উঠেছে।

বসন্ত বিমুখতা

- শীত প্রকৃতিতে দেয় রিক্ততার রূপ। গাছের পাতা যায় ঝরে। গাছ হয় ফুলহীন। শীতের এ রূপকে বসন্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতি বসন্তের আগমনে ফুলের সাজে সাজলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ততার ছবি।

পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথ

শীত যেন সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর গায়ে পত্র পুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে।

- কবিতার মূলবাণী/মর্মবাণী বা উপজীব্য বিষয়- বিষাদময় রিক্ততার সুর বা দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত।
- 'তাহারেই পড়ে মনে' একটি- বিচ্ছেদমূলক কবিতা।
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূল বিষয়- ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনা।
- কবিতাটিতে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে- প্রকৃতি ও মানবপ্রেমের সম্পর্ক।
- বসন্তের আগমনেও কবি- স্বভাববিরুদ্ধ নিস্পৃহ ও অবিচল।
- কবির কাছে তাঁর ভক্তের প্রশ্ন- তিনি নীরব কেন?/ বসন্তকে বরণ করবেন কি না?/ তিনি অভিমান করেছেন কি না?/ কবির উন্মনা হওয়ার কারণ?
- ভক্তের নিকট কবির জিজ্ঞাসা- বাতাবি লেবু ও আমের মুকুল ফুটেছে কি না?/ গন্ধে তার দখিনা সমীর আকুল হয়েছে কি না?
- কবি-ভক্তের মিনতি- গীতি রচনার/ কবির কণ্ঠে বসন্ত-বন্দনা শোনার।
- বসন্তের প্রতি কবির ঔদাসীন্যের কারণ- প্রিয়জনের বিদায়/ শোকাতুর মন/ রিক্ততার অনুভূতি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য

Step 1 কবি পরিচিতি

জন্ম : সুফিয়া কামালের জন্ম ২০ জুন ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ; শায়েস্তাবাদ, বরিশাল। **পিতা :** সৈয়দ আবদুল বারী। **মাতা :** সাবেরা বেগম। সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের বিশিষ্ট মহিলা কবি ও নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়। কবির পিতা সৈয়দ আবদুল বারী পেশায় ছিলেন আইনজীবী। সুফিয়া কামাল সাত বছর বয়সে পিতৃহারা হন। মায়ের কাছে শিক্ষার হাতেখড়ি। যে সময়ে সুফিয়া কামালের জন্ম তখন বাঙালি মুসলমান নারীদের কাটাতে হতো গৃহবন্দি জীবন। স্কুল-কলেজে পড়ার কোনো সুযোগ তাদের ছিল না। ওই বিরুদ্ধ পরিবেশে সুফিয়া কামাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি। পারিবারিক নানা উত্থান-পতনের মধ্যে তিনি স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। মাত্র বারো বছর বয়সে সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে বিয়ে হয়। আধুনিকমনস্ক নেহাল হোসেন স্ত্রী সুফিয়া খাতুনকে সাহিত্যপাঠে উৎসাহিত করেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্র কাব্যধারার গীতিকবি। তারই মধ্যে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। পরবর্তীকালে সাহিত্য সাধনা ও নারী আন্দোলনে ব্রতী হয়ে তিনি শুধু কবি হিসেবেই বরণীয় হননি, জননী সম্ভাষণে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৩২ সালে স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। সংসার সামলাতে কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এ পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : 'সাঁঝের মায়া', 'মায়া কাজল', 'কেয়ার কাঁটা', 'উদাত্ত পৃথিবী' ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি গল্প, ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), লেনিন পুরস্কার (রাশিয়া, ১৯৭০), একুশে পদক (১৯৭৬), নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন তিনি। সুফিয়া কামাল ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০ নভেম্বর ঢাকায় মারা যান।

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিধা, স্বীকৃতি ও সাহিত্যকর্ম

ডাকনাম	ডাকনাম : হাসনা বানু (নামটি তার নানি রেখেছিলেন)। নানা নাম রাখেন সুফিয়া খাতুন।
উপাধি	তিনি বাংলাদেশের জনগণের কাছে 'জননী সাহসিকা' অভিধায় ভূষিত হয়েছেন।
পদক বর্জন	পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'তমঘা-ই-ইমতিয়াজ' পদক বর্জন।
সম্পাদক	তিনি 'বেগম পত্রিকা'র (১৯৪৭) প্রথম সম্পাদক ছিলেন।
পুরস্কার ও পদক	তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমি পুরস্কার, মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার, বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৭) পান।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	সাঁঝের মায়া (১৯৩৮); মায়া কাজল (১৯৫১), উদাত্ত পৃথিবী (১৯৬৪), মন ও জীবন (১৯৫৭), মৃত্তিকার ঘ্রাণ, প্রশস্তি ও প্রার্থনা।
গল্পগ্রন্থ	কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭) : প্রথম গ্রন্থ।
ভ্রমণকাহিনি	সোভিয়েতের দিনগুলি (১৯৬৮)।
স্মৃতিকথা	একাত্তরের ডায়েরী (১৯৮৯; মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক)।
শিশুতোষ গ্রন্থ	ইতল বিতল (১৯৬৫), নওল কিশোরের দরবারে (১৯৮১)।
আত্মজীবনী	একালে আমাদের কাল (১৯৮৮)।
বিখ্যাত কবিতা	তাহারেই পড়ে মনে (সাঁঝের মায়া কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত)।
	রূপসী বাংলা (সাঁঝের মায়া কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত)।

ছন্দে ছন্দে সুফিয়া কামালের রচনাসমূহ

➢ **গ্রন্থ :** সুফিয়া কামাল তাঁর একাত্তরের ডায়েরীতে মোর যাদুদের সমাধি, মৃত্তিকার ঘ্রাণ, উদাত্ত পৃথিবী, ইতল বিতল, মন ও জীবন নামক গল্প লেখেন। গল্পগুলো মায়ার কাজলে আঁকা। অভিযাত্রিরা নওল কিশোরের দরবারে আহ্বান জানিয়েছেন, সাঁঝের বেলায় তারা যেন কেঁয়ার কাঁটা তুলতে না যায়।

Step 3 কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্যের নাম– **সাঁঝের মায়া (১৯৩৮)**।
- সুফিয়া কামালের *সাঁঝের মায়া*'র (১৯৩৮) মুখবন্ধ লিখেন– **কাজী নজরুল ইসলাম**।
- সুফিয়া কামালের প্রথম গল্পের নাম– **সৈনিক বধূ** [**'তরুণ' পত্রিকায় প্রকাশিত**]।
- সুফিয়া কামালের *সৈনিক বধূ* গল্পটি রচিত হয়– **১৯২৩ সালে**।
- রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়– **১৯১৮ সালে**।
- সুফিয়া কামালের প্রথম বিয়ে হয়– **মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে ১৯২৩ সালে**।
- বিয়ের পর যে নামে তিনি পরিচিত হন– **সুফিয়া এন. হোসেন নামে**।
- সুফিয়ার স্বামী সৈয়দ নেহাল মারা যান– **১৯৩২ সালে যক্ষ্মা রোগে**।
- তাঁর দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়– **১৯৩৯ সালে চট্টগ্রাম নিবাসী লেখক কামাল উদ্দীন আহমদের সঙ্গে। এরপর তিনি 'সুফিয়া কামাল' নাম গ্রহণ করেন**।
- সামাজিক ও পারিবারিক বাধা অতিক্রম করে সুফিয়া কামাল বাঙালি পাইলটচালিত বিমানে চড়েন– **১৯২৮ সালে**।
- সুফিয়া কামালের প্রথম কবিতা 'বাসন্তী' (১৯২৬) যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়– **মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত 'সওগাত' পত্রিকায়**।
- সুফিয়া কামালের 'সৈনিক বধূ' গল্পটি প্রকাশিত হয়– **বরিশালের 'তরুণ' পত্রিকায়**।
- যার অনুপ্রেরণায় তিনি অভিজাত সৈয়দ বংশের মুসলিম নারীদের পোশাকের পরিবর্তে চরকায় কাটা সুতোর শাড়ি পরিধান করেন– **১৯২৫ সালে বরিশালে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা হলে গান্ধীর অনুপ্রেরণা পেয়ে তিনি এ কাজ করেন**।
- সুফিয়া কামাল সম্পাদক ছিলেন– **'বেগম' পত্রিকার (১৯৪৭)**।
- সুফিয়া কামাল সপরিবারে ঢাকায় আসেন– **১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর**।
- সুফিয়া কামাল শিশুদের সংগঠন *কচিকাঁচার মেলা* প্রতিষ্ঠা করেন– **১৯৫৬ সালে**।
- সুফিয়া কামাল ছায়ানটের সভাপতি নির্বাচিত হন– **১৯৬১ সালে**।
- সুফিয়া কামাল 'মহিলা পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করেন– **১৯৭০ সালে**।
- সুফিয়া কামাল 'মহিলা সংগ্রাম কমিটি'র সভাপতি নির্বাচিত হন– **১৯৬৯ সালে**।
- তিনি যে মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্ব দেন তার নাম– **মহিলা সংগ্রাম পরিষদ (১৯৬৯)। (বর্তমানে এর নাম *বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ*)**।
- সুফিয়া কামাল 'জাতীয় কবিতা পরিষদ' পুরস্কার পান– **১৯৯৫ সালে**।
- সুফিয়া কামাল 'দেশবন্ধু সি আর দাশ গোল্ড মেডেল' পান– **১৯৯৬ সালে**।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY

Part 2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি

Step 1 শব্দার্থ ও টীকা

◈ **হে কবি–** কবিভক্ত এখানে কবিকে সম্বোধন করেছেন। ◈ **উন্মনা–** অন্যমনস্ক, আনমনা।

◈ **নীরব কেন–** উদাসীন হয়ে আছেন কেন? কেন কাব্য ও গান রচনায় সক্রিয় হচ্ছেন না।

◈ **ফাগুন যে এসেছে ধরায়–** পৃথিবীতে ফাল্গুন অর্থাৎ বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে।

◈ **তব বন্দনায়–** তোমার রচিত বন্দনা-গানের সাহায্যে। অর্থাৎ বন্দনা-গান রচনা করে বসন্তকে কি তুমি বরণ করে নেবে না?

◈ **দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?–** কবির জিজ্ঞাসা– বসন্তের দখিনা বাতাস বইতে শুরু করেছে কি না। উদাসীন কবি যে তা লক্ষ করেননি তার এই জিজ্ঞাসা থেকে তা স্পষ্ট হয়।

◈ **বাতাবি নেবুর ফুল... অধীর আকুল–** বসন্তের আগমনে বাতাবি লেবুর ফুল ও আমের মুকুলের গন্ধে দখিনা বাতাস দিগ্বিদিক সুগন্ধে ভরে তোলে। কিন্তু উন্মনা কবি এসব কিছুই লক্ষ করেননি। কবির জিজ্ঞাসা তাঁর উদাসীনতাকেই স্পষ্ট করে।

◈ **এখনো দেখনি তুমি?–** কবিভক্তের এ কথায় আমরা নিশ্চিত হই প্রকৃতিতে বসন্তের সব লক্ষণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। অথচ কবি তা লক্ষ করছেন না।

◈ **কোথা তব নব পুষ্পসাজ–** বসন্ত এসেছে অথচ কবি নতুন ফুলে ঘর সাজাননি। নিজেও ফুলের অলংকারে সাজেননি।

◈ **অলখ–** অলক্ষ, দৃষ্টির অগোচরে। ◈ **পাথার–** সমুদ্র।

◈ **বসন্তেরে আনিতে... ফাগুন স্মরিয়া–** কবি বন্দনা-গান রচনা করে বসন্তকে বর্ণনা করলেও বসন্ত অপেক্ষা করেনি। ফাল্গুন আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে।

◈ **করিলে বৃথাই–** ব্যর্থ করলে। অর্থাৎ কবি-ভক্তের অনুযোগ-বসন্তকে কবি বরণ না করায় বসন্তের আবেদন গুরুত্ব হারিয়েছে।

◈ **পুষ্পারতি–** ফুলেল বন্দনা বা নিবেদন।

◈ **পুষ্পারতি লভে নি কি ঋতুর রাজন?–** ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ ও বন্দনা করার জন্য গাছে গাছে ফুল ফোটেনি? অর্থাৎ বসন্তকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যেই যেন ফুল ফোটে।

◈ **মাধবী–** বাসন্তী লতা বা তার ফুল।

মূল কবিতা

"হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?" ①

কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি–
"দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?

বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?
দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?" ②

"এখনো দেখনি তুমি?" কহিলাম, "কেন কবি আজ
এমন উন্মনা তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?"

কহিল সে সুদূরে চাহিয়া–
"অলখের পাথার বাহিয়া

তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?
ডেকেছে কি সে আমারে? শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান।" ③

কহিলাম, "ওগো কবি! রচিয়া লহ না আজও গীতি,
বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি– এ মোর মিনতি।"

কহিল সে মৃদু মধু-স্বরে–
"নাই হলো, না হোক এবারে–

আমারে গাহিতে গান, বসন্তেরে আনিতে বরিয়া–
রহেনি, সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া।" ④

কহিলাম : "ওগো কবি, অভিমান করেছ কি তাই?
যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।"

কহিল সে পরম হেলায়–
"বৃথা কেন? ফাগুন বেলায়

ফুল কি ফোটেনি শাখে? পুষ্পারতি লভেনি কি ঋতুর রাজন?
মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ নাহি? করে নাই অর্ঘ্য বিরচন?" ⑤

"হোক, তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?"
কহিলাম, "উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?"

কহিল সে কাছে সরে আসি–
"কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী–

গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।" ⑥

শব্দার্থ ও টীকা

◈ **অর্ঘ্য বিরচন–** অঞ্জলি বা উপহার রচনা। বসন্ত বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে ফুল ও তার সৌরভ উপহার দিয়ে বসন্তকে বরণ করে।

◈ **উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা–** কবিভক্ত বুঝতে পারছেন না, কবি যথারীতি সানন্দে বসন্ত বন্দনা না করে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন কেন।

◈ **কুহেলি–** কুয়াশা। ◈ **উত্তরী–** চাদর। উত্তরীয়।

◈ **কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী–** কবি শীতকে মাঘের সন্ন্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন। যে সন্ন্যাসী কুয়াশার চাদর পরিধান করে আছে।

◈ **পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে–** শীত প্রকৃতিতে নেয় রিক্ততার রূপ। গাছের পাতা যায় ঝরে। গাছ হয় ফুলহীন। শীতের এ রূপকে বসন্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতি বসন্তের আগমনে ফুলের সাজে সাজলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ততার ছবি। শীত যেন সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর গায়ে পত্রপুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে।

◈ **তাহারেই পড়ে মনে–** প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ত ও বিষণ্ন ছবি। কবির মন দুঃখ ভারাক্রান্ত। তার কণ্ঠ নীরব। শীতের করুণ বিদায়কে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই বসন্ত তার মনে কোনো সাড়া জাগাতে পারছে না। বসন্তের সৌন্দর্য তার কাছে অর্থহীন, মনে কোনো আবেদন জানাতে পারছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম স্বামী ও কাব্যসাধনার প্রেরণা-পুরুষের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির অন্তরে যে বিষণ্নতা জাগে তারই সুস্পষ্ট প্রভাব ও ইঙ্গিত এ কবিতায় ফুটে উঠেছে।

◈ **বরিয়া–** বরণ করে। ◈ **লবে–** নেবে।

◈ **সমীর–** বাতাস। ◈ **রচিয়া–** রচনা করে।

◈ **বাতাবি লেবু–** বড় আকারের লেবু। যবদ্বীপের রাজধানী 'বাটাভিয়া' থেকে প্রথমে আনা হয় বলে এ নামকরণ হয়েছে।

◈ **মিনতি–** সংস্কৃত 'বিনতি' এবং আরবি 'মিনত' শব্দযোগে তৈরি হয়েছে।

পাঠ পর্যালোচনা

০১। কবিভক্ত এখানে কবিকে সম্বোধন করে বলেছেন– নীরব (উদাসীন) হয়ে আছেন কেন? ফাগুন মাসে বসন্ত তার অপরূপ রূপসৌন্দর্য নিয়ে এ ধরায় (পৃথিবী) এসে গেছে তার পরেও কেন কাব্য ও গান রচনায় সক্রিয় হচ্ছেন না। তোমার রচিত বন্দনা-গানের সাহায্যে অর্থাৎ বন্দনা-গান রচনা করে বসন্তকে কী তুমি বরণ করে (বরিয়া) নেবে না?

০২। স্নিগ্ধ (কোমল) চোখ তুলে ভক্তের নিকট কবির জিজ্ঞাসা– বসন্তের দখিনা (এখানে দক্ষিণ দুয়ার খোলা বলতে দক্ষিণ দিকে বাতাস প্রবাহিত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে) বাতাস বইতে শুরু করেছে কি না। উদাসীন কবি যে তা লক্ষ করেননি তার এ জিজ্ঞাসা থেকে তা স্পষ্ট হয়। কবি আরও বলেন– বাতাবি লেবুর (এক ধরনের বড় লেবু) ফুল ও আমের মুকুল (কুঁড়ি, কোরক) ফুটেছে কিনা। এবং দখিনা সমীর (বাতাস) তার (এখানে 'তার' বলতে বাতাবি লেবুর ফুল ও আমের মুকুলের কথা বলা হয়েছে) গন্ধে গন্ধে চারদিক অধীর আকুল বা সুরভিত হয়েছে কিনা।

০৩। এ অংশে কবিভক্ত কবিকে জিজ্ঞাসা করে বলছেন– বসন্ত যে এসে গেছে তা তুমি দেখনি। কেন তুমি আজ এমন উন্মনা বা অন্যমনস্ক বা আনমনা? কোথায় তোমার (তব) বসন্তকে বরণ করে নেওয়ার জন্য নব পুষ্পসাজ। কবিভক্তের এমন কথার উত্তরে কবি সুদূরে তাকিয়ে বলল– অলখের (অলক্ষের) পাথার (সমুদ্র) বেয়ে (বাহিয়া) অর্থাৎ দৃষ্টির অগোচরের সমুদ্র বেয়ে বসন্তের তরী এসেছে কী? বেজেছে কী বসন্তকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আগমনী (আগমনী বলতে আগমন সঙ্গীত বা আহ্বানগীতিকে বোঝানো হয়) গান? বসন্ত কী আমাকে ডেকেছে আমি তো শুনিনি, আর সন্ধানও রাখিনি।

০৪। কবির এমন উদাসীনতার চিত্র দেখে কবিভক্ত মিনতি করে বলে ওগো কবি তুমি আজ বসন্তের গীত (গান) রচনা (রচিয়া) কর। তোমার কণ্ঠে বসন্ত-বন্দনা শুনব এটা তোমার কাছে আমার (মোর) মিনতি। ভক্তের এমন আবেদনে কবি মৃদু মধুর স্বরে বলল– বসন্তকে বরণ করে আনতে এবার না হয় নাইবা গাইলাম গান তাতে কী? আমার গানের জন্য বসন্ত তো ভুল করে থেমে থাকেনি। সে তো ফাগুনকে স্মরণ (স্মরিয়া) করে ঠিকই চলে এসেছে।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

[illegible] কবি তুমি কী একমনা বসন্তের প্রতি অভিমান করেছ। [illegible] সমস্ত সৌন্দর্য তার কাছে অর্থহীন, মনে কোনো আবেদন জাগাতে পারছে না। [illegible] কোনো এক কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে আকস্মিক মৃত্যু হয়েছিল তার। [illegible]

Step 2 পাঠ-পরিচিতি

- পাঠ-পরিচিতি : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় (নবম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা ১৩৪২) প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে কবিতাটি 'মায়া কাজল' কাব্যে সংকলন করা হয়।
- এ কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে। সাধারণভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য মানবমনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস। বসন্ত-প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য যে কবিমনে আনন্দের শিহরন জাগাবে এবং তিনি তাকে কাব্যে-ছন্দে-সুরে ফুটিয়ে তুলবেন সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু কবিমন যদি কোনো কারণে শোকাচ্ছন্ন কিংবা বেদনা-ভারাতুর থাকে তবে বসন্ত তার সমস্ত সৌন্দর্য সত্ত্বেও কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে না।
- এ কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে (১৯৩২) কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে নেমে আসে এক ধূসর বিষণ্ণতা। কবিমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় স্বজন বিয়োগের হাহাকারে। "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতাকে আচ্ছন্ন করে আছে এই বিষাদময় রিক্ততার সুর। তাই বসন্ত এলেও উদাসীন কবির অন্তর জুড়ে রিক্ত শীতের করুণ বিদায়ের বেদনা।
- কবিতাটির আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর নাটকীয়তা। গঠনরীতির দিক থেকে এটি সংলাপনির্ভর রচনা। কবিতার আবেগময় ভাবপ্রকাশ বেদনাঘন বিষণ্ণতার সুর এবং সুললিত ছন্দ এতই মাধুর্যমণ্ডিত যে, তা সহজেই পাঠকের অন্তর ছুঁয়ে যায়।
- প্রথম চরণ- হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
- শেষ চরণ- রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।
- **'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিতে :** চরিত্র, সংলাপ, ঘটনা ও ট্রাজেডিতে নাট্যগুণ বিদ্যমান।
- **ছন্দ :** অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রথম পর্ব আট মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব দশ মাত্রার। প্রতি চরণে পর্ব দুইটি।

Step 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য

সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ

সম্ + ধান = সন্ধান	পুষ্প + আরতি = পুষ্পারতি
উপ + ঈক্ষা = উপেক্ষা	নিঃ + রব = নীরব
দিক + অন্ত = দিগন্ত	উৎ + মনা = উন্মনা

প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয়

√বস্ + অন্ত = বসন্ত	√বন্দ্ + অন + আ = বন্দনা
√স্নিহ্ + ত = স্নিগ্ধ	√দক্ষ + ইন = দক্ষিণ
√মুচ্ + উল = মুকুল	সম + √ঈর্ + অ = সমীর
আ + √কুল + অ = আকুল	√মৃদ্ + উ = মৃদু
√স্মৃ + অন = স্মরণ	অভি + √মন্ + অ = অভিমান
√ঋ + তু = ঋতু	বি + √রচ + অন = বিরচন
√অর্ঘ + অ = অর্ঘ্য	√তীব্ + র = তীব্র
কু + √হেড্ + ই = কুহেলি	সম্ + নি + √অস্ + ইন = সন্ন্যাসী
√কব্ + ই = কবি	আ + √রম্ + তি = আরতি
√গৈ + অন = গান	√বৃ + থা = বৃথা

সমাস নির্ণয়

ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
পুষ্পের আরতি	পুষ্পারতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
পুষ্প দ্বারা শূন্য	পুষ্পশূন্য	তৃতীয়া তৎপুরুষ
বসন্তের বন্দনা	বসন্ত-বন্দনা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
পুষ্প দ্বারা সাজ	পুষ্পসাজ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
ঋতুর রাজা	ঋতুরাজ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
নয় ধীর	অধীর	নঞ তৎপুরুষ

উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
দক্ষিণ	দোকখিন	উন্মনা	উনমোনা
উপেক্ষা	উপেকখা	সন্ধান	শনধান
রিক্ত	রিকতো	স্নিগ্ধ	সনিগধো
অধীর	অধির্	অর্ঘ্য	ওরঘো
তীব্র	তিবব্রো	অভিমান	ওভিমান
বন্দনা	বনদোনা	মিনতি	মিনোতি
গন্ধ	গনধো	কণ্ঠ	কনঠো
ঝরিয়া	ঝোঁরিয়া	পুষ্প	পুশপো

শব্দের উৎস নির্দেশ

তৎসম	বসন্ত, ধরা, নীরব, বন্দনা, স্নিগ্ধ।

বানান সতর্কতা

বন্দনা, স্নিগ্ধ, আঁখি, উন্মনা, সন্ধান, ঝরিয়া, পুষ্পারতি, কুঁড়ি, সন্ন্যাসী, পুষ্পসাজ, অধীর, মুকুল, স্বর, শূন্য, ব্যথা, বৃথা, উপেক্ষা, দিগন্ত।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY

CamScanner

ভাষা অনুশীলন

➢ **শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ :**

নীরব < নিঃ + রব	উন্মনা < উৎ + মনা
ফাগুন < ফাল্গুন	সাজ < সজ্জা
আঁখি < অক্ষি	অলখ < অলক্ষ
দুয়ার < দ্বার	কুঁড়ি < কোরক
দখিনা < দক্ষিণ + আ	দিগন্ত < দিক্ + অন্ত
আজ < অদ্য	পুষ্পারতি < পুষ্প + আরতি

➢ **না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ :**

নি– এখনো দেখ নি তুমি?
ফুল কি ফোটে নি শাখে?
পুষ্পারতি লভে নি কি ঋতুর
রাজন? রাখি নি সন্ধান
রহে নি, সে ভুলে নি তো।

নাই– শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান
নাই হলো, না হোক এবারে
করে নাই অর্ঘ্য বিরচন?

না– বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনা
রচিয়া লহ না আজও গীতি।
ভুলিতে পারি না কোনো মতে।

Part 3 MCQ প্রশ্নোত্তর

Step 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. বসন্তে বরিয়া তুমি —— কি তব বন্দনায়? শূন্যস্থানে কোন শব্দ বসবে?
(ক) লবে না (খ) নিবে না (গ) নেবে না (ঘ) কোনোটিই নয় উ(ক)

০২. সুফিয়া কামালের জন্মের সময় মুসলমান নারীদের কী অবস্থা ছিল?
(ক) স্কুলে পড়ার সুযোগ ছিল (খ) স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ ছিল না
(গ) স্বামীর উপর নির্ভরশীল ছিল (ঘ) পিতার উপর নির্ভরশীল ছিল উ(খ)

০৩. কত সালে কবি সুফিয়া কামালের প্রেরণাদাতা প্রথম স্বামী মারা যান?
(ক) ১৯৩১ (খ) ১৯৩২ (গ) ১৯৯৯ (ঘ) ২০০৯ উ(খ)

০৪. কোন কবিতায় কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে?
(ক) অভিযান (খ) তাহারেই পড়ে মনে (গ) নওল কিশোর (ঘ) অভিযাত্রিক উ(খ)

০৫. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কে কবিকে বসন্তের বন্দনাগীত রচনা করতে বলেছেন?
(ক) কবির স্বামী (খ) কবির ভক্ত (গ) ঋতুর রাজন (ঘ) মাঘের সন্ন্যাসী উ(খ)

০৬. সুফিয়া কামালের উপাধি নিচের কোনটি?
(ক) জননী সাহসিকা (খ) শহিদ জননী
(গ) সাহসী জননী (ঘ) মূর্তিমতী জননী উ(ক)

০৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কয়টি চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে?
(ক) একটি (খ) দুটি (গ) তিনটি (ঘ) চারটি উ(খ)

০৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' এখানে 'তাহারে' কোন ধরনের পদ?
(ক) বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) সর্বনাম (ঘ) অব্যয় উ(গ)

০৯. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় শীতকে 'মাঘের সন্ন্যাসী' বলার কারণ কী?
(ক) শীতকাল বার বার শূন্য হাতে ফিরে আসে (খ) শীতকাল খালি হাতে বিদায় নেয়
(গ) শীতকাল কুয়াশার চাদর গায়ে বিদায় নেয় (ঘ) শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যাওয়ায় উ(গ)

১০. 'কহিল সে কাছে সরে আসি' পরের পঙ্‌ক্তি কোনটি?
(ক) কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী– (খ) বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি?
(গ) নাই হলো, না হোক এবারে– (ঘ) শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান। উ(ক)

১১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন ফুলের কুঁড়ির গন্ধের কথা বলা হয়েছে?
(ক) মালতি (খ) মাধবী (গ) জুঁই (ঘ) চাঁপা উ(খ)

১২. কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে কে আসে?
(ক) শীত (খ) বসন্ত (গ) শরৎ (ঘ) চৈত্র উ(ক)

১৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির গঠনরীতি কোন বৈশিষ্ট্যের?
(ক) বর্ণনাত্মক (খ) মহাকাব্যিক (গ) নাটকীয় (ঘ) শোকধর্মী উ(গ)

১৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি নীরব কেন?
(ক) আনন্দে (খ) ব্যথায় (গ) অসুস্থতায় (ঘ) শোকে উ(ঘ)

১৫. কবির ঋতুরাজকে উপেক্ষার কারণ কী?
(ক) প্রিয়জনের মৃত্যু (খ) সৌন্দর্যের প্রতি বিতৃষ্ণাবোধ
(গ) প্রিয়জনের প্রতি অভিমান (ঘ) মানসিক ভারসাম্যহীনতা উ(ক)

১৬. বসন্ত কবির কাছে অর্থহীন কেন?
(ক) বসন্ত কবিকে মুগ্ধ করে না (খ) প্রিয়জন কাছে নেই
(গ) বসন্তের আগমন কবির কাছে অজানা (ঘ) বসন্ত সৌন্দর্যহীন উ(খ)

১৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্ত ঋতু কবির মনে সাড়া জাগাতে পারছে না কেন?
(ক) বসন্তের সৌন্দর্যহীনতার জন্য (খ) শীতের রিক্ততার জন্য
(গ) কবির বেদনার্ত হৃদয়ের জন্য (ঘ) কবির উদাসীনতার জন্য উ(গ)

১৮. কোন উক্তিতে কবির উদাসীনতা ফুটে উঠেছে?
(ক) ফুটেছে কি আমের মুকুল? (খ) বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি?
(গ) কোথা তব নব পুষ্পসাজ? (ঘ) এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া। উ(গ)

১৯. কবি সুফিয়া কামালকে সমস্ত সৌন্দর্য স্পর্শ করতে পারে না কেন?
(ক) বেদনার সাগরে নিমজ্জিত থাকায় (খ) আনন্দের ফোয়ারা বয়ে যাওয়ায়
(গ) সৌন্দর্যে কবি আকৃষ্ট নন (ঘ) কবি প্রেমপিয়াসী বলে

২০. 'এখনো দেখনি তুমি?' কথাটি দিয়ে কবিমনের কোন অবস্থার কথা নির্দেশ করা হয়েছে?
(ক) শোক (খ) রিক্ততা (গ) আনন্দ (ঘ) উদাসীনতা

২১. 'তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?' এ পঙ্‌ক্তিতে 'বিমুখতা' শব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ ঘটেছে–
(ক) আনমনা (খ) উদাসীনতা (গ) বিরক্ত (ঘ) অনাগ্রহ

২২. 'তাহারেই পড়ে মনে' এখানে 'তাহারেই' সর্বনাম কাকে নির্দেশ করেছে?
(ক) কবির ভাইকে (খ) কবির পুত্রকে
(গ) কবির প্রথম স্বামীকে (ঘ) কবির দ্বিতীয় স্বামীকে

২৩. 'কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি' এখানে কার আঁখির কথা বলা হয়েছে?
(ক) কবির (খ) কবিভক্তের (গ) কবির স্বামীর (ঘ) বসন্তের

২৪. 'নাই হলো, না হোক এবারে' কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?
(ক) শোক সংগীত রচনা প্রসঙ্গে (খ) বসন্ত-বন্দনা রচনা প্রসঙ্গে
(গ) বসন্তের পুষ্পসাজ প্রসঙ্গে (ঘ) ফুলের বসন্ত প্রসঙ্গে

২৫. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ব্যবহৃত 'কুহেলি উত্তরী' শব্দটি কী অর্থ বহন করে?
(ক) মাঘের চাদর (খ) উত্তরের কুয়াশা (গ) কুয়াশার চাদর (ঘ) মাঘের কুয়াশা

২৬. কবিমন কীসে আচ্ছন্ন হয়ে আছে?
(ক) রিক্ততার হাহাকারে (খ) আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
(গ) অসীম ভাবনায় (ঘ) অনাবিল আশ্বাসে

২৭. 'মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে বিদায় সন্ধ্যা বেলা/আমি দাঁড়ায়ে রহিনু, এপারে, তুমি ওপারে ভাসালে ভেলা'–
উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে কবির ভাবের মিল কোথায়?
(ক) ওগো কবি অভিমান করেছ কি তাই? (খ) তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কেন যে
(গ) নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায় (ঘ) বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি এ মোর মিনতি

২৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিতে কোন সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যপূর্ণ অভিব্যক্তি পেয়েছে?
(ক) প্রকৃতি ও মানবমনের (খ) মানুষ ও জীবজন্তুর জীবনযাপন
(গ) প্রকৃতি ও মানুষের জীবনপ্রবাহের (ঘ) প্রকৃতি ও পশুপাখির

২৯. সুফিয়া কামালের জন্মের সময় বাঙালি মুসলিম নারীদের কেমন জীবন কাটাতে হতো?
(ক) বাধাহীন (খ) উন্মুক্ত (গ) গৃহবন্দি (ঘ) দারিদ্র্যে

৩০. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কীসের মুকুল ফোটার কথা জানতে চেয়েছেন?
(ক) আম (খ) জাম (গ) লিচু (ঘ) পেয়ারা

৩১. নিচের কোনটি সুফিয়া কামাল রচিত নয়?
(ক) সাঁঝের মায়া (খ) মায়া কাজল (গ) মতিচূর (ঘ) উদাত্ত পৃথিবী

৩২. 'এমন উন্মনা তুমি?' এটি কার উক্তি?
(ক) কবির (খ) ভক্তের (গ) কবির স্বামীর (ঘ) কবির ছেলের

৩৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কোন গান বাজার কথা জানতে চেয়েছেন?
(ক) লোকায়ত গান (খ) পল্লিগীতি গান (গ) আগমনী গান (ঘ) আধ্যাত্মিক গান

৩৪. কার আবেদন সুফিয়া কামালের হৃদয় দ্বারে ব্যর্থ হয়ে গেছে?
(ক) বসন্তের আবেদন (খ) কবিভক্তের আবেদন
(গ) শীতের আবেদন (ঘ) শূন্যতার আবেদন

৩৫. বসন্তের প্রতি তীব্র বিমুখতা কার?
(ক) কবিভক্তের (খ) কবির
(গ) কবির স্বজনদের (ঘ) কবির সমালোচকদের

CamScanner

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

Step 2

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. [illegible] উজল তুমি'- এখানে 'উজল' শব্দের উৎস যে অর্থ প্রকাশ করে- [illegible]
ⓚ [illegible] ⓛ [illegible] ⓜ [illegible] ⓝ [illegible] [illegible]

০২. [illegible] মাঝখানে 'ভিজে আঁখি' বলতে বোঝায়- [illegible]
ⓚ [illegible] ⓛ [illegible] ⓜ [illegible] ⓝ [illegible] [illegible]

০৩. [illegible] শব্দ হলো- [illegible]
ⓚ [illegible] ⓛ [illegible] ⓜ [illegible] ⓝ [illegible] [illegible]

০৪. [illegible] অর্থ- [illegible]
ⓚ [illegible] ⓛ [illegible] ⓜ [illegible] ⓝ [illegible] [illegible]

০৫. '[illegible] তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?' এ জিজ্ঞাসা আছে কোন কবিতায়? [illegible]
ⓚ তাহারেই পড়ে মনে ⓛ [illegible] ⓜ সোনার তরী ⓝ জীবন-বন্দনা [illegible]

০৬. [illegible] কবি বিমুখ কেন? [illegible]
ⓚ [illegible] এসেছে বলে ⓛ শীত জরির লিখে বলে
ⓜ [illegible] ⓝ [illegible] বিদায়কে তেমন মনে না বলে [illegible]

০৭. সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কোথায়? [illegible]
ⓚ ঢাকা ⓛ বরিশালে ⓜ কুমিল্লায় ⓝ হুগলিতে [illegible]

০৮. '[illegible]' শব্দটি এসেছে- [illegible]
ⓚ [illegible] থেকে ⓛ 'কুঁড়ি' থেকে ⓜ 'কোরক' থেকে ⓝ 'পুষ্প' থেকে [illegible]

০৯. [illegible] কোনটি শাখে পুষ্পারতি লভেনি কি ---' শূন্যস্থানে কী হবে? [illegible]
ⓚ [illegible] ⓛ ঋতুর সাজন ⓜ ঋতুর সাজ ⓝ ঋতুর রাজন [illegible]

১০. অলখের পাথার বাহিয়া/তরী তার এসেছে কি' কার তরী? [illegible]
ⓚ গ্রীষ্মের ⓛ বসন্তের ⓜ বর্ষার ⓝ শীতের [illegible]

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. '[illegible] দুয়ার থেকে পুনি' এ জিজ্ঞাসা কোন কবিতায় আছে? [খ ০৫-০৬]
ⓚ তাহারেই পড়ে মনে ⓛ পার্জেরি ⓜ ধন্যবাদ ⓝ একটি ফটোগ্রাফ [illegible]

০২. [illegible] কার কাছে বন্দ্য-বন্দনা কণ্ঠে শোনার মিনতি করেছেন- [খ ০৬-০৭]
ⓚ কাজী নজরুল ⓛ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓜ সুফিয়া কামাল ⓝ সুকান্ত ভট্টাচার্য [illegible]

০৩. [illegible] বরণ করে পৃথিবীতে এসেছে? [গ ০৯-১০; জাককানইবি ক ১৬-১৭]
ⓚ [illegible] ⓛ [illegible] ⓜ ফাল্গুনকে ⓝ প্রকৃতিকে [illegible]

০৪. '... মাঘের সন্ন্যাসী, গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে।' উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে? [ক ১৩-১৪]
ⓚ [illegible] ⓛ ফররুখ আহমদ ⓜ সুফিয়া কামাল ⓝ আল মাহমুদ [illegible]

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অলখের পাথার বাহিয়া, তরী তার এসেছে কি?' এখানে 'অলখের পাথার' হলো- [illegible]
ⓚ দৃষ্টি অগোচরের সমুদ্র ⓛ অসীম সমুদ্র
ⓜ সমুদ্রের জলধারা ⓝ অকূল দরিয়া [illegible]

০২. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কার গন্ধে দখিনা সমীর অধীর আকুল? [illegible]
ⓚ আমের মুকুলের ⓛ মাধবী কুঁড়ির
ⓜ পুষ্পরতির ⓝ কোনোটিই নয় [illegible]

০৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় [illegible]
ⓚ 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায়, ১৯৩৫ সালে
ⓛ 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা' পত্রিকায়, ১৯২৯ সালে
ⓜ 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকায়, ১৯৩৯ সালে
ⓝ 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকায়, ১৯১৯ সালে [illegible]

০৪. কোনটি সুফিয়া কামালের রচনা নয়? [illegible]
ⓚ মায়া কাজল ⓛ কেয়ার কাঁটা ⓜ উদাত্ত পৃথিবী ⓝ মহাপৃথিবী [illegible]

০৫. 'পুষ্পারতি লভেনি কি ঋতুর রাজন'- 'ঋতুর রাজন' কী? [A : ২৩-২৪]
ⓚ গ্রীষ্মঋতু ⓛ বর্ষাঋতু ⓜ শরৎঋতু ⓝ বসন্তঋতু [illegible]

০৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবিকে আচ্ছন্ন করে আছে- [illegible ২৩-২৪, B ২২-২৩]
ⓚ আবেগ ও অভিমান ⓛ উদাসীনতা ও বাস্তবতা
ⓜ শূন্যতাবোধ ও ঋতু বিমুখতা ⓝ বিষাদময় রিক্ততার সুর [illegible]

০৭. 'তাহারেই মনে পড়ে' কবিতায় ব্যবহৃত 'উত্তরী' শব্দের অর্থ কী? [illegible ২২-২৩; জাককানইবি ক-১৩-১৬; পাবিপ্রবি গ ১৬-১৭; চবি D1 ১৬-১৭, ক ১৬-১৭]
ⓚ কুয়াশা ⓛ চাদর ⓜ সমীর ⓝ উত্তর দিক [illegible]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (continued)

০৮. '...... [illegible]'- শূন্যস্থানে কোন শব্দটি বসবে? [illegible]
ⓚ [illegible] ⓛ [illegible] ⓜ [illegible] ⓝ [illegible] [illegible]

০৯. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার [illegible] 'পুষ্পারতি' শব্দটি কীভাবে গঠিত হয়েছে? [illegible]
ⓚ [illegible] ⓛ [illegible] ⓜ [illegible] ⓝ [illegible] [illegible]

১০. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূলভাব কী? [illegible]
ⓚ [illegible] ও [illegible] সম্পর্ক ⓛ [illegible] ও [illegible] সম্পর্ক
ⓜ [illegible] ও [illegible] সম্পর্ক ⓝ [illegible] ও [illegible] সম্পর্ক [illegible]

১১. নিচের কোনটি সুফিয়া কামালের গ্রন্থ নয়? [illegible]
ⓚ [illegible] ⓛ মায়া কাজল ⓜ [illegible] ⓝ উদাত্ত পৃথিবী [illegible]

১২. 'তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান? ডেকেছে কি সে আমারে? শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান।' উক্তিটি কোন কবিতার অংশবিশেষ? [illegible]
ⓚ [illegible] ⓛ [illegible] ⓜ সোনার তরী ⓝ তাহারেই পড়ে মনে [illegible]

১৩. 'হে কবি! নীরব কেন ফাল্গুন যে এসেছে ধরায়' কোন কবিতার পঙ্‌ক্তি? [illegible]
ⓚ [illegible] ⓛ [illegible] ⓜ তাহারেই পড়ে মনে ⓝ [illegible] [illegible]

১৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির কাছে নিচের কোনটি ফুটে উঠেছে? [illegible]
ⓚ [illegible] ⓛ [illegible] ⓜ [illegible] ⓝ উদাসীনতা [illegible]

১৫. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির কাছে কী উপস্থিত হয়েছে? [illegible]
ⓚ [illegible] ⓛ [illegible] ⓜ [illegible] ⓝ পুষ্প রতি [illegible]

১৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন কোন ঋতুর উল্লেখ আছে? [illegible]
ⓚ [illegible] ও [illegible] ⓛ [illegible] ও [illegible] ⓜ [illegible] ও [illegible] ⓝ [illegible] [illegible]

১৭. কোনটি বেগম সুফিয়া কামালের গ্রন্থ নয়? [illegible]
ⓚ [illegible] ⓛ মায়া কাজল ⓜ [illegible] ⓝ কেয়ার কাঁটা [illegible]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী'- চরণটিতে 'মাঘের সন্ন্যাসী' কী? [A : [illegible]]
ⓚ কুয়াশা ⓛ শীতকাল ⓜ [illegible] ⓝ [illegible] [illegible]

০২. 'কহিল সে সুদূরে চাহিয়া' এর পরের অংশটি- [A : [illegible]]
ⓚ বসন্তরে বরিতে ধরিয়া- ⓛ অলখের পাথার বাহিয়া
ⓜ এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া ⓝ বৃথা কেন? ফাগুন বেলায়? [illegible]

০৩. কবি সুফিয়া কামালের জন্ম- [illegible]
ⓚ ১৯১১ ⓛ ১৯১৫ ⓜ ১৯১৭ ⓝ ১৯২০ [illegible]

০৪. বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি কে? [illegible]
ⓚ কামিনী রায় ⓛ [illegible]
ⓜ মাহমুদা ইয়াসমিন ⓝ বেগম সুফিয়া কামাল [illegible]

০৫. 'অর্ঘ্য' শব্দের অর্থ কী? [ক ১১-১২]
ⓚ পূজার উপকরণ ⓛ পূজার বাদ্য ⓜ পূজার মণ্ডপ ⓝ পূজার আসন [illegible]

০৬. সুফিয়া কামালের জন্মস্থান- [illegible]
ⓚ রাজশাহী ⓛ খুলনা ⓜ সিলেট ⓝ বরিশাল [illegible]

০৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার বর্ণনাকারী চরিত্র কোনটি? [I: ১৪-১৫]
ⓚ কবি স্বয়ং ⓛ কবিভক্ত ⓜ বৃদ্ধ বাপু ⓝ [illegible] [illegible]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন কবিতায় বাতাবি লেবুর উল্লেখ আছে? [D : ২১-২২; জবি খ ০৮-০৯; রাবি ক ১২-১৩]
ⓚ ঐকতান ⓛ তাহারেই পড়ে মনে ⓜ সেই অস্ত্র ⓝ লোক-লোকান্তর [illegible]

০২. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার "কহিল সে পরম হেলায়" এর পরের পঙ্‌ক্তিটি- [B : ২১-২২]
ⓚ অলখের পাথার বাহিয়া ⓛ দক্ষিণ দুয়ার গেছে
ⓜ নাই হলো না হোক এবারে ⓝ বৃথা কেন? ফাগুন বেলায় [illegible]

০৩. 'কুহেলি উত্তরী তলে ...... সন্ন্যাসী', শূন্যস্থানে কোন শব্দ বসবে? [A : ২১-২২; জবি খ ১৯-২০]
ⓚ পৌষের ⓛ মাঘের ⓜ পথের ⓝ মেঘের [illegible]

০৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন ঋতুর আগমনের কথা বলা হয়েছে? [B ১৯-২০]
ⓚ শীত ⓛ বসন্ত ⓜ গ্রীষ্ম ⓝ বর্ষা [illegible]

০৫. 'রচিয়া লহ না আজও গীতি' এখানে 'না' কী অর্থে ব্যবহৃত? [B ১৯-২০]
ⓚ অনুরোধ ⓛ উপদেশ ⓜ নিষেধ ⓝ তিরস্কার [illegible]

০৬. 'এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া' কোন কবিতার পঙ্‌ক্তি? [খ ০৭-০৮]
ⓚ তাহারেই পড়ে মনে ⓛ বঙ্গভাষা ⓜ সোনার তরী ⓝ ধন্যবাদ [illegible]

০৭. 'বন্দ্য বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি, এ মোর মিনতি' এটি কোন কবিতার চরণ? [গ ০৯-১০]
ⓚ সোনার তরী ⓛ জীবন-বন্দনা
ⓜ তাহারেই পড়ে মনে ⓝ আমার পূর্ব বাংলা [illegible]

CamScanner

[illegible]

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কবি সুফিয়া কামালের 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'তাহারেই পড়ে মনে' কথাটি কত বার ব্যবহার করা হয়েছে? [B ১৩-১৪]
ক) একবার খ) দুইবার গ) তিনবার ঘ) চারবার

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির মনের বিষণ্নতার কারণ– [C ১৯-২০]
ক) পতিহারা খ) প্রিয় বিয়োগ গ) রাগ ঘ) চিন্তা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পুষ্পরতি' শব্দের অর্থ কী? [D ১৮-১৯]
ক) [illegible] খ) প্রদীপ গ) ফুলের গহনা ঘ) ফুলের [illegible]
০২. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিতে কোনটির উল্লেখ নেই? [D ১৭-১৮]
ক) আমের মুকুল খ) কমল বন গ) বাতাবি লেবু ঘ) মাধবী কুঁড়ি
০৩. কোন কবিতায় মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে অনুভব করা হয়েছে? [E ১৪-১৫]
ক) একতারা খ) তাহারেই পড়ে মনে গ) পাঞ্জেরি ঘ) সোনার তরী
০৪. সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামীর নাম কী? [E ১৪-১৫]
ক) কামাল হোসেন খ) সৈয়দ নেহাল হোসেন
গ) [illegible] হোসেন ঘ) আবু সাঈদ আইয়ুব

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সাঁঝের মায়া' কার লেখা? [C ১৩-১৪]
ক) বেগম রোকেয়া খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) সৈয়দ আলী আহসান ঘ) বেগম সুফিয়া কামাল
০২. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কোন ফুল ফুটেছে কি না জানতে চেয়েছেন? [G ১৫-১৬]
ক) বাতাবি লেবু খ) কামিনী ফুল গ) জুঁই ফুল ঘ) হাসনাহেনা

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মাঘের সন্ন্যাসী' কথাটি আছে কোন কবিতায়? [A ১৬-১৭]
ক) বাংলাদেশ খ) তাহারেই পড়ে মনে গ) জীবন বন্দনা ঘ) আমার পূর্ব বাংলা

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. মাঘের সন্ন্যাসী রিক্ত হস্তে কোথায় চলে যায়? [১৭-১৮]
ক) কুহেলী উত্তরী তলে খ) বনে গ) বসন্তে ঘ) পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. "এখনো দেখনি তুমি?" কহিলাম, "কেন কবি আজ এমন উন্মনা তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?" চরণ দুটি কোন কবিতার? [FSSS : ২১-২২]
ক) পাঞ্জেরি খ) [illegible] গ) তাহারেই পড়ে মনে ঘ) [illegible]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

০১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কোন গান বাজার কথা জানতে চেয়েছেন? [BMCP : ২১-২২]
ক) আগমনী গান খ) শাস্ত্রীয় গান গ) আধুনিক গান ঘ) জারি গান

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'অলখ' শব্দের অর্থ হলো– [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ক) প্রত্যক্ষ খ) সরব গ) অলক্ষ ঘ) নীরব
০২. 'কুহেলি' শব্দের অর্থ কোনটি? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪, Science : ২১-২২, ঢাবি ক ১০-১১]
ক) কলকাকলি খ) কুয়াশা গ) কোকিলের ডাক ঘ) রহস্য
০৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় মাধবী শব্দের অর্থ কী? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
ক) এক প্রকার ফুল খ) মধুর গ) বসন্ত ঘ) লেবু
০৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কার আগমনী গানের কথা বলা হয়েছে? [Science : ২১-২২]
ক) গ্রীষ্ম খ) শীত গ) বসন্ত ঘ) বর্ষা
০৫. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় উল্লেখ রয়েছে– [Science : ১৬-১৭]
ক) পৌষ ও মাঘ মাসের খ) কার্তিক ও পৌষ মাসের
গ) মাঘ ও ফাল্গুন মাসের ঘ) ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের
০৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ফাগুনে কোন দুয়ার খুলে যায়? [মানবিক ১৬-১৭]
ক) দক্ষিণ দুয়ার খ) উত্তর দুয়ার গ) বসন্ত দুয়ার ঘ) পুবের দুয়ার

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Step 4 HSC বোর্ড পরীক্ষা ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর

১. 'কুহেলি' শব্দের অর্থ কী? [ঢা. বো. ২৪; দি. বো. ১৭]
ক কুয়াশা খ চাদর গ উত্তরীয় ঘ শয়ান উ: ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ০২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি
করুণ চোখে চেয়ে আছে সাঁঝের ঝরা ফুলগুলি।

২. উদ্দীপকের 'গানের বুলবুলি' 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করে? [রা. বো. ২৪]
ক কুহুতান খ শীত ঋতু গ প্রয়াত স্বামী ঘ ঋতুরাজ বসন্ত উ: গ

৩. গঠনরীতির দিক থেকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কোন ধরনের রচনা? [চ. বো. ২৪]
ক বর্ণনানির্ভর খ সংলাপনির্ভর গ সুর-তালনির্ভর ঘ আবেগনির্ভর উ: খ

৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির মনের বিমুখতা দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? [দি. বো. ২৪]
ক ব্যর্থতা খ নিস্পৃহতা গ শূন্যতা ঘ উদাসীনতা উ: ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ০৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আফরোজা তার মামার বাসায় বেড়াতে এসে জানতে পারলো যে, ঐদিন মামাতো ভাইয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠান। চারদিকে আলোকসজ্জা, সবাই নতুন জামা পরেছে, বাড়িতে অনেক অতিথি এসেছে। আফরোজা চমৎকার গান গাইতে পারে বিধায় আফরোজার মামা তাকে জন্মদিনের একটি গান গাইতে বললো। আফরোজা গান গাওয়া বন্ধ করে কেঁদে ফেললো কারণ তিন বছর পূর্বে এই দিনেই তার বাবা মারা যায়।

৫. উদ্দীপকের আফরোজার মনে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন চরিত্রের ভাবের সাদৃশ্যপূর্ণ? [সি. বো. ২৪]
ক কবি খ কবিভক্ত গ কবির স্বামী ঘ প্রকৃতি উ: ক

৬. 'হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়'— এ চরণটিতে 'নীরব কেন' বলতে কবির কেমন অবস্থা বোঝায়? [ঢা. বো. ১৯]
ক জীবন সম্পর্কে উদাসীনতা খ ঘুমিয়ে থাকা
গ কাব্য ও গান রচনায় সক্রিয় না হওয়া ঘ শীতের চাদর মুড়ি দিয়ে থাকা উ: গ

৭. 'বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি?'— 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার এই চরণ দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে— [কু. বো. ১৯]
ক প্রকৃতির বর্ণনা খ শোকের বর্ণনা
গ কবির হাহাকার ঘ কবির ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস উ: গ

৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে চলে গেছে কে? [চি. বো. ১৯]
ক কুহেলি উত্তরী খ মাঘের সন্ন্যাসী গ ঋতুর রাজন ঘ দখিনা সমীর উ: খ

৯. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'অর্ঘ্য বিরচন' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [ব. বো. ১৯]
ক ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ খ ফুলের বন্দনাগীত
গ বসন্তের আগমনী গান ঘ অঞ্জলি বা উপহার রচনা উ: ঘ

১০. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কে পথে অধীর আকুল হয়েছে কি না জানতে চাওয়া হয়েছে? [কু. বো. ১৭]
ক আমের মুকুল খ দখিন দুয়ার গ দখিনা সমীর ঘ বাতাবি নেবুর ফুল উ: গ

১১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায়— 'কোথা তব নব পুষ্পসাজ'— উক্তিটি কার উদ্দেশে বলা হয়েছে? [ব. বো. ১৭]
ক বসন্তের খ ভক্তের গ কবির ঘ শীতের উ: ক

১২. 'বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি— এ মোর মিনতি'— এ মিনতি করে— [দি. বো. ১৬]
ক কবি-ভক্ত খ কবি গ প্রিয়জন ঘ দখিনা সমীর উ: ক

১৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি গান রচনা না করলেও বসন্ত ঋতু এসেছে কেননা? [কু. বো. ১৬]
ক বাতাবি নেবুর ফুল ফোটায় খ দখিনা বাতাস বয়ে যাওয়ায়
গ কবি-ভক্তের আহ্বানে ঘ প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে উ: ঘ

১৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্ত কাকে স্মরণ করে এসেছে? [য. বো. ১৬]
ক ফাল্গুন খ বাতাবি নেবু গ আমের মুকুল ঘ দখিনা সমীর উ: ঘ

১৫. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কার প্রতি কবির তীব্র বিমুখতা? [চ. বো. ১৬]
ক বসন্তের খ শীতের গ নিজের ঘ ভক্তের উ: ক

১৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কে অর্ঘ্য বিরচন করবে? [কু. বো. ১৬]
ক কবি খ শীত গ ভক্ত ঘ বসন্ত উ: ক

১৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'বিমুখতা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [দি. বো. ১৬]
ক ঘৃণা খ অবহেলা গ অমনোযোগিতা ঘ অনাগ্রহ উ: ঘ

১৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কাকে ব্যথা দিয়েছেন? [ব. বো. ১৬]
ক ফাগুন খ প্রকৃতি গ পাঠক ঘ ঋতুরাজ উ: ঘ

১৯. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় শীতকালকে মাঘের সন্ন্যাসী বলার কারণ কী? [চ. বো. ১৬]
ক শীতকাল বনের পুষ্প হরে নিয়ে যায় খ শীতকাল শক্তি হাতে নিয়ে দেয়
গ শীতকাল কুয়াশার চাদর গায়ে দিয়ে দেয় ঘ শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যাওয়ায় উ: ক

২০. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির কাকে মনে পড়ে? [ঢা. বো. ১৬]
ক ফাগুনকে খ বসন্তকে গ মাঘের সন্ন্যাসীকে ঘ পুষ্পশূন্য দিগন্তকে উ: গ

২১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'উত্তরী' শব্দের অর্থ কী? [কু. বো. ১৬]
ক কুয়াশা খ উত্তর দিক গ চাদর ঘ শীতের উত্তাপ উ: গ

২২. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ব্যবহৃত 'কুহেলি উত্তরী' শব্দটি কী অর্থ বহন করে? [দি. বো. ১৬]
ক মাঘের কুয়াশা খ উত্তরের কুয়াশা
গ কুয়াশার চাদর ঘ পৌষের কুয়াশা উ: গ

২৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কে কবিকে বসন্তের বন্দনাগীত রচনা করতে বলেছেন? [ব. বো. ১৬]
ক কবির স্বামী খ কবির ভক্ত গ ঋতুর রাজন ঘ মাঘের সন্ন্যাসী উ: খ

২৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির গঠনরীতি কোন বৈশিষ্ট্যের? [চ. বো. ১৬]
ক বর্ণনামূলক খ নাটকীয় গ মহাকাব্যিক ঘ শোকার্ত উ: খ

২৫. 'কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি'— চরণটিতে 'স্নিগ্ধ আঁখি' বলতে বোঝায়— [পাঠ্যবইয়ের প্রশ্ন ও উত্তর]
ক মায়াবী দৃষ্টি খ কোমল নেত্র গ অশ্রুসিক্ত নয়ন ঘ উৎসুক চাহনি উ: খ

Step 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কোন লক্ষণকে বসন্তকালীন মনে করেন?
i. মাধবী কুঁড়ি ii. অশোকের পাতার iii. আমের মুকুল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii উ: ঘ

০২. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কার আগমনী গানের কথা বলা হয়েছে?
i. ঋতুরাজ বসন্তের ii. দখিনা সমীরের iii. আমের মুকুলের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

০৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'নীরব কেন' বলতে বোঝায়—
i. কবি উদাসীন হয়ে আছেন কেন? ii. কবি কেন বসন্তকে সম্বোধন করছেন না?
iii. কবি কেন কাব্য রচনায় সক্রিয় হচ্ছেন না?
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

০৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি শীতকে মাঘের সন্ন্যাসী বলেছেন। কারণ—
i. মাঘের শীতের তীব্রতার জন্য ii. শীতের রিক্ততার জন্য iii. কুয়াশার চাদরের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

০৫. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'পুষ্পারতি' বলতে বোঝানো হয়েছে—
i. ফুলের বন্দনা ii. ফুলের নিবেদন iii. ফুলের সৌরভ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ক

০৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা অনুসারে বসন্ত ঋতুতে—
i. মনবনে আনন্দ বিরাজ করে ii. আমের মুকুল ফোটে iii. দখিনা বাতাস বইতে থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

০৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো—
i. অন্তমিল প্রবণতা ii. সংলাপধর্মিতা iii. নাটকীয়তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
জীবনের সবক্ষেত্রে সফল রঞ্জিত কিন্তু তার সাফল্য তার মনকে আন্দোলিত করে না। মায়ের সমস্ত অন্তর জুড়ে অকালে হারিয়ে যাওয়া রঞ্জন।

০৮. উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই প্রকাশিত—
i. প্রিয়জন হারানোর বেদনা ii. ব্যক্তিজীবনের রিক্ততা iii. সফলতার প্রতি উদাসীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
'আমি এখন রিক্ত শূন্য/মন পড়ে রয়েছে তার জন্য।'

০৯. উদ্দীপকের সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন ভাবের মিল পাওয়া যায়?
i. রিক্ততার হাহাকার ii. দুঃখের বিহ্বলতা iii. উদাসীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রুবেল বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। হঠাৎ তার শিশুপুত্র সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়। পুত্রশোকে সে ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। এমনকি ঈদের নামাজ পড়তেও যেতে পারেনি।

১০. **উদ্দীপকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে?**
i. নির্লিপ্ততা ii. স্মৃতিকাতরতা iii. প্রিয়জন হারানোর বেদনা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: (ঘ)

১১. **সুফিয়া কামাল মাতৃমূর্তিতে নন্দিত হয়েছেন—**
i. সাহিত্য সাধনার জন্য ii. নারী আন্দোলনের জন্য iii. স্বদেশি আন্দোলনের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: (ক)

১২. **সুফিয়া কামাল একাধারে লিখেছেন—**
i. কাব্য ii. উপন্যাস iii. স্মৃতিকথা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: (ঘ)

১৩. **'উন্মনা' শব্দটির সঠিক প্রতিশব্দ হলো—**
i. অনুৎসুক ii. মনহারা iii. অন্যমনস্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: (ঘ)

১৪. **'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির সাথে মাঘের সন্ন্যাসীর সম্পর্ক কোথায়?**
i. বৈরাগ্যে ii. রিক্ততায় iii. প্রেমে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: (ক)

১৫. **শীত ঋতুর রিক্ততার চিত্রটি ফুটে ওঠে, যখন—**
i. গাছের পাতা ঝরে যায় ii. প্রকৃতি কুয়াশায় ঢেকে যায় iii. গাছপালা ফুলহীন হয়ে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: (ঘ)

১৬. **'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির মন ছিল—**
i. দুঃখ ভারাক্রান্ত ii. বিষণ্ণতায় ভরা iii. উদাসীন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: (ঘ)

১৭. **'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্তের আগমন কবির মনে যে অনুভূতি জাগাবার কথা ছিল তা হলো—**
i. আনন্দ ii. শিহরন iii. সুর ও ছন্দের মূর্ছনা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: (ঘ)

১৮. **'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির উদাসীনতার কারণ—**
i. প্রিয়জনের মৃত্যু ii. স্বামীর মৃত্যু iii. শারীরিক অসুস্থতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: (ক)

১৯. **বসন্তের আগমনে দখিনা বাতাস ভরে ওঠে—**
i. বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে ii. মাধবী কুঁড়ির সুবাসিত গন্ধে iii. আমের মুকুলের মোহনীয় গন্ধে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: (ঘ)

২০. **'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি শীতকে 'মাঘের সন্ন্যাসী' বলেছেন—**
i. মাঘের শীতের তীব্রতার জন্য
ii. শীতের রিক্ততার কারণে
iii. কুয়াশার আস্তরণের কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: (ঘ)

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি
করুণ চোখে চেয়ে আছে সাঁঝের ঝরা ফুলগুলি।'

২১. **উল্লিখিত প্রাসঙ্গিকতা যে বিষয়টিকে আমাদের সামনে আনে—**
i. ঋতুবরণে কবির একান্ত নিরাসক্তি ii. জীব ও জগৎ সম্পর্কে উদাসীনতা
iii. মর্ম মাঝে গুমরে ওঠা কান্না
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: (ঘ)

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফাল্গুন মাসে রিফাতের মা মারা গেছেন। তাই চাকরি পাওয়ার খবর তার কাছে কোনো আনন্দের বার্তা বয়ে আনেনি।

২২. **উক্ত কারণ কবি ও রিফাত উভয়কে করে তুলেছে—**
i. বিষণ্ণ ও উদাসীন ii. রিক্ত ও শোকাচ্ছন্ন iii. স্মৃতিকাতর ও নিষ্ক্রিয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: (ঘ)

নিচের উদ্দীপক পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :

চারদিকে ভীষণ কুয়াশা; রোমানের আজ লেখার ইচ্ছে নেই।

২৩. **কবিতার উক্ত দিকটির আলোকে বলা যায়—**
i. মানবমন প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত ii. প্রকৃতি মানবমনে প্রভাব ফেলে
iii. প্রকৃতি ছাড়া সাহিত্য সাধনা অসম্ভব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: (ঘ)

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রকৃতির কুয়াশাঘন শীতে কবি হিমেলের সমস্ত শরীর-মন হিম হয়ে উঠেছে। তাই কদিন ধরেই তার কবিতা লেখা হচ্ছে না।

২৪. **উক্ত দিকটির বিচারে বলা যায়—**
i. প্রকৃতি ছাড়া সাহিত্য সাধনা অসম্ভব ii. প্রকৃতি মানবমনে প্রভাব ফেলে
iii. প্রকৃতির সাথে মানবমন সম্পর্কিত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: (ঘ)

২৫. **'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি—**
i. নাটকীয় গুণসম্পন্ন ii. সংলাপনির্ভর রচনা iii. বিশ্লেষণধর্মী রচনা.
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: (ঘ)

Part 4 লিখিত অংশ

Step 1 জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

- ☑ **'হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়' এর পরের লাইন—** বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?
- ☑ **'তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোনো মতে' প্রকৃতপক্ষে মনে পড়ে—** কবির স্বামীর কথা।
- ☑ **'এমন উন্মনা তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?' এখানে পুষ্পসাজে সাজতে চেয়েছিল—** কবি নিজে।
- ☑ **'গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে' যে চলে গিয়েছে—** মাঘের সন্ন্যাসী।
- ☑ **'কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি—/ দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি? উক্তিটিতে যার কথা বলা হয়েছে—** বসন্ত প্রকৃতির।
- ☑ **'কহিলাম "ওগো কবি! রচিয়া লহ না আজও গীতি,/ বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি— এ মোর মিনতি। যে কবিতার অংশ—** তাহারেই পড়ে মনে।
- ☑ **'হে কবি! নীরব কেন— ফাগুন যে এসেছে ধরায়, বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?' উক্তিটি—** কবির প্রতি ভক্তবৃন্দের।
- ☑ **'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়—** ১৯৩৫ সালে মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায়।
- ☑ **মাঘের সন্ন্যাসী যেভাবে গেছে—** রিক্ত হস্তে।
- ☑ **মাঘের সন্ন্যাসী যেথায় গেছে—** পুষ্পশূন্য দিগন্তে।
- ☑ **এ কবিতায় গানের কথা বলা হয়েছে—** আগমনী গান।
- ☑ **'বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?' কোন কবির রচনা—** সুফিয়া কামাল।
- ☑ **'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূল বিষয়—** জীবনের বিষাদময় রিক্ততার সুর।
- ☑ **সুফিয়া কামালের পারিবারিক পরিবেশে ব্যবহার করা হতো—** উর্দু ভাষা।
- ☑ **'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'কহিল' ও 'কহিলাম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—** কহিল ৫ বার এবং কহিলাম ৪ বার।
- ☑ **'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'প্রশ্নবোধক চিহ্ন' ব্যবহৃত হয়েছে—** ১৯ বার।
- ☑ **'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'ফাগুন' ও 'তরী' শব্দটি এসেছে—** ফাগুন ৩ বার এবং তরী ১ বার।
- ☑ **'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'কবি' ও 'হে কবি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—** কবি ৫ বার এবং হে কবি ১ বার।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'তাহারেই পড়ে মনে' ব্যবহৃত হয়েছে– ১ বার।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'বসন্ত' শব্দটি আছে– ৪ বার।
- ☑ 'বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?' এর পরের পঙ্‌ক্তি– দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?
- ☑ বাংলাদেশের জন-মানসে নন্দিত মাতৃমূর্তিতে ভাস্বর হয়েছেন– সুফিয়া কামাল।
- ☑ ধরায় ফাগুন এসেছে– বসন্তকে বরণ করে নেওয়ার জন্য।
- ☑ বসন্তে কবির প্রত্যাশিত ছিল– পুষ্পসাজ।
- ☑ 'ঋতুর রাজন' বলতে কবি বুঝিয়েছেন– ঋতুরাজ বসন্তকে।
- ☑ 'গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে।' চলে গেছে– কবির প্রিয় মানুষ।
- ☑ দখিনা সমীর অধীর আকুল হয়– বাতাবি নেবুর ফুল ও আমের মুকুলের গন্ধে।
- ☑ 'কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী' এর পরের চরণ– গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি– কথোপকথনধর্মী।
- ☑ 'তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?/ ডেকেছে কি সে আমারে? শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান।' পঙ্‌ক্তিদ্বয় যে কবিতার অংশ– তাহারেই পড়ে মনে।
- ☑ 'কহিলাম, ওগো কবি, অভিমান করেছ কি তাই?' এর পরের লাইন– যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।
- ☑ 'মিনতি' শব্দটি গঠিত হয়েছে– সংস্কৃত বিনতি এবং আরবি মিনত শব্দ থেকে।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার স্তবক সংখ্যা– পাঁচটি।
- ☑ 'এখনো দেখনি তুমি' এ প্রশ্ন– কবিভক্তের।
- ☑ 'আঁখি' শব্দের বিবর্তিত রূপ– অক্ষি।
- ☑ 'ভুলিতে পারি না কোনো মতে' এ বাক্যে 'না' যে পদ– ক্রিয়া বিশেষণ।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার অন্যতম দুটি বৈশিষ্ট্য– নাটকীয়তা ও সংলাপনির্ভরতা।
- ☑ 'অর্ঘ্য' ও 'অর্থ' শব্দ দুটির অর্থগত পার্থক্য– 'অর্ঘ্য' শব্দের অর্থ : পূজার উপকরণ এবং 'অর্থ' শব্দের অর্থ : মূল্য।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার প্রধান গুণ– প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্ক।
- ☑ 'শুনি নাই, রাখিনি সন্ধান' কবি সন্ধান রাখেননি– বসন্তের।
- ☑ কবিতায় 'মিনতি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– 'মিনতি' (আরবি শব্দ) শব্দটি 'প্রার্থনা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- ☑ 'বসন্ত বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?' লাইনটি যে কবিতার অংশ– তাহারেই পড়ে মনে।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির যে জীবনের প্রভাব রয়েছে– ব্যক্তিজীবনের।
- ☑ কবিভক্তের কবির কাছে যা শোনার জন্য মিনতি– আগমনী গান।
- ☑ কবি সুফিয়া কামালের ভাষায় ফাগুন এসেছে– ধরায়।
- ☑ বসন্ত তার সমস্ত সৌন্দর্য দিয়ে কবিমনকে স্পর্শ করতে পারে না– কবি শোকাচ্ছন্ন হওয়ায়।
- ☑ ফাগুনকে স্মরণ করে যার আগমন বার্তা ধ্বনিত হয়েছে– বসন্তের।
- ☑ কুহেলী উত্তরী তলে চলে গেছে– মাঘের সন্ন্যাসী।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে– শীত ঋতুকে।
- ☑ যে বেলায় ফুল ফোটেনি বলে কবি প্রশ্ন রেখেছেন– ফাগুন।
- ☑ যাকে সাদর আমন্ত্রণ জানানোর জন্যই যেন ফুল ফোটে– বসন্তকে।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ঋতুরাজ বলা হয়েছে– বসন্তকে।
- ☑ কবি সুফিয়া কামাল কিছুতেই ভুলতে পারছেন না– শীতের করুণ বিদায়কে।
- ☑ কবির গল্পের সংকলন 'কেয়ার কাঁটা' প্রকাশিত হয়– ১৯৩৭ সালে।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিতে বসন্ত আগমনের চিহ্ন– ফুলের সমারোহ, বাতাবি লেবু ও আমের মুকুল, মাধবী কুঁড়ির সুবাস।
- ☑ কবির দৃষ্টিতে শীত প্রতিভাত হয়েছে– মাঘের সন্ন্যাসী রূপে, চলে গেছে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির বেদনাবিধুর অভিব্যক্তি– তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।
- ☑ কবির প্রথম কবিতা 'বাসন্তী' যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়– সওগাত; ১৯২৬ সালে।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার বিষয়বস্তু– প্রিয়জন হারানোর বিরহ-বেদনা।
- ☑ ১৯৩৮ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া' প্রকাশিত হয়। বইটির মুখবন্ধ লেখেন– জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।
- ☑ সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসেবে *একুশে পদক পান*– ১৯৭৬ সালে।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিতে– চরিত্র, সংলাপ, ঘটনা ও ট্র্যাজেডিতে নাট্যগুণ বিদ্যমান।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ফুলের নাম আছে– ৩ টি (মাধবী, বাতাবি নেবু, আমের মুকুল)।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির সাহিত্যের রূপশ্রেণি– কবিতা।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিতে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে– প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্ক।
- ☑ সুফিয়া কামালের রচনা অনূদিত হয়েছে– চীনা, ইংরেজি, জার্মান, ইতালিয়ান, পোলিশ, রুশ, ভিয়েতনামিজ, হিন্দি ও উর্দু ভাষায়।

Step 2 অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

০১. 'পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : 'পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে' বলতে শীতের রিক্ততার মধ্যে কবির স্বামীকে হারানোর বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

বসন্ত এসেছে প্রকৃতিতে। কিন্তু তবুও কবি নীরব। শীতের সময় প্রকৃতিতে রিক্ততার হাহাকার গুমরে ওঠে। গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ে, থাকে না পুষ্পমঞ্জরি। শীত শেষে বসন্ত এলে প্রকৃতিতে প্রাণ ফিরে আসে। কিন্তু কবি সুফিয়া কামাল বসন্তের আমেজেও শীতের রিক্ততায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। কারণ তার প্রিয় স্বামী শীতের কুহেলিঘেরা দিনে পরপারে চলে গেছেন। পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথ ধরে তিনি যেন চলে গেছেন অজানা গন্তব্যে। এ কথাটিই এখানে বোঝানো হয়েছে।

০২. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিকে কী নাটকীয় গুণসম্পন্ন কবিতা বলা যায়? তোমার পক্ষে যুক্তি দেখাও।

উত্তর : গঠনরীতির দিক থেকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি সংলাপনির্ভর রচনা হওয়ায় কবিতাটিকে নাটকীয় গুণসম্পন্ন কবিতা বলা যায়।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিতে মূলত কবি ও কবিভক্তের মাঝে সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। এ নাটকীয়তাই কবিতাটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। উল্লিখিত চরিত্র দুটির কথোপকথনের মাধ্যমে কবিতাটির বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এর মধ্য দিয়ে কবি হৃদয়ের নিগূঢ় ভাবের নাটকীয়ভাব প্রকাশিত হয়েছে। আমার মতে, উল্লিখিত কারণে কবিতাটিকে নাটকীয় গুণসম্পন্ন কবিতা বলা যায়।

০৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্য ও কবির মনের অবস্থার মধ্যে কোনটি প্রধান হয়ে উঠেছে বলে তুমি মনে কর? কেন?

উত্তর : সুফিয়া কামাল রচিত 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় একদিকে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা, অন্যদিকে রয়েছে কবির মনের গভীরতর ভয়াবহ অন্তঃক্ষরণ। যা কবিতায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ঋতুরাজ বসন্ত এবং মাঘের সন্ন্যাসী শীত পৃথিবীতে ভিন্ন ভাব-ব্যঞ্জনা নিয়ে আগমন করে। শীত প্রকৃতিতে দেয় রিক্ততা উপহার। গাছের পাতা ঝরে যায়, গাছ হয় ফুলহীন। সারা প্রকৃতি কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে নিঃসঙ্গতা প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে বসন্তের আগমনে নতুন পাতায় গাছ ভরে যায়। ফুলে-ফলে প্রকৃতি সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। বাতাবি নেবুর ফুল ও আমের মুকুলের গন্ধে দখিনা বাতাস সুগন্ধে চারিদিক ভরে তোলে। বসন্তের আগমনে পৃথিবীতে আনন্দ-লহরি বয়ে চলে। কিন্তু এ কবিতায় বসন্ত ঋতুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিমানসে যতটা না প্রভাব বিস্তার করেছে, তার চেয়ে শীত ঋতুর বেদনাপূর্ণ বিদায় কবির মানসিক অবস্থায় বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। কুয়াশাচ্ছন্ন পুষ্পহীন দিগন্তের পথে রিক্ত হস্তে শীর্ণ ঋতুর অবহেলিত বিদায় কবিকে পীড়িত করেছে। তার এ অবহেলিত বিদায়, অন্যদিকে বসন্তকে নিয়ে রাজকীয় আয়োজন তার কাছে যথার্থ মনে হয়নি। প্রকৃতির সৌন্দর্যের চেয়ে এ কবিতায় কবির মনের অবস্থা প্রধান হয়ে উঠেছে।

মূলত এ শীত ঋতুর স্মৃতির আড়ালে রয়েছে তাঁর প্রথম স্বামীর মৃত্যুস্মৃতি। এ কারণেই কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং কবির মনের অবস্থার মধ্যে তার মানসিক অবস্থাই বেশি প্রধান হয়ে উঠেছে।

০৪. সুফিয়া কামাল 'জননী' সম্ভাষণে ভূষিত হয়েছেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সুফিয়া কামাল সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি নারী আন্দোলনে ব্রতী হয়ে 'জননী' সম্ভাষণে ভূষিত হয়েছেন।

নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে নিজে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। স্বশিক্ষিত হয়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন তিনি। পরবর্তীকালে সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি তিনি নারী আন্দোলনেও ব্রতী হয়েছিলেন। এ কারণে তিনি 'জননী' সম্ভাষণে ভূষিত হয়েছেন।

CamScanner

০৫. আমারে গাহিতে গান, বসন্তরে আনিতে বরিয়া–
রহেনি, সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া। ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : এখানে ভক্তের অনুরোধ সত্ত্বেও কবির বসন্তের বন্দনা-গান রচনা না করার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে।

বসন্তের আগমনে প্রকৃতি রানির বেশে সেজেছে। গাছে গাছে নতুন পাতা, ফুল-ফল, পাখিদের কলরব পৃথিবীতে নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। অথচ প্রকৃতি শীত ঋতুকে অবহেলায় বরণ ও বিদায় দিয়েছে। প্রকৃতির এই দ্বিমুখী আচরণে কবি বসন্তের উৎসব থেকে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন। কবির এই মানসিকতা উপলব্ধি না করে বসন্তের বন্দনা-গান রচনার জন্য কবিকে বারবার অনুরোধ করতে থাকে। এক পর্যায়ে ভক্ত কবিকে বন্দনা-গান রচনা না করলে বসন্তের আগমন ব্যর্থ হবে বলে জানায়। তখন কবি পরম হেলায় ভক্তকে জানান, তিনি বন্দনা গান রচনা না করলেও বসন্তের আগমন ব্যর্থ হবে না। কারণ, তার বন্দনা গানের অপেক্ষা না করে, এমনকি তাকে বরণের সুযোগ না দিয়ে, ফাল্গুনের মোহে যখন বসন্ত এসে গেছে, কাজেই এবার তার বন্দনা গান নাই গাওয়া হলো। শীত ঋতুর রিক্ত বিদায় কবিমনে নীরবে নিভৃতে বেদনার সৃষ্টি করেছে।

০৬. 'কহিল সে পরম হেলায়'– কে, কাকে পরম হেলায় কী বলেছে?

উত্তর : কবি সুফিয়া কামাল রচিত 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি তাঁর ভক্তকে বসন্তের বন্দনা-গান না করার ইচ্ছা পরম হেলায় বলেছেন।

বসন্তের আগমনে প্রকৃতি রানির বেশে সেজেছে। গাছে গাছে নতুন পাতা, ফুল ও ফল ফুটেছে। নতুন উন্মাদনা এসেছে পৃথিবীতে। অথচ এর আগে প্রকৃতি শীত ঋতুকে অবহেলায় বরণ ও বিদায় দিয়েছে। প্রকৃতির এই দ্বিমুখী আচরণে কবি বসন্তের উৎসব থেকে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন। ভক্ত কবির এই মানসিকতা উপলব্ধি না করে বসন্তের বন্দনা-গান রচনার জন্য কবিকে বারবার অনুরোধ করতে থাকে। এক পর্যায়ে ভক্ত কবিকে বন্দনা-গান রচনা না করলে বসন্তের আগমন ব্যর্থ হবে বলে জানায়। তখন কবি পরম হেলায় ভক্তকে জানান, তিনি বন্দনা গান রচনা না করলেও বসন্তের আগমন ব্যর্থ হবে না। কারণ, বসন্তের আগমনে গাছে ফুল ফুটেছে, মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ এসেছে, প্রকৃতি অর্ঘ্য বিতরণ করেছে এবং বসন্ত সেসব উপঢৌকন গ্রহণও করেছে। পরম হেলায় কবি এ কথাগুলো বলেন।

০৭. বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?
দখিনা সমীর তার গন্ধে ভরেছে কি অথির আকুল? পঙ্‌ক্তিটির তাৎপর্য আলোচনা কর।

উত্তর : ভক্তের বন্দনা-গান রচনা করার আহ্বানের প্রেক্ষিতে বসন্তের আগমন ঘটেছে কি না কবি এখানে তা জানতে চেয়েছেন।

বসন্তের আগমনে প্রকৃতি রানির বেশে সেজেছে। গাছে গাছে নতুন পাতা, ফুল-ফল, পাখিদের কোলাহল নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে পৃথিবীতে। অথচ প্রকৃতি শীত ঋতুকে অবহেলায় বরণ ও বিদায় দিয়েছে। প্রকৃতির এই দ্বিমুখী আচরণে কবি বসন্তের উৎসব থেকে নিজে গুটিয়ে রেখেছেন। কবির এই মানসিকতা উপলব্ধি না করে বসন্তের বন্দনা-গান রচনার জন্য কবিকে বারবার অনুরোধ করতে থাকে। এক পর্যায়ে ভক্ত কবিকে বন্দনা-গান রচনা না করলে বসন্তের আগমন ব্যর্থ হবে বলে জানায়। তখন কবি পরম হেলায় ভক্তকে জানায়, তিনি বন্দনা গান রচনা না করলেও বসন্তের আগমন ব্যর্থ হবে না। কারণ, তার বন্দনা-গানের অপেক্ষা না করে, এমনকি তাকে বরণের সুযোগ না দিয়ে, ফাল্গুনের মোহে যখন বসন্ত এসে গেছে, কাজেই এবার তার বন্দনা-গান নাই গাওয়া হলো।

০৮. বসন্তের আগমন সত্ত্বেও কবির নীরব ভূমিকা পালনের কারণ কী?

উত্তর : প্রিয়জন হারানোর বিষণ্ণময় স্মৃতি ভুলতে না পারার কারণে কবি নীরব ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন ঘটলেও কবির মনোজগৎ জুড়ে বিরাজ করছে শীতের রিক্ততা ও বিষণ্ণতার ছবি। প্রিয়জনের করুণ বিদায় কবিমনে যে বেদনার ছায়াপাত রেখে গেছে তা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না। কবির এ নীরবতার কারণটি যেন প্রকৃতির চিরাচরিত পরিস্থিতির মাঝেই খুঁজে পাওয়া যায়। মূলত প্রিয়জন হারানোর বেদনায় মোহমান কবি স্বাভাবিকভাবেই নিরাসক্ত, নিরাবেগ ও নীরব হয়েছেন।

০৯. 'কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী' পঙ্‌ক্তিটির তাৎপর্য আলোচনা কর।

উত্তর : কবি বসন্ত মাঝেও শীতের আবহে ঢাকা পড়ে আছেন। বসন্তের প্রকৃতি তাঁর মনকে এতটুকু আন্দোলিত করতে পারেনি, শীতের রিক্ততার মধ্যেই যেন কবি নিজের জীবনের সাদৃশ্য সন্ধান করেন। বসন্ত আসার আগে সর্বত্যাগী রিক্ত-সিক্ত সন্ন্যাসীর মতো শীত যেন কুয়াশার চাদর দিয়ে প্রকৃতিকে মুড়িয়ে দিয়েছে। শীতের এই সিক্ত সৌন্দর্য কবির সর্বরিক্ত মনের প্রতীক হয়ে আছে। বসন্তের বিপরীতে শীতের রিক্ত-সিক্ত পরিবেশ কবিকে নিঃসঙ্গ করেছে।

১০. 'তাহারেই পড়ে মনে' কথাটি দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ত ও বিষণ্ণ ছবি। কবির মন দুঃখ ভারাক্রান্ত। তার কণ্ঠ নীরব। শীতের করুণ বিদায়কে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই বসন্ত তার মনে কোনো সাড়া জাগাতে পারছে না। বসন্তের সৌন্দর্য তাঁর কাছে অর্থহীন, মনে কোনো আবেদন জানাতে পারছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম স্বামী ও কাব্যসাধনার প্রেরণা-পুরুষের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির অন্তরে যে বিষণ্ণতা জাগে তারই সুস্পষ্ট প্রভাব ও ইঙ্গিত এ কবিতায় ফুটে উঠেছে।

১১. 'গিয়াছে চলিয়া ধীরে' কেন এ কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : বসন্ত আগমনের আগেই রিক্ত নিঃস্ব শীতকে প্রকৃতি থেকে বিদায় নিতে হয়। কবির কাছে শীতের সে বিদায়ের দৃশ্যটি বড় করুণ ও বেদনাময়। যাবার সময় শীত যেন আপন সর্বরিক্ত মলিন রূপটি নিয়ে ধীরে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো শীত যেন কুয়াশার চাদর গায়ে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে মিলিয়ে গেছে কিন্তু কবির হৃদয়ে শীতের রিক্ততার স্মৃতিটুকু রয়ে গেছে। তাই বসন্তের আগমনেও কবির মনে এতটুকু আনন্দ দিতে পারেনি।

১২. 'মাঘের সন্ন্যাসী' বলতে কবি সুফিয়া কামাল কী বুঝিয়েছেন? [রাবি A ১৯-২০]

উত্তর : প্রকৃতিতে বসন্ত আসার আগে শীত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে বিদায় নেয় বলে কবি শীতকে মাঘের সন্ন্যাসীর রূপকে তুলে ধরেছেন।

কবি শীতকে সন্ন্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন। প্রকৃতিতে বসন্ত আসার আগে শীত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে বিদায় নিয়েছে। সবকিছু ত্যাগ করে মিলিয়ে গেছে বহুদূর। প্রকৃতিকে বসন্ত নতুনরূপে সাজিয়ে দিলেও শীতের রিক্ততা কবি ভুলতে পারছেন না। এ কারণেই কবি শীতকে মাঘের সন্ন্যাসীর রূপকে তুলে ধরেছেন।

১৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির বিরহ-বেদনার স্বরূপ–

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখজনক ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। কবির স্বামী এবং সাহিত্যসাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যু কবিকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। প্রিয়তম স্বামীর এই হঠাৎ চলে যাওয়ার বিষয়টিকে কিছুতেই মানতে পারছিলেন না তিনি। বস্তুত, সৈয়দ নেহাল হোসেন স্ত্রীর প্রতি কর্তৃত্ববাদী মনোভাব না রেখে বরং কবির যথার্থ সহচর হয়ে উঠেছিলেন। সংগত কারণেই তাঁর অকাল প্রয়াণে স্তব্ধ হয়ে পড়েন কবি। এক্ষেত্রে কবি এতটাই বিরহকাতর হয়ে পড়েন যে, বসন্তের আগমনেও তিনি নির্লিপ্ত থাকেন। আলোচ্য কবিতায় কবির এ সীমাহীন দুঃখবোধই রূপায়িত হয়েছে।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখন

১৪. "উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?"

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু সুফিয়া কামাল রচিত 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : উক্তিটির মাধ্যমে কবিভক্ত কবির কাছে ঋতুরাজ বসন্তকে উপেক্ষা করে ব্যথা দেওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন।

বিশ্লেষণ : সাধারণত কবিদের প্রিয় ঋতু বসন্ত কিন্তু প্রকৃতিতে বসন্তের আগমনেও কবিভক্ত লক্ষ করেছেন তাঁর প্রিয় কবি বসন্ত-বন্দনা করে কবিতা লিখছেন না। এ কারণে ব্যথিত ও হতাশ কবিভক্ত কবিকে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে এর কারণ উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। উপর্যুক্ত উক্তিটি দ্বারা ঋতুরাজ বসন্তকে উপেক্ষা করার কারণ কী-তা জানতে কৌতূহলী কবিভক্ত কবিকে প্রশ্নটি করেছেন।

১৫. অলখের পাথার বাহিয়া
তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু সুফিয়া কামাল রচিত 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : ঋতুরাজ বসন্তের আগমন ঘটেছে কি না তা জানার ইচ্ছা ভক্তের নিকট এ চরণ দুটির মধ্য দিয়ে কবি ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি ও কবিভক্তের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কবিতার বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে প্রকৃতি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি রানির বেশে সেজেছে। গাছে গাছে নতুন পাতা, ফুল-ফল, পাখিদের কোলাহল নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে পৃথিবীতে। প্রকৃতির এই চঞ্চলতা কবিভক্তকে উতলা করে তুলেছে। কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তনে কবি বিকারহীন। কবির এই নিষ্ক্রিয়তা ভক্তকে বিস্মিত করেছে। কবিভক্ত ব্যাকুল হৃদয়ে জানতে চেয়েছেন, কবির এ উদাসীনতার কারণ কী? কবি তখন ভক্তের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিজেই জানতে চেয়েছেন, প্রকৃত অর্থেই বসন্তের আগমন ঘটেছে কি না, অলখের পাথার বেয়ে বসন্তের তরী এসেছে কি না? মূলত পুষ্পহীন রিক্ত হস্তে শীত ঋতুর বিদায় বেদনা লুকিয়ে রাখার প্রত্যয়ে কবির মাঝে এ ভাবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে।

CamScanner

Part 5 SELF TEST

Step 1 SELF TEST MCQ

১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মাত্রার পর্ব সংখ্যা কত?
ⓚ দশ ও আট ⓚ আট ও দশ ⓖ ছয় ও আট ⓖ আট ও ছয়

২. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় নীরব কে?
(ক) ছোট ছেলেটি (খ) কবি পুত্র (গ) স্বয়ং কবি (ঘ) কবি কন্যা

৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি গান রচনা না করলেও বসন্ত ঋতু এসেছে কেন?
(ক) বাতাবি লেবুর ফুল ফোটায় (খ) কবিভক্তের আহ্বানে
(গ) দখিন বাতাস বয়ে যাওয়ায় (ঘ) প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে

৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কার প্রতি কবির তীব্র বিমুখতা?
(ক) বসন্তের প্রতি (খ) ভক্তের প্রতি (গ) নিজের প্রতি (ঘ) প্রকৃতির প্রতি

৫. কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) সন্ন্যাসী (খ) সন্নাসী (গ) সন্ন্যাশী (ঘ) সন্যাসী

৬. 'ফুল কি ফোটে নি শাখে' কবি এ জাতীয় প্রশ্ন করেছেন কেন?
(ক) বসন্তগীত রচনার জন্য (খ) আনন্দের জন্য
(গ) জানার জন্য (ঘ) উদাসীনতার জন্য

৭. 'বিমুখতা' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?
(ক) প্রত্যয়যোগে (খ) সন্ধিযোগে
(গ) সমাসযোগে (ঘ) উপসর্গযোগে

৮. 'পুষ্পারতি' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) পুষ্প + আরতি (খ) পুষ্প + রতি
(গ) পুষ্প + আরতী (ঘ) পুষ্পা + রতি

৯. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় নিচের কোন গুণটি বিদ্যমান?
(ক) সনেট (খ) গদ্যধর্মিতা (গ) নাটকীয় (ঘ) পদ্যধর্মিতা

১০. সুফিয়া কামাল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন—
(ক) নারী আন্দোলনে ব্রতী হয়ে (খ) সাহিত্য সাধনা করে
(গ) সমাজসংস্কার করে (ঘ) সমাজের কুসংস্কার দূর করে

১১. শিক্ষার ক্ষেত্রে সুফিয়া কামাল ছিলেন—
(ক) স্বল্পশিক্ষিত (খ) স্বশিক্ষিত
(গ) অশিক্ষিত (ঘ) উচ্চশিক্ষিত

১২. জনমানসে সুফিয়া কামাল নন্দিত হয়ে আছেন—
(ক) ঔপন্যাসিক হিসেবে (খ) শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি হিসেবে
(গ) শহিদ জননী হিসেবে (ঘ) মাতৃমূর্তিতে

১৩. 'ইতল-বিতল' সুফিয়া কামালের কী জাতীয় রচনা?
(ক) ভ্রমণকাহিনি (খ) স্মৃতিকথা (গ) কল্পকাহিনি (ঘ) শিশুতোষ

১৪. গাছের পাতা ঝরে যায় কোন ঋতুতে?
(ক) শরৎ (খ) হেমন্ত (গ) শীত (ঘ) বসন্ত

১৫. 'অলখ' শব্দের অর্থ কী?
(ক) উত্তর (খ) অলক্ষ্য (গ) দক্ষিণ (ঘ) কুয়াশা

১৬. কুহেলি উত্তরী পরে কে বিদায় নিয়েছে?
(ক) গ্রীষ্ম (খ) বর্ষা (গ) শীত (ঘ) বসন্ত

১৭. শীত প্রকৃতিকে কী দেয়?
(ক) আশার রূপ (খ) রিক্ততার রূপ
(গ) সম্ভাবনার রূপ (ঘ) নিরাশার রূপ

১৮. কার মন দুঃখে ভারাক্রান্ত?
(ক) কবির ভক্তের (খ) কবির (গ) কবির পুত্রের (ঘ) কবির স্বামীর

১৯. কবি সুফিয়া কামালের সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক কে ছিলেন?
(ক) স্বামী (খ) ভাই (গ) পিতা (ঘ) মাতা

২০. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি কোন অর্থে সার্থক?
(ক) প্রিয়জন হারানোর শোকের মূর্ছনায়
(খ) কাব্য প্রেরণাদাতার বিয়োগ ব্যথায়
(গ) প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্ক নিরূপণে
(ঘ) ঋতুরাজ বসন্তের সৌন্দর্যের অভিব্যক্তিতে

২১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'ফাগুন' বলতে কোন মাসকে বোঝানো হয়েছে?
(ক) ফাল্গুন (খ) বৈশাখ (গ) আশ্বিন (ঘ) চৈত্র

২২. কবি সুফিয়া কামাল কোন ঋতুকে বরণ করতে চাননি?
(ক) গ্রীষ্ম (খ) বর্ষা (গ) শরৎ (ঘ) বসন্ত

২৩. 'ফাগুন যে এসেছে ধরায়' এখানে 'ধরায়' শব্দের অর্থ কী?
(ক) পাতালে (খ) নরকে (গ) বেহেশতে (ঘ) পৃথিবীতে

২৪. আমের মুকুলের গন্ধে কী অধীর আকুল হয়েছে?
(ক) দখিনা বাতাস (খ) পৃথিবী
(গ) নদীর ঢেউ (ঘ) কেয়াবন

২৫. কবি নিচের কোন ফুল ফোটার কথা জানতে চেয়েছেন?
(ক) গন্ধরাজ (খ) হাসনাহেনা
(গ) বাতাবি লেবুর ফুল (ঘ) আমলকির ফুল

OMR				
০১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
০৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
১১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
১৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
২১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)

Answer								
২৫.গ	২৪.ক	২৩.ঘ	২২.ঘ	২১.ক	২০.গ	১৯.ক	১৮.খ	১৭.খ
১৬.গ	১৫.খ	১৪.গ	১৩.ঘ	১২.ঘ	১১.খ	১০.খ	০৯.গ	০৮.ক
০৭.ক	০৬.ঘ	০৫.ক	০৪.ক	০৩.ঘ	০২.গ	০১.খ		

Step 2 SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূল বিষয় কী?
০২. দখিনা সমীর কীসে অধীর আকুল হয়?
০৩. বসন্তের আগমনে কোন ফুলের কুঁড়িতে গন্ধ এসেছে?
০৪. বাংলাদেশের বিশিষ্ট মহিলা কবি ও নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কে?
০৫. কবি সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের জনমানসে কীরূপে ভাস্বর হয়ে আছেন?
০৬. 'সাঁঝের মায়া' সুফিয়া কামালের কোন ধরনের গ্রন্থ ?
০৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার দুটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?
০৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন ঘটনায় ছায়াপাত ঘটেছে?
০৯. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনকে কীভাবে সম্পর্কিত করা হয়েছে?
১০. কবি বসন্তের উদ্দেশ্যে বন্দনা না করলেও ধরণিতে বসন্তের আগমনের কারণ কী?

উত্তর :

০১. জীবনের আবেগময় ভাববস্তুর বেদনাঘন বিষাদময় রিক্ততার সুর।
০২. বাতাবি লেবুর ফুল ও আমের মুকুল।
০৩. মাধবী।
০৪. সুফিয়া কামাল।
০৫. নন্দিত নারীমূর্তিতে।
০৬. কাব্যগ্রন্থ।
০৭. নাটকীয়তা ও সংলাপনির্ভরতা।
০৮. Joykoly Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৯. Joykoly Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
১০. প্রাকৃতিক নিয়মে কালের আবর্তন।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৯১৮-১৯৭৪ খ্রি.

- কবিতাটির স্তবক– ৫ টি।
- তিন পঙ্‌ক্তিযুক্ত স্তবক– ৪ টি।
- দুই পঙ্‌ক্তিযুক্ত স্তবক– ১ টি।
- প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে– ১৮ মাত্রা
- কবিতাটিতে লাইন আছে– ১৪টি

পদ্মা
ফররুখ আহমদ

- **কবিতার মূলবাণী :** প্রমত্ত পদ্মার ভয়ংকর ও কল্যাণময়ী রূপের সঙ্গে জীবনের একাত্মতা।
- **কবিতাটি ইঙ্গিত করে :** মানবজীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়, সংগ্রামের মাধ্যমেই জীবনকে সফল করে তুলতে হয়।

এ কবিতার আলোচ্য বিষয়ে যা থাকছে

পদ্মা

- **Part-1** কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য
  - Step : 1 কবি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন।
  - Step : 2 কবির গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম।
  - Step : 3 কবি সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
- **Part-2** মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি
  - Step : 1 মূল কবিতা, শব্দার্থ ও টীকা এবং পাঠ পর্যালোচনা
  - Step : 2 পাঠ-পরিচিতি।
  - Step : 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য।
- **Part-3** MCQ প্রশ্নোত্তর
  - Step : 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 3 নার্সিং/ বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 4 HSC বোর্ড পরীক্ষার ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ [১১শ-১২শ শ্রেণির জন্য]
- **Part-4** লিখিত অংশ
  - Step : 1 জ্ঞানমূলক *(মূলপাঠ, লেখক ও অন্যান্য)* প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 অনুধাবনমূলক *(উদ্ধৃতি ও সংলাপ ব্যাখ্যাকরণ)* প্রশ্নোত্তর।
- **Part-5** SELF TEST
  - Step : 1 SELF TEST MCQ প্রশ্নোত্তর ।
  - Step : 2 SELF TEST লিখিত।

কবিতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

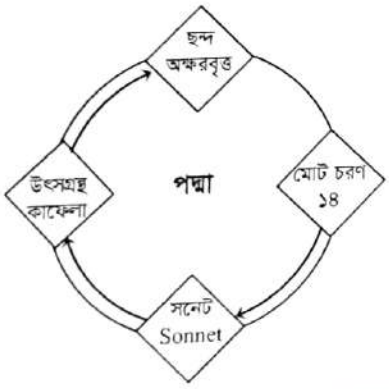

- নদীমাতৃক বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে
- 'হার্মাদ' হলো পর্তুগিজ জলদস্যু। স্প্যানিশ ভাষা থেকে আগত শব্দ। Armada
- পদ্মা কবিতার উপজীব্য বিষয় : প্রমত্ত পদ্মার ভয়ংকর ও কল্যাণময়ী রূপের সঙ্গে এদেশের জনজীবনের একাত্মতা

'পদ্মা' ও ফররুখ আহমদ

- পদ্মা কবিতাটি 'কাফেলা' (১৯৮০) কাব্য থেকে সংকলিত। 'কাফেলা' আরবি শব্দ যার অর্থ : তীর্থযাত্রীর দল।
- ফররুখ আহমদ- এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'
- ফররুখ আহমদ ইসলামি ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন।

- নদী-তীরবর্তী মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই– নদীভাঙনের কারণে।
- পদ্মা এদেশের জনজীবনের সাথে এক হয়ে আছে– ধ্বংসাত্মক ও কল্যাণময়ী রূপে।
- বর্ষাকালে পদ্মা ভাসিয়ে নেয়– মানুষের সাজানো সংসার, ঘর, বাগান।
- পদ্মার স্রোতধারা– প্রদীপ্ত।

পদ্মা নদী

- বর্ষায় পদ্মার স্রোতে ভেসে গেছে– অসংখ্য জীবন ও জীবনের অজস্র সম্ভার।
- পদ্মার প্রবল ভয়ঙ্কর রূপ মূলত প্রকাশ করে বাঙালির জাগ্রত প্রতিবাদ যা দুরন্ত হার্মাদের মতো শত্রুপক্ষের অন্তরেও ভীতির সঞ্চার করে।
- পদ্মাতীরের মানুষ– বারবার নদীভাঙনের শিকার হয়।
- পদ্মার পলিতে প্লাবিত এর দুই পাড়ের উর্বর ভূমি মানুষকে দিয়েছে পর্যাপ্ত ফসল, জীবনদায়িনী সবুজের সমারোহ।

- ভয়ংকর ও প্রমত্ত রূপ পদ্মা নদীর হিংস্রতাকে নির্দেশ করে।
- একই পদ্মা কখনও ধ্বংসাত্মক রূপে, কখনও কল্যাণময়ী হয়ে এদেশের জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।
- এই পদ্মাই বর্ষাকালে জলস্রোতে স্ফীত হয়ে ভাসিয়ে নেয় মানুষের সাজানো বাগান, ঘর, এমনকি জীবন পর্যন্ত।

পদ্মার ধ্বংসাত্মক রূপ

- পদ্মার গতিময়তা পদ্মার কল্যাণময় রূপের প্রকাশ ঘটায়।
- পদ্মায় বর্ষাকালে জলস্রোত থেকে সৃষ্ট ধ্বংসাত্মক রূপের ভেতর থেকে আবারও প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠে পদ্মাকে ঘিরেই।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য

Step 1 কবি পরিচিতি

জন্ম : ফররুখ আহমদের জন্ম ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুন মাতৃরা জেলার মাঝআইল গ্রামে। পিতা। সৈয়দ হাতেম আলী। মাতা : রওশন আখতার। শিক্ষাজীবন : মাধ্যমিক : মাট্রিক (১৯৩৭), খুলনা জিলা স্কুল। উচ্চ মাধ্যমিক : আই.এ (১৯৩৯), রিপন কলেজ, কলকাতা। উচ্চতর শিক্ষা : স্কটিশ চার্চ কলেজ, দর্শন এবং ইংরেজি সাহিত্য। কর্মজীবনে বহুবিচিত্র পেশা অবলম্বন করেছেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে চাকরিতে নিয়োজিত থাকেন ঢাকা বেতারে 'স্টাফ রাইটার' হিসেবে। ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে খালাতো বোন সৈয়দ তৈয়বা খাতুন (লিলি) এর সঙ্গে বিয়ে হয়। চল্লিশের দশকে আবির্ভূত শক্তিমান কবিদের অন্যতম ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এই কাব্যের উপজীব্য। এরপর একে একে তাঁর অনেক কাব্যগ্রন্থ, কাব্যনাট্য ও কাহিনিকাব্য প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ছোটদের জন্য বেশ কিছু ছড়া ও কবিতা লিখে গেছেন। ইসলামি ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী এ কবির কবিতায় প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে ইসলামি আদর্শ ও জীবনবোধের। ১৯৪৫ সালে মাসিক মোহাম্মদী'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেছেন এবং মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ অক্টোবর সন্ধ্যাবেলা তিনি ঢাকায় মৃত্যু বরণ করেন।

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিধা, স্বীকৃতি ও সাহিত্যকর্ম

উপাধি	মুসলিম রেনেসাঁর কবি।
রাজনৈতিক বিশ্বাস	ছাত্রাবস্থায় বামপন্থী রাজনীতি। চল্লিশের দশকে ভারত বিভাগ তথা পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন।
পেশা/কর্মজীবন	১৯৪৩ সালে আই.জি.প্রিজন অফিসে, ১৯৪৪ সালে সিভিল সাপ্লাইতে, ১৯৪৬ সালে জলপাইগুড়িতে একটি ফার্মে, ১৯৪৫ সালে মাসিক মোহাম্মদী'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, ১৯৪৮ সালে ঢাকা বেতারে প্রথমে অনিয়মিত ও পরে নিয়মিত 'স্টাফ রাইটার' হিসেবে স্থায়ীভাবে কর্মরত ছিলেন ১৯৭২ সাল পর্যন্ত।
পুনর্জাগরণের কবি	তাঁকে 'মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি' বলা হয়।
শব্দের ব্যবহার	তিনি কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগে দক্ষতার পরিচয় দেন।
রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে	পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে তাঁর অবস্থান বাংলা ভাষার পক্ষেই ছিল।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬০); পাকিস্তান সরকারের প্রেসিডেন্ট পদক 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' (১৯৬১); আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬; হাতেমতায়ী গ্রন্থের জন্য); ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৬; পাখির বাসা গ্রন্থের জন্য); একুশে পদক (১৯৭৭; মরণোত্তর); স্বাধীনতা পদক (১৯৮০; মরণোত্তর)।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২), ধোলাই কাব্য (১৯৬৩), নতুন লেখা (১৯৬৯), কাফেলা (১৯৮০), হাবিদা মরুর কাহিনী (১৯৮১), সিন্দাবাদ (১৯৮৩), দিলরুবা (১৯৯৪), হে বন্য স্বপ্নেরা, অনুস্বার।
কাব্যনাট্য	নৌফেল ও হাতেম (জুন, ১৯৬১)।
কাহিনিকাব্য	হাতেম তায়ী (মে, ১৯৬৬)।
সনেট সংকলন	মুহূর্তের কবিতা (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩)।
শিশুতোষ গ্রন্থ	পাখির বাসা (১৯৬৫), নতুন লেখা (১৯৬৯), হরফের ছড়া (১৯৭০), চাঁদের আসর (১৯৭০), ছড়ার আসর (১৯৭০), ফুলের জলসা (ডিসেম্বর, ১৯৮৫)।
বিখ্যাত কবিতা	সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), পাঞ্জেরী (১৯৬৫) [কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত], উপহার : তিনি নিজের বিয়ে উপলক্ষে কবিতাটি রচনা করেন, যা 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ছন্দে ছন্দে ফররুখ আহমদের রচনাসমূহ

- **কাব্যগ্রন্থ :** সিরাজাম মুনীরা ও দিলরুবার নতুন লেখা বই ধোলাই কাব্য যার প্রধান চরিত্র সিন্দাবাদ। সিন্দাবাদ কাফেলা সেজে সাত সাগরের মাঝির কাছ থেকে বন্য স্বপ্নের (হে বন্য স্বপ্নেরা) হাবিদা মরুর কাহিনী জানতে পারে।
- **অন্যান্য গ্রন্থ :** নৌফেল ও হাতেম চাদের আসরে বসে হাতেম তায়ীর জন্য ছড়ার আসরে মুহূর্তের কবিতা রচনা করে। পাখির বাসা তার নব বধূর জন্য ফুলের জলসাতে হরফের ছড়া উপহার দেয়।

Step 3 কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ফররুখ আহমদ চল্লিশের দশকের- **শক্তিমান কবিদের অন্যতম।**
- ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ- **সাত সাগরের মাঝি।**
- ইসলামি ভাবধারার বাহক ফররুখ আহমদ- **বিংশ শতাব্দীর কবি।**
- কবির বিশ্বাস- **ইসলামি ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে।**
- উপহার কবিতাটি ছাপা হয়- **'সওগাত' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ সংখ্যায়।**
- ফররুখ আহমদের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে- **বাংলার অধঃপতিত মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণা।**
- ফররুখ আহমদের নিজের বিয়ে উপলক্ষে লেখা কবিতা- **উপহার।**
- ফররুখ আহমদের ছেলে-মেয়ে- **এগারো জন (৩ মেয়ে, ৮ ছেলে)।**
- ফররুখ আহমদের কর্মজীবন শুরু হয়- **কলকাতায়।**
- কবি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সমর্থন করতেন- **বাংলা।**
- ঢাকা বেতারে ফররুখ আহমদ কাজ করতেন- **স্টাফ রাইটার হিসেবে।**
- কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন- **ফররুখ আহমদ।**
- ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যের নাম- **সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪)।**
- নৌফেল ও হাতেম ফররুখ আহমদের- **কাব্যনাট্য।**
- ফররুখ আহমদের সনেট সংকলনের নাম- **মুহূর্তের কবিতা।**
- মৃত্যুর পর ফররুখ আহমদকে ভূষিত করা হয়- **একুশে পদকে।**
- ফররুখ আহমদের কাহিনিকাব্য- **হাতেম তায়ী।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি

Step 1 শব্দার্থ ও টীকা

- ঘূর্ণি– জল বা বায়ুর প্রচণ্ড আবর্তন।
- সমুদ্রের ঘ্রাণ– সমুদ্র-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বোঝানো হয়েছে।
- তরঙ্গভঙ্গে– ঢেউয়ের আবর্তনে।
- জলদস্যু– যে দস্যু নদী বা সমুদ্রপথে ডাকাতি করে।
- হার্মাদ– পর্তুগিজ জলদস্যু। স্প্যানিশ শব্দ Armada.
- পাণ্ডুর– ফ্যাকাশে, সাদাটে হলুদ বর্ণবিশিষ্ট।
- উর্বর– উৎপাদন শক্তিবিশিষ্ট। ◈ নিঃসংশয়– সন্দেহহীন।
- ফলায়েছে– উৎপাদন করেছে।
- জওয়ান (ফারসি শব্দ)– শক্তিশালী ও বলবান ব্যক্তি।
- সমারোহে– আড়ম্বর, জাঁকজমক।
- সম্বল– পাথেয়, অবলম্বন। জীবিকা অর্জনের উপায়।
- মৃত জড়তার... মুক্তির– পদ্মার তীব্র গতি মানুষের জীবনপ্রবাহের গতির গতিহীন স্তব্ধতার বুকে এনে দেয় মুক্তির স্পন্দন। ◈ প্রদীপ্ত– উজ্জ্বল, ভাস্বর।
- স্রোতধারা– স্রোতের ধারা। ◈ দুরন্ত– চঞ্চল, অশান্ত।
- নির্ভীক– ভয় শূন্য। ◈ সুতীব্র– প্রখর, অত্যন্ত তীব্র।
- সাজানো বাগান– জীবন ও সম্পত্তি।
- ঢের– অনেক। ◈ সম্ভার– সম্বল বা উপকরণ।
- চর– নদীর আপন গতিশীলতায় অথবা মোহনায় পলি জমাট বাঁধতে বাঁধতে যে স্থলভাগ গড়ে ওঠে।

মূল কবিতা

অনেক ঘূর্ণিতে ঘুরে, পেয়ে ঢের সমুদ্রের স্বাদ,
জীবনের পথে পথে অভিজ্ঞতা কুড়ায়ে প্রচুর
কেঁপেছে তোমাকে দেখে জলদস্যু– দুরন্ত হার্মাদ, ১
তোমার তরঙ্গভঙ্গে বর্ণ তার হয়েছে পাণ্ডুর!
সংগ্রামী মানুষ তবু দুই তীরে চালায়ে লাঙল
কঠিন শ্রমের ফল– শস্য দানা পেয়েছে প্রচুর; ২
উর্বর তোমার চরে ফলায়েছে পর্যাপ্ত ফসল!
জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে নিঃসংশয়, নির্ভীক জওয়ান
সবুজের সমারোহে জীবনের পেয়েছে সম্বল। ৩
বর্ষায় তোমার স্রোতে গেছে ভেসে সাজানো বাগান,
অসংখ্য জীবন, আর জীবনের অজস্র সম্ভার,
হে নদী! জেগেছে তবু পরিপূর্ণ আহ্বান, ৪
মৃত জড়তার বুকে খুলেছে মুক্তির স্বর্ণদ্বার
তোমার সুতীব্র গতি; তোমার প্রদীপ্ত স্রোতধারা। ৫

শব্দার্থ ও সারমর্ম

- সবুজের সমারোহে– নদীতীরের শস্যের সম্ভার।
- সাজানো বাগান– জীবন ও সম্পত্তি। ◈ সুতীব্র– অত্যন্ত তীব্র বা প্রখর। ◈ মুক্তির স্বর্ণদ্বার– মুক্তির স্পন্দন।
- কবিতার সারমর্ম : 'পদ্মা' কবিতার প্রথমেই কবি পদ্মার ভয়ঙ্কর রূপের দিকটি তুলে ধরেছেন। পদ্মার প্রমত্ত রূপ-যা দেখে বহু সমুদ্র ঘোরার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ দুরন্ত জলদস্যুদের মনে ভয় জাগায়। এ অংশে রয়েছে পদ্মার কল্যাণময়ী রূপ। পদ্মার পলিতে প্লাবিত এর দুই পাড়ের উর্বর ভূমি মানুষকে তাদের কষ্টার্জিত ফলরূপে দিয়েছে পর্যাপ্ত ফসল। দুরন্ত পদ্মার জীবন-মৃত্যুর খেলাতেও নির্ভীক মানুষেরা জীবনদায়িনী সবুজের সমারোহে জীবনকে সাজিয়ে তোলে। জীবনদায়িনী এ পদ্মাই আবার বর্ষার জলস্রোতে স্ফীত হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সাজানো বাগান, অসংখ্য জীবন আর জীবনের শেষ সম্বলটুকু। তবুও এ পদ্মাকে ঘিরেই আবার জেগে ওঠে প্রাণের স্পন্দন। পদ্মার তীব্র গতি মানুষের গতিহীন জীবনে এনে দেয় মুক্তির ধারা। এভাবেই পদ্মা কখনো ধ্বংসাত্মকরূপে, কখনো কল্যাণময়ী হয়ে এদেশের ও মানুষের জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে।

পাঠ পর্যালোচনা

০১. 'পদ্মা' কবিতার প্রথমেই কবি পদ্মার ভয়ঙ্কর রূপের দিকটি তুলে ধরেছেন। পদ্মার প্রমত্ত রূপ-যা দেখে বহু সমুদ্র ঘোরার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ দুরন্ত জলদস্যুদের মনে ভয় জাগায়।
০২. এ অংশে রয়েছে পদ্মার কল্যাণময়ী রূপ। পদ্মার পলিতে প্লাবিত এর দুই পাড়ের উর্বর ভূমি মানুষকে তাদের কষ্টার্জিত ফলরূপে দিয়েছে পর্যাপ্ত ফসল।
০৩. দুরন্ত পদ্মার জীবন-মৃত্যুর খেলাতেও নির্ভীক মানুষেরা জীবনদায়িনী সবুজের সমারোহে জীবনকে সাজিয়ে তোলে।
০৪. জীবনদায়িনী এ পদ্মাই আবার বর্ষার জলস্রোতে স্ফীত হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সাজানো বাগান, অসংখ্য জীবন আর জীবনের শেষ সম্বলটুকুও। তবুও এ পদ্মাকে ঘিরেই আবার জেগে ওঠে প্রাণের স্পন্দন।
০৫. পদ্মার তীব্র গতি মানুষের গতিহীন জীবনে এনে দেয় মুক্তির ধারা। এভাবেই পদ্মা কখনো ধ্বংসাত্মকরূপে, কখনো কল্যাণময়ী হয়ে এদেশের ও মানুষের জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে।

Step 2 পাঠ-পরিচিতি

- **পাঠ-পরিচিতি :** ফররুখ আহমদের 'পদ্মা' কবিতাটি 'কাফেলা' (১৯৮০) নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। 'কাফেলা' কাব্য সাতটি সনেটের সমন্বয়ে রচিত। সংকলনভুক্ত কবিতাটি পাঁচ সংখ্যক সনেট।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী। এসবের মধ্যে পদ্মা সর্ববৃহৎ। 'পদ্মা' কবিতায় এ নদীর দুই রূপ প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে এর ভয়ংকর, প্রমত্ত রূপ– যা দেখে বহু সমুদ্র ঘোরার অভিজ্ঞতায়– ঋদ্ধ, দুরন্ত জলদস্যুদের মনেও ভয়ের সঞ্চার হয়। অন্যদিকে, পদ্মার পলিতে প্লাবিত এর দুই পাড়ের উর্বর ভূমি মানুষকে দিয়েছে পর্যাপ্ত ফসল, জীবনদায়ী সবুজের সমারোহ। আবার, এই পদ্মাই বর্ষাকালে জলস্রোতে স্ফীত হয়ে ভাসিয়ে নেয় মানুষের সাজানো বাগান, ঘর, এমনকি জীবন পর্যন্ত। সেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে আবারও প্রাণস্পন্দন জেগে ওঠে পদ্মাকে ঘিরেই। অর্থাৎ একই পদ্মা কখনও ধ্বংসাত্মক রূপে, কখনও কল্যাণময়ী হয়ে এদেশের জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে।

- **প্রথম চরণ–** অনেক ঘূর্ণিতে ঘুরে, পেয়ে ঢের সমুদ্রের স্বাদ।
- **শেষ চরণ–** তোমার সুতীব্র গতি; তোমার প্রদীপ্ত স্রোতধারা।
- **ছন্দ :** 'পদ্মা' চতুর্দশপদী (sonnet) কবিতা। তিন পঙ্‌ক্তিযুক্ত চারটি স্তবক এবং শেষে দুই পঙ্‌ক্তিযুক্ত একটি স্তবকে কবিতাটি বিন্যস্ত। প্রতি পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে ১৮ মাত্রা। কবিতাটির মিলবিন্যাস– কখক খগখ গঘগ ঘঙঘ ঙঙ।

Step 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য

সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ

নিঃ + সংশয় = নিঃসংশয়	সম্ + গ্রাম = সংগ্রাম
পরি + আপ্ত = পর্যাপ্ত	দুঃ + অন্ত = দুরন্ত

প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয়

অভিজ্ঞ + তা = অভিজ্ঞতা	√কঠ্ + ইন = কঠিন
ন + সম্ + √খ্যা + অ = অসংখ্য	√ঘূর্ণ + ই = ঘূর্ণি
ন + √জস্ + র = অজস্র	আ + √হ্বে + অন = আহ্বান
উরু + √ঋ + অ = উর্বর	√গম্ + তি = গতি
জল + √দস্ + যু = জলদস্যু	√জীব্ + অন = জীবন

শব্দের উৎস নির্দেশ

তদ্ভব	অনেক, অভিজ্ঞতা, অসংখ্য, অজস্র, উর্বর, কঠিন।		
বাংলা	গেছে, তোমার, তবু।		
দেশি	চর, লাঙল।	ফারসি	জওয়ান।

সমাস নির্ণয়

ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
অনেক	নয় এক	তৎপুরুষ সমাস
জলদস্যু	যে দস্যু নদী বা সমুদ্রপথে ডাকাতি করে	উপপদ তৎপুরুষ
স্রোতধারা	স্রোতের ধারা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অভিজ্ঞতা	ওভিগ্‌গঁতা	উর্বর	উরবর্
অসংখ্য	অশোংখো	জলদস্যু	জলোদোশ্‌শু
অজস্র	অজোস্‌স্রো	ঘূর্ণি	ঘুরনি
নিঃসংশয়	নিশ্‌শংশয়	লাঙল	লাঙোল্

বানান সতর্কতা

ঘূর্ণি, হার্মাদ, দ্বন্দ্ব, পাণ্ডুর, নিঃসংশয়, প্রদীপ, জলদস্যু, তরঙ্গভঙ্গ, জওয়ান।

CamScanner

Part 3 — MCQ প্রশ্নোত্তর

Step 1 — অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. মুসলিম রেনেসাঁর কবি কে?
ⓚ শামসুর রাহমান ⓚ ফররুখ আহমদ
ⓖ সৈয়দ শামসুল হক ⓖ আল মাহমুদ
উ: খ

০২. ফররুখ আহমদের জন্ম কত সালে?
ক) ১৯১৮ খ) ১৮১৯ গ) ১৯৮৮ ঘ) ১৮৯৯ উ: ক

০৩. ফররুখ আহমদের জন্ম কোন গ্রামে?
ক) চুরুলিয়া খ) বাগমারা গ) মাঝআইল ঘ) পাংশা উ: গ

০৪. ফররুখ আহমদের মাতার নাম কী?
ক) রাবেয়া খাতুন খ) সাবেরা বেগম
গ) মরিয়ম আক্তার ঘ) রওশন আখতার উ: ঘ

০৫. ফররুখ আহমদ কোন দশকের কবি?
ক) ত্রিশের খ) চল্লিশের গ) পঞ্চাশের ঘ) ষাটের উ: খ

০৬. কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক) মুহূর্তের কবিতা খ) নৌফেল ও হাতেম
গ) সাত সাগরের মাঝি ঘ) সিরাজাম মুনীরা উ: গ

০৭. ফররুখ আহমেদের সনেট সংকলন কোনটি?
ক) হাতেম তায়ী খ) মুহূর্তের কবিতা
গ) পাখির বাসা ঘ) নতুন লেখা উ: খ

০৮. 'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক) ১৯১৮ খ) ১৯৪৪ গ) ১৯৭৪ ঘ) ১৯৮০ উ: ঘ

০৯. কবি কোন বেতারে কাজ করেছেন?
ক) ঢাকা বেতারে খ) কালুরঘাট বেতার
গ) পাকিস্তান বেতার ঘ) চট্টগ্রাম বেতার উ: ক

১০. কবির 'উপহার' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে?
ক) কল্লোল খ) শিখা গ) সওগাত ঘ) কবিতা উ: গ

১১. ফররুখ আহমেদ কর্মজীবন শুরু করেন?
ক) ঢাকায় খ) কলকাতায় গ) পাকিস্তানে ঘ) মাগুরায় উ: খ

১২. ফররুখ আহমেদের সহধর্মিণীর নাম কী?
ক) লিলি খ) মিলি গ) মলি ঘ) মিষ্টি উ: ক

১৩. ফররুখ আহমেদ উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন কোন কলেজ থেকে?
ক) ইসলামিয়া কলেজ খ) রিপন কলেজ
গ) বেথুন কলেজ ঘ) স্কটিশ চার্চ কলেজ উ: ঘ

১৪. কবি ছাত্রাবস্থায় কোন ধরনের রাজনীতি করতেন?
ক) ডানপন্থি খ) বামপন্থি গ) গণতন্ত্র ঘ) রাজতন্ত্র উ: খ

১৫. কবি আন্তর্জাতিক কোন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন?
ক) পদ্মভূষণ খ) দেশরত্ন
গ) ইউনেস্কো ঘ) জাতিসংঘ উ: গ

১৬. কবি ছোটদের জন্য কী লিখতেন?
ক) কবিতা ও ছড়া খ) ছড়া ও ছবি
গ) গান ও কবিতা ঘ) ধাধা ও গল্প উ: ক

১৭. কবি মরণোত্তর কোন পুরস্কারে ভূষিত হন?
ক) বাংলা একাডেমি পুরস্কার খ) একুশে পদক
গ) ইউনেস্কো পুরস্কার ঘ) শ্রেষ্ঠকবির পুরস্কার উ: খ

১৮. কবি কোন সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন?
ক) ১৯৪০ খ) ১৯৪১ গ) ১৯৪২ ঘ) ১৯৪৩ উ: গ

১৯. কবি কোন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন?
ক) মাগুরা জিলা স্কুল খ) ময়মনসিংহ জিলা স্কুল
গ) রংপুর জিলা স্কুল ঘ) খুলনা জিলা স্কুল উ: ঘ

২০. 'ফুলের জলসা' কবির কী ধরনের রচনা?
ক) কাহিনিকাব্য খ) সনেট
গ) শিশুতোষ রচনা ঘ) কাব্যগ্রন্থ উ: গ

২১. কবি কত সালে মারা যান?
ক) ১৯৭১ খ) ১৯৭২ গ) ১৯৭৩ ঘ) ১৯৭৪ উ: ঘ

২২. কবি কোন সময়ে মারা যান?
ক) সকালে খ) বিকালে গ) সন্ধ্যায় ঘ) রাতে উ: গ

২৩. 'পদ্মা' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
ক) কাফেলা খ) দিলরুবা
গ) ধোলাই কাব্য ঘ) ফুলের জলসা উ: ঘ

২৪. স্প্যানিশ শব্দ 'Armada' থেকে বাংলা কোন শব্দটি এসেছে?
ক) হারাম খ) হার্মাদ
গ) জলদস্যু ঘ) হাতেম উ: খ

২৫. 'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থটিতে কতটি সনেট রয়েছে?
ক) পাঁচটি খ) ছয়টি গ) সাতটি ঘ) আটটি উ: গ

২৬. বাংলাদেশের সববৃহৎ নদী কোনটি?
ক) মেঘনা খ) যমুনা
গ) গঙ্গা ঘ) পদ্মা উ: ঘ

২৭. কবিতায় পদ্মা নদীর কতটি রূপ প্রকাশিত হয়েছে?
ক) একটি খ) দুইটি গ) তিনটি ঘ) চারটি উ: খ

Step 2 — বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'একাকী রাতের ম্লান জুলমাত হেরি।' 'জুলমাত' অর্থ– [খ ৯৯-০০]
ক) অন্ধকার খ) নক্ষত্র গ) আকাশ ঘ) আলো উ: ক

০২. 'দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে/ কোন দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা পড়েছি এসে।' এখানে 'দরিয়া' শব্দটি [গ ০৫-০৬]
ক) দেশি খ) বিদেশি গ) তদ্ভব ঘ) অর্ধ-তৎসম উ: খ

০৩. 'মর্সিয়া' শব্দের বিপরীত অর্থ– [গ ০৬-০৭]
ক) শোকগাথা খ) লোকগাথা গ) আনন্দগাথা ঘ) জীবনগাথা উ: গ

০৪. 'সেতারা হেলাল এখনো উঠেনি জেগে' উক্ত লাইনটিতে কী ভাব ব্যক্ত করা হয়েছে? [গ ০৯-১০]
ক) আশা খ) উদ্যম গ) উৎসাহ ঘ) উদ্বেগ উ: ঘ

০৫. 'সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি।' এখানে 'অসীম কুয়াশা'র প্রতীকী তাৎপর্য– [ক ১০-১১]
ক) অন্ধকারের আবহ খ) প্রতিবন্ধকতা
গ) জাতীয় জীবনে অচলাবস্থা ঘ) বিষণ্ণতা উ: গ

০৬. রূপক কবিতায় বাইরের অর্থ হচ্ছে– [খ ১৩-১৪]
ক) ভাবার্থ খ) বাচ্যার্থ গ) নিহিতার্থ ঘ) তাৎপর্য উ: খ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পাঞ্জেরি' কবিতা মূলত বুঝিয়েছে– [খ ০৫-০৬]
ক) ভ্রমণের অভিজ্ঞতা খ) দেশপ্রেমের মাহাত্ম্য
গ) জাতীয় নেতৃত্বের জাগরণ ঘ) হতাশার জ্বালা উ: গ

০২. 'কেটেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী' এখানে 'শর্বরী' মানে কী? [ক ০৯-১০]
ক) সময় খ) বিপদ গ) রাত ঘ) সংকটজনক অধ্যায় উ: গ

০৩. 'কান্না' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [ঘ ১১-১২]
ক) বিলাপ খ) আহাজারি গ) রোনাজারি ঘ) অশ্রু উ: গ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? (জ ১১-১২)
ক) নজরুল ইসলাম খ) কায়কোবাদ গ) সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ) ফররুখ আহমদ উ: ঘ

০২. ফররুখ আহমদের 'হাতেম তায়ী' কোন শ্রেণির নাটক? (জ ১১-১২)
ক) কাহিনিকাব্য খ) কাব্যধর্মী নাটক গ) আরব কথন ঘ) রূপক নাটক উ: ক

CS CamScanner

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পাঞ্জেরি' কীসের প্রতীক? [০৩-০৪]
(ক) জাহাজ কর্ণধারের (খ) ইসলামের (গ) নৌবহরের (ঘ) আলবাহার উ (ক)

০২. 'কেটেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী' এখানে শর্বরী অর্থ হলো- [গ ০৭-০৮]
(ক) মেঘ (খ) অন্ধকার (গ) রাত্রি (ঘ) দিন উ (গ)

০৩. 'মজলুম' শব্দের অর্থ হলো- [গ ০৭-০৮]
(ক) বিপদাপন্ন (খ) অসহায় (গ) জালিম (ঘ) অত্যাচারিত উ (ঘ)

০৪. 'দেখেছি কোথায় কোন দীপ্তিহীন দূরে' চরণটির রচয়িতা- [গ ০৭-০৮]
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) সুফিয়া কামাল (গ) ফররুখ আহমদ (ঘ) অমিয় চক্রবর্তী উ (গ)

০৫. 'রোনাজারি' শব্দের অর্থ- [C ১২-১৩]
(ক) শোক গীতি (খ) কান্না (গ) ক্রোধ (ঘ) বেদনা উ (খ)

০৬. কোনটি ফররুখ আহমদের কাব্য? [A ১৩-১৪]
(ক) অনেক আকাশ (খ) হে বন্য স্বপ্নেরা (গ) সূর্যের সিঁড়ি (ঘ) বিশাখী উ (খ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ১৪ লাইন ১৪ অক্ষরের কবিতাকে কী বলা হয়? [D : ২৩-২৪]
(ক) গদ্য কবিতা (খ) নাট্যকাব্য (গ) সনেট (ঘ) গীতিকাব্য উ (গ)

০২. 'নৌফেল ও হাতেম' কোন ধরনের রচনা? [খ ০৩-০৪]
(ক) নাটক (খ) গল্প (গ) কাব্যনাট্য (ঘ) উপন্যাস উ (গ)

০৩. 'মাস্তুল' কিসে থাকে? [খ ০৭-০৮]
(ক) উড়োজাহাজে (খ) জাহাজে (গ) মোটর গাড়িতে (ঘ) গরুর গাড়িতে (ঙ) ভবনের ছাদে উ (খ)

০৪. পাঞ্জেরি শব্দের অর্থ কী? [চ ০৬-০৭]
(ক) সমুদ্র (খ) অন্ধকার (গ) আলোকবর্তিকা (ঘ) পথিক উ (গ)

০৫. কোন শব্দের অর্থ হাহাকার? [ঘ ০৯-১০]
(ক) আহাজারি (খ) রোনাজারি (গ) জুলমাত (ঘ) নেকাব উ (ক)

০৬. মুসলিম রেনেসাঁর/জাগরণের কবি কে? [A ১২-১৩]
(ক) জসীমউদ্দীন (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) ফররুখ আহমদ (ঘ) শামসুর রাহমান উ (গ)

০৭. নৌকা, জাহাজ ইত্যাদিতে পাল লাগানোর দণ্ডকে বলে- [A সেট ২, ১২-১৩]
(ক) হাল (খ) বৈঠা (গ) গলুই (ঘ) মাস্তুল উ (ঘ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি ফররুখ আহমদের কাহিনিকাব্য? [চ ০৪-০৫]
(ক) হাতেম তায়ী (খ) মুহূর্তের কবিতা (গ) নৌফেল ও হাতেম (ঘ) সিরাজাম মুনীরা

০২. 'পাঞ্জেরি' কবিতার বিষয়বস্তু কী? [চ ০৫-০৬]
(ক) স্বদেশ প্রেম (খ) স্বাধীনতার চেতনা (গ) ইসলামি রেনেসাঁ (ঘ) নারী চেতনা উ

০৩. 'পাঞ্জেরি' কোন ধরনের কবিতা? [ক ১০-১১]
(ক) প্রেমের কবিতা (খ) বিদ্রোহী কবিতা (গ) রূপক কবিতা (ঘ) সংস্কারমূলক কবিতা উ

০৪. ফররুখ আহমদের 'হাতেম তায়ী' একটি- [B ১৩-১৪]
(ক) কাব্যনাট্য (খ) নাট্যকাব্য (গ) সনেট সংকলন (ঘ) কাহিনীকাব্য উ

০৫. 'পাখির বাসা' গ্রন্থের জন্য ফররুখ আহমদ কী পুরস্কার পান? [H ১৩-১৪]
(ক) ইউনেস্কো (খ) বাংলা একাডেমি (গ) সাহিত্য খেলা (ঘ) কোনোটিই নয় উ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সাত সাগর মাঝি' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়? [A ১৩-১৪]
(ক) ১৯৪১ (খ) ১৯৪২ (গ) ১৯৪৩ (ঘ) ১৯৪৪ উ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মুহূর্তের কবিতা' কাব্য গ্রন্থটি কে লিখেছেন? [E -১৩-১৪]
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (গ) সুফিয়া কামাল (ঘ) ফররুখ আহমদ উ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. 'পদ্মা' কবিতায় 'হার্মাদ' বলতে কী বুঝানো হয়েছে? [FASS : ২৩-২৪]
(ক) স্থান (খ) জলদস্যু (গ) গোয়েন্দাবাহিনী (ঘ) দ্বীপের নাম উ

Step 4 HSC বোর্ড পরীক্ষা ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. কবিতায় জীবনের পথে পথে কী কুড়ানোর কথা বলেছেন?
(ক) অভিজ্ঞতা (খ) অর্থ (গ) সম্পর্ক (ঘ) সম্পদ উ (ক)

০২. পদ্মাকে দেখে কে কেঁদেছে?
(ক) চোর (খ) ডাকাত (গ) সংগ্রামী মানুষ (ঘ) দুরন্ত হার্মাদ উ (ঘ)

০৩. দুরন্ত জলদস্যুদের মনে ভয়ের সঞ্চার করেছে পদ্মার কোন রূপ?
(ক) শান্ত (খ) কল্যাণময়ী (গ) প্রমত্ত (ঘ) ধ্বংসাত্মক উ (গ)

০৪. পদ্মার দুই পাড় কীসে প্লাবিত হয়েছে?
(ক) সবুজ (খ) পলিতে (গ) ঢেউয়ে (ঘ) জলে উ (খ)

০৫. সংগ্রামী মানুষ পদ্মার দুই তীরে কী করে?
(ক) লাঙল চালায় (খ) বাগান সাজায় (গ) ঘর তোলে (ঘ) গতি আনে উ (ক)

০৬. কঠিন শ্রমের ফল হিসেবে সংগ্রামী মানুষ কী পেয়েছে?
(ক) সবুজের সমারোহ (খ) নতুন জীবন (গ) অভিজ্ঞতা (ঘ) শস্যদানা উ (ঘ)

০৭. সাদাটে হলুদ বর্ণকে কী বলা হয়?
(ক) পাণ্ডুর (খ) হলদেটে (গ) বাসন্তি (ঘ) ফিকে উ (ক)

০৮. 'তরঙ্গভঙ্গ' বলতে কী বোঝায়?
(ক) ভাঙা ঢেউ (খ) বায়ুর আবর্তন (গ) ঢেউয়ের আবর্তন (ঘ) জলের আবর্তন উ

০৯. ফররুখ আহমদের কবিতায় কীসের প্রকাশ ঘটেছে?
(ক) ইসলামি বোধ (খ) ইসলামি ঐতিহ্য (গ) ইসলামি আদর্শ (ঘ) ইসলামি আদর্শ ও জীবনবোধ উ

১০. জলদস্যুরা কীসে ঘুরেছে?
(ক) মরুভূমিতে (খ) ঘূর্ণিতে (গ) নদীতে (ঘ) তরঙ্গে উ

১১. জলদস্যুরা কীসের স্বাদ পেয়েছে?
(ক) নদীর (খ) ডাকাতির (গ) সমুদ্রের (ঘ) সাগরের উ

১২. 'পদ্মা' কী ধরনের কবিতা?
(ক) কাহিনিকাব্য (খ) কাব্যনাট্য (গ) সনেট সংকলন (ঘ) সনেট উ

Step 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম কী? [২৯তম বিসিএস]
(ক) সাত সাগরের মাঝি (খ) পাখির বাসা (গ) হাতেমতায়ী (ঘ) নৌফেল ও হাতেম উ (ক)

০২. 'সাত সাগরের মাঝি' কার লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ? [২৮, ২২তম বিসিএস]
(ক) সৈয়দ আলী আহসান (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) জসীমউদ্দীন (ঘ) কোনোটিই নয় উ (ঘ)

০৩. 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যের রচয়িতার নাম- [১৭তম বিসিএস]
(ক) তালিম হোসেন (খ) ফররুখ আহমদ (গ) গোলাম মোস্তফা (ঘ) আবুল হোসেন উ

০৪. ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কোন কাব্যের উপজীব্য? [১৩তম বিসিএস]
(ক) জিঞ্জির- কাজী নজরুল ইসলাম (খ) সাত সাগরের মাঝি- ফররুখ আহমদ (গ) দিলরুবা- আবদুল কাদির (ঘ) নূরনামা- আবদুল হাকিম উ

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Step 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :

[illegible]
[illegible]

০১. উদ্দীপক ও 'পদ্মা' কবিতাটির মধ্যে মিল হয়েছে–
i. [illegible] ii. [illegible] iii. [illegible]
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii উ. (খ)

০২. 'জীবনের পদে পদে অভিজ্ঞতা কুড়াতে প্রচুর' এখানে যে অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে–
i. [illegible] ii. [illegible] iii. [illegible]
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (খ)

০৩. পদ্মার প্রমত্ত রূপের প্রভাব পড়েছে যে চরণে–
i. [illegible]
ii. জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে নিঃসংশয়, নির্ভীক জওয়ান
iii. [illegible]
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (ঘ)

০৪. কবিতায় পদ্মার ভয়াবহ রূপ বোঝানো হয়েছে–
i. [illegible]
ii. [illegible]
iii. [illegible]
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (ঘ)

০৫. 'পদ্মা' কবিতায় জলদস্যুদের প্রসঙ্গ আসার কারণ–
i. [illegible] ii. পদ্মার আশীর্বাদের কথা তুলে ধরা
iii. পদ্মার প্রমত্ত রূপের স্বরূপ তুলে ধরা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (ঘ)

০৬. পদ্মা তীরবর্তী মানুষদের 'সংগ্রামী মানুষ' বলার কারণ–
i. [illegible] ii. প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে বাঁচে বলে
iii. [illegible]
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (গ)

০৭. 'পদ্মা' কবিতা অনুসারে পদ্মাতীরের মানুষেরা প্রচুর শস্য ফলানোর কারণ–
i. পদ্মার তীর অত্যন্ত উর্বর ii. পদ্মাতীরের মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী
iii. [illegible]
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (ক)

০৮. কৃষক নিয়ত খেটে সোনালি ধান ফলেছে। 'পদ্মা' কবিতায় 'সোনালি ধান' যেভাবে চিত্রিত হয়েছে–
i. [illegible] ii. [illegible] iii. জীবনের সম্বল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (ঘ)

০৯. 'জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব' বলতে যা বোঝায়–
i. জীবন ও মৃত্যুর লড়াই ii. জীবন ও মৃত্যুর যুগপৎ অবস্থান
iii. জীবন ও মৃত্যুর মাঝে সংকটময় অবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (খ)

১০. নির্ভীক জওয়ান জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে নিঃসংশয়, কারণ–
i. জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ii. লড়াই করে বাঁচার দৃঢ়তা iii. লড়াই করাই নিয়তি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (গ)

১১. 'ধ্বংস করো, নয় মরো'– 'পদ্মা' কবিতার যে চরিত্রটি এই ভাবধারাটি সমর্থন করে–
i. জলদস্যু ii. নির্ভীক জওয়ান iii. সংগ্রামী মানুষ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (গ)

১২. 'জীবনের দেয়াতে সম্বল' বলতে 'পদ্মা' কবিতায় যা বোঝানো হয়েছে–
i. [illegible] ii. [illegible] iii. [illegible]
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (গ)

১৩. 'সাজানো বাগান' বলতে 'পদ্মা' কবিতায় যা বোঝানো হয়েছে–
i. সাজানো সংসার ii. গোছানো পরিবার iii. শখের বাগান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (ক)

১৪. 'জীবনের অমূল্য সম্বল' দ্বারা যা নির্দেশ করা হয়েছে–
i. জীবন সাজানোর উপাদান ii. অসংখ্য প্রসাধন সামগ্রী
iii. বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (খ)

১৫. 'জেগেছে তবু পরিপূর্ণ আহ্বান' দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে–
i. ক্ষতের প্রলেপ দিতে প্রত্যয় ii. জীবনের আহ্বানে নব সূচনা
iii. যে নদী ভাঙে সেই আবার গড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (গ)

১৬. 'মৃত জড়তার বুক' বলতে কবিতায় যা বোঝানো হয়েছে–
i. তুষার সমাজ ii. জড় সমাজ iii. মরা ভূমি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (গ)

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাতুল মিয়া বহু নদীতে নৌকা বেয়ে মাছ ধরেছেন। কিন্তু পদ্মায় মাছ ধরতে এসে তিনি নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। নদীতে নৌকা বাইতে গিয়ে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

১৭. 'পদ্মা' কবিতার আলোকে পদ্মায় মাছ ধরতে এসে উদ্দীপকের রাতুল মিয়ার আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কারণ–
i. চপল ঘূর্ণি ii. জলদস্যু iii. প্রমত্ত রূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (খ)

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :

বহু আগে থেকে বংশানুক্রমে পদ্মা-তীরবর্তী অঞ্চলে বাস করে কাদের মিঞা। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে বহুবার তার ঘরবাড়ি ভেসে গেছে। আবার নতুন উদ্যমে ঘর নির্মাণ করে, ফসল ফলিয়ে সে টিকে আছে।

১৮. উদ্দীপকের কাদের মিঞা 'পদ্মা' কবিতার যাদের প্রতিনিধি–
i. দুরন্ত হার্মাদ ii. সংগ্রামী মানুষ iii. নির্ভীক জওয়ান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (গ)

১৯. উদ্দীপকটিকে 'পদ্মা' কবিতার যে চরণের সাথে মেলানো যায়–
i. বর্ষায় তোমার স্রোতে ভেসে গেছে সাজানো বাগান
ii. হে নদী! জেগেছে তবু পরিপূর্ণ আহ্বান
iii. তোমার তরঙ্গভঙ্গে বর্ণ তার হয়েছে পাণ্ডুর
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (ক)

২০. 'পদ্মা' কবিতায় পদ্মা নদীর যে দিকগুলো প্রতিফলিত–
i. পদ্মায় জলদস্যুর উৎপাত ii. পদ্মার প্রমত্ত রূপ iii. পদ্মার পলি পড়া উর্বর রূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (গ)

২১. 'পদ্মা' কবিতায় পদ্মা নদীর কল্যাণময়ী রূপটি ফুটে উঠেছে–
i. ফসলের সম্ভার সৃষ্টিতে ii. জলদস্যুর বুকে কাঁপন সৃষ্টিতে
iii. নতুন প্রাণস্পন্দনের অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ. (খ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 4 লিখিত অংশ

Step 1 জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

- 'পদ্মা' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে– কাফেলা (১৯৮০) কাব্যগ্রন্থ থেকে।
- 'পদ্মা' কবিতাটি যত সংখ্যক সনেট– পাঁচ সংখ্যক।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ নদী– পদ্মা।
- 'পদ্মা' কবিতায় নদীর রূপ প্রকাশিত হয়েছে– দুইটি।
- 'পদ্মা' যে ধরনের কবিতা– চতুর্দশপদী।
- কবিতার প্রতি পঙ্‌ক্তিতে মাত্রা রয়েছে– ১৮ মাত্রা।
- 'হার্মাদ' যে জাতীয় শব্দ– স্প্যানিশ।
- 'ফসল' যে ভাষার শব্দ– আরবি।
- 'পাণ্ডুর' যে ধরনের রং– সাদাটে হলুদ বর্ণবিশিষ্ট।
- জীবিকা অর্জনের উপায়কে বলে– সম্বল।
- 'জওয়ান' যে ভাষার শব্দ– ফারসি।
- জলদস্যু কীসে ঘুরেছে– ঘূর্ণিতে।
- 'সমুদ্রের স্বাদ' বলতে বোঝানো হয়েছে– সমুদ্র ভ্রমণের অভিজ্ঞতা।
- কবিতায় জীবনের পথে পথে বলা হয়েছে– অভিজ্ঞতা কুড়ানোর কথা ।
- জলদস্যু কেঁপেছে– পদ্মাকে দেখে।
- 'হার্মাদ' বলতে বোঝায়– পর্তুগিজ জলদস্যু।
- কবি জলদস্যুদের অভিহিত করেছেন– দুরন্ত হার্মাদ বলে।
- জলদস্যুদের বর্ণ পাণ্ডুর হয়েছে– পদ্মার তরঙ্গভঙ্গ দেখে।
- পদ্মার দুই তীরে লাঙল চালায়– সংগ্রামী মানুষ।
- কঠিন শ্রমের ফল হিসেবে সংগ্রামী মানুষ পেয়েছে– প্রচুর শস্যদানা।
- ঢেউয়ের আবর্তনকে বলে– তরঙ্গভঙ্গ।
- শক্তিশালী ও বলবান ব্যক্তিকে বলে– জওয়ান।
- জল বা বায়ুর প্রচণ্ড আবর্তনকে বলা হয়– ঘূর্ণি।
- যে দস্যু নদী বা সমুদ্রপথে ডাকাতি করে তাকে বলে– জলদস্যু।
- জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে নিঃসংশয়– নির্ভীক জওয়ান।
- পদ্মার গতি– সুতীব্র।
- সবুজের সমারোহে জীবন পেয়েছে– সম্বল।
- সাজানো বাগান ভেসে গেছে– বর্ষার স্রোতে।
- মৃত জড়তার বুকে খুলেছে– মুক্তির স্বর্ণদ্বার।
- মুক্তির স্বর্ণদ্বার খুলেছে– মৃত জড়তার বুকে।
- যেথায় পর্যাপ্ত ফসল ফলেছে– পদ্মার উর্বর চরে।
- পদ্মা কবিতায় পদ্মা মূলত– নদীর নাম।
- পদ্মা কবিতায় জীবনের পথে পথে কুড়ানোর কথা বলা হয়েছে– অভিজ্ঞতা।
- কেঁপেছে তোমাকে দেখে জলদস্যু– দুরন্ত হার্মাদ– এখানে পদ্মার– প্রমত্ত রূপটিই মূর্ত।
- পদ্মা কবিতায় ঢের সমুদ্রের স্বাদ বলতে বোঝানো হয়েছে– প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়।
- দুরন্ত হার্মাদ প্রচুর অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছে– সমুদ্র পথে চলাচল করে।
- পদ্মা কবিতায় শস্যদানাকে কঠিন শ্রমের ফল বলা হয়েছে– পদ্মার চরে চাষাবাদ করে পরিশ্রমের বলে।
- পদ্মার চরে ফসল ফলিয়েছে– নির্ভীক জওয়ান।
- পদ্মার স্রোতধারা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে– উদ্যমী মানস গঠনের।
- পদ্মার স্রোতে সাজানো বাগান ভেসে গেছে– বর্ষা ঋতুতে।
- জেগেছে তবু পরিপূর্ণ আহ্বান– এই আহ্বান– নব উদ্যমে জীবন শুরু করার।
- মৃত জড়তার বুকে মুক্তির স্বর্ণদ্বার খুলছে– সুতীব্র গতি দ্বারা।
- জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব বলতে বোঝায়– জীবন ও মৃত্যুর মাঝে সংকটময় অবস্থা।

Step 2 অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

০১. নির্ভীক জওয়ান জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে নিঃসংশয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : নির্ভীক জওয়ান পদ্মার সর্বগ্রাসিতার শিকার হয়ে জীবনে টিকে থাকতে সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় সে পদ্মাপাড়ের জীবন-জটিলতা অর্থাৎ জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে নিঃসংশয় নির্ভীক। পদ্মা নদীর দুই তীরে সংগ্রামী মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে জীবন যুদ্ধে টিকে থাকে। তারা জানে পরিশ্রম ভিন্ন তাদের অনিশ্চয়তায় ঘেরা জীবনে অন্য কোনো রাস্তা নেই। পদ্মাকেন্দ্রিক এই সংগ্রামী জীবনের কারণে নির্ভীক জওয়ান জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে সংশয়হীন।

০২. পদ্মার ভয়ংকর রূপটি কীভাবে ধরা পড়ে? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বর্ষায় পদ্মার প্লাবনে তীরবর্তী মানুষের সাজানো বাগান, ঘরবাড়ি, সহায়-সম্বল এমনকি জীবন পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে যায়। এভাবেই পদ্মার ভয়ংকর রূপটি ধরা পড়ে।

পদ্মার প্রমত্ত উত্তাল ঢেউয়ের আবর্তন দেখে বহু সমুদ্র ভ্রমণ করা জলদস্যুও ভীতসন্ত্রস্ত হয়। সর্বনাশা, সর্বগ্রাসী পদ্মা প্লাবনে ভাসিয়ে নেয় মানুষের সাজানো বাগান, ঘর জীবনের অজস্র সম্ভার এমনকি জীবন পর্যন্ত। তার করালগ্রাসে মানুষ তার শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। পদ্মার এই ধ্বংসাত্মক রূপটি ভয়ঙ্কর রূপ হিসেবেই ধরা পড়ে।

০৩. 'কেঁপেছে তোমাকে দেখে জলদস্যু-দুরন্ত হার্মাদ' ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : উন্মত্ত পদ্মার ধ্বংসাত্মক রূপ দেখে সাহসী অভিজ্ঞ জলদস্যুদেরও ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার দিকটি উঠে এসেছে। বেঁচে থাকার তাগিদেই জলদস্যুদের নদী আর সমুদ্রে বিচরণ করতে হয়। পেশাগত কারণে ঝঞ্ঝাময় নানা অবস্থার মুখোমুখি হয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে তারা। কিন্তু একেক সময় নানা প্রতিকূল অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এ জলদস্যুরাও পদ্মার ভয়ঙ্কর ধ্বংসকারী রূপ দেখে ভয়ে কেঁপে উঠে।

০৪. দুরন্ত হার্মাদের ভয়ের কারণ কী? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : পদ্মা নদীর ভয়ংকর ও তীব্র স্রোত দুরন্ত জলদস্যু হার্মাদের ভয়ের কারণ।

হার্মাদ একজন পর্তুগিজ দুরন্ত জলদস্যু। তার বহু সমুদ্র দেখার অভিজ্ঞতা এবং দুঃসাহস রয়েছে। কিন্তু পদ্মা নদীর ভয়ংকর রূপ দেখে দুরন্ত জলদস্যু হার্মাদ ভাবতেই পারেনি পদ্মা নদী এত ধ্বংসাত্মক, প্রমত্ত রূপ ধারণ করতে পারে। আর পদ্মার এই ভয়াল ঘূর্ণি রূপের কারণেই দুরন্ত হার্মাদের মনে ভয়ের সঞ্চার ঘটে।

০৫. 'পেয়ে ঢের সমুদ্রের স্বাদ' বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : পদ্মার বুকে অবস্থানকারী জলদস্যুদের প্রমত্ত পদ্মার থেকে সমুদ্রের স্বাদ গ্রহণ করার দিকটি বোঝানো হয়েছে।

জলদস্যুদের কাজই হচ্ছে নদী আর সমুদ্রপথে ডাকাতি করা। নদী আর সমুদ্রে বিচরণ করেই কাটে তাদের জীবন। আর এ কাজ করতে গিয়ে পদ্মার নানা রূপ প্রত্যক্ষ করে তারা। লাভ করে জীবনপথে বেঁচে থাকার নান অভিজ্ঞতা। প্রমত্ত পদ্মা যে উত্তাল সমুদ্রের থেকে কোনো অংশে কম নয় সে দিকটিই এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

০৬. জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে নিঃসংশয় কারা?

উত্তর : জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে নিঃসংশয় নির্ভীক জওয়ান।

০৭. 'অনেক ঘূর্ণিতে ঘুরে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : উত্তাল পদ্মার উন্মত্ত আবর্তনে জলদস্যুদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন কবি। জলদস্যুরা নদী বা সমুদ্রপথে ডাকাতি করে বেড়ায়। উত্তাল পদ্মার বুকে ডাকাতি করতে গিয়ে তারা লাভ করে প্রমত্ত সমুদ্রের স্বাদ। এভাবেই সুতীব্র গতিময় পদ্মার বুকে থেকে শান্ত, প্রমত্ত, ঝঞ্ঝামুখর নান অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

০৮. চতুর্দশপদী (sonnet) কবিতা হিসেবে 'পদ্মা' কবিতার সার্থকতা বর্ণনা কর।

উত্তর : 'পদ্মা' কবিতায় প্রথম চারটি স্তবক তিন পঙ্‌ক্তিযুক্ত এবং শেষের স্তবকটি দুই পঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত। চৌদ্দ চরণবিশিষ্ট কবিতাটির প্রতিটি পঙ্‌ক্তি ১৮ মাত্রার। কবিতাটির মিল বিন্যাস– কখক খগঘ গঘগ ঘঙঘ ঙঙ। পুরো কবিতাটি পদ্মা নদীকে নিয়ে মূলত একটি অখণ্ড ভাবের দ্যোতনা দেয়। কবিতাটির এরূপ গঠন মূলত চতুর্দশপদী কবিতার গঠনরীতিকেই নির্দেশ করে। সে বিবেচনায় 'পদ্মা' একটি সার্থক সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা।

০৯. 'সংগ্রামী মানুষ তবু দুই তীরে চালায়ে লাঙল– বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : এখানে প্রকৃতির বিরূপতার মঝেও সংগ্রামী মানুষের টিকে থাকার লড়াইয়ের কথা প্রকাশ পেয়েছে। নদী তীরবর্তী মানুষকে সর্বদা প্রকৃতির সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। পদ্মার ভয়ঙ্কর প্রমত্ত রূপের মাঝেও তারা বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে। তাই দুই তীরের মানুষ ভূমিতে লাঙল চালিয়ে চাষাবাদে উপযোগী করে তোলে। এ কঠিন শ্রমের ফলরূপে পায় শস্যদানা।

১০. 'পদ্মা' কবিতায় কবি 'সবুজের সমারোহ' বলতে কী বুঝিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বর্ষায় পদ্মার প্লাবনে তীরবর্তী মানুষের সহায়-সম্বল, জীবন-জীবিকা বিপন্ন হওয়ার পর নতুন করে পদ্মার চরে উৎপাদিত সবুজ ফসলকে কবি সবুজের সমারোহ বলেছেন।

পদ্মা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ নদী, বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে পদ্মার দুই তীরে চলতে থাকে ভাঙা-গড়ার খেলা; যার ফলে নদীর দুই তীরে সৃষ্টি হয় চরের। পদ্মার প্লাবিত পানিতে পলি জমে এর দুই তীর উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়। আর এই উর্বর জমিতে কৃষক লাঙল চালিয়ে প্রচুর ফসল উৎপাদন করে। পদ্মার তীরভূমিতে উৎপাদিত সবুজ ফসলকে কবি সবুজের সমারোহ বলে উল্লেখ করেছেন।

১১. 'জীবনের অজস্র সম্ভার' বলতে কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : পদ্মার সর্বগ্রাসী স্রোতে মানুষের বেঁচে থাকার রসদ, স্বপ্নভঙ্গের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। পদ্মা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ নদী। এই পদ্মা একদিকে জীবনদায়িনী, অন্যদিক প্রাণনাশকারী। পদ্মার ধ্বংসাত্মক রূপ দেখেও পদ্মার দুপারের মানুষ আশায় বুক বাঁধে। কঠিন শ্রমে প্রাণপণ চেষ্টা করে জীবনের রসদ জোগানোর। কিন্তু পদ্মা তার ধ্বংসাত্মক রূপ নিয়ে বর্ষার প্লাবনে ভাসিয়ে নেয় জীবনের শেষ সম্বলটুকুও।

CamScanner

Part 5 SELF TEST

Step 1 SELF TEST MCQ

১. ফরুরুখ আহমদের জন্ম কত তারিখে?
ক ১ জুন খ ৫ জুন
গ ৯ জুন ঘ ১০ জুন

২. ফরুরুখ আহমদের পিতার নাম কী?
ক সৈয়দ হাতেম তাই খ মীর নিসার আলী
গ সৈয়দ হাতেম আলী ঘ সৈয়দ আলী আহসান

৩. কবি ঢাকা বেতারে কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন?
ক স্টাফ রাইটার খ সম্পাদক
গ ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঘ আই.জি প্রিজন

৪. 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক ১৯৪০ খ ১৯৪৪ গ ১৯৪৮ ঘ ১৯৫৫

৫. কবি কীসে বিশ্বাসী ছিলেন?
ক ইসলামি ঐতিহ্যে খ ইসলামি ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে
গ ইসলামি আদর্শে ঘ ইসলামি জীবনবোধে

৬. ফরুরুখ আহমদ কত সালে আই.এ পাশ করেন?
ক ১৯১৮ খ ১৯২৫ গ ১৯৩৭ ঘ ১৯৩৯

৭. ফরুরুখ আহমদ কোন কলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন?
ক ইসলামিয়া কলেজ খ ব্রজমোহন কলেজ
গ রিপন কলেজ ঘ প্রেসিডেন্সি কলেজ

৮. 'হাতেম তায়ী' কোন ধরনের রচনা?
ক কাহিনিকাব্য খ কাব্যনাট্য গ কাব্যগ্রন্থ ঘ সনেট

৯. 'ভাস্কর' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি?
ক দীপ্ত খ প্রদীপ্ত গ সুদীপ্ত ঘ প্রদীপ

১০. কবি কোন মাসে মারা যান?
ক জুন খ আগস্ট গ অক্টোবর ঘ নভেম্বর

১১. কবি কোথায় মারা যান?
ক কলকাতায় খ ঢাকায় গ মাগুরায় ঘ খুলনায়

১২. জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে কারা নিঃসংশয়, নির্ভীক?
ক তরুণেরা খ যুবকেরা গ ডাকাতেরা ঘ জওয়ান

১৩. সবুজের সমারোহে জীবন কী পেয়েছে?
ক সম্বল খ সম্পদ
গ অভিজ্ঞতা ঘ শস্যদানা

১৪. 'পদ্মা' কবিতায় কোন ঋতুর উল্লেখ রয়েছে?
ক গ্রীষ্ম খ বর্ষা গ শরৎ ঘ হেমন্ত

১৫. কীভাবে সাজানো বাগান ভেসে গেছে?
ক বর্ষার ধারায় খ মৃত জড়তায়
গ পদ্মার স্রোতে ঘ প্রদীপ্ত স্রোতধারায়

১৬. কবিতায় কবি পদ্মাকে কী বলে সম্বোধন করেছেন?
ক হে নদী খ হে পদ্মা গ হে কল্যাণময়ী ঘ হে মাতা

১৭. মৃত জড়তার বুকে কী খুলেছে?
ক মুক্তি খ সম্ভার
গ স্রোতধারা ঘ মুক্তির স্বর্ণদ্বার

১৮. পদ্মার কী ধরনের গতির কথা বলা হয়েছে?
ক তীব্র খ সুতীব্র
গ প্রদীপ্ত ঘ ঘূর্ণিময়

১৯. 'পদ্মা' কবিতায় কোন হাতিয়ারের উল্লেখ রয়েছে?
ক হাতুড়ি খ কোদাল
গ লাঙল ঘ শাবল

২০. সংগ্রামী মানুষেরা কোথায় লাঙল চালিয়েছে?
ক পদ্মাপাড়ে খ নদীতে
গ সমুদ্রে ঘ দুই তীরে

২১. পদ্মার চর কেমন?
ক উর্বর খ প্লাবিত
গ সবুজ ঘ ফসলে ভরপুর

২২. পদ্মার চরে কেমন ফসল ফলেছে?
ক প্রচুর খ পর্যাপ্ত
গ অজস্র ঘ অসংখ্য

২৩. কবিতায় 'সাজানো বাগান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক ফুলের বাগান খ শখের বাগান
গ জীবন সংসার ঘ ফসলের ক্ষেত

২৪. জেগেছে তবু —— আহ্বান। শূন্যস্থানে কী বসবে?
ক পূর্ণ খ নির্ভীক
গ প্রদীপ্ত ঘ পরিপূর্ণ

২৫. কবিতায় তিন পঙ্‌ক্তিযুক্ত স্তবক কয়টি?
ক তিনটি খ চারটি
গ পাঁচটি ঘ ছয়টি

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ
১৬.ক খ গ ঘ	১৭.ক খ গ ঘ	১৮.ক খ গ ঘ	১৯.ক খ গ ঘ	২০.ক খ গ ঘ
২১.ক খ গ ঘ	২২.ক খ গ ঘ	২৩.ক খ গ ঘ	২৪.ক খ গ ঘ	২৫.ক খ গ ঘ

Answer

২৫.খ	২৪.ঘ	২৩.গ	২২.খ	২১.ক	২০.ঘ	১৯.গ	১৮.খ	১৭.ঘ
১৬.ক	১৫.গ	১৪.খ	১৩.ক	১২.ঘ	১১.খ	১০.গ	০৯.খ	০৮.ক
০৭.গ	০৬.ঘ	০৫.খ	০৪.খ	০৩.ক	০২.গ	০১.ঘ		

Step 2 SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. ফরুরুখ আহমদের জন্ম কোন জেলায়?
০২. ফরুরুখ আহমদ মরণোত্তর কোন কোন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছিলেন?
০৩. 'সমুদ্রের স্বাদ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
০৪. 'পদ্মা' কবিতাটি 'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থের কত সংখ্যক সনেট?
০৫. 'পদ্মা' কবিতাটির মিলবিন্যাস লেখ।
০৬. নির্ভীক জওয়ান কীসের দ্বন্দ্বে নিঃসংশয়?
০৭. ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে আবার প্রাণস্পন্দন জেগে ওঠে কাকে ঘিরে?
০৮. পদ্মা কী কী ভাসিয়ে নেয়?
০৯. 'মৃত জড়তার বুকে খুলেছে মুক্তির স্বর্ণদ্বার।' লাইনটির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
১০. 'জীবনের পথে পথে অভিজ্ঞতা কুড়ায়ে প্রচুর' কাদের কথা বলা হয়েছে এবং কেন?

উত্তর :

০১. মাগুরা জেলায়।
০২. একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পদক (১৯৮০)।
০৩. সমুদ্র ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বোঝানো হয়েছে।
০৪. পাঁচ সংখ্যক সনেট।
০৫. পদ্মা কবিতার মিলবিন্যাস : কখক খগখ গঘগ ঘঙঘ ঙঙ।
০৬. জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে।
০৭. পদ্মানদীকে ঘিরে।
০৮. মানুষের সাজানো বাগান, ঘর, এমনকি জীবন পর্যন্ত।
০৯. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
১০. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৯২৬-১৯৪৭ খ্রি.

- আঠারো বছর বয়স কবিতার মূলসুর : বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্য।
- কবিতার স্তবক সংখ্যা : ৮ টি (প্রতি স্তবকে লাইন আছে ৪ টি)।
- এ বয়স শব্দটি আছে– ১২ বার।

আঠারো বছর বয়স
সুকান্ত ভট্টাচার্য

- কবিতায় 'আঠারো' শব্দটি আছে– ৯ বার।
- আঠারো বছর বয়স লাইনটি আছে– ৮ বার।
- সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বলা হয়– কিশোর কবি।
- কবিতাটির বিষয়বস্তু : আঠারো বছর বয়সে তারুণ্যের স্বভাবধর্ম এবং শক্তি ও সম্ভাবনা।

এ কবিতার আলোচ্য বিষয়ে যা থাকছে

আঠারো বছর বয়স

- **Part-1** কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য
  - Step : 1 কবি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন।
  - Step : 2 কবির গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম।
  - Step : 3 কবি সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
- **Part-2** মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি
  - Step : 1 মূল কবিতা, শব্দার্থ ও টীকা এবং পাঠ পর্যালোচনা
  - Step : 2 পাঠ-পরিচিতি।
  - Step : 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য।
- **Part-3** MCQ প্রশ্নোত্তর
  - Step : 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 3 নার্সিং/ বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 4 HSC বোর্ড পরীক্ষার ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ [১১শ-১২শ শ্রেণির জন্য]
- **Part-4** লিখিত অংশ
  - Step : 1 জ্ঞানমূলক *(মূলপাঠ, লেখক ও অন্যান্য)* প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 অনুধাবনমূলক *(উদ্ধৃতি ও সংলাপ ব্যাখ্যাকরণ)* প্রশ্নোত্তর।
- **Part-5** SELF TEST
  - Step : 1 SELF TEST MCQ প্রশ্নোত্তর ।
  - Step : 2 SELF TEST লিখিত।

কবিতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

আঠারো বছর বয়স কবিতা

- বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্য এ কবিতার মূল বিষয়।
- কবিতাটি কবির 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।
- মোট লাইন ৩২টি।
- আঠারো বছর বয়সে তারুণ্যের স্বভাবধর্ম– অদম্য প্রাণশক্তি ও সম্ভাবনা।
- দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।

- আঠারো বছর বয়সে একজন মানুষ কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে। কবি এ কবিতায় নিজের অভিজ্ঞার আলোকে এ বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, এ বয়স প্রবল আবেগ, উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনার। এ বয়স অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা অতিক্রম করতে পারে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া এ বয়সের প্রধান ধর্ম।
- বেদনায় ধরো ধরো কাঁপে– **আঠারো বছর বয়স।**
- স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি নিতে হয়– **আঠারো বছর বয়সে।**
- মানুষ সাহসী হয়ে ওঠে– **যৌবনের শুরুতে।**
- আঠারো বছর বয়সি তরুণ যেকোনো সময় বিপথগামী হতে পারে বলে কবি এ বয়সকে ভয়ংকর বলেছেন।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা– ১৪।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার চরণে মাত্রা বিন্যাসের ধরন– ৬ + ৬ + ২।
- কবিতাটির মর্মকথা– নির্ভয় ও সাহসের জয়ধ্বনি।
- আঠারো বছর বয়স–
  - মানব জীবনের এক উত্তরণকালীন পর্যায়।
  - কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের সময়।
  - নির্ভরশীলতা কাটিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সময়।
  - প্রখর অনুভূতিশীল।
  - নষ্ট হওয়া ও নিজেদের গড়ে নেওয়া উভয় সম্ভাবনায় ভরপুর।
  - অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর।
  - দেশের কল্যাণে অগ্রণী।
  - অগ্রগতির পথে চলা।
  - প্রগতির পথে চলা
  - আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রেখে চলা।
  - আবেগ ও উচ্ছ্বাসে জীবনের ঝুঁকি নেওয়া।
  - আত্মত্যাগের মন্ত্রে উজ্জীবিত।
  - তারুণ্য নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে।
  - কল্যাণের পথে চলা।
  - কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠা।
  - আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংকল্প।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য

Step 1 কবি পরিচিতি

জন্ম : সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৫ আগস্ট ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে (৩০ শ্রাবণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ); মহিম হালদার স্ট্রিট, কালীঘাট, কলকাতায়, মাতুলালয়ে (মামার বাড়িতে) জন্মগ্রহণ করেন। **পৈতৃক নিবাস :** কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ। **পিতা :** নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। মাতা : সুনীতি দেবী। বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুল থেকে ১৯৪৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হন। ছোটবেলা থেকেই সুকান্ত রাজনীতি-সচেতন এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি সেকালের দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র কিশোরসভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যে অন্যায়-অবিচার শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিপ্লব ও মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে তাঁর কবিতা মুক্তিকামী বাঙালির মনে বিশেষ শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে। বিশেষ পরিচিতি : তিনি বামপন্থি মার্ক্সবাদী বিপ্লবী কবি হিসেবে খ্যাত। 'ছাড়পত্র' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর কবিতায় অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ পাঠকদেরকে সচকিত করে তোলে। শোষিত মানুষের জীবন-যন্ত্রণা, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের হুংকার তাঁর কবিতায় বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত। প্রকৃতপক্ষে গণ-আন্দোলনের সংগ্রামী মানুষের চিত্ত-চেতনার সঙ্গে নিবিড় একাত্মতায় বিলীন। তিনি ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে 'আকাল' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন। মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি যাদবপুর টি.বি. হাসপাতালে ১৩ মে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে (২৯ বৈশাখ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন।

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিধা, স্বীকৃতি ও সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	ছাড়পত্র (১৯৪৮), ঘুম নেই, পূর্বাভাস, অভিযান, মিঠেকড়া, হরতাল, গীতিগুচ্ছ।
সম্পাদিত গ্রন্থ	আকাল (১৩৫১) : ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে 'আকাল' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন।

ছন্দে ছন্দে সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনাসমূহ

➤ **কাব্যগ্রন্থ :** সুকান্ত রানার আঠারো বছর বয়সে প্রার্থী হয়ে আকাল-এ ঘুম নেই বলে গীতিগুচ্ছ নিয়ে ছাড়পত্র'র পূর্বাভাস দিয়ে বললেন মিঠেকড়া'য় এখন থেকে ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে হরতাল অভিযান চলবে।

Step 3 কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় যে দিকটি বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পায়– **শোষিত মানুষের জীবন, যন্ত্রণা, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের হুংকার।**
- পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৩৫০ব./১৯৪৩খ্রি.) উপলক্ষ করে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ– **আকাল।**
- সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বলা হয়– **কিশোর কবি।**
- সুকান্তের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত একমাত্র গ্রন্থ– **আকাল।**
- সুকান্ত ভট্টাচার্য মারা যান– **২০ বছর ৯ মাস বয়সে যক্ষা রোগে।**

Part 2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি

Step 1 শব্দার্থ ও টীকা

◈ **আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ–** এ বয়স মানবজীবনের এক উত্তরণকালীন পর্যায়। মানুষ এ বয়সে কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে। অন্যদের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিতে হয় তাকে। এ সময় থেকে তাকে এক কঠিন ও দুঃসহ অবস্থায় পড়তে হয়।

◈ **স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি–** অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি এ বয়সেই মানুষ নিয়ে থাকে।

◈ **বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি–** নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা ও উদ্যোগ এ বয়সের তরুণদের মনকে ঘিরে ধরে।

◈ **আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা–** যৌবনে পদার্পণ করে এ বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয়। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায় স্বাধীনভাবে। শৈশব-কৈশোরের পরনির্ভরতার দিনগুলোতে যে কান্না ছিল এ বয়সের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তাকে সচেতনভাবে মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়।

◈ **এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য–** দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে এ বয়সের মানুষই এগিয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়েছে সমস্ত বিপদ মোকাবিলায়। প্রাণ দিয়েছে অজানাকে জানবার জন্য, দেশ ও জনগণের মুক্তি ও কল্যাণের সংগ্রামে। তাই এ বয়স সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্য রক্তমূল্য দিতে জানে।

◈ **সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে–** তারুণ্য স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের, নব নব অগ্রগতি সাধনের। তাই সেইসব স্বপ্ন বাস্তবায়নে, নিত্য-নতুন করণীয় সম্পাদনের জন্য নব নব শপথে বলীয়ান হয়ে তরুণ প্রাণ এগিয়ে যায় দৃঢ় পদক্ষেপে।

মূল কবিতা

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়–
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা। –১

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা। –২

শব্দার্থ ও টীকা

◈ দুঃ + সাহস = **দুঃসাহস।**
◈ **ঝুঁকি–** হিন্দি ভাষার শব্দ।
◈ **দুঃসহ (দুশ্‌শহো)–** অসহ্য।
◈ **দুঃসাহস–** দুশ্‌শাহোশ্‌।
◈ **স্পর্ধা–** দম্ভ বা অহংকারপূর্ণ দুঃসাহস।
◈ **অহরহ–** সর্বদা। ◈ **বয়স–** বয়োশ্‌।
◈ **পদাঘাতে–** পায়ের আঘাত।
◈ **নোয়াবার নয়–** নত না করার প্রত্যয়।
◈ √শপ্‌ + অথ = **শপথ (শপথ্‌)।**
◈ **পুণ্য–** নেকি বা সওয়াব।
◈ **স্টিমার–** স্টিম (বাষ্প) ইঞ্জিনচালিত জাহাজ
◈ **সঁপে–** সমর্পণ করে।
◈ **ভয়ংকর–** যা দেখে ভয় আসে।
◈ **দুর্বার–** দুর্দমনীয়। ◈ **অবিশ্রান্ত–** একটানা।
◈ **দীর্ঘশ্বাস (দির্‌ঘোশ্‌শাশ)–** দীর্ঘনিঃশ্বাস। এখানে বিপরীত পথের ডাক অর্থে ব্যবহৃত।
◈ **সহস্র প্রাণ–** তৎসম শব্দ।
◈ **অগ্রণী–** শ্রেষ্ঠ বা প্রধান।
◈ অগ্র + √নী + ক্বিপ্‌ = **অগ্রণী।**
◈ **ভীরু–** ভীতু। ◈ **সংশয়–** দ্বিধা।

শব্দার্থ ও টীকা

- **তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা–** চারপাশের অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন, সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ ইত্যাদি দেখে প্রাণবন্ত তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।
- **এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর–** অনুভূতির তীব্রতা ও সুগভীর সংবেদনশীলতা এ বয়সে মানুষের জীবনে বিশেষ তীব্র হয়ে দেখা দেয় এবং মনোজগতে তার প্রতিক্রিয়াও হয় গভীর।
- **এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা–** এই বয়সেই তরুণেরা ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ, ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে।
- **দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার–** জীবনের এই সন্ধিক্ষণে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা জটিলতাকে অতিক্রম করতে হয়। এই সময় সচেতন ও সচেষ্টভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে না পারলে পদস্খলন হতে পারে। জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।
- **এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে–** সচেতন ও সচেষ্ট হয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জীবন পরিচালনা করতে না পারার অজস্র ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে এ বয়স নেতিবাচক কালো অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে।
- **পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে–** এ বয়স দেহ ও মনের স্থবিরতা, নিশ্চলতা, জরাজীর্ণতাকে অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা। প্রগতি ও অগ্রগতির পথে নিরন্তর ধাবমানতাই এ বয়সের বৈশিষ্ট্য।

মূল কবিতা

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার
ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।
আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।– ⓠ
তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।
এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়–
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।– ⓠ

শব্দার্থ ও সারমর্ম

- **এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে–** আঠারো বছর বয়স বহু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। জড় নিশ্চল প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন, কল্যাণ ও সেবাব্রত, উদ্দীপনা, সাহসিকতা, চলার দুর্বার গতি– এসবই আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য। কবি প্রার্থনা করেন, এসব বৈশিষ্ট্য যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়।
- **সারমর্ম :** আঠারো বছর বয়স মানবজীবনের এক উত্তরণকালীন পর্যায়। এ বয়স থেকে তাকে এক কঠিন সময়ের দুঃসহ অবস্থায় পড়তে হয়। অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি এ বয়সেই মানুষ নিয়ে থাকে। নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা ও উদ্যোগ সামনে রেখে সকল বাধা-ব্যবধানকে তুচ্ছ জ্ঞান করে দুর্বিনীত যৌবনে পদার্পণ করে বলে, এ বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয়। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায় স্বাধীনভাবে। শৈশব-কৈশোরের পরনির্ভরতার দিনগুলোতে যে কান্না ছিল এ বয়সের স্বভাব- বৈশিষ্ট্য তাকে সচেতনভাবে মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়। দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে এ বয়সের মানুষই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়েছে সমস্ত বিপদ মোকাবিলায়। তাই এ বয়স সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্য রক্তমূল্য দিতে জানে।

পাঠ পর্যালোচনা

০১. আঠারো বছর বয়স মানবজীবনের এক উত্তরণকালীন পর্যায়। এ বয়স যেমন দুঃসহ অবস্থায় পড়ে তেমনি অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে চলে। নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা ও উদ্যোগ সামনে রেখে সকল বাধা-ব্যবধানকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বলে, –এ বয়সে মানুষ আত্ম-প্রত্যয়ী হয়। শৈশব-কৈশোরের পরনির্ভরতার দিনগুলোতে যে কান্না ছিল এ বয়সের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তাকে সচেতনভাবে মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়।

০২. দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে এ বয়সের মানুষই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়েছে সমস্ত বিপদ মোকাবেলায়। তাই এ বয়স সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্য রক্তমূল্য দিতে জানে। এ বয়সের তরুণেরা বাষ্পের বেগে ইঞ্জিনচালিত স্টিমারের মতো এগিয়ে চলে। আর এ বয়সে মানবমুক্তির জন্য প্রাণ যেমন নিতেও পারে তেমনি প্রাণ বিসর্জনও দিতে পারে। স্বপ্ন বাস্তবায়নে, নিত্য–নতুন করণীয় সম্পাদনের জন্য নব নব শপথে বলীয়ান হয়ে সে এগিয়ে যায় দৃঢ় পদক্ষেপে। চারপাশের অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন, সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ ইত্যাদি দেখে প্রাণবন্ত তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অনুভূতির তীব্রতা ও সুগভীর সংবেদনশীলতা এ বয়সের মানুষের জীবনে বিশেষ প্রকট হয়ে দেখা দেয় এবং মনোজগতে তার প্রতিক্রিয়া হয় গভীর। এ বয়সেই তরুণেরা ভালোমন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ, ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে।

০৩. এ বয়সের তরুণেরা দুর্বার (দুর্দমনীয়) গতিতে এমনভাবে এগিয়ে চলে যা কোনোভাবেই রোধ করা যায় না। জীবনের এ সন্ধিক্ষণে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা জটিলতাকে অতিক্রম করতে হয়। এ সময় সচেতন ও সচেষ্টভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে না পারলে পদস্খলন হতে পারে। ক্ষত-বিক্ষত হতে পারে হাজারও প্রাণ। সচেতন ও সচেষ্ট হয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জীবন পরিচালনা করতে না পারায় অজস্র ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস এ বয়সের নেতিবাচক কালো অধ্যায় হয়ে আছে। তাই এ বয়স মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত ও বেদনায় নিমজ্জিত হয়ে থরথর করে কাঁপে।

০৪. এ বয়সে শোনা যায় জয়ধ্বনি। এ বয়সের তরুণেরা নানা দুর্যোগ, ঝড় আর নানা প্রতিকূলতার মধ্যে বেঁচে থাকে। বিপদের মুখে এরা অগ্রণী বা প্রধান ভূমিকা পালন করে। এ বয়সের তরুণেরা ভীরু কাপুরুষ নয়, তারা নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে নিরন্তর অগ্রসর হয়। এ বয়স দেহ ও মনের স্থবিরতা, নিশ্চলতা, জরাজীর্ণতাকে অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে। কারণ এ বয়সে নেই কোনো সংশয়। আঠারো বছর বয়স বহু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। জড় নিশ্চল প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন, কল্যাণ ও সেবাব্রত, উদ্দীপনা, সাহসিকতা, চলার দুর্বার গতি– এসবই আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য। কবি প্রার্থনা করেন, এসব বৈশিষ্ট্য যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

Step 2 পাঠ-পরিচিতি

- **পাঠ-পরিচিতি :** সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

এ কবিতায় কবি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এ বয়সটি উত্তেজনার, প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে জীবনের ঝুঁকি নেবার উপযোগী। এ বয়স অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপদকে পেরিয়ে যাওয়ার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত। এদের ধর্মই হলো আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া, আঘাত-সংঘাতের মধ্যে রক্তশপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। পাশাপাশি সমাজজীবনের নানা বিকার, অসুস্থতা ও সর্বনাশের অভিঘাতে হয়ে উঠতে পারে এরা ভয়ংকর।

কিন্তু এ বয়সের আছে সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করার অদম্য প্রাণশক্তি। ফলে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি দুর্বার বেগে এগিয়ে যায় প্রগতির পথে। যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি, নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন এবং কল্যাণব্রত– এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য কবি প্রত্যাশা করেছেন নানা সমস্যাপীড়িত দেশে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

- **প্রথম চরণ–** আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ।
- **শেষ চরণ–** এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।
- **মোট চরণ :** বত্রিশটি।
- **ছন্দ :** 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি আটটি স্তবকের সমন্বয়ে ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতি চরণে পর্ব তিনটি।
- **দীর্ঘশ্বাস–** দীর্ঘনিশ্বাস। এখানে বিপরীত পথের ডাক অর্থে ব্যবহৃত।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য

Step 3

সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ

অহ্ন + অহ = অহরহ	পদ + আঘাত = পদাঘাত
ভয় + কর = ভয়ংকর	সম্ + শয় = সংশয়

প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয়

√স্পর্ধ্ + অ + আ = স্পর্ধা	√বাধ্ + অ + আ = বাধা
√শূন্ + য = শূন্য	√শপ্ + অথ = শপথ
ন + √সহ্ + য = অসহ্য	√যন্ত্রণ + আ = যন্ত্রণা
√মন্ত্র + অন + অ = মন্ত্রণা	অগ্র + √নী + ক্বিপ্ = অগ্রণী

সমাস নির্ণয়

ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
ক্ষত ও বিক্ষত	ক্ষত-বিক্ষত	দ্বন্দ্ব সমাস
দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া শ্বাস	দীর্ঘশ্বাস	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
পদ দ্বারা আঘাত	পদাঘাত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
পথে ও প্রান্তরে	পথে-প্রান্তরে	অলুক দ্বন্দ্ব
জয় সূচক ধ্বনি	জয়ধ্বনি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
বাষ্পের বেগ	বাষ্পের বেগ	অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ

উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অসহ্য	অশোজ্ঝো	দুঃসহ	দুশ্‌শহো
শূন্য	শুন্‌নো	তীব্র	তিব্‌ব্রো
দুঃসাহস	দুশ্‌শাহোশ্‌	বছর	বচ্ছোর্
প্রখর	প্রোখর্	বয়স	বয়োশ্‌
ক্ষত-বিক্ষত	খতো-বিক্‌খতো	লক্ষ	লোক্‌খো
সংশয়	শংশয়	শপথ	শপথ্
যন্ত্রণা	জন্‌ত্রোনা	সহস্র	শহোস্‌স্রো
জয়ধ্বনি	জয়োদ্‌ধোনি	দীর্ঘশ্বাস	দির্‌ঘোশ্বাশ্‌

শব্দের উৎস নির্দেশ

তৎসম	আঠারো, ভয়ংকর, প্রখর, আত্মা, সহস্র, প্রাণ।
আরবি	তুফান, হাল।
দেশি	ঝুলি (মুণ্ডারি)।

বানান সতর্কতা

দুঃসহ, অহরহ, আত্মা, অবিশ্রান্ত, দুর্যোগ, অগ্রণী, ঝুঁকি, অসহ্য, মন্ত্রণা।

ভাষা অনুশীলন

➢ **সন্ধিতে বিসর্গ স্থলে রেফ :**
দুঃ উপসর্গের পর স, শ থাকলে সন্ধিবদ্ধ শব্দে বিসর্গ বজায় থাকে। কিন্তু ব বা য থাকলে বিসর্গের বদলে রেফ (র্) হবে। যেমন :

'দুঃ' উপসর্গ সন্ধির প্রয়োগিক ব্যবহার			
দুঃ + সহ	দুঃসহ	দুঃ + সময়	দুঃসময়
দুঃ + সাহস	দুঃসাহস	দুঃ + বিষহ	দুর্বিষহ
দুঃ + সংবাদ	দুঃসংবাদ	দুঃ + বিনীত	দুর্বিনীত
দুঃ + বার	দুর্বার	দুঃ + ভোগ	দুর্ভোগ
দুঃ + যোগ	দুর্যোগ	দুঃ + মর	দুর্মর

➢ **ব্যুৎপত্তি নির্দেশ :**

বছর < বৎসর	ঝড় < ঝঞ্ঝা	মাথা < মস্তক
সঁপা < সমর্পণ	নতুন < নূতন	

MCQ প্রশ্নোত্তর

Part 3

Step 1

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে' এ পঙ্‌ক্তি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক ভীতির বার্তা খ প্রাণ বিসর্জন
গ ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ঘ জীবনের ঝুঁকি [উ: গ]

০২. আঠারো বছর বয়সের তরুণেরা পাথর বাধা কীভাবে ভাঙতে চায়?
ক হস্তাঘাতে খ পদাঘাতে গ অস্ত্র দ্বারা ঘ বুদ্ধি দ্বারা [উ: খ]

০৩. সুকান্ত ভট্টাচার্য আঠারোকে কালো অধ্যায়ের দীর্ঘশ্বাসকে উপেক্ষা করে কী দিতে শুনেছে?
ক হুংকার খ জয়ধ্বনি গ ঝংকার ঘ চিৎকার [উ: খ]

০৪. সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন-
ক সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে খ বিদ্রোহের পক্ষে
গ বিপ্লব ও মুক্তির পক্ষে ঘ উগ্র জঙ্গিবাদের পক্ষে [উ: গ]

০৫. সুকান্ত ভট্টাচার্য কী দেখে অত্যন্ত আলোড়িত হয়েছিলেন?
ক বাংলার প্রকৃতি খ মহাযুদ্ধের ধ্বংস ও তাণ্ডবলীলা
গ বাংলার ঐতিহ্য ঘ বাঙালির বিদ্রোহ [উ: খ]

০৬. আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর কেন?
ক বিপথগামী বলে খ কানে মন্ত্রণা আসে বলে
গ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় বলে ঘ দুঃসহ বলে [উ: খ]

০৭. আঠারো বছর বয়স যেমন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলার সময়, তেমনি তা খুব সহজেই থেমে যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিচের কোনটি গ্রহণযোগ্য?
ক পড়ালেখা না করা খ বেশি বেশি খেলাধুলা করা
গ সদুপদেশ গ্রহণ করা ঘ মাদকাসক্ত হওয়া [উ: ঘ]

০৮. আঠারো বছর বয়সে মানুষ কীসের ঝুঁকি নিয়ে থাকে?
ক জীবিকা নির্বাহের খ স্বাধীন সিদ্ধান্তের
গ স্বাধীনভাবে চলার ঘ মুক্তিসংগ্রামের [উ: গ]

০৯. নব নব অগ্রগতি সাধনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তরুণদেরকে কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে?
ক সমষ্টিগতভাবে খ এককভাবে
গ দৃঢ় পদক্ষেপে ঘ নমনীয়ভাবে [উ: গ]

১০. আঠারো বছর বয়সে সচেতন ও সচেষ্টভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে না পারলে কী হতে পারে?
ক অশিক্ষিত খ দরিদ্র গ অসামাজিক ঘ পদস্খলন [উ: ঘ]

১১. কবি আঠারো বছর বয়সকে আহ্বান জানিয়েছেন কেন?
ক জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি বলে খ দুঃসাহসী বলে
গ গম্ভীর বলে ঘ অসহায় বলে [উ: ক]

১২. অদম্য এ বয়সের আছে সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করার–
ক সকল হাতিয়ার খ প্রয়োজনীয় পেশিশক্তি
গ প্রয়োজনীয় অর্থ ঘ অদম্য প্রাণশক্তি [উ: ঘ]

১৩. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কী প্রকাশিত হয়েছে?
ক শুভ ও অশুভর দ্বন্দ্ব খ সময়ের প্রতিচ্ছবি
গ তারুণ্যের অমিত সম্ভাবনা ঘ শোষণ-বঞ্চনার বিদ্রোহ [উ: গ]

১৪. আঠারো বছর বয়সে দুঃসাহসেরা উঁকি দেয় কেন?
ক এ বয়স বাধাহীন বলে খ কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে বলে
গ দুঃখবোধ করে বলে ঘ এ বয়স অবাধ্য বলে [উ: খ]

১৫. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তরুণদের তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা কেন?
ক জগতের অন্যায়-অত্যাচার দেখে খ অনুভূতির তীব্রতার কারণে
গ বয়স কম বলে ঘ আবেগপ্রবণ বলে [উ: ক]

১৬. তরুণরা আত্মাকে কার কাছে সমর্পণ করে?
ক কবির কাছে খ ঝড়ের কাছে
গ সত্যের কাছে ঘ শপথের কোলাহলে [উ: ঘ]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৭. আঠারো বছর বয়স স্পর্ধায় কীসের ঝুঁকি নেয়?
ক সমুদ্র পাড়ি দেবার খ মহাশূন্যে যাত্রায়
গ মাথা তোলবার ঘ রাজনীতি করার [উ: গ]

১৮. আঠারো বছর বয়সে কানে কী আসে?
ক গুজব খ মন্ত্রণা
গ সত্যের বাণী ঘ ভক্তির বাণী [উ: খ]

১৯. আঠারো বছর বয়সে কী ক্ষত-বিক্ষত হয়?
ক বুক খ চরিত্র গ প্রাণ ঘ সারা দেহ [উ: গ]

২০. আঠারো বছর বয়সে কীসের ঝুলিটা শূন্য থাকে না?
ক সাহসের খ যাযাবরের
গ তরুণের ঘ প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার [উ: ঘ]

২১. কারা ভীরু, কাপুরুষ নয়?
ক কর্মীরা খ তরুণেরা গ শিশুরা ঘ বৃদ্ধরা [উ: খ]

২২. কবি কোন দেশে আঠারো নেমে আসার কথা বলেছেন?
ক এদেশে খ স্বদেশে গ ভীনদেশে ঘ বিদেশে [উ: ক]

২৩. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সব কিছুর পরেও কার জয়ধ্বনি শুনতে পান?
ক যৌবনের খ আঠারোর গ সত্যের ঘ তরুণের [উ: খ]

২৪. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার প্রথম স্তবকে কী প্রকাশিত হয়েছে?
ক তারুণ্যের দুঃসাহসী রূপ খ তারুণ্যের অসহায়ত্ব
গ তারুণ্যের মাতৃরূপ ঘ তারুণ্যের শক্তিময়তা [উ: ক]

২৫. তারুণ্য স্বপ্ন দেখে কীসের?
ক নতুন জীবনের খ নতুন পৃথিবীর
গ আত্মার প্রশান্তি ঘ শান্তির [উ: খ]

২৬. আঠারো বছর বয়সের নেতিবাচক দিক কোনটি?
ক ভয় নেই খ কাঁদতে জানে না
গ মাথা নোয়ায় না ঘ পদস্খলন হতে পারে [উ: গ]

২৭. আঠারো বছর বয়সের ধর্ম নয় কোনটি?
ক আত্মত্যাগ খ ছুটে চলা
গ ঘরকুনো হয়ে বসে থাকা ঘ সাহসিকতা দেখানো [উ: গ]

Step 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. আঠারো বছর বয়স বেঁচে থাকে কীসে? [ব্যবসায় : ২৩-২৪]
ক বেদনায় খ দুর্যোগে আর ঝড়ে
গ আঘাতে ঘ অসহ্য বেদনায় [উ: খ]

০২. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূলসুর? [ক ১৯-২০, রাবি B (অ-বাণিজ্য) ২২-২৩]
ক নৈতিকতা খ বিবেকবোধ গ অদম্য তারুণ্যশক্তি ঘ ভীরুতা [উ: গ]

০৩. আঠারো বছর বয়সে কী নেই? [গ ১৮-১৯; ঘ ১৪-১৫]
ক ঝুঁকি খ মন্ত্রণা গ সংশয় ঘ কাঁদা [উ: গ]

০৪. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার লেখকের নাম কী? [ঘ ০০-০১; রাবি I ১৭-১৮]
ক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ আবুল হোসেন [উ: গ]

০৫. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির স্তবক সংখ্যা– [ক ০৭-০৮; জাককানইবি ক ১৬-১৭]
ক ছয় খ আট গ দশ ঘ বারো [উ: খ]

০৬. আঠারো বছর বয়স পাথর বাধা ভাঙতে চায়– [খ ০৭-০৮]
ক হাত দিয়ে খ হাতুড়ি দিয়ে গ চরণাঘাতে ঘ লগুড়াঘাতে [উ: গ]

০৭. স্টিমারের প্রসঙ্গ এসেছে কোন কবিতায়? [ক ১০-১১]
ক পাজেরি খ কবর
গ জীবন-বন্দনা ঘ আঠারো বছর বয়স [উ: ঘ]

০৮. 'সঁপা' শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি? [বাতিল : গ ১১-১২, খ ১১-১২]
ক সর্প খ সাপ গ সমর্থ ঘ সমর্পণ [উ: ঘ]

০৯. আঠারো বছর বয়স বাঁচে– [খ ১৩-১৪]
ক বিপদের মুখে খ দুর্যোগে আর ঝড়ে
গ শপথের কোলাহলে ঘ লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে [উ: খ]

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বিপদের মুখে আঠারো বছর বয়স থাকে [ঘ ০৫-০৬; ক ১৬-১৭]
ক দুর্বার খ ভয়ঙ্কর গ অসহায় ঘ অগ্রণী [উ: ঘ]

০২. 'আঠারো বছর বয়স' হলো– [খ ০৫-০৬]
ক ভীরু খ নির্ভয়
গ সংশয় ঘ বিনয়ী [উ: খ]

০৩. 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।' এখানে 'আঠারো' হচ্ছে– [ক ০৭-০৮]
ক ঔদ্ধত্য খ প্রতিবাদ
গ জাগরণ ঘ যৌবন [উ: ঘ]

০৪. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কোন কালের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে? [ক ০৮-০৯]
ক শৈশবের খ কৈশোরের
গ যৌবনের ঘ বয়ঃসন্ধিকালের [উ: ঘ]

০৫. 'এ বয়সে প্রাণ–' পঙ্‌ক্তির শূন্যস্থানে বসবে [A Unit, ১৪-১৫]
ক তীব্র ও খরতর খ প্রখর ও ভয়ঙ্কর
গ তীব্র আর প্রখর ঘ তীক্ষ্ণ আর প্রখর [উ: গ]

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. "এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়"– 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিটির পরের পঙ্‌ক্তি কোনটি? [B : ২৩-২৪]
ক এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর। খ এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য।
গ আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়। ঘ আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা। [উ: গ]

০২. 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে' কবির এমন প্রত্যাশার কারণ– [C : ২৩-২৪]
ক নিশ্চল প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনা করা।
খ নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ঃসন্ধিকালের কষ্টকে জয় করা।
গ দেহ-মনের স্থবিরতা, নিশ্চলতা দূর করে নিজেকে স্বাবলম্বী করা।
ঘ প্রগতি ও অগ্রগতির পথে আত্মনিমজ্জিত থাকা। [উ: গ]

০৩. 'আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর, তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা।' এই যন্ত্রণা– [C : ২৩-২৪]
ক নতুনকে গ্রহণ করতে না পারার যন্ত্রণা।
খ কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করার যন্ত্রণা।
গ চারপাশের অন্যায়, অবিচার ও সামাজিক বৈষম্য গ্রহণ করতে না পারার যন্ত্রণা।
ঘ শৈশব-কৈশোরের দিনগুলো ভুলতে না পারার যন্ত্রণা। [উ: গ]

০৪. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় যৌবনশক্তি কী অর্থে চিত্রিত? [C ১৯-২০]
ক স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি খ যৌবনের দুর্যোগ ও দুঃস্বপ্ন
গ জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি ঘ শৈশব-কৈশোরের পরনির্ভরতা [উ: গ]

০৫. 'আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর' কারণ- [C, ১৮-১৯]
ক সবকিছু ভেঙে তছনছ করতে ইচ্ছে করে
খ নিশ্চল প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন বোনে
গ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে
ঘ এ বয়স দেহ ও মনে স্থবিরতা, যন্ত্রণা আসে [উ: গ]

০৬. 'আঠারো বছর বয়স' কী জানে না? [গ,সেট ৫,৮ : ১১-১২]
ক কাঁদা খ নাচা গ হাসা ঘ বেদনা [উ: ক]

০৭. নিচের কোনটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সাহিত্যকর্ম নয়? [জার্নালিজম ১২-১৩]
ক মিঠেকড়া খ অভিযান গ একমুঠো ঘ ঘুম নেই [উ: খ]

০৮. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন গুচ্ছের সবকয়টি গ্রন্থের রচয়িতা? [C সেট ১ : ১৪-১৫]
ক ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া খ ছাড়পত্র, চোরাবালি, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া
গ ছাড়পত্র, দম নেই, পদাতিক, মিঠেকড়া ঘ ছাড়পত্র, ঘুম নেই, প্রসন্ন প্রহর [উ: খ]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে'–চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? [A : ২৩-২৪]
ক আনন্দের দুঃখ খ প্রাণ ত্যাগ গ ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ঘ আত্মত্যাগ [উ: গ]

০২. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি রচিত হয়েছে– [A : ২৩-২৪]
ক ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য খ দারিদ্র্য অবসানের জন্য
গ সুপুরুষ হয়ে ওঠার জন্য ঘ পাপবোধ থেকে মানুষের মুক্তির জন্য [উ: ক]

০৩. কোনটি সুকান্ত রচিত কাব্যগ্রন্থ নয়? [C : ২৩-২৪]
ক হরতাল খ আকাল গ ছাড়পত্র ঘ ঘুম নেই [উ: খ]

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

আঠারো বছর বয়স পদাঘাতে কী ভাঙতে চায়? [C ২২-২৩; ঢাবি ক ১১-১২]
ⓚ শৃঙ্খল ⓚ পাথর বাধা ⓖ শৃঙ্খল ⓘ অপশাসন উ. (খ)

আঠারো বছর বয়স থরোথরো কাঁপে' কীসে? [C, ১৮-১৯]
ⓚ সুখে ⓚ রাগে ⓖ বেদনায় ⓘ ভয়ে উ. (গ)

'আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি' পরের চরণ কোনটি? [E ১৭-১৮]
ⓚ এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো ⓚ এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে
ⓖ এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে ⓘ এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয় উ. (গ)

'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [ক ০৭-০৮]
ⓚ কুমারীসিত রমণী ⓚ ছাড়পত্র ⓖ বৈরী বৃষ্টিতে ⓘ সোনালী কাবিন উ. (খ)

সুকান্ত ভট্টাচার্য রচনা করেন- [গ ০৭-০৮; জাককানইবি ঙ ১৩-১৪]
ⓚ হরতাল ⓚ ধর্মঘট ⓖ কর্মবিরতি ⓘ ঘেরাও উ. (ক)

'দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার' কোন কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে? [০৮-০৯]
ⓚ প্রহরী ⓚ জীবন-বন্দনা ⓖ আঠারো বছর বয়স ⓘ বাংলাদেশ উ. (গ)

'এ বয়স জানে রক্ত দানের পুণ্য' পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা- [০৮-০৯]
ⓚ নজরুল ⓚ সুনীল ⓖ সুকান্ত ⓘ নির্মলেন্দু গুণ উ. (গ)

'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি' পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে? [E ১৩-১৪]
ⓚ কাজী নজরুল ইসলাম ⓚ সৈয়দ শামসুল হক ⓖ জীবনানন্দ দাশ ⓘ সুকান্ত ভট্টাচার্য উ. (ঘ)

সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন- [B, Even, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ⓚ বাঙালি জাতীয়তাবাদী কবি ⓚ সাম্যবাদী আদর্শের কবি
ⓖ বৈপ্লবীয় আদর্শের কবি ⓘ নাগরিক আদর্শের কবি উ. (খ)

'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির মর্মকথা- [D অবাণিজ্য ১৪-১৫]
ⓚ ছন্দবৃত্ত ⓚ যৌবনের হতাশা ⓖ নির্ভয় ও সাহসের জয়ধ্বনি ⓘ ইচ্ছার আকুতি উ. (গ)

'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির মূলকথা কী? [F, সেট ১ : ১৪-১৫]
ⓚ হতাশা ⓚ বয়ঃক্রম ⓖ স্বপ্ন ⓘ সাহস দেখানোর শক্তি উ. (ঘ)

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় পদাঘাতে কী ভাঙতে চাওয়া হয়েছে? [A ১৫-১৬]
ⓚ বাধার পাথর ⓚ অট্টালিকা ⓖ শোষণের শৃঙ্খল ⓘ শোষকের মসনদ উ. (ক)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [B : ২৩-২৪; জাবি C ১৯-২০; খুবি B ১৮-১৯]
ⓚ স্বরবৃত্ত ⓚ মাত্রাবৃত্ত ⓖ অক্ষরবৃত্ত ⓘ অমিত্রাক্ষর উ. (খ)

আঠারো বছর বয়সে কানে আসে– [B ২২-২৩]
ⓚ যন্ত্রণা ⓚ মন্ত্রণা ⓖ গুজব ⓘ জয়ধ্বনি উ. (খ)

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে প্রয়াত হন? [D ২২-২৩, B : ২১-২২, জাবি A ১৭-১৮; রাবি E ১৭-১৮, A-১৫-১৬, E ১৩-১৪; চবি ঘ ০৯-১০]
ⓚ ২৯ বছর ⓚ ২৮ বছর ⓖ ২১ বছর ⓘ ২২ বছর উ. (গ)

আঠারো বছর বয়সে কী উঁকি দেয়? [D : ২১-২২]
ⓚ যৌবন ⓚ প্রেম ⓖ দুঃসাহসেরা ⓘ তারুণ্য উ. (গ)

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে [B : ২১-২২; ববি ঘ ১৪-১৫]
ⓚ আটবার ⓚ সাতবার ⓖ পাঁচবার ⓘ দশবার

Note: 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটিতে 'আঠারো' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে নয়বার।

'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' কার রচনা? [ছ ০৬-০৭; ঙ ১২-১৩]
ⓚ সিকান্দার আবু জাফর ⓚ হাসান হাফিজুর রহমান
ⓖ জীবনানন্দ দাশ ⓘ সুকান্ত ভট্টাচার্য উ. (ঘ)

সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস কোথায়? [F, সেট ১ : ১৪-১৫; B। ১৬-১৭]
ⓚ মাদারীপুর ⓚ ফরিদপুর ⓖ বরিশাল ⓘ গোপালগঞ্জ উ. (ঘ)

সুকান্তের কবিতার ভাব অনুসারে 'আঠারো বছর বয়সে' কী উঁকি দেয়? [গ-১৫-১৬]
ⓚ বিরাট দুঃসাহস ⓚ স্বপ্ন-বিভোরতা
ⓖ যৌবন-উন্মাদনা ⓘ সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষা উ. (ক)

'আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা' কবি কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? [D3 ১৬-১৭]
ⓚ শক্তিমত্তা ⓚ দুঃসাহস ⓖ কর্মপ্রাণতা ⓘ আত্মপ্রত্যয় উ. (ঘ)

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'– এই পঙ্‌ক্তিতে 'আঠারো' শব্দটির আলংকারিক অর্থ- [B : ২৩-২৪]
ⓚ সংখ্যা ⓚ বয়স ⓖ তারুণ্য ⓘ জরা উ. (গ)

০২. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন পত্রিকার 'কিশোরসভা' অংশের সম্পাদক ছিলেন? [B ২২-২৩, চবি B ১৯-২০]
ⓚ দৈনিক স্বাধীনতা ⓚ যুগবাণী ⓖ ভারতী ⓘ বঙ্গদর্শন উ. (ক)

০৩. 'বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।' আঠারো বছর বয়সে কেন দুঃসাহস উঁকি দেয়? [C ২২-২৩]
ⓚ স্বপ্ন, কল্পনা ও উদযোগের জন্য ⓚ নিজের জন্য
ⓖ প্রতিষ্ঠার জন্য ⓘ লড়াইয়ের জন্য উ. (ক)

০৪. 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।' কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে কবি এই প্রত্যাশা করেছেন? [B ২২-২৩]
ⓚ ইতিবাচক ⓚ দুঃসাহস ⓖ বয়স ⓘ তারুণ্য উ. (ক)

০৫. 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'। এ লাইনে 'আঠারো' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে? [A : ২১-২২]
ⓚ বয়স ⓚ নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন ⓖ নির্দিষ্ট সাল ⓘ সাধারণ সংখ্যা উ. (খ)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা' কবি কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? [A ১৯-২০]
ⓚ শক্তিমত্তা ⓚ দুঃসাহস ⓖ কর্মপ্রাণতা ⓘ আত্মপ্রত্যয় উ. (ঘ)

০২. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় ক্ষত-বিক্ষত হয় কী? [A ১৯-২০]
ⓚ হৃদয় ⓚ স্বপ্ন ⓖ মানুষের জীবন ⓘ সহস্র প্রাণ উ. (ঘ)

০৩. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো' অর্থ– [ক ১৫-১৬]
ⓚ ঔদ্ধত্য ⓚ প্রতিবাদ ⓖ জাগরণ ⓘ যৌবন উ. (ঘ)

০৪. বাংলা সাহিত্যে 'কিশোর কবি' : [ক ১৬-১৭]
ⓚ সুকান্ত ভট্টাচার্য ⓚ আবুল হাসান ⓖ শহিদুল্লাহ ⓘ আল মাহমুদ উ. (ক)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. আঠারো বছর বয়সের তরুণের প্রাণ কেমন? [A ১৭-১৮; জবি ক ১৫-১৬]
ⓚ তীব্র আর প্রখর ⓚ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন
ⓖ বিদ্রোহী ও প্রতিবাদী ⓘ অসামাজিকতায় পূর্ণ উ. (ক)

০২. আঠারো বছর বয়সের তরুণেরা কেমন বেগে চলে? [A ১৭-১৮]
ⓚ হাওয়ার বেগে ⓚ ঝড়ের বেগে ⓖ বাষ্পের বেগে ⓘ ট্রেনের বেগে উ. (গ)

০৩. 'ঘুম নেই' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা? [B ১৭-১৮; ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ ১৭-১৮]
ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓚ সুকান্ত ভট্টাচার্য ⓖ জীবনানন্দ দাশ ⓘ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত উ. (খ)

০৪. সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার প্রধান বিষয় কোনগুলি? [A-১৫-১৬]
ⓚ প্রেম ও প্রকৃতি ⓚ সামাজিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম
ⓖ নিঃসঙ্গতা ও সৌন্দর্য পিপাসা ⓘ বিষণ্ণতা ও ক্লান্তি উ. (খ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পদাঘাতে চায় ভাঙতে —— ' শূন্যস্থানে কোনটি হবে? [B ১৯-২০]
ⓚ কঠিন বাঁধা ⓚ শক্ত বাঁধা ⓖ লৌহ বাঁধা ⓘ পাথর বাঁধা উ. (ঘ)

০২. কবি সুকান্তের ধারণায় সব অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণ করে কোন বয়স? [ছ ০৪-০৫]
ⓚ ১৬ বছর ⓚ ১৮ বছর ⓖ ২০ বছর ⓘ ২২ বছর উ. (খ)

০৩. ত্রিশের কবি নন– [খ ০৫-০৬]
ⓚ বুদ্ধদেব বসু ⓚ জীবনানন্দ দাশ ⓖ অমিয় চক্রবর্তী ⓘ সুকান্ত ভট্টাচার্য উ. (ঘ)

০৪. 'জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়' কবিতাংশটি কার লেখা? [খ ০৭-০৮]
ⓚ সৈয়দ শামসুল হক ⓚ সুকান্ত ভট্টাচার্য
ⓖ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ⓘ জীবনানন্দ দাশ উ. (খ)

০৫. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটিতে কয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে? [খ ১১-১২]
ⓚ ৫ মাত্রার ⓚ ৬ মাত্রার ⓖ ৭ মাত্রার ⓘ ৮ মাত্রার উ. (খ)

০৬. কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের কবি, সুকান্ত ভট্টাচার্য কিশোর কবি- উভয়ের মধ্যে মিল- [B ১৩-১৪]
ⓚ কাব্যাদর্শে ⓚ সামাজিকতায়
ⓖ প্রতিভার ব্যাপ্তিতে ⓘ কোনোটিই নয় উ. (ক)

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য' কী? [D, সেট-1 : ১৪-১৫]
ⓚ বেদনা ⓚ দুঃখ ⓖ ব্যথা ⓘ যন্ত্রণা উ. (ঘ)

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনা কোনটি? [C ১৮-১৯; ইবি C ১৭-১৮]
ⓚ হাতেম তায়ী ⓚ প্রসন্ন প্রহর ⓖ বৈরী বৃষ্টিতে ⓘ পূর্বাভাস উ. (ঘ)

০২. 'হরতাল' সুকান্ত ভট্টাচার্যের কী জাতীয় রচনা? [A ১৩-১৪]
ⓚ নাটক ⓚ কাব্য ⓖ উপন্যাস ⓘ গল্প উ. (খ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে' এ বাক্যে 'আঠারো' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [A ১৮-১৯]
ক বিস্ময়বোধক খ ইতিবাচক
গ নেতিবাচক ঘ সন্দেহবাচক
উ: খ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের উপর সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ *আকাল* এর সম্পাদক কে? [D ১৯-২০; কুবি B ১৯-২০; জাককানইবি AL ১৭-১৮; ঢাবি ঘ ১৩-১৪; জবি খ ১২-১৩]
ক সুকুমার রায়
খ সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ মোজাফফর আহমদ
ঘ কাজী নজরুল ইসলাম
উ: খ

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন চরণে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার ইতিবাচক বক্তব্যের প্রকাশ ঘটেছে? [C ১৬-১৭]
ক তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা খ দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখার ভার
গ এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য ঘ ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ
উ: গ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. আঠারো বছর বয়স কোন ধরনের কবিতা? [FSSS : ২১-২২]
ক মুক্তিযুদ্ধের খ দেশ প্রেমের
গ শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘ প্রকৃতি প্রেমের
উ: গ

মেরিন একাডেমি

০১. 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি'– পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে? [মেরিন : ২১-২২]
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ জীবনানন্দ দাশ
গ সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ সৈয়দ শামসুল হক
উ: গ

Step 3 নার্সিং/বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থটির কবি কে? [BSC Nursing'21-22]
ক জীবনানন্দ দাশ খ সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘ নির্মলেন্দু গুণ
উ: খ

০২. কত বছর বয়সে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয়েছিল? [Diploma Nursing'18-19]
ক উনিশ
খ কুড়ি
গ একুশ
ঘ বাইশ
উ: খ

Step 4 HSC বোর্ড পরীক্ষা ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. এ দেশের বুকে কেন আঠারোকে নেমে আসতে বলা হয়েছে? [ঢা. বো. ২৪]
ক এ বয়স জটিলতা বোঝে না
খ এ বয়স দুর্নীতি করতে জানে না
গ এ বয়স শিক্ষার বয়স
ঘ এ বয়স সাহসী দুর্বার গতিসম্পন্ন ও কল্যাণব্রতী
উ: ঘ

০২. 'আঠারো বছর বয়সের ধর্ম মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া।' এ মহান মন্ত্রের বাহন কোনটি? [ঢা. বো. ২৪]
ক স্বার্থত্যাগ খ আত্মত্যাগ গ অর্থত্যাগ ঘ বিলাসিতা ত্যাগ
উ: খ

০৩. সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মারা যান? [রা. বো. ২৪]
ক ১৯ বছর খ ২০ বছর গ ২১ বছর ঘ ২২ বছর
উ: গ

০৪. আঠারো বছর বয়স কীভাবে বেঁচে থাকে? [রা. বো. ২৪]
ক কর্মে ও প্রেরণায় খ দুর্যোগে আর ঝড়ে
গ বিপদে আর সংগ্রামে ঘ উদ্দীপনা আর সাহসে
উ: খ

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

০৫. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে? [চ. বো. ২৪]
ক আত্মপ্রত্যয় খ সহনশীলতা গ সাহসিকতা ঘ উদারতা
উ: ক

০৬. নিচের কোন পঙ্‌ক্তিতে উক্ত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে? [চ. বো. ২৪]
ক এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো খ আঠারো বছর বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা
গ আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার ঘ এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে
উ: গ

০৭. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কোন কালের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে? [দি. বো. ২৪]
ক শৈশব খ কৈশোর গ যৌবন ঘ বয়ঃসন্ধিকাল
উ: ঘ

০৮. 'এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য' বলতে বোঝানো হয়েছে– [কু. বো. '১৯]
ক অধিকার আদায়ে রক্তদান খ স্বাধীনতার জন্য রক্তদান
গ দেশের জন্য রক্তদান ঘ শুভ, কল্যাণ ও সুন্দরের জন্য রক্তদান
উ: ঘ

০৯. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম কোন জেলায়? [রা. বো. '১৯; চ. বো. ১৭]
ক বরিশাল খ কুড়িগ্রাম গ গোপালগঞ্জ ঘ ব্রাহ্মণবাড়িয়া
উ: গ

১০. আঠারো বছর বয়স দুঃসহ কেন? [ব. বো. '১৯]
ক পাথরের বাধা ভাঙতে চায় বলে খ বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে বলে
গ প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণার কারণে ঘ স্পর্ধায় মাথা তোলবার ঝুঁকির কারণে
উ: গ

১১. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম কত খ্রিষ্টাব্দে? [য. বো. '১৫]
ক ১৯১৮ খ ১৯২২ গ ১৯২৬ ঘ ১৯২৯
উ: গ

১২. 'স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি' 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার চরণটিতে প্রকাশ পেয়েছে তরুণদের– [ঢা. বো. '১৬]
ক দৃঢ়তা খ ঔদ্ধত্য গ সাহসিকতা ঘ আত্মনির্ভরতা
উ: গ

১৩. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহল।' বলতে কী বোঝায়? [ব. বো. '১৬]
ক রক্তদানের পুণ্য খ আত্মত্যাগের মহিমা
গ কথা ও কাজের ঐক্য ঘ যৌবনের দুঃসাহসিকতা
উ: গ

১৪. 'আঠারো বছর বয়স' কোন ছন্দে রচিত? [চ. বো. '১৬; সি. বো. '১৬]
ক অক্ষরবৃত্ত খ স্বরবৃত্ত গ গদ্যছন্দ ঘ মাত্রাবৃত্ত
উ: ঘ

১৫. কোনটিতে আঠারো বছর বয়সের ইতিবাচক দিকের প্রতিফলন ঘটেছে? [য. বো. '১৬]
ক এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা খ এ বয়স কাঁপে বেদনার থরো থরো
গ সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে ঘ দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার
উ: গ

১৬. আঠারো বছর বয়সিদের তাজা প্রাণে কেমন যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়? [দি. বো. '১৬]
ক সামান্য খ বীভৎস গ সহনীয় ঘ অসহ্য
উ: ঘ

১৭. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর' বলতে বোঝানো হয়েছে– [কু. বো. '১৬]
ক বিদ্রোহ ও জটিলতা খ তীব্রতা ও সংবেদনশীলতা
গ প্রগতি ও সংগ্রামশীলতা ঘ দুঃসাহস ও স্নেহ-মমতা
উ: খ

১৮. আঠারো বছর বয়স বিপদের মুখে কেমন ভূমিকা পালন করে? [কু. বো. '১৫]
ক সাহসী খ মুখ্য গ উৎসাহী ঘ অগ্রণী
উ: ক

১৯. 'এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে'– এ পঙ্‌ক্তি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? [রা. বো. '১৬]
ক প্রাণ বিসর্জন খ ব্যর্থতা দীর্ঘশ্বাস গ জীবনের ঝুঁকি ঘ ভীতির বার্তা
উ: খ

২০. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তরুণেরা বাষ্পের বেগে কীসের মতো চলে? [ঢা. বো. '১৫]
ক জাহাজের খ বিমানের গ স্টিমারের ঘ নৌকার
উ: গ

Step 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. কোন গ্রন্থটি সুকান্ত ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত? [৩৩তম বিসিএস]
ক হরতাল খ পালাবদল
গ উত্তীর্ণ পঞ্চাশে ঘ অস্বিষ্ট স্বদেশ
উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Step 6

বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
[illegible] ... সর্বনাশের অভিশাপ ... [illegible]

১. উদ্দীপকের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন দিকগুলো ফুটে উঠেছে?
i. [illegible] ii. আত্মত্যাগ iii. সর্বনাশের অভিশাপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

২. 'আঠারো বছর বয়স দুঃসহ' কারণ, এ বয়সে–
i. [illegible] ii. প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা iii. প্রাণ তীব্র আর প্রখর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

৩. 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'– 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার চরণটিতে কবির কোন প্রত্যাশা প্রকাশিত?
i. [illegible] ii. উদ্দীপনা ও সাহসিকতার iii. [illegible]
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

[illegible] সন্ধানে যারা ছুটে চেনা-অভিযানে,
[illegible] উড়িয়ে চলছে যারা উর্ধ্বপানে।
৪. উদ্দীপকটিতে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার তারুণ্যের যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে–
i. তারুণ্যের [illegible] ii. তারুণ্যের দুর্নিবার রূপ iii. তারুণ্যের আত্মোৎসর্গকারী রূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

৫. 'আঠারো বছর বয়স' কেমন?
i. [illegible] ii. [illegible] iii. [illegible]
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

৬. তারুণ্যের ধর্ম–
i. [illegible] ii. জীবনকে উপভোগ করা iii. কর্তব্যপরায়ণ হয়ে ওঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

৭. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে প্রত্যাশা করেছেন যেসব বৈশিষ্ট্য তা হলো–
i. [illegible] ii. উদ্দীপনা iii. সাহসিকতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

৮. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তরুণরা স্বাধীনভাবে চলার ইচ্ছা পোষণ করে, কারণ তারা–
i. [illegible] ii. স্বাধীনচেতা iii. সংশয়হীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

৯. আঠারো বছর বয়সে তরুণ মনকে ঘিরে থাকে–
i. [illegible] ii. রোমাঞ্চকর কল্পনা iii. সাহসী উদ্যোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

১০. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় ইতিবাচক কয়েকটি সম্ভাবনা হলো–
i. [illegible] ii. বিপদের মুখে অগ্রণী ভূমিকা, সংশয়হীন
iii. [illegible]
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

১১. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'তবুও আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি'– কেন?
i. [illegible] ii. বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী iii. এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও iii ঘ i ও ii [ঘ]

১২. 'মাথা তোলবার ঝুঁকি' বলতে বোঝায় ব্যক্তির–
i. [illegible] ii. পরনির্ভরতা ত্যাগ করা iii. আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

১৩. 'এ বয়স জেনো ভীরু কাপুরুষ নয়'– 'পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে'– [illegible] 'পদক্ষেপের কোলাহলে' বলতে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বুঝিয়েছেন–
i. [illegible] মানব-কল্যাণে নিযুক্ত করার ঘোষণা ii. প্রগতির পথে দৃঢ় পদক্ষেপের ঘোষণা
iii. [illegible] জন্য অদম্য প্রতিজ্ঞা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

১৪. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বর্ণিত কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এ বয়সটি–
i. [illegible] ii. আত্মনির্ভর [illegible]
iii. সাহসী ও উদ্যমে জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

১৫. 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'– কেননা
i. [illegible] ii. [illegible] iii. [illegible]
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

১৬. 'যৌবনে পদার্পণ'– এ বিষয়টি তারুণ্যে প্রকাশ করে–
i. [illegible] ii. [illegible] iii. আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংকল্পের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

১৭. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি তুলে ধরতে চেয়েছেন, তরুণরা–
i. [illegible] ii. আত্মত্যাগের মন্ত্রে উজ্জীবিত iii. দেশের কল্যাণে অগ্রণী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র [illegible] জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারকাজে নিজেকে নিয়োজিত করে।

১৮. উক্ত কবিতার যে দিকটি নাজমুলের চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে–
i. আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া
ii. দুর্যোগ মোকাবিলায় অদম্য প্রাণশক্তি iii. বয়ঃসন্ধিকালের আবেগের উচ্ছলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ক]

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা/দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য/চিনে নেবে যৌবন-আত্মা।

১৯. উদ্দীপকে বর্ণিত চিত্রের মধ্যে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?
i. ভয়ংকর ii. দুর্বার iii. আত্মবিশ্বাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [গ]

প্রদত্ত উদ্দীপক পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
'মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম/মোরা ঝর্ণার মতো চঞ্চল/মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়/মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল।'–

২০. উক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে আঠারো বছর বয়সিরা–
i. সত্যানুসন্ধানী হয়ে ওঠে ii. কল্যাণকামী হয়ে ওঠে iii. দুঃসাহসিক হয়ে ওঠে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ক]

প্রদত্ত উদ্দীপক পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার/লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

২১. উক্তভাব প্রকাশ পেয়েছে যে চরণে–
i. পদাঘাতে ভাঙতে চায় পাথর বাধা ii. তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা
iii. বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [খ]

প্রদত্ত উদ্দীপক পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
কলেজপড়ুয়া নবীন কিছু বিপথগামীর সঙ্গে উগ্রপন্থিদের দলে নাম লিখিয়েছিল। একদিন পুলিশের বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় সে।

২২. উক্ত দিকটি ধারণ করার ফলে আঠারো বছর বয়সিরা–
i. ভুল সিদ্ধান্ত নেয় ii. ভবিষ্যৎ নষ্ট করে iii. কল্যাণ মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ক]

২৩. আঠারো বছর বয়সে মানুষ–
i. সবাইকে সমীহ করতে শেখে ii. অনেক ভুল করতে পারে
iii. কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [গ]

২৪. অদম্য আঠারো বছর বয়সের আছে সমস্ত দুর্যোগ আর–
i. দুর্বিপাক মোকাবিলার শক্তি ii. বাধা না মানার প্রবণতা iii. জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার শক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii [ঘ]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 4 লিখিত অংশ

Step 1 জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

- 'আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়' এর পরের লাইন- পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা।
- আঠারো বছর বয়স- দুঃসহ।
- আঠারো বছর বয়স- জানে না কাঁদা।
- 'এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য' এর পরের চরণ- বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে।
- 'প্রাণ দেওয়া নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য' যে কবিতার অংশ- আঠারো বছর বয়স।
- কবির কাছে আঠারো বছর ছুটে চলাকে মনে হয়েছে- বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো।
- 'সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে' চরণটি- আঠারো বছর বয়স কবিতার।
- আঠারো বছর বয়স আত্মাকে সঁপে- শপথের কোলাহলে।
- 'আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা'- কারণ এ বয়সে মানুষ হয় আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মনির্ভরশীল।
- 'আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ' এর কারণ- এ বয়সটা মানব জীবনের উত্তরণের কাল।
- আঠারো বছর বয়স- মাথা নোয়াবার নয়।
- আঠারো বছর বয়সকে বলা হয়- দুঃসহ।
- আঠারো বছর বয়স চলে- বাষ্পের বেগে।
- দুঃসাহসী হওয়ার সূচনা শুরু হয়- আঠারো বছরে।
- আঠারো বছর বয়সে উঁকি দেয়- দুঃসাহস।
- 'প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য' পঙ্ক্তিটির রচয়িতা- সুকান্ত ভট্টাচার্য।
- 'এ বয়স কাঁপে ——।' শূন্যস্থানে বসবে- বেদনায় থরোথরো।
- 'দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার' যে কবিতার অংশ- আঠারো বছর বয়স।
- আঠারো বছর বয়স লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে কী রং হয়- কালো।
- 'পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান' পঙ্ক্তিটি যে কবিতার- আঠারো বছর বয়স।
- 'এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে' পরবর্তী চরণটি- এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।
- 'দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার' এর পরের লাইন- ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।
- 'এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর' এর পরের লাইন- এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।
- আঠারো বছর বয়স পথে প্রান্তরে ছোটায়- তুফান।
- 'এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা' কোন বয়সে- আঠারো।
- আঠারো বছর বয়সে অবিশ্রান্ত রূপে আসে- আঘাত।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'বয়স' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে- উনিশ বার।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে- নয় বার।
- কবি এদেশের জন্য প্রার্থনা করেছেন- আঠারো বছর বয়স।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'এ বয়স' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে- বারো বার।
- 'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে' একথা বলা হয়েছে- কল্যাণের জন্য।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো বছর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে- সাত বার।
- কবি এদেশের বুকে যা নেমে আসার কথা বলেছেন- আঠারো বছর বয়স।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো বছর বয়স' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে- সাতবার।
- 'এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়' এর পরবর্তী চরণ- এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।
- 'তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি' পরের পঙ্ক্তি- এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে।
- বিপদের মুখে আঠারো বছর বয়সের প্রকৃতি- অগ্রণী।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য- যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি।
- 'এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি' কে বলেছেন- কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য
- সুকান্ত ভট্টাচার্যের ধারণা সব অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণ করে- আঠারো বছর বয়স।
- সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবিত অবস্থায় বের হওয়া একমাত্র গ্রন্থের নাম- আকাল।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির মূল বৈশিষ্ট্য- দুর্বার সাহস ও যৌবনের উদ্দীপনা।
- 'আঠারো' কীসের প্রতীক- যৌবনের, প্রতিবাদের, আত্মপ্রত্যয়ের।
- 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা' কীসের যন্ত্রণা- সামাজিক অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন দেখে প্রাণবন্ত তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।
- সুকান্ত ভট্টাচার্য যে সময়ের কবি- নজরুল-রবীন্দ্র উত্তর যুগের।
- ভীরু ও কাপুরুষ হবার বয়স নয়- আঠারো বছর।
- বেদনায় থরো থরো কাঁপে- আঠারো বছর বয়স।
- স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি নিতে হয়- আঠারো বছর বয়সে।
- বাংলা সাহিত্য জগতে কিশোর কবি নামে খ্যাত- সুকান্ত ভট্টাচার্য।
- মানুষ সাহসী হয়ে ওঠে- যৌবনের শুরুতে।
- নজরুলের ধারায় সুকান্ত যে ধরনের কবি ছিলেন- বিদ্রোহী কবি।
- অল্প বয়সে কবি সুকান্ত যে জাতীয় কবি হিসেবে পরিচিত হন- বামপন্থি কবি হিসেবে।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা- ১৪।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার চরণে মাত্রা বিন্যাসের ধরন- ৬ + ৬ + ২।
- কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মারা যান- প্রথমে ম্যালেরিয়া ও পরে দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে (যক্ষা) আক্রান্ত হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৩ মে মাত্র ২১ বছর বয়সে কলকাতার ১১৯ লাউডন স্ট্রিটের রেড এড কিওর হোমে মারা যান।
- কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মারা যান- **প্রথমে ম্যালেরিয়া ও পরে দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে (যক্ষা) আক্রান্ত হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৩ মে মাত্র ২১ বছর বয়সে মারা যান।**
- সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে : তারুণ্য স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের, নব নব অগ্রগতি সাধনের। তাই সেইসব স্বপ্ন বাস্তবায়নে, নিত্য-নতুন করণীয় সম্পাদনে জন্য নব নব শপথে বলীয়ান হয়ে তরুণ প্রাণ এগিয়ে যায় দৃঢ় পদক্ষেপে।
- নজরুলের ধারায় সুকান্ত যে ধরনের কবি ছিলেন- **বিদ্রোহী কবি।**
- অল্প বয়সে কবি সুকান্ত যে জাতীয় কবি হিসেবে পরিচিত হন- **বামপন্থি কবি হিসেবে।**

Step 2 অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

০১. 'আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : আঠারো বছর বয়সে আত্মনির্ভরশীলতার তাড়না সেই সাথে নানা দুঃসাহসী উদ্যোগের কারণে কবি আঠারো বছর বয়সকে দুঃসহ বলেছেন।

আঠারো বছর বয়স জীবনের এক উত্তরণকালীন পর্যায়। এ বয়সে মানুষ কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে। তাকে এ সময় পরনির্ভরতা পরিহার করে স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিতে হয়। এ কঠিন সময় এবং এ বয়সের নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা ও উদ্যোগ তরুণদের মনকে ঘিরে রাখে। তাই আঠারো বছর বয়সকে দুঃসহ বলা হয়েছে।

০২. 'আঠারো বছর বয়স মাথা নোয়াবার নয়' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : যৌবনে পদার্পণ করে এ বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী ও সাহসী হয়ে ওঠে বলে কারো কাছে মাথা নোয়ায় না।

আঠারো বছর বয়সের তরুণেরা শৈশব-কৈশোরের পরনির্ভরতার দিনগুলো সচেতনভাবে মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়। এ বয়স অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপদকে পেরিয়ে যেতে উন্মুখ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে প্রস্তুত এ বয়সের তরুণরা । এ বয়সের ধর্মই কারো কাছে, কোনো কিছুর কাছে মাথা নিচু না করা।

০৩. 'এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : আঠারো বছর বয়সে মানুষ সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগ করতে জানে, কবি যাকে বলেছেন রক্তদানের পুণ্য।

দেশ, জাতি ও মানবতার জন্যে যুগে যুগে এ বয়সের মানুষই এগিয়েছে সবচেয়ে বেশি। সমস্ত বিপদ মোকাবিলায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাণ দিয়েছে অজানাকে জানার জন্য, দেশ ও জনগণের মুক্তি ও কল্যাণের সংগ্রামে। তাই কবি বলেছেন, সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্যে এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য।

০৪. দুর্যোগ ও দুর্বিপাক মোকাবিলায় কবি তারুণ্যের কী ধরনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন?

উত্তর : দুর্যোগ ও দুর্বিপাক মোকাবিলায় কবি তারুণ্যের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি, নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন এবং সেবাব্রত- এসব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন।

আঠারো বছর বয়সের আছে সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করার অদম্য প্রাণশক্তি। তারা যৌবনশক্তি নিয়ে দুর্বার বেগে এগিয়ে যায় প্রগতির পথে। যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি, নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন এবং কল্যাণ ও সেবাব্রত-এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য কবি আশা করেছেন চারপাশের যাবতীয় অসংগতি দূর করে যৌবনের শক্তি দেশের চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

'আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা' কথাটির মাধ্যমে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উত্তর : তরুণ প্রাণের দুঃখ-কষ্টে ভেঙে না পড়ে সম্মুখে এগিয়ে চলার প্রবৃত্তিকে কবি ... কথাটির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন। কৈশোর থেকে যৌবনের সোনালি সময়ে ... হবার কাল হলো আঠারো বছর বয়স। শৈশব ও কৈশোরের নির্ভরতার ... যে কান্না ছিল এ বয়সের স্বভাববৈশিষ্ট্য সেই কান্নাকে সচেতনভাবে মুছে ... হয়। যৌবনের উন্মাদনে মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় দুঃসাহস ও দুর্বিনীত ... কোনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না। অসাধ্যকে সাধন করার জন্য সে ... হয়। এতে তার জীবনে অনেক সময় বিপর্যয় নেমে আসে। অনেক ... ক্ষত তৈরি করে কিন্তু তরুণ প্রাণ কাঁদতে জানে না। কান্না তার কর্ম নয় বরং ... দেখাই তার ধর্ম।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির নামকরণ সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : ... বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির নামকরণ ... 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে ... বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। কবিতাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কবি ... উন্মেষকাল আঠারো বছর বয়স সম্পর্কে ইতিবাচক ও ... দিক প্রকাশ করেছেন। সার্বিক দিক বিবেচনায় কবিতার 'আঠারো বছর ...' নামকরণটি তাই সার্থক ও সংগত হয়েছে বলা যায়।

আমাদের দেশের তরুণরা জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হতে পারছে না কেন?

উত্তর : আঠারো বছর বয়সের নেতিবাচক দিকগুলোর দ্বারা বেশি প্রভাবিত হওয়ায় ... তরুণরা জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হতে পারছে না।

... উত্তরণকালীন পর্যায়ে তরুণদের কানে চারপাশ থেকে নানা মন্ত্রণা ভেসে ... তাই এসময় সিদ্ধান্তহীনতা ও বিভ্রান্তির কারণে তাদের পক্ষে ঠিকভাবে জীবনের ... কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় এসব নেতিবাচকতা দ্বারা বেশি প্রভাবিত ... লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। দেশ ও জাতির জন্য তারা কোনো ... রাখতে পারে না। সর্বোপরি জীবনের নানা বিকার, অসুস্থতা ও সর্বনাশের ... আমাদের দেশের তরুণরা জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হতে পারছে না।

আঠারো বছর বয়স পদাঘাতে পাথর বাধা ভাঙতে চায় কেন?

উত্তর : তরুণ মনে দুঃসাহসিকতা ও ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা থাকে বলে আঠারো বছর ... পদাঘাতে পাথর বাধা ভাঙতে চায়।

... কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত বয়ঃসন্ধিকালের দুঃসাহসিকতামূলক একটি অসাধারণ কবিতা 'আঠারো বছর বয়স'। সকল বাধা-বিপত্তি আর প্রতিকূলতাকে মুহূর্তেই চূর্ণ-বিচূর্ণ ... এ বয়সের সাহসী মনের প্রভাবে। কবি অত্যন্ত স্পষ্টতার সাথে উচ্চারণ করেছেন, এ বয়সে মানুষের মনে ভয়, পরাজয়, কাপুরুষতা ও গুটিয়ে থাকার প্রবণতা ... থাকে না। ফলে সকল হতাশা, নিরাশা, দুরাশা ও গ্লানিকে মুছে, সব বাধা-বন্ধন ... নিজের মতো করে একটি সুন্দর ও সার্থক জীবন গঠন করতে চায়।

'... দীর্ঘশ্বাসে' এ অংশে কবি কোন দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন?

উত্তর : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার এ অংশে কবি তারুণ্যের ব্যর্থতা ও ব্যথা-বিদীর্ণ নেতিবাচক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মনে করেন পারিপার্শ্বিক নানা বিকৃতি, সমাজজীবনের নানা বিকার, ... ও সর্বনাশের অভিঘাতে এ বয়স কোনো কোনো সময় ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। বিচ্ছেদ, বিভ্রম ও বিপদের অজস্র আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও নিঃশেষিত হতে পারে ... প্রাণ। সচেতন ও সচেষ্ট হয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জীবন পরিচালনা করতে না পারার ... ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে তরুণ বয়স কালো অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে এ ইঙ্গিত করেছেন কবি আলোচ্য অংশে।

কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে সুকান্ত ভট্টাচার্য কেন আঠারো বছর বয়সকে নির্ধারণ করেছেন?

উত্তর : তারুণ্যের প্রতীক হিসেবে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য আঠারো বছর বয়সকে কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

আঠারো বছর বয়স হচ্ছে কৈশোর থেকে তারুণ্যে পদার্পণের অর্থাৎ মানবজীবনের উত্তরণকালীন সময়। বয়সটি যেমন উত্তেজনা, আবেগ ও উচ্ছ্বাসে ভরপুর তেমনি দুঃসাহসিক ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রেও উপযুক্ত। পুরোনো ও জরাজীর্ণতাকে ভেঙে ফেলে নতুন করে নতুন সমাজ, পৃথিবী গড়ে তুলতে জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হতে তাই আঠারো বছর বয়সের তরুণের বিকল্প নেই। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য উল্লিখিত বিষয় বিবেচনা করেই আঠারো বছর বয়সকে কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : চারপাশে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন, সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ প্রভৃতি দেখে তরুণদের প্রাণের ক্ষুব্ধ অবস্থা তাদের মনে যে যন্ত্রণা তৈরি করে কবি সে প্রসঙ্গে একথা বলেছেন। আঠারো বছর বয়স যৌবনের প্রারম্ভকাল। প্রথম যৌবনের জোয়ারে উজ্জীবিত যুবকেরা কোনো ভেদাভেদ, অন্যায়, বৈষম্যকে মেনে নিতে পারে না। সামাজিক পীড়ন, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড শক্তি ও সাহসে মাথা তুলে দাঁড়ায়। কারণ এ সকল অন্যায়-অত্যাচারে তরুণের তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা এসে ভিড় করে। আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তরুণ প্রাণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কবি মূলত সমাজের নেতিবাচক দিকগুলো দ্বারা প্রগতির ধারক তরুণদের তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা সৃষ্টি করার বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

১২. **আঠারো বছর বয়সের জীবনবোধকে কবি কেন তীব্র ও প্রখরতার সাথে তুলনা করেছেন?**

উত্তর : আঠারো বছর বয়সে মানবমনে অনুভূতির তীব্রতা ও সুগভীর সংবেদনশীলতা দেখা যায় বলে কবি এ জীবনবোধকে তীব্রতা ও প্রখরতার সাথে তুলনা করেছেন।

অনুভূতির তীব্রতা ও সুগভীর সংবেদনশীলতা এ বয়সেই মানুষের জীবনে বিশেষভাবে তীব্র হয়ে দেখা দেয় এবং মনোজগতে তার প্রতিক্রিয়াও হয় গভীর বা প্রখর। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মনে করেন জীবনের বাস্তবতার সাথে এ বয়সের তরুণরা তাদের সংবেদনশীল মন দিয়ে পরিচিত হয় এবং চারপাশের জগৎটিকে তাদের নিজস্ব আবেগ অনুভূতির নিরিখে বিচার করে। তাদের নিজস্ব দৈহিক-মানসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে নব আবিষ্কৃত জীবন-জগতের দর্শনের সাথে তাদের মাঝে এক জীবনবোধের জন্ম হয়। উক্ত সংবেদনশীল এ জীবনবোধকেই কবি তীব্র ও প্রখর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

১৩. **'এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : 'এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা' বলতে আঠারো বছর বয়সে নানা মতাদর্শের প্রতি ঝোঁক সম্পর্কে বলা হয়েছে। আঠারো বছর বয়স নানা কারণে মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এ বয়সে কৈশোর থেকে উত্তরণ ঘটে যৌবনে। এ উত্তরণ প্রক্রিয়ায় তরুণেরা ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব মতবাদ, ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গেই কবি কানে নানা মন্ত্রণা আসার কথা বলেছেন।

১৪. **'আকাল' কী?**

উত্তর : 'আকাল' সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ।

১৫. **আঠারো বছর বয়সকে কেন শ্রেষ্ঠ সময় বলা হয়েছে?**

আঠারো বছর বয়সটি অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপত্তিকে পেরিয়ে যাওয়ার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর বয়স বলে এ বয়সকে শ্রেষ্ঠ সময় বলা হয়েছে। আঠারো বছর বয়স মানবজীবনকে উত্তেজনায়, প্রবল আবেগে ও উচ্ছ্বাসে ঝুঁকি নিতে উদবুদ্ধ করে। এ বয়সের সিদ্ধান্তের ওপরই মানবজীবন সফল অথবা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি, নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন এবং কল্যাণ ও সেবাব্রত—এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য কবি আশা করেছেন চারপাশের যাবতীয় অসংগতি দূর করবে যৌবন শক্তি। তাই কবি আঠারো বছর বয়সকে শ্রেষ্ঠ সময় বলেছেন।

১৬. **দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**

উত্তর : জীবনের এই সন্ধিক্ষণে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা জটিলতাকে অতিক্রম করতে হয়। এই সময় সচেতন ও সচেষ্টভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে না পারলে পদস্খলন হতে পারে। জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখন

১৭. **এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।**

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত 'আঠারো বছর বয়স' কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আঠারো বছর বয়সের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে এ প্রত্যাশা প্রসঙ্গে কবি উক্ত উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : আঠারো বছর বয়স বহু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। জড়-নিশ্চল প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন দেখে তরুণেরা। যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি, কল্যাণ ও সেবাব্রত—এসব বৈশিষ্ট্যের জন্যে কবি আশা করেছেন চারপাশের যাবতীয় অসংগতি দূর করে যৌবনের শক্তি দেশের চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৮. **বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে।**

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত 'আঠারো বছর বয়স' কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

উৎস : কবি আঠারো বছর বয়সি তরুণদের চলার গতি প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন।

বিশ্লেষণ : দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে তরুণরা তাদের প্রাণের অমিত তেজশক্তি নিয়ে অগ্রগামী হয়েছে। সমস্ত বিপদ মোকাবিলায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা দাঁড়িয়েছে। স্টিমার যেমন বাষ্পের বেগে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যায় তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্যে, তেমনি আঠারো বছরের তরুণরাও। তারুণ্য নিয়ে তারা অজানাকে জানার জন্যে এবং দেশ ও জনগণের মুক্তি ও কল্যাণের সংগ্রামে সামনে এগিয়ে যায়। কোনো কিছুই তাদের এ চলার গতিকে রুদ্ধ করতে পারে না। তাই কবি জীবনের এ গতিকে উপমার মাধ্যমে স্টিমারের গতির সাথে তুলনা করেছেন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 5 SELF TEST

Step 1 SELF TEST MCQ

০১. 'স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি।' এ চরণে প্রকাশ পেয়েছে তারুণ্যের–
ক) আত্মনির্ভরতা খ) দৃঢ়তা গ) ঔদ্ধত্য ঘ) সাহসিকতা

০২. 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা' এখানে যন্ত্রণাগুলো কী?
ক) অন্যায় খ) অত্যাচার গ) সামাজিক বৈষম্য ঘ) সবগুলো

০৩. ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন কোন কবি?
ক) আহসান হাবীব খ) সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ) ফররুখ আহমদ ঘ) বিষ্ণু দে

০৪. 'দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে এ বয়সের মানুষই এগিয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি।' এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে কোন পঙ্‌ক্তিতে?
ক) স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি খ) বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি
গ) এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য ঘ) এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর

০৫. কবির মতে, আঠারো বছর বয়স কীসে কাঁদে?
ক) দীর্ঘশ্বাসে খ) যন্ত্রণায় গ) মন্ত্রণায় ঘ) হতাশায়

০৬. 'অজস্র আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও নিঃশেষিত হতে পারে সহস্র প্রাণ।' নিঃশেষিত হতে পারে কীভাবে?
ক) অসহায়ত্বে খ) ব্যর্থতার যন্ত্রণায় গ) করুণ নিঃসঙ্গতায় ঘ) মূল্যহীন জীবন ভাবনায়

০৭. কোনটি আঠারো বছর বয়সের সঙ্গে মানায় না?
ক) সংগ্রাম খ) প্রতিবাদ গ) উচ্ছ্বাস ঘ) স্থবিরতা

০৮. প্রাণবন্ত তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে কেন?
ক) মৃত্যু দেখে খ) অত্যাচার-শোষণ দেখে গ) পরাজয় দেখে ঘ) হতাশ হয়ে

০৯. আঠারো বছর বয়সে কোনটি থাকে অফুরন্ত?
ক) জীবনের ঝুঁকি খ) প্রাণশক্তি গ) দুঃসাহস ঘ) বিত্তবৈভব

১০. সুকান্তের কৈশোরে কোন ঘটনা ছিল সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ?
ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা খ) ভারতছাড় আন্দোলন
গ) গান্ধীর অহিংস আন্দোলন ঘ) সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

১১. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির বিকল্প নাম দেওয়া যেতো–
ক) সাহসীরা খ) বয়ঃসন্ধিকাল
গ) জেগে উঠা তরুণেরা ঘ) বিদ্রোহের কাল

১২. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় উল্লেখকৃত তরুণদের দুটি দিক কী কী?
ক) ইতিবাচক-নেতিবাচক খ) ন্যায়-অন্যায়
গ) জয়-পরাজয় ঘ) ভালো-মন্দ

১৩. 'আঠারো বছর বয়স দুর্যোগ আর দুর্বিপাকে ভয় পায় না' এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে কোন পঙ্‌ক্তিতে?
ক) দুর্যোগের হাল ঠিক রাখা তার খ) তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি
গ) বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী ঘ) এ বয়স ভীরু, কাপুরুষ নয়

১৪. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক) অগ্রনি খ) মন্ত্রনা গ) ষ্টিমার ঘ) স্পর্ধা

১৫. 'আঠারো বছর বয়স' মূলত–
ক) প্রেমের কবিতা খ) বিপ্লবাত্মক কবিতা
গ) জীবনের কবিতা ঘ) জাগরণমূলক কবিতা

১৬. আঠারো বছর বয়স মানবজীবনের কোন পর্যায়কে নির্দেশ করে?
ক) কৈশোর খ) যৌবন গ) বয়সভিত্তিক ঘ) উত্তরণকালীন

১৭. সাহিত্যক্ষেত্রে সুকান্ত ভট্টাচার্য কী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন?
ক) কবি হিসেবে খ) গল্পকার হিসেবে
গ) নাট্যকার হিসেবে ঘ) ঔপন্যাসিক হিসেবে

১৮. আঠারো বছর বয়সে কী উঁকি দেয়?
ক) তারুণ্য খ) শপথ গ) যৌবন ঘ) দুঃসাহস

১৯. সুকান্ত মূলত কোন ধরনের কবি?
ক) বিপ্লবের কবি খ) বিদ্রোহের কবি গ) শান্তির কবি ঘ) সাম্যের কবি

২০. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন যুগের তরুণ কবি?
ক) নজরুল-জীবনানন্দোত্তর যুগের খ) রবীন্দ্র-নজরুলোত্তর যুগের
গ) মাইকেল-রবীন্দ্রোত্তর যুগের ঘ) জীবনানন্দ-শামসুর রাহমানোত্তর যুগের

২১. 'আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ' কেন?
ক) এ বয়সে নানা জনে নানা কথা বলে। খ) এ বয়সে অনেক বেশি সাহস দেখা যায় না।
গ) এ বয়সে বড় ধরনের শারীরিক মানসিক পরিবর্তন হয়।
ঘ) এ বয়সে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ঝুঁকি নিতে হয়।

২২. জাতীয় জীবনে চালিকাশক্তি কে?
ক) বুদ্ধিজীবীরা খ) সংসদ সদস্যরা
গ) তারুণ্য ও যৌবন শক্তি ঘ) গণমাধ্যমের মানুষের অংশগ্রহণ

২৩. 'এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়' এর আগের চরণটি কী?
ক) পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাঁধা খ) আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
গ) আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা ঘ) আঠারো বছর বয়সে নেই ভয়

২৪. সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' এর মতো কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থটি বিদ্রোহের উপাদান সমৃদ্ধ?
ক) দোলন-চাঁপা খ) চক্রবাক গ) অগ্নি-বীণা ঘ) সিন্ধু-হিন্দোল

২৫. সুকান্ত ভট্টাচার্য 'দৈনিক স্বাধীনতা' পত্রিকার কোন অংশের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সম্পাদক ছিলেন?
ক) কিশোর সভা খ) তরুণ সভা গ) সৃজনী সভা ঘ) তারুণ্যের সভা

OMR				
০১. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০৩. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৫. ক খ গ ঘ
১৬. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
২১. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২৩. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ

Answer								
২৫.ক	২৪.গ	২৩.ক	২২.গ	২১.ঘ	২০.খ	১৯.ঘ	১৮.ঘ	১৭.ক
১৬.ঘ	১৫.ঘ	১৪.ঘ	১৩.গ	১২.ক	১১.গ	১০.ক	০৯.খ	০৮.খ
০৭.ঘ	০৬.খ	০৫.ক	০৪.গ	০৩.খ	০২.ঘ	০১.ক		

Step 2 SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবির প্রত্যাশা কী?
০২. 'এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে' এ উক্তিটির ভাবার্থ কী?
০৩. তরুণরা আত্মাকে কীসে সমর্পণ করে?
০৪. সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত 'ছাড়পত্র' কোন ধরনের গ্রন্থ?
০৫. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার শেষ স্তবকে কী প্রকাশিত হয়েছে?
০৬. 'পূর্বাভাস' কোন ধরনের গ্রন্থ?
০৭. 'এ বয়স' কথাটি কবি কীসের জন্য বারবার ব্যবহার করেছেন?
০৮. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কবি সম্পর্কে দশ লাইন লেখ।
০৯. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার নামকরণের সার্থকতা যাচাই কর।
১০. সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যে কোন শ্রেণির মানুষের প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়?

উত্তর :

০১. তারুণ্য ও যৌবনশক্তি যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়।
০২. বিপর্যয় ও ঝুঁকির মধ্যেও বাঁচার প্রেরণা পায়।
০৩. শপথের কোলাহলে।
০৪. কাব্যগ্রন্থ।
০৫. যৌবনের প্রতি আহ্বান।
০৬. কাব্যগ্রন্থ।
০৭. বক্তব্যকে জোরালো করার জন্য।
০৮. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৯. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
১০. নির্যাতিত, নিপীড়িত সহায়সম্বলহীন মানুষের প্রতি।

- কবিতার [illegible] (১৪ [illegible]), [illegible] (২ [illegible])।
- [illegible] শামসুর রাহমান।
- [illegible]

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
শামসুর রাহমান

- কবিতার [illegible] ১৯৬৯ [illegible]।
- [illegible] ১৯৬৯ [illegible]।
- কবিতার মোট লাইন : ২৮ টি।

এ কবিতার আলোচ্য বিষয়ে যা থাকছে

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

- **Part-1: কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য**
  - Step : 1 কবি সম্পর্কিত [illegible] তথ্য [illegible] উপস্থাপন।
  - Step : 2 কবির গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম
  - Step : 3 কবি সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
- **Part-2: মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি**
  - Step : 1 মূল কবিতা, শব্দার্থ ও টীকা [illegible]
  - Step : 2 পাঠ পরিচিতি
  - Step : 3 [illegible]
- **Part-3: MCQ প্রশ্নোত্তর**
  - Step : 1 [illegible] গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার [illegible] MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 3 [illegible] ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 4 HSC বোর্ড পরীক্ষার [illegible] MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 5 BCS পরীক্ষার [illegible] MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 6 [illegible] MCQ [illegible]
- **Part-4: লিখিত অংশ**
  - Step : 1 [illegible] প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 [illegible] প্রশ্নোত্তর।
- **Part-5: SELF TEST**
  - Step : 1 SELF TEST MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 SELF TEST লিখিত।

কবিতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

[illegible]

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

[illegible] ১১ [illegible] ১৫ই ফেব্রুয়ারি [illegible]

[illegible] ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. [illegible] ২৫ [illegible]

[illegible] ১৯৬৯-এ [illegible] ১৯৫২-এ [illegible]

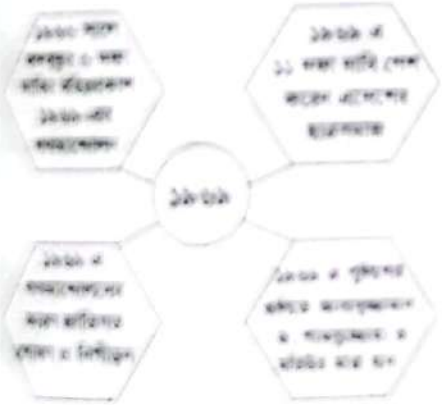

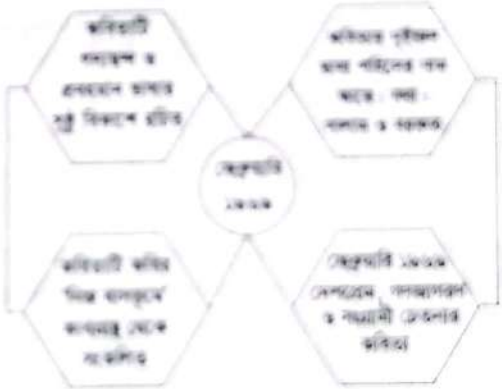

Part 1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য

Step 1 কবি পরিচিতি

জন্ম : শামসুর রাহমান ২৩ অক্টোবর ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ, মাহুতটুলী, ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। **পৈতৃক নিবাস :** পাড়াতলি, রায়পুরা, নরসিংদী। **পিতা :** মুখলেসুর রহ চৌধুরী। **মাতা :** আমেনা খাতুন। তিনি ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাস করেন। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'দৈনিক মর্নিং নিউজ' এ সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'দৈনিক পাকিস্তান' (পরে, দৈনিক বাংলা') পত্রিকায় যোগদান করেন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা' পত্রিকায় কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। আজীবন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে কাব্যসাধনায় নিয়োজিত ছিলেন; তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের পক্ষে, ছিলেন সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পক্ষে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতাযুদ্ধ ও পরবর্তী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন তাঁর কবিতাকে করেছে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নগর জীবনের যন্ত্রণা, একাকিত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি তাঁর কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তিনি রোম্যান্টিকতার সঙ্গে সমাজমনস্কতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন কাব্যধারার জন্ম দিয়েছেন। তিনি আদমজি পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরস্কারসহ অসংখ্য পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট ঢাকায় তিনি পরলোকগমন করেন।

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিধা, স্বীকৃতি ও সাহিত্যকর্ম

ডাক ও ছদ্মনাম	**ডাক নাম :** বাচ্চু। **ছদ্মনাম :** মজলুম আদিব।
টেলেমেকাস	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারাগারে ছিলেন তখন তাঁর উদ্দেশ্যে তিনি 'টেলেমেকাস' নামক বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করেন।
পুরস্কার/খেতাব	আদমজী পুরস্কার (১৯৬৩), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯১)।
সাহিত্যকর্ম	
কাব্যগ্রন্থ	প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (প্রথম কাব্য), রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ, নিজ বাসভূমে, বন্দী শিবির থেকে, দুঃসময়ের মুখোমুখি, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, এক ফোঁটা কেমন অনল, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, হোমারের স্বপ্নময় হাত, অবিরল জলাভূমি, মাতাল ঋত্বিক, খণ্ডিত গৌরব।
উপন্যাস	অক্টোপাস, নিয়ত মন্তাজ, অদ্ভুত আঁধার এক, এলো সে অবেলায়।
প্রবন্ধ	আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ।
অনুবাদ	ফ্রস্টের কবিতা, হ্যামলেট, ডেনমার্কের যুবরাজ।
সম্পাদনা	হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা।
গল্প	শামসুর রাহমানের গল্প।
আত্মস্মৃতি	কালের ধুলোয় লেখা, স্মৃতির শহর।
শিশুতোষ	এলাটিং বেলাটিং, ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো, গোলাপ ফোটে খুকীর হাতে, রংধনু সাঁকো, লাল ফুলকির ছড়া।

ছন্দে ছন্দে শামসুর রাহমানের রচনাসমূহ

- **কাব্যগ্রন্থ :** রৌদ্র করোটিতে নিজ বাসভূমে বসে শামসুর রাহমান শুনতে পান প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে দুঃসময়ের মুখোমুখি হওয়া দেশদ্রোহীরা গৃহযুদ্ধের পর বন্দী শিবির থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু প্রতিদিন ঘরহারা মানুষ রৌদ্র করোটিতে বসে এক ফোঁটা কেমন অনলে বিধ্বস্ত নীলিমা আজও বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে নিরালোকে দিব্যরথে উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ।
- **অনুবাদ :** ডেনমার্কের যুবরাজ ফ্রস্টের কবিতা পড়তে পড়তে অসুস্থ বন্ধু হ্যামলেটকে দেখতে গেল।
- **আত্মস্মৃতি :** শামসুর রাহমানের স্মৃতির শহর এর বর্ণনা কালের ধুলোয় লেখা।

Step 3 কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি যে ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন– **মজলুম আদিব।**
- তাঁর দুটি বিখ্যাত কবিতা– **'স্বাধীনতা তুমি', 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা'।**
- শামসুর রাহমান প্রায় এক দশক সম্পাদক ছিলেন– **দৈনিক বাংলা পত্রিকার।**
- 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়– **১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে।**
- কবি শামসুর রাহমানের স্ত্রীর নাম– **জোহরা রাহমান (বেগম)।**
- শামসুর রাহমান মূলত কী হিসেবে পরিচিত– **আধুনিক নাগরিক কবি।**
- 'বন্দী শিবির থেকে' গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়– **১৯৭১ সালের শহিদদের উদ্দেশ্যে।**
- কবি শামসুর রাহমান রেডিও পাকিস্তানের অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন– **১৯৫৭-১৯৫৯ সাল পর্যন্ত।**
- মুক্তিযুদ্ধের পরে 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকার নাম হয়– **দৈনিক বাংলা।**
- কবিকে ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত করে– **রবীন্দ্রভারতী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।**
- ১৯৭৭ সালে তিনি যে দুটি পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন– **'দৈনিক বাংলা' ও সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' পত্রিকার।**
- বিভিন্ন সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় তিনি যে যে ছদ্মনামে লিখতেন– **সিন্দবাদ, চক্ষুষ্মান, লিপিকর, নেপথ্যে, জনান্তিকে, মৈনাক।**
- মুক্তিযুদ্ধের সময় মজলুম আদিব (বিপন্ন লেখক) নামে কবিতা ছাপা হয়– **কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায়।**
- স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে বিদ্রুপ করে ১৯৫৮ সালে সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল' পত্রিকায় তিনি– **'হাতির শুড়' কবিতা লেখেন।**
- ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি গুলিস্তানে মিছিলের সামনে একটি লাঠিতে শহিদ আসাদের রক্তাক্ত শার্ট দিয়ে বানানো পতাকা দেখে তিনি– **'আসাদের শার্ট' কবিতা লেখেন।**
- এরশাদের স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে তিনি ১৯৮৭ সালে পদত্যাগ করেন– **দৈনিক বাংলার প্রধান সম্পাদকের পদ থেকে।**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি

Step 1 শব্দার্থ ও টীকা

- **আবার ফুটেছে দ্যাখো ... আমাদের চেতনারই রং–** প্রতি বছর শহরের পথে পথে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে। কবির মনে হয় যেন ভাষা-শহিদদের রক্তের বুদ্বুদ কৃষ্ণচূড়া ফুল হয়ে ফুটেছে। তাই একুশের কৃষ্ণচূড়াকে কবি আমাদের চেতনার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চান। ভাষার জন্য যাঁরা রক্ত দিয়েছেন, জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের ত্যাগ আর মহিমা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে থরে থরে ফুটে থাকা লাল কৃষ্ণচূড়ার স্তবকে-স্তবকে।
- **মানবিক বাগান–** মানবীয় জগৎ। মনুষ্যত্ব, ন্যায় ও মঙ্গলের জগৎ।
- **কমলবন–** পদ্মবন। কবি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে 'কমলবন' প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন।
- **বুঝি তাই উনিশশো ... থাবার সম্মুখে।–** ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ক্রমধারায় ছাত্র-অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন উনিশশো উনসত্তরে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। শহর ও গ্রামের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন ছিল অপ্রতিরোধ্য। এ আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মারা যান আসাদুজ্জামান, মতিউর, ড. শামসুজ্জোহা প্রমুখ। এ অংশে কবি শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও আত্মাহুতি দেওয়া বীর জনতাকে ভাষা-শহিদ সালাম ও বরকতের প্রতীকে তাৎপর্যময় করে তুলেছেন।
- **সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ–** ফুল বলতে এখানে বাংলা ভাষাকে বোঝানো হয়েছে।
- **শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর–** রাস্তায় ঘোরার ফুটে থাকা কৃষ্ণচূড়ার লাল রংকে কবির কাছে মনে হয় সেগুলো ফুল নয়, শহিদদের রক্তের বুদ্বুদ।

মূল কবিতা

আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হয়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা
একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়-ফুল নয়, ওরা
শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর। (১)
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং।
এ- রঙের বিপরীত আছে অন্য রং,
যে-রং লাগে না ভালো চোখে, যে-রং সন্ত্রাস আনে
প্রাত্যহিকতায় আমাদের মনে সকাল-সন্ধ্যায়-
এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ-ঘাট, সারা দেশ
ঘাতকের অশুভ আস্তানা। (২)
আমি আর আমার মতোই বহু লোক
রাত্রি-দিন ভূলুণ্ঠিত ঘাতকের আস্তানায়, কেউ মরা, আধমরা কেউ,
কেউ বা ভীষণ জেদি, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া। চতুর্দিকে
মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ। (৩)
বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
সালামের চোখ আজ আলোচিত ঢাকা,
সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।
দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই
জনসাধারণ
দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো
ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা। (৪)
আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে
এখনো বীরের রক্তে দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়। সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ, (৫)
শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়। (৬)
[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

- **ঘাতক–** হত্যাকারী।
- **ভূলুণ্ঠিত–** ধরাশায়ী।
- **ঘাতকের অশুভ আস্তানা–** পাকিস্তানি বাহিনীর অশুভ পদচারণা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
- **মানবিক বাগান–** মানবীয় জগৎ বা মনুষ্যত্ব, ন্যায় ও মঙ্গলের জগৎ।
- **তছনছ–** সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত বা নষ্ট।
- **ফ্ল্যাগ–** পতাকা।
- **শ্যামল–** সবুজ বর্ণ।
- **নক্ষত্র–** তারকা। ◈ **চত্বর–** আঙিনা।
- **অবিরত–** বিরামহীন বা ধারাবাহিক।
- **অবিনাশী–** শাশ্বত বা চিরন্তন।
- **দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা–** ভাষা আন্দোলনের প্রতিবাদী স্মৃতি স্মরণ করতে কবি উক্তিটি ব্যবহার করেছেন।
- **গাঢ়–** দৃঢ় বা অবিচল। ◈ **হরিৎ–** সবুজ।
- **উপত্যকায়–** দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি।
- **হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়–** সবুজ-শ্যামল পূর্ব বাংলাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
- **কৃষ্ণচূড়া–** এক ধরনের ফুল।
- **থরে থরে–** স্তরে স্তরে।
- **নিবিড়–** ঘন বা গাঢ়।
- **যা ভর তাই পুর = ভরপুর (কর্মধারয় সমাস)।**
- **প্রাত্যহিকতায়–** প্রতিদিনে। প্রত্যহ + ইক = প্রাত্যহিক। ◈ **আধমরা–** অর্ধমৃত।
- **ঘাট–** নৌকা বা জাহাজ ভিড়াবার জায়গা।
- **আস্তানা –** আড্ডা বা সাময়িক বসতি স্থাপন করা।
- **চেতনা–** চৈতন্য বা অনুভূতি।
- **দারুণ–** প্রচণ্ড।
- **জেদি–** রাগ বা ক্রোধ। ◈ **বাস্তব–** সত্য।
- **চতুর্দিকে–** চারিদিকে। ◈ **সম্মুখে–** সামনে।
- **ক্ষণে ক্ষণে–** বারে বারে।

পাঠ পর্যালোচনা

০১। প্রতি বছর শহরের পথে পথে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে। কখনো মিছিলে কখনো একা হেঁটে যেতে যেতে কবির মনে হয় রাস্তার ধারে থরে থরে ফোটা এ কৃষ্ণচূড়া কোনো সাধারণ ফুল নয়। বরং এর লাল বর্ণ হলো অন্যায় অত্যাচার শোষণ নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য বিপ্লবের চেতনার রং তা যেন ভাষা-শহিদদের রক্তের বুদ্বুদ (পানির ভুড়ভুড়ি, জলবিম্ব) কৃষ্ণচূড়া ফুল হয়ে ফুটেছে। এবং এ কৃষ্ণচূড়া ভাষা শহিদদের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলেছে।

০২। একুশের কৃষ্ণচূড়াকে কবি আমাদের চেতনার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চান। ভাষার জন্য যাঁরা রক্ত দিয়েছেন, জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের ত্যাগ আর মহিমা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে থরে থরে ফুটে থাকা লাল কৃষ্ণচূড়ার স্তবকে-স্তবকে। এ বিপ্লবী লাল রঙের বিপরীত যে রং তা মূলত জলপাই রং, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাতকের রং, যুদ্ধাস্ত্রের রং। আর ১৯৬৯ সালে এ রঙের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র পূর্ব বাংলায়। কবি তৎকালীন স্বৈরশাসনে থাকা এদেশ ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্পকে ঘাতকের আস্তানা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

০৩। কবি পাকিস্তানের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে বলেছেন– আমি আর আমার মতোই বহুলোক রাত্রি-দিন ধরাশায়ী হয়ে (ভূলুণ্ঠিত) ঘাতকের আস্তানায় নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা যাচ্ছে অথবা আধমরা হয়ে বেঁচে আছে। তারপরেও তাদের কণ্ঠস্বর রোধ করতে পারেনি ঘাতক সরকার, যাদের কবি বিপ্লবে ফেটে পড়া ভীষণ জেদি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু চতুর্দিকে প্রতিনিয়তই মানবতা, মনুষ্যত্ব তছনছ হচ্ছে। এ অংশে মানবিক বাগান বলতে মানবীয় জগৎ, মনুষ্যত্ব, ন্যায় ও মঙ্গলের জগতকে বোঝানো হয়েছে। আর কবি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে 'কমলবন' (পদ্মবন) প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন।

০৪। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ক্রমধারায় ছাত্র-অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন উনিশশো উনসত্তরে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। শহর ও গ্রামের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন ছিল অপ্রতিরোধ্য। এ আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মারা যান আসাদুজ্জামান, মতিউর, ড. শামসুজ্জোহা প্রমুখ। এ অংশে কবি শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও আত্মাহুতি দেওয়া বীর জনতাকে ভাষা-শহিদ সালাম ও বরকতের প্রতীকে তাৎপর্যময় করে তুলেছেন। সালামের মতোই আজো শ্যামল পূর্ববাংলার জনসাধারণ অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাজপথে নেমেছেন। সালামেরা যে বর্ণমালার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে সেই বাংলা মায়ের মুক্তির জন্য অসংখ্য অজস্র সালামেরা রাজপথে নেমেছেন।

০৫। বরকতেরা তাদের বীর রক্তের বিনিময়ে এ দুঃখিনী মায়ের অশ্রুজলকে মুছে ফেলে তার বুকে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দেশমাতৃকায় নতুন প্রাণরূপ ফুল ফুটিয়েছেন বাস্তবের বিশাল চত্বরে (আঙিনা), হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায় (দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি)। এখানে হৃদয়ের হরিৎ (সবুজ) উপত্যকা বলতে আমাদের চির সবুজ যৌবনদীপ্ত মনকে বোঝানো হয়েছে। যে মন যুগে যুগে শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটিয়েছে।

০৬। এ অংশে 'সেই ফুল' বলতে বাংলা ভাষা তথা আমাদের প্রাণের মাতৃভাষাকে বোঝানো হয়েছে। আর এ ভাষায় আমাদের জাতীয় চেতনার প্রধান আকাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্থাৎ চেতনার প্রতীক যা অসংখ্য ভাষা শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে। আর এ অর্জনের মধ্যে রয়েছে বীরত্বের গাথা, যা আমাদের ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত করে আনন্দের রৌদ্রে এবং দুঃখের ছায়ায়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Step 2 পাঠ-পরিচিতি

➤ **পাঠ-পরিচিতি :** 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতাটি কবি শামসুর রাহমানের 'নিজ বাসভূমে' কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' সংগ্রামী চেতনার কবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা, গণজাগরণের কবিতা।

১৯৬৯-এ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে যে গণআন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, কবিতাটি সেই গণজাগরণের পটভূমিতে রচিত। জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এদেশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ১৯৬৯-এ। প্রত্যেক গ্রামগঞ্জ, হাটবাজার, কলকারখানা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয় ঢাকার রাজপথে। শামসুর রাহমান বিচিত্র শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার অসাধারণ এক শিল্পভাষ্য রচনা করেছেন এ কবিতায়।

কবিতাটিতে দেশমাতৃকার প্রতি জনতার বিপুল ভালোবাসা সংবর্ধিত হয়েছে। দেশকে ভালোবেসে মানুষের আত্মদান ও আত্মাহুতির প্রেরণাকে কবি গভীর মমতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মূর্ত করে তুলেছেন। কবিতাটি একুশের রক্তঝরা দিনগুলোতে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এদেশের সংগ্রামী মানুষের আত্মাহুতির মাহাত্ম্যে প্রগাঢ়তা লাভ করেছে।

➤ **প্রথম চরণ–** আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে।

➤ **শেষ চরণ–** শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।

➤ **ছন্দ :** গদ্যছন্দ ও প্রবহমান ভাষার সুষ্ঠু বিকাশে কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সংযোজন।

Step 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য

সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ	
চতুঃ + দিক = চতুর্দিক	সম্ + ধ্যা = সন্ধ্যা
প্রত্যহ + ইক = প্রাত্যহিক	দুঃ + যোগ = দুর্যোগ
প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয়	
সম্ + √ধ্যৈ + অ + আ = সন্ধ্যা	নি + √বিড্ + অ = নিবিড়
√চূড্ + অ + আ = চূড়া	√চেতি + অন + আ = চেতনা
বি + পরি + √ই + ত = বিপরীত	সম্ + √ত্রস্ + অ = সন্ত্রাস
√হন্ + অক = ঘাতক	√ভী + ণিচ্ + অন = ভীষণ
বি + √প্লু + অ = বিপ্লব	√দৃ + ণিচ্ + উন = দারুণ
উৎ + √চারি + অন = উচ্চারণ	√রন্জ্ + ত = রক্ত

সমাস নির্ণয়		
ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
বর্ণের মালা	বর্ণমালা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
নয় শুভ	অশুভ	নঞ্ তৎপুরুষ
নয় বিরত	অবিরত	নঞ্ তৎপুরুষ
সে, তুমি ও আমি	আমরা	একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস
ক্ষণে ও ক্ষণে	ক্ষণে-ক্ষণে	অলুক দ্বন্দ্ব
নেই বিনাশ যার	অবিনাশী	নঞ্ বহুব্রীহি
সকাল ও সন্ধ্যা	সকাল-সন্ধ্যা	দ্বন্দ্ব সমাস

ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
স্মৃতির গন্ধ	স্মৃতিগন্ধ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ভূমিতে লুণ্ঠিত	ভূলুণ্ঠিত	সপ্তমী তৎপুরুষ
কমলের বন	কমলবন	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অর্ধমৃত অবস্থা যার	আধমরা	সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
পথ ও ঘাট	পথ-ঘাট	প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্ব
সারা দেশে	দেশময়	নিত্য সমাস
যা ভর তাই পুর	ভরপুর	কর্মধারয় সমাস

উচ্চারণ			
শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
নক্ষত্র	নোক্‌খোত্‌ত্রো	উচ্চারণ	উচ্চারোন্
সন্ধ্যা	শোন্‌ধ্যা	প্রাত্যহিক	প্রাত্তোহিক্
উপত্যকা	উপোত্‌তকা	শিহরিত	শিহোরিতো
তরুণ	তোরুন্	রৌদ্র	রোউদ্রো
শব্দের উৎস নির্দেশ			
ফারসি	মিছিল, শহর, আস্তানা, বাগান।		
আরবি	শহিদ, জেদ।		
বানান সতর্কতা			
চূড়া, বুদ্বুদ, ভূলুণ্ঠিত, হৃদয়, ক্ষণে, দুঃখ, অবিনাশী, স্মৃতিগন্ধ, আস্তানা।			

Part 3 MCQ প্রশ্নোত্তর

Step 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. শামসুর রাহমানের প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম কোনটি?
ⓚ কাব্য ⓛ গদ্য ⓜ উপন্যাস ⓝ প্রবন্ধ **উ: ক**

০২. কবি শামসুর রাহমান কীসের পক্ষে ছিলেন?
ⓚ একনায়কতন্ত্র ⓛ গণতন্ত্র ⓜ রাজতন্ত্র ⓝ সমাজতন্ত্র **উ: খ**

০৩. শহরের পথে থরে থরে আবার কী ফুটেছে?
ⓚ শিমুল ⓛ পলাশ ⓜ জারুল ⓝ কৃষ্ণচূড়া **উ: ঘ**

০৪. কবি শামসুর রাহমানের মতে সারা দেশে এখন ঘাতকের কেমন আস্তানা?
ⓚ শুভ ⓛ অশুভ ⓜ যুদ্ধাহত ⓝ দুর্নীতিগ্রস্ত **উ: খ**

০৫. সালামের চোখে আজ আলোচিত কোন শহর?
ⓚ ঢাকা ⓛ নারায়ণগঞ্জ ⓜ রাজশাহী ⓝ চট্টগ্রাম **উ: ক**

০৬. ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে নিচের কোন ব্যক্তি শহিদ হননি?
ⓚ আসাদুজ্জামান ⓛ মতিউর ⓜ ড. শামসুজ্জোহা ⓝ সালাম **উ: ঘ**

০৭. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কখন অন্য রং মনে সন্ত্রাস আনে?
ⓚ সকালে ⓛ বিকেলে ⓜ রাতে ⓝ সকাল-সন্ধ্যায় **উ: ঘ**

০৮. শামসুর রাহমান বিচিত্র শ্রেণি-পেশার মানুষের কীসের কথা তাঁর 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় তুলে ধরেছেন?
ⓚ তাদের দুর্দশার কথা ⓛ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অবদানের কথা
ⓜ স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার কথা ⓝ সহজ-সরল জীবনের কথা **উ: গ**

০৯. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটিতে বর্ণিত হয়েছে–
ⓚ দেশমাতৃকার প্রতি জনতার ভালোবাসা ⓛ সাধারণ মানুষের বর্ণনা
ⓜ দারিদ্র্যপীড়িত চিরকালের বাংলার মুখ ⓝ একুশের রক্তঝরা দিনের বর্ণনা **উ: গ**

১০. দারিদ্র্যপীড়িত চিরকালের বাংলার মুখ এখন আর কী নয়?
ⓚ সবাক নয় ⓛ সোচ্চার নয় ⓜ আত্মত্যাগী নয় ⓝ নির্বাক নয় **উ: খ**

১১. চেতনার মধ্যে ফেব্রুয়ারির কোন ধরনের অভিজ্ঞতার কথা প্রবাহিত হচ্ছে?
ⓚ স্লোগানের ⓛ গণজাগরণের ⓜ আত্মাহুতির ⓝ আত্মত্যাগের **উ: খ**

১২. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'কমলবন' প্রতীকটি ব্যবহার করে কী বোঝানো হয়েছে?
ⓚ পদ্মফুলের বাগান ⓛ মনোহর বাগান
ⓜ আনন্দময় জগৎ ⓝ সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ **উ: ঘ**

CamScanner

১৩. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বাংলা ভাষাকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
ⓚ নক্ষত্র ⓚ রক্ত ⓖ ফুল ⓖ রৌদ্র — উ: গ

১৪. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কৃষ্ণচূড়া শহরের পথে ফুটে আছে—
ⓚ থরে বিথরে ⓚ সারি সারি হয়ে
ⓖ বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে ⓖ নিবিড় হয়ে — উ: ক

১৫. 'মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।' চরণটি দ্বারা কবি বুঝিয়েছেন:
ⓚ মানুষের তৈরি কমলবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ⓚ মূল্যবোধের অবক্ষয়
ⓖ বাগান ধ্বংস হয়ে যাওয়া ⓖ শত্রুর হিংস্র হামলা — উ: খ

১৬. সালামের হাত থেকে অবিরত কী ঝরে পড়ে?
ⓚ অবিনাশী বর্ণমালা ⓚ ঝলকিত অস্ত্র
ⓖ অবিমিশ্র রক্ত ⓖ অজস্র ফুল — উ: ক

১৭. 'দেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত, সেই রক্তাক্ত সময়।' উদ্দীপকের সঙ্গে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন বিষয়টির মেলবন্ধন রয়েছে?
ⓚ নির্যাতন ⓚ বিজয় ⓖ সংগ্রাম ⓖ মিছিল — উ: ক

১৮. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকা' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ⓚ পূর্ব বাংলাকে ⓚ হৃদয়ের অনুভূতিকে
ⓖ পশ্চিম বাংলাকে ⓖ হৃদয়ের উপত্যকাকে — উ: ক

১৯. 'বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও আবার সালাম নামে রাজপথে' সালাম রাজপথে নেমে কী করে?
ⓚ স্লোগান দেয় ⓚ পতাকা উড়ায়
ⓖ শহিদ হয় ⓖ ভাষণ দেয় — উ: গ

২০. 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার তৎকালীন নাম কী ছিল?
ⓚ দৈনিক প্রথম আলো ⓚ দৈনিক যুগান্তর
ⓖ দৈনিক বাংলাদেশ ⓖ দৈনিক পাকিস্তান — উ: ঘ

২১. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি কোন ধরনের কবিতা?
ⓚ রোমাঞ্চধর্মী ⓚ ইতিহাসনির্ভর
ⓖ রাজনৈতিক ⓖ রোমান্টিক — উ: গ

Step 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের যে বইটি কাব্যগ্রন্থ– [চারুকলা : ২৩-২৪]
ⓚ দিবারাত্রির কাব্য ⓚ মৃত্যুক্ষুধা
ⓖ উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ ⓖ শেষের কবিতা — উ: গ

০২. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় একুশের চেতনার রং– [খ ২২-২৩]
ⓚ পীত ⓚ নীল ⓖ কালো ⓖ লাল — উ: ঘ

০৩. 'হরিৎ উপত্যকা' অর্থ কী? [ক ২২-২৩]
ⓚ ঝলমলে প্রান্তর ⓚ হলুদ উপত্যকা
ⓖ সবুজ উপত্যকা ⓖ রক্তাক্ত উপত্যকা — উ: গ

০৪. 'সালামের মুখ আজ ... ' শূন্যস্থানে হবে– [ক ২১-২২]
ⓚ আলোচিত ঢাকা ⓚ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা
ⓖ অবিনাশী বর্ণমালা ⓖ রক্তাক্ত জনপদ — উ: খ

০৫. 'বান্ধবের বিশাল চত্বরে হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়'– কী হয়? [খ ১৭-১৮]
ⓚ 'বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে'
ⓚ '... দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে ফোটে ফুল'
ⓖ 'শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়'
ⓖ 'কেউ বা ভীষণ জেদি, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া' — উ: খ

০৬. শামসুর রাহমানের 'বন্দী শিবির থেকে' প্রকাশিত হয়: [গ ০৬-০৭]
ⓚ ১৯৭১ ⓚ ১৯৭২ ⓖ ১৯৭৩ ⓖ ১৯৭৪ — উ: খ

০৭. 'সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ'-- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় ফুল বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [গ ১৬-১৭]
ⓚ কৃষ্ণচূড়া ফুল ⓚ বাংলা ভাষা ⓖ মনুষ্যত্ব ⓖ পদ্মবন — উ: খ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো কী ঝরে? [C : ২৩-২৪]
ⓚ দুঃখিনী বর্ণমালা ⓚ অবিনাশী বর্ণমালা
ⓖ শূন্যে তোলা ফ্ল্যাগ ⓖ দুঃখিনী মাতার আঁচল — উ: খ

০২. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় সালামের মুখকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? [C : ২৩-২৪]
ⓚ আলোকিত ঢাকা ⓚ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা
ⓖ আলোচিত ঢাকা ⓖ দুঃখিনী মাতার অশ্রুজল — উ: খ

০৩. 'চতুর্দিকে মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।' এখানে 'মানবিক বাগান' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? [C : ২৩-২৪]
ⓚ মনুষ্যত্ব, ন্যায় ও মঙ্গলের জগৎ ⓚ সত্য, বিপ্লব ও কল্যাণের জগৎ
ⓖ স্বপ্ন, অশুভ ও চেতনার জগৎ ⓖ নির্ভীক, দুরন্ত ও সংগ্রামী জগৎ — উ: ক

০৪. "ফোটে ফুল বাস্তবের — চত্বরে" - চরণটির শূন্যস্থানে কোন শব্দটি বসবে? [B : ২১-২২]
ⓚ বিশাল ⓚ শ্যামল ⓖ প্রত্যাশার ⓖ অতৃপ্ত — উ: ক

০৫. কোন পত্রিকায় কবি শামসুর রাহমানের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়? [B : ২১-২২, ৭ কলেজ ১৭-১৮]
ⓚ দৈনিক বাংলা ⓚ সাপ্তাহিক সোনার বাংলা
ⓖ দৈনিক নবযুগ ⓖ সাপ্তাহিক সাহিত্য কথা — উ: খ

০৬. কবি শামসুর রাহমানের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [B : ২১-২২]
ⓚ বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় ⓚ কখনো রং কখনো সুর
ⓖ বিমুখ প্রান্তর ⓖ শোকার্ত তরবারি — উ: ক

০৭. কে 'একুশে পদক' ও 'স্বাধীনতা পদক' উভয় পুরস্কার লাভ করেছেন? [D : ২১-২২]
ⓚ সুফিয়া কামাল ⓚ আহসান হাবীব ⓖ শামসুর রাহমান ⓖ আল মাহমুদ — উ: গ

০৮. নিচের কোনটি শামসুর রাহমানের কবিতা? [E ১৯-২০, গ,সেট ৫,৮ : ১১-১২]
ⓚ ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা ⓚ কেয়ার কাঁটা
ⓖ আমার পূর্ব বাংলা ⓖ অপরাহ্নের আলো — উ: ক

০৯. কত সালে কোন পত্রিকায় শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়? [C ১৯-২০]
ⓚ ১৯৪৯ সালে, 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা' ⓚ ১৯৪৮ সালে, 'মাসিক মোহাম্মদী'
ⓖ ১৯৫০ সালে, 'দৈনিক বাংলা' ⓖ ১৯৪৭ সালে, 'মাসিক মাহে নও' — উ: ক

১০. 'স্মৃতি ঝলমল সুনীল মাঠের কাছে/...আমার অনেক ঋণ আছে।' এ গানের গীতিকার কে? [C ১৯-২০]
ⓚ আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল ⓚ সিকানদার আবু জাফর
ⓖ মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান ⓖ শামসুর রাহমান — উ: ঘ

১১. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'মানবিক বাগান' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? [C ১৯-২০]
ⓚ মানবীয় জগৎ ⓚ মানুষের মিছিল
ⓖ বিক্ষুব্ধ জনতা ⓖ সুসজ্জিত বাগান — উ: ক

১২. কোন কবিতাগুচ্ছ শামসুর রাহমানের? [C১৭-১৮]
ⓚ বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে, রূপসী বাংলা
ⓚ বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, হরিণের হাড়, ঝরা পালক
ⓖ স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বার বার, খুব বেশি ভালো থাকতে নেই, আমি অনাহারী
ⓖ রূপালি স্নান, আমার মা'কে, কখনো আমার মাকে — উ: গ

১৩. কোন কাব্যগুচ্ছ শামসুর রাহমানের? [C১৭-১৮]
ⓚ বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে, শিরোনাম মনে পড়ে না
ⓚ মহাপৃথিবী, টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে, ধূলায় গড়া শিরস্ত্রাণ
ⓖ স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বার বার, খুব বেশি ভালো থাকতে নেই, আলো পৃথিবী
ⓖ বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, হরিণের হাড়, ঝরা পালক — উ: ক

১৪. কোন কাব্যগুচ্ছ শামসুর রাহমানের? [C১৭-১৮]
ⓚ ইকারুসের আকাশ, টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে, ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ
ⓚ বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, হরিণের হাড়, ঝরা পালক
ⓖ স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বার বার, খুব বেশি ভালো থাকতে নেই, আলো পৃথিবী
ⓖ আমি অনাহারী, আমার ক'জন সঙ্গী, মহাপৃথিবী — উ: ক

১৫. কোন কাব্যগুচ্ছ শামসুর রাহমানের? [C১৭-১৮]
ⓚ আমি অনাহারী, আমার ক'জন সঙ্গী, গৃহযুদ্ধের আগে
ⓚ বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, হরিণের হাড়, ঝরা পালক
ⓖ স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বার বার, খুব বেশি ভালো থাকতে নেই, আলো পৃথিবী
ⓖ ইকারুসের আকাশ, বনলতা সেন, বিধ্বস্ত নীলিমা — উ: ক

CamScanner

১৬. 'এ-রঙের বিপরীত আছে অন্য রং, যে-রং লাগে না ভালো চোখে, যে-রং সন্ত্রাস আনে' কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [I ১৭-১৮]
(ক) নিজ বাসভূমে (খ) রৌদ্র করোটিতে
(গ) বিধ্বস্ত নীলিমা (ঘ) বন্দী শিবির থেকে উ: ক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. একুশের কৃষ্ণচূড়াকে কবি কিসের রঙ বলেছেন? [C ২২-২৩। B : ২১-২২। A : ২১-২২]
(ক) চেতনার (খ) ভালোবাসার (গ) দ্রোহের (ঘ) আবেগের উ: ক

০২. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কতজন ভাষাশহিদের নাম উল্লেখ আছে? [A ১৮-১৯]
(ক) ১ জন (খ) ২ জন (গ) ৩ জন (ঘ) ৪ জন উ: খ

০৩. শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [C ১৭-১৮; চবি ও ১৬-১৭]
(ক) রৌদ্র করোটিতে (খ) প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
(গ) বন্দী শিবির থেকে (ঘ) বিধ্বস্ত নীলিমা উ: খ

০৪. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় আমাদের চেতনার রং কী? [E ১৭-১৮]
(ক) ফুল (খ) রক্ত (গ) কৃষ্ণচূড়া (ঘ) বুদবুদ উ: গ

০৫. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? [০৫-০৬]
(ক) প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (খ) এক ফোঁটা কেমন অনল
(গ) নিজ বাসভূমে (ঘ) দুঃসময়ের মুখোমুখি উ: খ

০৬. 'বন্দী শিবির থেকে' কোন অর্থজ্ঞাপক? [A -১৩-১৪]
(ক) অবরুদ্ধ সময়ের জীবন (খ) জেলবন্দী
(গ) গৃহবন্দী (ঘ) পলাতক ঘাঁটি উ: ক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বরকত গাড় উচ্চারণে কী বলে? [D1 : ২৩-২৪]
(ক) জয় বাংলা (খ) বাংলাদেশ চিরজীবী হউক
(গ) অবিনাশী বর্ণমালা (ঘ) বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হউক উ: গ

০২. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা কাব্য কোনটি? [D1 : ২৩-২৪]
(ক) নেকড়ে অরণ্য (খ) বন্দী শিবির থেকে
(গ) প্রিয়াযোদ্ধা প্রিয়তম (ঘ) নিষিদ্ধ লোবান উ: খ

০৩. 'একুশের কৃষ্ণচূড়া' কী? [B : ২৩-২৪; GST B ২২-২৩]
(ক) বেদনার রং (খ) যন্ত্রণার রং (গ) ক্ষোভের রং (ঘ) চেতনার রং উ: ঘ

০৪. 'নাগরিক কবি' উপাধিটি নিচের কোন কবির জন্য প্রযোজ্য? [D : ২৩-২৪; জাককানইবি AL ১৭-১৮; A -১৩-১৪; রাবি I ১৭-১৮]
(ক) শামসুর রাহমান (খ) আল মাহমুদ
(গ) আবুল হাসান (ঘ) হাসান হাফিজুর রহমান উ: ক

০৫. কবি শামসুর রাহমানের জন্ম-মৃত্যু সাল– [B ২২-২৩]
(ক) ১৯৩৯-২০০৯ (খ) ১৯২৯-২০০৬
(গ) ১৯৩৬-২০০৬ (ঘ) ১৯২৯-২০০৯ উ: খ

০৬. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কী তছনছ হচ্ছে? [B1 ২২-২৩]
(ক) কৃষ্ণচূড়া (খ) তমালবন (গ) কমলবন (ঘ) ঘরবাড়ি উ: গ

০৭. 'সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ'– এখানে 'ফুল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [B1 ২২-২৩]
(ক) বাংলাদেশ (খ) বাংলা ভাষা (গ) বাংলা সাহিত্য (ঘ) লোক-সংস্কৃতি উ: খ

০৮. শহরের পথে থরে থরে কী ফুটেছে? [B : ২১-২২]
(ক) বকুল (খ) জারুল (গ) রাধাচূড়া (ঘ) কৃষ্ণচূড়া উ: ঘ

০৯. 'স্মৃতির শহর' কার রচনা? [ঘ-১৩-১৪]
(ক) বুদ্ধদেব বসু (খ) বিষ্ণু দে (গ) শামসুর রাহমান (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক উ: গ

১০. 'স্মৃতির শহর' কোন শ্রেণির রচনা? [E ১৩-১৪]
(ক) প্যারোডি (খ) বায়োগ্রাফি (গ) অটোবায়োগ্রাফি (ঘ) স্কেচ উ: গ

১১. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কৃষ্ণচূড়ার রং কীসের প্রতীক? [B ১৬-১৭]
(ক) স্বাধীনতার চেতনা (খ) একুশের চেতনা (গ) মনুষ্যত্ববোধ (ঘ) বিশ্বভ্রাতৃত্ব উ: খ

১২. 'সারা দেশ ঘাতকের অশুভ আস্তানা' 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় ঘাতক কথাটি দিয়ে কবি কাদের বুঝিয়েছেন? [C3 ১৬-১৭]
(ক) জঙ্গি সন্ত্রাসীদের (খ) রাজাকারদের (গ) পাকিস্তানি শাসকদের (ঘ) আলবদরদের উ: গ

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি অবিনাশী বর্ণমালা'কে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন? [B : ২৩-২৪; রাবি B : ২৩-২৪, A : ২৩-২৪, B : ২১-২২, A ১৭-১৮; পার্বত্য ২২-২৩, কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪]
(ক) নক্ষত্র (খ) কৃষ্ণচূড়া
(গ) পূর্ব বাংলা (ঘ) মানবিক বাগান উ: [illegible]

০২. "উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ" কাব্যের রচয়িতা কে? [C : ২৩-২৪]
(ক) সৈয়দ শামসুল হক (খ) নির্মলেন্দু গুণ
(গ) শামসুর রাহমান (ঘ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ উ: [illegible]

০৩. 'দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো / ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা।' এখানে নক্ষত্রের সাথে বর্ণমালার তুলনা হলো- [B ২২-২৩]
(ক) শব্দালংকার (খ) অর্থালংকার (গ) ছন্দ (ঘ) অন্ত্যমিল উ: [illegible]

০৪. 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' কাব্যের রচয়িতা কে? [A ২২-২৩]
(ক) আল মাহমুদ (খ) নির্মলেন্দু গুণ (গ) শামসুর রাহমান (ঘ) মহাদেব সাহা উ: [illegible]

০৫. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কোন কোন ভাষা শহিদের নামের উল্লেখ রয়েছে? [C ২২-২৩; বিইউপি FASS : ২১-২২]
(ক) সালাম-বরকত (খ) রফিক-জব্বার
(গ) সালাম-শফিউল (ঘ) রফিক-ওহিউল্লাহ উ: [illegible]

০৬. 'চতুর্দিকে মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ'- লাইনটি কোন কবিতার অন্তর্গত? [A : ২১-২২]
(ক) ঐকতান (খ) সাম্যবাদী (গ) সুখ (ঘ) ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ উ: [illegible]

০৭. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো কী ঝরছে? [B : ২১-২২; জাককানইবি A ১৯-২০]
(ক) রক্ত (খ) পতাকা (গ) বন্দুকের গুলি (ঘ) বর্ণমালা উ: [illegible]

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে' চরণটি আমাদের কোন গৌরবান্বিত অধ্যায়কে ধারণ করে? [B ১৭-১৮]
(ক) ভাষা আন্দোলন (খ) গণআন্দোলন
(গ) অসহযোগ আন্দোলন (ঘ) স্বাধীনতা আন্দোলন উ: [illegible]

০২. 'তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো' কবিতাংশটি কোন চিত্র বহন করে? [B ১৭-১৮]
(ক) স্বাধীনতার সুর (খ) মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি
(গ) গণআন্দোলনের রূপ (ঘ) ধ্বংসের ছবি উ: [illegible]

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল কত সালে? [AL ১৭-১৮]
(ক) ১৯৫২ (খ) ১৯৬৯ (গ) ১৯৭১ (ঘ) ১৯৭৫ উ: [illegible]

০২. 'এ রঙের বিপরীত আছে অন্য রং' কোন কবিতার অংশ? [D ১৭-১৮]
(ক) ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ (খ) নবান্ন (গ) আলো চাই (ঘ) ছবি উ: [illegible]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. '—— চতুর্দিকে/মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ' কোন কবিতার পঙ্ক্তি? [B ১৮-১৯]
(ক) সেই অস্ত্র (খ) ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
(গ) লোক-লোকান্তর (ঘ) তোমার আপন পতাকা উ: [illegible]

০২. 'আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে' চরণটি কোন কবিতার? [B ১৭-১৮]
(ক) ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ (খ) সেই অস্ত্র
(গ) আঠারো বছর বয়স (ঘ) লোক-লোকান্তর উ: [illegible]

০৩. কর্মজীবনে কবি শামসুর রাহমান ছিলেন– [C ১৩-১৪]
(ক) শিক্ষক (খ) সাহিত্য গবেষক (গ) সাংবাদিক (ঘ) আইনজীবী উ: [illegible]

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে' কোন কবিতার অংশ? [A ১৯-২০]
(ক) এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে (খ) সেই অস্ত্র
(গ) ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ (ঘ) লোক-লোকান্তর উ: [illegible]

০২. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কৃষ্ণচূড়াকে কবি কীসের সাথে তুলনা করেছেন? [A ১৭-১৮]
(ক) বর্ণমালা (খ) গণঅভ্যুত্থান
(গ) শহিদদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ (ঘ) নক্ষত্র উ: [illegible]

০৩. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় সালামের মুখ কী রকম? [A ১৭-১৮]
(ক) তরুণ শ্যামল পূর্ববাংলা (খ) বিমর্ষ
(গ) উন্মথিত মেঘনা (ঘ) আলোকিত ঢাকা উ: [illegible]

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. একুশের কৃষ্ণচূড়াকে কবি কোন রঙের সাথে মেলাতে চান? [A ১৯-২০]
ক) চেতনার রঙ খ) ভালোবাসার রঙ গ) চেতনার রঙ ঘ) বিজয়ের রঙ উ: (গ)

০২. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় শহরের পথে কী ফুটেছিল? [B ১৯-২০]
ক) বকুল খ) রজনীগন্ধা গ) কৃষ্ণচূড়া ঘ) গোলাপ উ: (গ)

০৩. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'কৃষ্ণচূড়া' কীসের প্রতীক? [B ১৮-১৯]
ক) ত্যাগের খ) রক্তের গ) বেদনার ঘ) প্রেরণার উ: (খ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নাগরিক জীবনের ঘৃণা ও একাকিত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি কার কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য? [F ১৭-১৮]
ক) [illegible] খ) জীবনানন্দ দাশ গ) সুফিয়া কামাল ঘ) শামসুর রাহমান উ: (ঘ)

০২. নিচের কোনটি শামসুর রাহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ? [D -১৩-১৪]
ক) [illegible]
খ) দুঃসময়ের মুখোমুখি
গ) কালের ধুলোয় লেখা
ঘ) অদ্ভুত আঁধার এক উ: (গ)

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. 'এই ফুল আমাদেরই প্রাণ' এখানে 'ফুল' বলতে কী বুঝানো হয়েছে? [FASS : ২৩-২৪]
ক) কৃষ্ণচূড়া খ) স্বাধীনতা গ) ভাষা ঘ) রক্ত উ: (গ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

০১. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটির মোট চরণ সংখ্যা– [FMGP : ২১-২২]
ক) ৩৬টি খ) ৪৫টি গ) ২৮টি ঘ) ৩০টি উ: (গ)

ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি

০১. কে ভাষা শহীদ নয়? [২১-২২]
ক) আবদুল জব্বার
খ) আবুল বরকত
গ) নূর হোসেন
ঘ) রফিকউদ্দিন আহমদ উ: (গ)

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. 'একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং' চরণটি কোন কবিতাংশ? [১৯-২০]
ক) ঐকতান
খ) সেই অস্ত্র
গ) লোক-লোকান্তর
ঘ) ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ উ: (ঘ)

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বর্ণমালাকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ক) রক্তের সঙ্গে
খ) ফুলের সঙ্গে
গ) রৌদ্রের সঙ্গে
ঘ) নক্ষত্রের সঙ্গে উ: (ঘ)

০২. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতার পটভূমি কী? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
ক) ভাষা আন্দোলন
খ) ছয়দফা আন্দোলন
গ) গণ-অভ্যুত্থান
ঘ) স্বাধীনতা আন্দোলন উ: (গ)

০৩. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে– [Humanities : ২১-২২]
ক) দেশাত্মবোধ
খ) প্রকৃতিচেতনা
গ) বাঙালির সম্প্রীতি
ঘ) সংস্কৃতি-ভাবনা উ: (ক)

০৪. শামসুর রাহমান কী ধরনের লেখা লিখতেন? [ক ১৭-১৮]
ক) নাটক
খ) উপন্যাস
গ) প্রবন্ধ
ঘ) কবিতা উ: (ঘ)

Step 3 নার্সিং/বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা' কার রচনা? [BSC Nursing'20-21]
ক) শামসুর রাহমান
খ) জীবনানন্দ দাশ
গ) কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ) মুনীর চৌধুরী উ: (ক)

০২. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি কবি শামসুর রাহমানের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে? [Diploma Midwifery'18-19]
ক) নিজ বাসভূমে
খ) রৌদ্র করোটিতে
গ) বিধ্বস্ত নীলিমা
ঘ) বন্দী শিবির থেকে উ: (ক)

Step 4 HSC বোর্ড পরীক্ষা ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'আসাদ' শব্দটিকে কবি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কী হিসেবে ব্যবহার করেছেন? [ঢা. বো. ২৪]
ক) ভাবার্থে খ) মূল অর্থে গ) প্রতীকী অর্থে ঘ) ব্যঞ্জনা অর্থে উ: (গ)

০২. কবি শামসুর রাহমানের পৈতৃক নিবাস কোন গ্রামে? [রা. বো. ২৪]
ক) সুতরাকাঠি খ) পাড়াতলি গ) গোটিয়া ঘ) তাম্বুলখানা উ: (খ)

০৩. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কে শূন্যে ফ্লাগ তোলে? [চ. বো. ২৪]
ক) জব্বার খ) রফিক গ) বরকত ঘ) সালাম উ: (ঘ)

০৪. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'অবিনাশী বর্ণমালা' কীসের প্রতীক? [চ. বো. ২৪]
ক) ধৈর্য খ) শক্তি গ) ভালোবাসা ঘ) প্রতিবাদ উ: (ঘ)

০৫. শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়– [দি. বো. ২৪]
ক) সাপ্তাহিক সোনার বাংলা
খ) সোনার বাংলা
গ) দৈনিক পাকিস্তান
ঘ) দৈনিক বাংলা উ: (ক)

০৬. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কোন ফুলের উল্লেখ আছে? [রা. বো. '১৯; চ. বো. '১৭]
ক) জবা খ) গোলাপ গ) কৃষ্ণচূড়া ঘ) পলাশ উ: (গ)

০৭. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কৃষ্ণচূড়া ফুলকে কবির কাছে কেমন মনে হয়? [ঢা. বো. '১৯]
ক) রক্তে রঞ্জিত বর্ণমালা
খ) রক্তে রঞ্জিত জামা
গ) পতাকার লাল রং
ঘ) শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ উ: (ঘ)

০৮. ভাষা শহিদদের 'রক্তের বুদ্বুদ' কোনটি? [চ. বো. '১৬]
ক) পলাশ ফুল খ) কমলবন গ) বর্ণমালা ঘ) কৃষ্ণচূড়া উ: (ঘ)

০৯. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় একুশের কৃষ্ণচূড়াকে আমাদের কীসের রং বলা হয়েছে? [ঢা. বো. '১৬]
ক) স্মৃতিময়তার
খ) অনাবিলতার
গ) চেতনার
ঘ) ঘাতকের উ: (গ)

১০. 'একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং।' এই চরণটির আগের চরণ হলো– [কু. বো. '১৯]
ক) এ রঙের বিপরীত আছে অন্য রং,
খ) মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।
গ) শহিদদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।
ঘ) দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো উ: (গ)

১১. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'আবার সালাম নামে রাজপথে'– কেন? [সি. বো. '১৬]
ক) ভাষা সংগ্রামে যোগ দিতে
খ) জাতিগত দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে
গ) গণজাগরণে যোগ দিতে
ঘ) ঘাতকের আস্তানা ধ্বংস করতে উ: (গ)

১২. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় ঘাতকের থাবার সম্মুখে বুক পাতে কে? [দি. বো. '১৯]
ক) সালাম
খ) বরকত
গ) সফিউর
ঘ) মতিউর উ: (খ)

১৩. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় সালামের হাত থেকে কী ঝরে? [ব. বো. '১৬]
ক) বর্ণমালা
খ) স্মৃতিগন্ধ
গ) রক্তের বুদ্বুদ
ঘ) মাতার অশ্রুজল উ: (ক)

১৪. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় ভাষা-শহিদ সালামের নাম কতবার উল্লেখ আছে? [ব. বো. '১৯]
ক) তিন খ) চার গ) পাঁচ ঘ) ছয় উ: (খ)

১৫. 'আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে'– পঙ্‌ক্তিতে জাতীয় জীবনের কোন দিকটি তুলে ধরা হয়েছে? [ব. বো. '১৭]
ক) গণ-আন্দোলনের
খ) ভাষা আন্দোলনের
গ) মহান মুক্তিযুদ্ধের
ঘ) স্বৈরাচারী আন্দোলনের উ: (খ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Step 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. শামসুর রচিত উপন্যাস– [৪৬তম বিসিএস]
ক পতঙ্গ পিঞ্জর খ প্রেম একটি লাল গোলাপ
গ রৌদ্র করোটিতে ঘ অদ্ভুত আঁধার এক
উ: ঘ

০২. 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? [৪৫তম বিসিএস]
ক সৈয়দ শামসুল হক খ শামসুর রাহমান
গ হাসান হাফিজুর রহমান ঘ আহসান হাবীব
উ: খ

০৩. স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হলেন– [৩৯তম বিসিএস]
ক যতীন সরকার খ সৈয়দ আলী আহসান
গ সৈয়দ শামসুল হক ঘ শামসুর রাহমান
উ: ঘ

০৪. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]
ক নেকড়ে অরণ্য খ বন্দী শিবির থেকে
গ নিষিদ্ধ লোবান ঘ প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম
উ: খ

০৫. 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা' কার কবিতা? [৩৪তম বিসিএস]
ক শওকত ওসমান খ রবীন্দ্রনাথ
গ সুফিয়া কামাল ঘ শামসুর রাহমান
উ: ঘ

০৬. কোনটি শামসুর রাহমানের রচনা? [২০তম বিসিএস]
ক নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি খ নির্জন স্বাক্ষর
গ নিরালোকে দিব্যরথ ঘ নির্বাণ
উ: খ

Step 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
১৯৭১ সালে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জন দেন মতিউর রহমান, মোস্তফা কামাল, মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাঁদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

০১. উদ্দীপকের ত্যাগী মানুষদের প্রতিচ্ছবি "ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯" কবিতায় যাদের নির্দেশ করে তারা হলেন–
i. সালাম ii. বরকত iii. দুঃখিনী মাতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ক

০২. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি নিচের কোনটি বোঝাতে 'কমলবন' প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন?
i. মানবিকতা ii. কল্যাণের জগৎ iii. পদ্মবন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ক

০৩. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে–
i. দেশপ্রেম ii. গণজাগরণ iii. সংগ্রামী চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ঘ

০৪. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার বৈশিষ্ট্য–
i. দেশপ্রেম ii. গণজাগরণ iii. সংগ্রামী চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ঘ

০৫. ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে নিহত হয়েছিলেন–
i. আসাদুজ্জামান ii. ড. শামসুজ্জোহা iii. বরকত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ iii
উ: খ

০৬. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় লক্ষণীয় বিষয়–
i. আন্দোলন-সংগ্রামে বাঙালির চেতনাবোধ
ii. আন্দোলন ও সংগ্রামে বাঙালির চেতনার জাগরণ
iii. জীবনের তাৎপর্যের দার্শনিক উন্মোচন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ক

০৭. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় লক্ষণীয় বিষয়–
i. বাঙালির সংগ্রামী মানসিকতা ii. বাঙালির স্বাধিকারবোধ iii. সংগ্রাম বাঙালির ঐতিহ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ঘ

উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কাকলী কালোপাড়ের সাদা শাড়িতে লাল রঙের সবগুলো বাংলা বর্ণমালা এঁকেছে। কাকলীর শাড়িতে আঁকা লাল বর্ণমালা যেন ভাষা শহিদদেরই কথা বলছে।

০৮. কবিতায় বর্ণিত ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বলা যায়–
i. তিনি একজন ভাষা শহিদ ii. তার চোখ আজ আলোচিত ঢাকা
iii. তিনি আজও রাজপথে নেমে আসেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ঘ

০৯. উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার যে ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে–
i. পাকিস্তানিদের অপশাসন
ii. হানাদারদের বর্বরতা
iii. ভাষার কণ্ঠরোধে বাঙালি-দমন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ঘ

১০. শামসুর রাহমানের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল–
i. নাগরিক জীবনের প্রতি
ii. গণতন্ত্রের প্রতি
iii. ভাষা আন্দোলনের প্রতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ঘ

১১. একুশের কৃষ্ণচূড়ার বিপরীত রং সম্পর্কে বলা যায়–
i. এ রং ভালো লাগে না ii. এ রং সন্ত্রাস আনে iii. এ রং আমাদের মনে সমীহ জাগায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ঘ

১২. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–
i. বিচিত্র শ্রেণির মানুষের সংগ্রামী চেতনা
ii. বিচিত্র পেশার মানুষের সংগ্রামী চেতনা
iii. দেশের প্রতি মানুষের বিপুল ভালোবাসা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ঘ

১৩. 'চতুর্দিকে মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।'– পঙ্‌ক্তিটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে–
i. শাসকের অত্যাচার ii. স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব iii. অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ঘ

১৪. এখনো বীরের রক্তে দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে ফোটে ফুল–
i. গ্রামের আঙিনায় ii. বাস্তবের বিশাল চত্বরে iii. হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ঘ

১৫. আসাদ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে শহিদ হয়। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় উল্লিখিত ভাষাশহিদ হলেন–
i. সালাম ii. রফিক iii. বরকত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ঘ

১৬. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার আড়ালে প্রকাশ পায়–
i. ভাষাশহিদদের মহান আত্মত্যাগ
ii. আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অবদান
iii. অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিছিলের ভিড়ে যুবকটিকে
মনে হলো কতদিনের চেনা
তেজদীপ্ত কণ্ঠে আকাশ-বাতাস মুখরিত প্রাণ
মুষ্টিবদ্ধ লোমশ হাতে তুলেছে নিশান।

১৯. উদ্দীপকের যুবকটির 'মুষ্টিবদ্ধ লোমশ হাত' ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ কবিতায় কীসের প্রতীক রূপে প্রকাশিত?
i. সংগ্রামের
ii. অন্যায়ের প্রতিবাদের
iii. ঘাতকের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
বন্ধুদের ভুলে একটি ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে। সমস্ত শরীরে বর্ণমালা খোদাই করা।

১৯ক. কবিতায় বর্ণিত ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা যায়–
i. তিনি একজন ভাষাশহিদ
ii. তার চোখে আজ আলোচিত ঢাকা
iii. তিনি আবার রাজপথে নেমে এসেছেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনায় ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল।

১৯খ. উক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি–
i. শোষণের বিরুদ্ধে উচ্চকিত হয়েছে
ii. অন্ন-বস্ত্রের অধিকার চেয়েছে
iii. নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: খ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
শামসুর রাহমানের কবিতায় জাতীয় চেতনার এক স্বতঃস্ফূর্ত ধারা আমরা লক্ষ করি।

২০. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতা ও উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে শামসুর রাহমানকে বলা যায়–
i. মানুষের কবি ii. রাজনীতির কবি
iii. গণচেতনার কবি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিন্টু সম্প্রতি 'নিজ বাসভূমে' কাব্যের একটি কবিতা পাঠ করেছে।
কবিতাটিতে ১৯৫২ এবং ১৯৬৯ সালের আন্দোলনের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

২১. উক্ত কবিতাটি–
i. শ্রেণি চেতনার কবিতা ii. দেশপ্রেমের কবিতা iii. গণজাগরণের কবিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: গ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
১৯৬৬ সালের ৬ দফার দাবি ও তৎপরবর্তী নানা ঘটনায় ১৯৬৯ সালে এদেশে বৃহত্তর আন্দোলন সূচিত হয়।

২২. উক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি–
i. শিক্ষার অধিকার চেয়েছিল ii. নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল
iii. শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: গ

২৩. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে–
i. গদ্যছন্দের সুষ্ঠু বিকাশে ii. পদ্যছন্দের সুষ্ঠু বিকাশে
iii. প্রবহমান ভাষার সুষ্ঠু বিকাশে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii উ: গ

২৪. ১৯৬৯-এ এদেশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল–
i. শোষণের বিরুদ্ধে ii. নিপীড়নের বিরুদ্ধে iii. জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: খ

২৫. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি–
i. দেশপ্রেমের কবিতা ii. গণজাগরণের কবিতা iii. সংগ্রামী চেতনার কবিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: খ

২৬. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–
i. বিচিত্র শ্রেণির মানুষের সংগ্রামী চেতনা ii. বিচিত্র পেশার মানুষের সংগ্রামী চেতনা
iii. দেশের প্রতি মানুষের বিপুল ভালোবাসা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

২৭. ১৯৬৯-এ এদেশের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে–
i. পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ii. নিপীড়নের বিরুদ্ধে iii. জাতিগত শোষণের বিরুদ্ধে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: গ

Part 4 লিখিত অংশ

Step 1 জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

- কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে– শহরের পথে।
- কবির কাছে কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলো মনে হয়– শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ।
- আমাদের চেতনায় যে রংয়ের বিস্তার– একুশের কৃষ্ণচূড়ার বিপরীত রং।
- চারদিকে কীসের বাগান– মানবিক বাগান।
- উনিশশো উনসত্তরে সালাম শূন্যে তুলে–ফ্ল্যাগ।
- সালামের 'ফ্ল্যাগ' এর প্রকৃত অর্থ– হাত।
- কার চোখ আলোচিত ঢাকা– সালামের।
- নক্ষত্রের মতো অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা ঝরে– সালামের হাত থেকে।
- কবিতায় শেষোক্ত কথাগুলি– বরকতের।
- ফুল যেথায় ফোটে– হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়।
- কবিতায় বর্ণমালাকে তুলনা করা হয়েছে– নক্ষত্রের সাথে।
- শামসুর রাহমান মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে ব্যবহার করেছেন– কমলবন।
- ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান হয়– শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে।
- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কবির নাম– শামসুর রাহমান।
- ১৯৪৯ সালে শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়– সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকায়।
- ১৯৬৪ সালে তিনি যোগ দেন– দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায়।
- নক্ষত্রের মতো অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা ঝরে– সালামের হাত থেকে।
- নগর জীবনের যন্ত্রণা ও একাকিত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন– শামসুর রাহমানের কবিতার বৈশিষ্ট্য।
- শেক্সপিয়রের হ্যামলেট বাংলায় অনুবাদ করেন– শামসুর রাহমান।
- ১৯৫৭ সালে শামসুর রাহমান তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন–'দৈনিক মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় যোগ দিয়ে।
- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি যে পটভূমিতে রচিত– ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন।
- উনিশশো উনসত্তরে সালাম শূন্যে তুলে–ফ্ল্যাগ।
- সালামের 'ফ্ল্যাগ' এর প্রকৃত অর্থ– হাত।
- কার চোখ আলোচিত ঢাকা– সালামের।
- কবিতায় শেষোক্ত কথাগুলি– বরকতের।
- ফুল যেথায় ফোটে– হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়।
- সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ- ফুল বলতে এখানে বাংলা ভাষাকে বোঝানো হয়েছে।
- চারদিকে কীসের বাগান– মানবিক বাগান।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Step 2 অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

০১. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'ঘাতকের অশুভ আস্তানা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'ঘাতকের অশুভ আস্তানা' বলতে কবি পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গড়ে তোলা ক্যাম্পকে বুঝিয়েছেন।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে নানাভাবে শাসন-শোষণ করেছে। এদেশে বসেই তারা এদেশের মানুষকে অত্যাচার করেছে, করেছে হত্যা। নির্বিচারে মানুষ হত্যার মাধ্যমে তারা বাঙালির স্বাধীনতার স্পৃহাকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। প্রতিবাদী জনতাকে থামিয়ে দিতে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গড়ে তোলা ক্যাম্পে এ দেশের মানুষকেই নির্যাতন করা হতো। এ কারণে কবি এ দেশকে 'ঘাতকের অশুভ আস্তানা' বলেছেন।

০২. 'দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে ফোটে ফুল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : 'দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে ফোটে ফুল' বলতে মায়ের সন্তানদের আত্মত্যাগ এবং বীর রক্তের বিনিময়ে দুঃখিনী মায়ের অশ্রু মুছে ফেলে তারা বুকে যে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল তথা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল তার কথাই বলা হয়েছে।

যুগে যুগে স্বাধীনতা অর্জনে হাজারো শহিদ তাদের বুকের রক্তে এ দুঃখিনী বঙ্গমাতার অশ্রুজলকে মুছে ফেলে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ভাষার জন্য তাজা প্রাণ ঝরে পড়েছিল রাজপথে। অনেক মা সন্তান হারিয়েছিল। তাই কবির মতে, মায়ের চোখের অশ্রু যেন বাঙালির জন্য স্বাধীনতার ফুল হয়ে ফুটেছে। কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে যে ফুল ফুটেছে তা যেন শহিদ জননীর অশ্রুর ফসল।

০৩. 'সালামের চোখ আজ আলোচিত ঢাকা।' কবিতায় 'আজ আলোচিত ঢাকা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : ৫২ এর ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে বুকে ধারণ করে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৬৯ এ বাঙালিরা আবার রাজপথে নামে– সেই চিত্র বোঝাতে কবি আলোচ্য উক্তিটি করেছেন। মাতৃভাষার দাবিতে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন বাংলার আপামর জনতা। ঢাকা পরিণত হয়েছিল জনসমুদ্রে। আবারও একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটে ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ভাষাসৈনিকদের চেতনা ধারণ করে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ এসে ঢাকার রাজপথে নামে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। মূলত উল্লিখিত চরণটি দ্বারা সকল আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ঢাকার অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

০৪. কবি কেন কৃষ্ণচূড়া ফুলের প্রসঙ্গ এনেছেন?

উত্তর : একুশের চেতনাকে আমাদের চেতনার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে কবি কৃষ্ণচূড়া ফুলের প্রসঙ্গ এনেছেন। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে। এ যেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সেই ফাল্গুন মাস। কবির মনে হয়, ভাষা শহিদদের রক্তের বুদ্‌বুদ শহরের পথে পথে কৃষ্ণচূড়া ফুল হয়ে ফুটেছে। ভাষার জন্য যাঁরা রক্ত দিয়েছেন, তাঁদের ত্যাগ আর মহিমা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে থরে থরে ফুটে থাকা লাল কৃষ্ণচূড়ার স্তবকে স্তবকে। তাই একুশের কৃষ্ণচূড়াকে আমাদের চেতনার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে কবি কৃষ্ণচূড়া ফুলের প্রসঙ্গ এনেছেন।

০৫. 'রাত্রি-দিন ভূলুণ্ঠিত ঘাতকের আস্তানায়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে আন্দোলনকারীদের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্যাতনের চিত্রটি কবি এখানে তুলে ধরেছেন।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে যে আন্দোলন ঘটেছিল সেই পটভূমিতে রচিত। স্বৈরাচারী সরকারের হানাদার বাহিনী প্রতিবাদী সাধারণ জনতাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে যে অত্যাচার চালিয়েছিল তাতে কেউ মারা গিয়েছিল, কেউবা আধমরা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাদের কণ্ঠরোধ করতে পারেনি ঘাতক সরকার। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তৎকালে এদেশের মানুষকে অধিকারবঞ্চিত করতে গিয়ে মানবিকতাকে ভূলুণ্ঠিত করেছিল।

০৬. 'বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালিরা মায়ের ভাষাকে সমুন্নত রাখতে যেমন রাজপথে নেমেছিলেন তেমনি ১৯৬৯ সালে আবার নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাজপথে নেমেছে– এ কথাটি বোঝাতে কবি আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালে পূর্ববঙ্গে গড়ে ওঠে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান। মাতৃভাষার দাবিতে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন বাংলার আপামর জনতা, বুকের রক্তে অর্জন করে বর্ণমালার স্বাধীনতা। নিজ অধিকারের দাবিতে আবারও একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটে ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ভাষাসৈনিকদের চেতনা ধারণ করে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য মানুষ এসে ঢাকার রাজপথে নামে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও আত্মাহুতি দেওয়া বীর জনতার প্রতীকে কবি এখানে ভাষাশহিদ সালাম ও বরকতকে নিয়ে এসেছেন।

০৭. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'একুশ' কী? [রাবি A ১৯-২০]

উত্তর : 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'একুশ' বাঙালি জাতির চেতনা।

০৮. 'অবিনাশী বর্ণমালা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর?

উত্তর : অবিনাশী বর্ণমালা বলতে কবি আমাদের ভাষা শহিদদের অর্জিত বর্ণমালার অমরত্বকে বুঝিয়েছেন।

বর্ণমালা ভাষার স্মারকচিহ্ন। আর রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও বাংলার বর্ণমালা আমাদের শ্রেষ্ঠ এক অর্জন। বুকের রক্তে অর্জিত এ দ্যোতকচিহ্ন কোনোভাবেই ধূসরিত হতে পারে না। বাঙালি যতদিন থাকবে ততদিন চেতনায় এ অর্জন অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। এ কারণে কবি বর্ণমালাকে অবিনাশী বলেছেন।

০৯. কবি 'অবিনাশী বর্ণমালা' বলতে কি বুঝিয়েছেন?

উত্তর : আমাদের ভাষা শহিদদের অর্জিত বর্ণমালার অমরত্বকে বুঝিয়েছেন। বর্ণমালা ভাষার স্মারকচিহ্ন। আর রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও বাংলার বর্ণমালা আমাদের শ্রেষ্ঠ এক অর্জন। বুকের রক্তে অর্জিত এ দ্যোতকচিহ্ন কোনোভাবেই ধূসরিত হতে পারে না। বাঙালি যতদিন থাকবে ততদিন চেতনায় এ অর্জন অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। এ কারণে কবি বর্ণমালাকে অবিনাশী বলেছেন।

১০. 'চতুর্দিকে মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ'।

উত্তর : ঘাতকের অশুভ তৎপরতায় মানবিকতা ও সৌন্দর্যের বিনাশ প্রসঙ্গে কবি উক্ত মন্তব্যটি করেছেন। ভাষা আন্দোলনের চেতনাবিরোধী ঘাতক দল এখনো সারাদেশে অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম করতে চায়। এদের দৌরাত্ম্যে দেশের মানুষ কেউ মরা, কেউবা আধমরা অবস্থায় আছে। ফলে মানবিকতারও মৃত্যু ঘটছে। মানুষের সুন্দর ও মহৎ চিন্তা-চেতনার বিকাশ দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কবিতায় পাকিস্তানি স্বৈরশাসক কর্তৃক সাধারণ প্রতিবাদী মানুষের ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছিল এবং তার ফলশ্রুতিতে ফুলের বাগানের ন্যায় সাজানো গোছানো একটি জাতি যেভাবে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল সেই বিষয়টিকেই কবি মানবিক বাগান ও কমলবন তছনছ হওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

১১. 'সালামের মুখে আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা' কেন ?

উত্তর : স্বাধীনতার আন্দোলন-সংগ্রামে সালামের মতো অসংখ্য শহিদ সবুজ-শ্যামল বাংলার রূপ ধারণ করেছে।

ভাষা আন্দোলনের চেতনা থেকেই উনসত্তরের গণআন্দোলনের পথ সুগম হয়েছে। ১৯৫২ সালের পর বাঙালি জাতি আরো কিছু বিপ্লবী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে, যা উনসত্তরে এসে আরো বিস্তৃত হয়। বাঙালি স্বাধীন হওয়ার প্রেরণা পায় যে সালামদের রক্তে, হাজারো লক্ষ কোটি বাঙালি যুগে যুগে সংগ্রামের পথে আজ তরুণ-শ্যামল বাংলা মায়ের প্রতীকে শোষণ-অত্যাচার থেকে মুক্ত হতে চায়। তাই সালাম আর সালামের মতো লক্ষ-কোটি দেশপ্রেমিক আজ তরুণ-শ্যামল পূর্ব বাংলার রূপ ধারণ করেছে।

১২. 'ফুল নয়, ওরা শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।' ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কৃষ্ণচূড়া ফুলকে শহিদের রক্তরূপে কল্পনা করে কবি একথা বলেছেন।

কবির কল্পনায় কৃষ্ণচূড়া ফুল একুশের চেতনার বহিঃপ্রকাশ। কৃষ্ণচূড়ার বিশেষত্ব হলো এর রক্তিম লাল বর্ণ। আর এ লাল রং হলো অন্যায়-অত্যাচার-শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য বিপ্লবের চেতনার রং। কবি কৃষ্ণচূড়া ফুলের রঙের সাথে ভাষাশহিদদের পবিত্র রক্তের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। প্রতি বছর যখন শহরের পথে পথে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে তখন কবির কাছে মনে হয় যেন ভাষাশহিদদের রক্তের বুদ্বুদ কৃষ্ণচূড়া ফুল হয়ে ফুটেছে। ভাষার জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের ত্যাগ আর মহিমার কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দেয় কৃষ্ণচূড়া ফুল। আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটি দ্বারা কবি একুশের কৃষ্ণচূড়াকে আমাদের চেতনার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চান।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখন

১৩. 'দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা' [জবি ১৯-২০]

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু শামসুর রাহমান রচিত 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বাংলা বর্ণমালার মতো বাংলা মায়ের মুক্তির জন্য অসংখ্য সালামদের রাজপথে নেমে আসার ঘটনাকে বোঝানো হয়েছে।

বিশ্লেষণ : ১৯৫২ তে মাতৃভাষার মান বাঁচাতে রাজপথে নেমে এসেছিল সালাম-বরকতের মতো অসংখ্য বিপ্লবী মানুষ। তেমনি বাংলা মায়ের মুক্তির জন্যও ভাষাসৈনিকদের চেতনা ধারণ করে আবার রাজপথে নেমেছিল অজস্র সালামেরা। ঘাতকের সামনে বুক পেতে দিয়েছিল বাংলা মায়ের মুক্তির চেতনায়। প্রতিবাদের স্মারক হিসেবে ছিল শ্লোগান, প্লেকার্ড, ফেস্টুন। দেশের জন্য তাঁদের আত্মাহুতির সঙ্গে এগুলোও ঝরে পড়েছিল বাংলার রাজপথে।

CamScanner

SELF TEST

SELF TEST — MCQ

[illegible]

১৬. কোন কর্ম সমাজ মানুষ কষ্ট [illegible]
ক) [illegible] খ) [illegible]
গ) [illegible] ঘ) [illegible]

১৭. 'এখন যে কত কোনো দেখে ... [illegible]' — [illegible]
ক) [illegible] খ) [illegible] গ) [illegible] ঘ) [illegible]

১৮. সকাল সন্ধ্যায় কেন 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কবি কী বুঝিয়েছেন?
ক) সকাল-সন্ধ্যা খ) সকাল ও সন্ধ্যা গ) সারাক্ষণ ঘ) সকাল বা সন্ধ্যায়

১৯. 'সর্বশেষ যার সঙ্গে পরিচয়' শহীদ করা হয় কবে [illegible]?
ক) ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি খ) ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি
গ) ১৯৬৯ সালের ৭ জানুয়ারি ঘ) ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি

২০. 'কোটি ফুল ব্যাপক বিপ্লব [illegible]' চরণটির পরের চরণ কোনটি?
ক) [illegible]
খ) [illegible]
গ) [illegible] ঘ) [illegible]

২১. [illegible] কবিতার প্রকাশ পেয়েছে?
ক) জীবনানন্দ দাশ খ) সুফিয়া কামাল গ) সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ) শামসুর রাহমান

২২. কবি শামসুর রাহমান কোন পুরস্কার পাননি?
ক) আদমজী পুরস্কার খ) বাংলা একাডেমি পুরস্কার
গ) আন্তর্জাতিক ম্যাগসাইসাই পুরস্কার ঘ) একুশে পদক

২৩. কবি শামসুর রাহমানের কাব্য রচনার প্রধান বিষয় কোনটি?
ক) প্রেম খ) প্রকৃতি গ) নগর জীবন ঘ) সমাজ

২৪. 'এখানে — রক্ত সুবিধে — অনেকেরা কোটি ফুল [illegible]' — [illegible] শব্দ দুটি—
ক) [illegible], মাতার খ) [illegible], বোনের
গ) শহীদের, মাতার ঘ) শহীদের, বোনের

২৫. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কাদের রক্তের দাবি ওঠো?
ক) যুবকের খ) শহিদের গ) [illegible] ঘ) বোনের

OMR				
০১. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০৩. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৫. ক খ গ ঘ
১৬. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
২১. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২৩. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ

Answer								
২৫. [illegible]	২৪. [illegible]	২৩. [illegible]	২২. [illegible]	২১. [illegible]	২০. [illegible]	১৯. [illegible]	১৮. [illegible]	১৭. [illegible]
১৬. [illegible]	১৫. [illegible]	১৪. [illegible]	১৩. [illegible]	১২. [illegible]	১১. [illegible]	১০. [illegible]	০৯. [illegible]	০৮. [illegible]
০৭. [illegible]	০৬. [illegible]	০৫. [illegible]	০৪. [illegible]	০৩. [illegible]	০২. [illegible]	০১. [illegible]		

SELF TEST — লিখিত

প্রশ্ন :

০১. কবি শামসুর রাহমান 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কী ফুটে উঠেছে [illegible]?
০২. [illegible]
০৩. [illegible]
০৪. [illegible]
০৫. [illegible]
০৬. [illegible]
০৭. [illegible]
০৮. [illegible]
০৯. [illegible]
১০. ১৯৬৯-এর আন্দোলনে শহরজুড়ে রং দেওয়ার কারণ কী?

উত্তর :

০১. দেশকে ভালোবেসে দেশমাতৃকার প্রতি বিপুল ভালোবাসা, মমত্ববোধ, মানুষের [illegible] ও আত্মত্যাগের চেতনা।
০২. মাতৃকের আহ্বানে।
০৩. ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি।
০৪. একুশে ফেব্রুয়ারির কথা।
০৫. শামসুর রাহমান।
০৬. [illegible]।
০৭. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৮. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৯. অনুবাদ গ্রন্থ।
১০. ১৯৬৯-এর আন্দোলনে শহরজুড়ে রং দেওয়ার কারণ [illegible]।

CamScanner

১৯৩৪-২০০১ খ্রি.

- কবিতার উপজীব্য বিষয় : বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস।
- কবিতায় 'যে কবিতা শুনতে জানে না' লাইনটি আছে– ৯ বার।
- কবিতার মোট লাইন : ৬৮ টি।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

- 'কবি' ও 'কবিতার কথা' শব্দটি আছে– ২ বার।
- 'কবিতা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– ১৭ বার।
- 'কিংবদন্তি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– ২ বার।
- 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার বিষয়বস্তু : ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা।

এ কবিতার আলোচ্য বিষয়ে যা থাকছে

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

- **Part-1** কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য
  - Step : 1 কবি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন।
  - Step : 2 কবির গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম।
  - Step : 3 কবি সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
- **Part-2** মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি
  - Step : 1 মূল কবিতা, শব্দার্থ ও টীকা এবং পাঠ পর্যালোচনা
  - Step : 2 পাঠ-পরিচিতি।
  - Step : 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য।
- **Part-3** MCQ প্রশ্নোত্তর
  - Step : 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 3 নার্সিং/ বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 4 HSC বোর্ড পরীক্ষার ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ [১১শ-১২শ শ্রেণির জন্য]
- **Part-4** লিখিত অংশ
  - Step : 1 জ্ঞানমূলক *(মূলপাঠ, লেখক ও অন্যান্য)* প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 অনুধাবনমূলক *(উদ্ধৃতি ও সংলাপ ব্যাখ্যাকরণ)* প্রশ্নোত্তর।
- **Part-5** SELF TEST
  - Step : 1 SELF TEST MCQ প্রশ্নোত্তর ।
  - Step : 2 SELF TEST লিখিত।

কবিতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

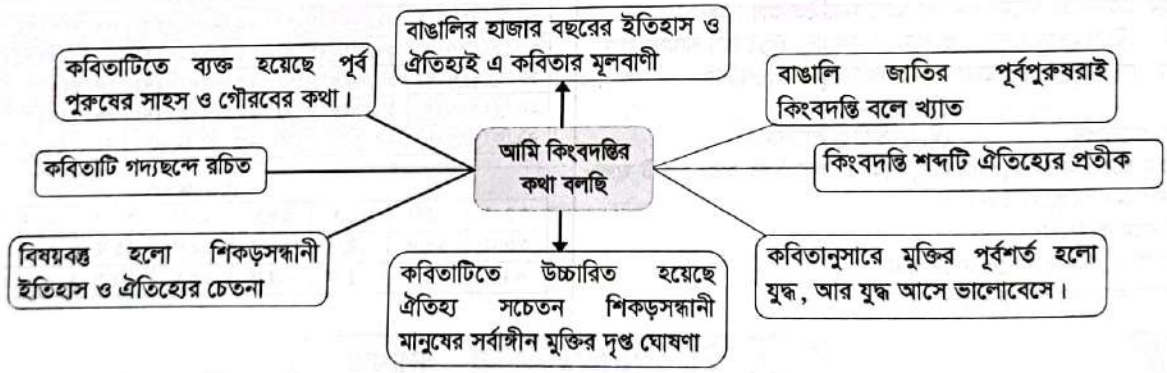

- 'কিংবদন্তি' শব্দের সাধারণ অর্থ জনশ্রুতি। ব্যাপক অর্থে 'কিংবদন্তি' হলো লোকপরম্পরায় শ্রুত ও কথিত বিষয় যা একটি জাতির ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে। কবিতায় কবি পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে জনশ্রুতির মাধ্যমে যা জেনেছেন, কাব্যিক সুষমায় তিনি তাই তুলে ধরেছেন। আর এটি তুলে ধরতে গিয়ে তিনি মূলত তাঁর স্বজাতি ও স্বদেশের ঐতিহ্যকেই রূপায়িত করেছেন। কবিতায় 'কিংবদন্তি' শব্দটি হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যের প্রতীক।

- সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা– সূর্য সকল শক্তির উৎস। তাই এই সর্বশক্তির আধারকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে মুক্তি অনিবার্য। কবির মতে, এই সামর্থ্য অর্জনের একমাত্র উপায় হলো কবিতা শোনা; কবিতাকে আত্মস্থ করা।

যে কবিতা শুনে তার ভেতরে অনায়াসেই সূর্যের শক্তি তৈরি হয়। যাদের হৃদয়ে এই সূর্যের শক্তি থাকে তাদের কোনো দাসত্বের শৃঙ্খলই বাঁধতে পারে না। কেননা, কবির কাছে শুধু কবিতাই সত্য আর সত্যই শক্তি।

- কবিতার প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছে বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের ইতিহাস। কবি এখানে মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সোচ্চার হয়েছেন বারবার।

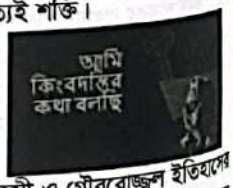

কবি তাঁর বক্তব্যে বাঙালি জাতির পূর্বপুরুষের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উপস্থাপন করেছেন। বাংলার ভূমিজীবী অনার্য ক্রীতদাসের লড়াই করে টিকে থাকার ইতিহাস উঠে এসেছে এখানে। কবি মুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে যুদ্ধের অপরিহার্যতাকে তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন, আমাদের পরাধীনতাই আমাদের ক্রীতদাস করে রেখেছে। তাই তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য

Step 1 কবি পরিচিতি

জন্ম : আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত বহেরচর-ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : আবদুল জব্বার খান। মাধ্যমিক : ম্যাট্রিক (১৯৪৮), ময়মনসিংহ জিলা স্কুল। উচ্চমাধ্যমিক : ইন্টারমিডিয়েট (১৯৫০), ঢাকা কলেজ। উচ্চতর শিক্ষা : বি. এ অনার্স (১৯৫৩), এম. এ (১৯৫৪), ইংরেজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণা : Later Poems of Yeats : The influence of Upanishads (১৯৮১), কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য। ডিপ্লোমা : উন্নয়ন অর্থনীতি, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে বি.এ (সম্মান)-সহ এম.এ পাস করে কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রী এবং ১৯৮৪-তে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবস্থান বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। তাঁর কবিতার বিষয়ে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং এই বিষয়ক সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি একুশে পদকে ভূষিত হন। বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁকে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রদান করা হয়। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : 'সাত নরীর হার', 'কখনো রং কখনো সুর', 'কমলের চোখ', 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি', 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা', 'আমার সময়' প্রভৃতি। এছাড়া ইংরেজি ভাষায়ও তাঁর একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ মার্চ তিনি মারা যান।

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিধা, স্বীকৃতি ও সাহিত্যকর্ম

কর্মজীবন/পেশা	**লেকচারার :** ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পঞ্চাশের দশকে (১৯৫৭ সালে) পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। **সচিব :** বাংলাদেশ সচিবালয়; **মন্ত্রী :** কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২); **রাষ্ট্রদূত :** ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র; **মহাপরিচালক :** FAO, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল; **চেয়ারম্যান :** বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ; **ফেলো :** হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এবং জন এফ কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট।
পুরস্কার ও সম্মাননা	একুশে পদক (১৯৮৫), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯) ইত্যাদি।
	সাহিত্যকর্ম
কাব্যগ্রন্থ	সাত নরীর হার (১৯৫৫), কখনো রং কখনো সুর (১৯৭০), কমলের চোখ (১৯৭৪), আমি কিংবদন্তির কথা বলছি (১৯৮১), বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা, আমার সময়, সহিষ্ণু প্রতীক্ষা, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, নির্বাচিত কবিতা, মসৃণ কৃষ্ণগোলাপ (জীবিত অবস্থায় সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ)।
বিখ্যাত কবিতা	আমি কিংবদন্তির কথা বলছি, কোন এক মাকে।

ছন্দে ছন্দে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর রচনাসমূহ

- **কাব্যগ্রন্থ :** আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কমলের চোখ দিয়ে সাত নরীর হার দেখে বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা করতে গিয়ে হঠাৎ দেখে খাঁচার ভিতর অচিন পাখি সহিষ্ণু প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে নির্বাচিত কবিতার সকল কথা বলার আমার সময় নেই।

Step 3 কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- তিনি ইংরেজি সাহিত্যে বি.এ. (সম্মান) –সহ এম.এ. পাস করে কিছুদিন– **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচিত কাব্য 'সাত নরীর হার' প্রকাশিত হয়– **১৯৫৫ সালে।**
- তাঁর কবিতার বিষয়ে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে– **রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ।**
- তাঁর দুটি বিখ্যাত কবিতার নাম– **'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' ও 'কোন এক মাকে'।**
- রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং এ বিষয়ক সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি ভূষিত হন– **একুশে পদকে।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ছিলেন– **কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রী (১৯৮২)।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ– **সাত নরীর হার।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর পুরো নাম– **আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ খান।**
- তিনি যার আমলে মন্ত্রী ছিলেন– **স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের আমলে।**
- তিনি ছিলেন মূলত– **বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের মৌলিক কবি।**
- তাঁর জীবিত থাকা অবস্থায় সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ– **মসৃণ কৃষ্ণগোলাপ।**
- ➤ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ 'বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ' –এর যে পদে দায়িত্ব পালন করেন– **চেয়ারম্যান পদে।**
- ➤ তিনি বাংলাদেশ সচিবালয়ে– **সচিব পদে নিযুক্ত ছিলেন।**
- ➤ 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কাব্যগ্রন্থে কবিতা আছে– **৩৯টি।**
- ➤ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের **রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব** পালন করেন– **যুক্তরাষ্ট্রে।**
- ➤ **'কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা' এ বিখ্যাত লাইনটি আবু জাফর** ওবায়দুল্লাহর– **'কোন এক মাকে' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।**
- ➤ তাঁর 'কখনো রং কখনো সুর' প্রকাশিত হয়– **১৯৭০ সালে।**
- ➤ তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে– **দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন।**
- ➤ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ 'ফেলো' অর্জন করেন– **হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এবং জন এফ কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট থেকে।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি

Step 1 মূল কবিতা

মূল কবিতা

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল। ১
তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন
অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা বলতেন
পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।
জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা
কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা। ২
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে। ৩
আমি উচ্চারিত সত্যের মতো
স্বপ্নের কথা বলছি।
উনোনের আগুনে আলোকিত
একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি।
আমি আমার মায়ের কথা বলছি,
তিনি বলতেন প্রবহমান নদী
যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে। ৪
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে নদীতে ভাসতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি
গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি। ৫
ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়
যুদ্ধ আসে ভালোবেসে
মায়ের ছেলেরা চলে যায়,
আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না। ৬
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল
কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।
যে কর্ষণ করে
শস্যের সম্ভার তাকে সমৃদ্ধ করবে।
যে মৎস্য লালন করে
প্রবহমান নদী তাকে পুরস্কৃত করবে।
যে গভীর পরিচর্যা করে
জননীর আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায়ু করবে।
যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে
ইস্পাতের তরবারি তাকে সশস্ত্র করবে। ৭
দীর্ঘদেহ পুত্রগণ
আমি তোমাদের বলছি।
আমি আমার মায়ের কথা বলছি
বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
ভাইয়ের যুদ্ধের কথা বলছি
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।
আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি।
সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা
সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা
জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা
রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা। ৮
আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারবো
আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো। ৯

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

◈ **কিংবদন্তি**– জনশ্রুতি। লোকপরম্পরায় শ্রুত ও কথিত বিষয় যা একটি জাতির ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী।
◈ **পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত**– মানুষের ওপর অত্যাচারের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এখানে। সেই অত্যাচারের আঘাত যে এখনও তাজা রয়েছে তা বোঝাতে রক্তজবার প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আরও লক্ষণীয়, আঘাত রয়েছে পিঠে। অর্থাৎ, শত্রুরা ভীরু কাপুরুষের মতো পিছন থেকে আক্রমণ করেছে কিংবা বন্দি ক্রীতদাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মুক্ত মানুষের সঙ্গে সম্মুখ লড়াইয়ের বীরোচিত সাহস দেখায়নি।
◈ **শ্বাপদ**– হিংস্র মাংসাশী শিকারি জন্তু।
◈ **উনোনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালা**– আগুনে সবকিছু শুচি হয়ে ওঠে। তাই আগুনের উত্তাপে পরিশুদ্ধ হয়ে সকল গ্লানি মুছে ফেলে আলোয় ভরা মুক্তজীবনের প্রত্যাশা জানাতে উজ্জ্বল জানালার অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে।
◈ **বিচলিত স্নেহ**– আপনজনের উৎকণ্ঠা। মুক্তিযোদ্ধা মানুষের আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তাদের স্বজনরা চঞ্চল হন। ভালোবাসা আর শঙ্কা একসঙ্গে মিশে যায়।
◈ **ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়**– মুক্তি বা স্বাধীনতার প্রয়োজনে কখনো আত্মোৎসর্গ অনিবার্য হয়ে ওঠে। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য ছেড়ে যেতে হয় মাকে। মা, পরিবারকে ছাপিয়ে দেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসাকেই এখানে বোঝানো হয়েছে।
◈ **সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা**– সূর্য সকল শক্তির উৎস। তাই এই সর্বশক্তির আধারকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে মুক্তি অনিবার্য। কবির মতে, এই সামর্থ্য অর্জনের একমাত্র উপায় হলো কবিতা শোনা; কবিতাকে আত্মস্থ করা। কেননা, কবির কাছে শুধু কবিতাই সত্য আর সত্যই শক্তি।
◈ **ক্রীতদাস**– কেনা গোলাম। ◈ **অভ্যুত্থান**– সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পতন। ◈ **অতিক্রান্ত**– অতিক্রম করা হয়েছে এমন। ◈ **দীর্ঘদেহ পুত্রগণ**– বাংলামায়ের বলিষ্ঠ সন্তান।
◈ **পতিত**– অনাবাদি জমি। ◈ **দিগন্ত**– পৃথিবীর সীমা যেখানে আকাশের সাথে মিশেছে বলে মনে হয় বা দিকের শেষসীমা। ◈ **সে নদীতে ভাসতে পারে না**– আত্মশক্তি অর্জন করতে পারে না।
◈ **গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি**– সম্ভাবনার বিনষ্ট লক্ষ করা।
◈ **সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না**– সর্বশক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে মুক্তির অনিবার্যতা হৃদয়ে ধারণ করতে পারে না।

পাঠ পর্যালোচনা

০১। কবি পূর্বপুরুষের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এখানে তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল বলতে বাঙালির আদি পুরুষেরা যে কৃষিজীবী ছিল তা বোঝানো হয়েছে। আর তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল এ চরণাংশ দ্বারা বাঙালির ওপর হাজার বছরের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেই অত্যাচারের আঘাত যে এখনও তাজা রয়েছে তা বোঝাতেই রক্তজবার প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আরও লক্ষণীয়, আঘাত রয়েছে পিঠে। অর্থাৎ, শত্রুরা ভীরু কাপুরুষের মতো পিছন থেকে আক্রমণ করেছে কিংবা বন্দি ক্রীতদাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মুক্ত মানুষের সঙ্গে সম্মুখ লড়াইয়ের বীরোচিত সাহস দেখায়নি।

০২। বাঙালির আদি পুরুষেরা অতিক্রান্ত (গত, অতীত) পাহাড়-পর্বত, শ্বাপদসংকুল (হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ বা আচ্ছন্ন) বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে পতিত জমিকে চাষযোগ্য করে তুলেছিল। কবি এ কবিতা সত্য ও সুন্দরের কথা, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কথা এবং মুক্তির কথা বলে তাই জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি ইতিবাচক শব্দ বা কথা কবিতা। প্রতিটি শস্যদানার মধ্যে কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রম আর জীবনসংগ্রামের কাহিনি লুকিয়ে রয়েছে বলেই কবি সেগুলোকে কৃষকের জীবনকাব্য বলে অভিহিত করেছেন।

০৩। যে কবিতা শুনতে জানে না তার কাছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ডাক ঝড়ের আর্তনাদের মতোই মনে হয়। আর অত্যাচার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যেহেতু তার নেই সুতরাং সে দিগন্তের অধিকার অর্থাৎ মুক্তির পথ থেকে বঞ্চিত হয়ে সারাজীবন ক্রীতদাসই থেকে যাবে।

০৪। কবি উচ্চারিত সত্যের মতো স্বপ্নের কথা বলতে মুক্তির বা স্বাধীন হওয়ার কথা ব্যক্ত করে বলেছেন– আগুনের উত্তাপে সবকিছু পরিশুদ্ধ হয়ে সকল গ্লানি মুছে ফেললেই আলো ভরা মুক্তজীবনের প্রত্যাশা করা যায়। আর এ প্রত্যাশাকে কবি উজ্জ্বল জানালার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখানে মায়ের কথা বলতে অসাম্প্রদায়িক দেশমাতৃকার কথা বলা হয়েছে। যেখানে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্থান সমান।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...মরতে জানে, মায়ের সঙ্গে খেলা করা বলতে মুক্ত চিন্তা-চেতনার কথা বলা হয়েছে। আর মায়ের কোলে বসে গল্প শুনতে না পারা বলতে দেশমাতৃকার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তার বীর ঐতিহ্যগাথার ইতিহাস শুনতে পারে না। কবি এখানে কিংবদন্তির কথা বলতে জনশ্রুতির কথা বলেছেন। অর্থাৎ লোকপরম্পরায় শ্রুত ও কথিত বিষয় যা একটি জাতির ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে। আর বিগলিত স্নেহের কথা বলতে আপনজনের উৎকণ্ঠা বা মুক্তিপ্রত্যাশী মানুষের আসন্ন বিপদ, ভালোবাসা আর শঙ্কার কথা বলা হয়েছে।

দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত হলে জন্মদাত্রী মা প্রায়শ তুচ্ছ হয়ে যায়। কারণ দেশের প্রতি ভালোবাসার টানেই দেশ রক্ষার্থে আত্মীয়-পরিজন ত্যাগ করতে হয়। তাই যে কবিতা শুনতে জানে না সে তার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য, দেশকে মুক্ত করার জন্য, দেশকে ভালোবাসার জন্য যুদ্ধ করতে পারে না। এমনকি সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না। অর্থাৎ পুরো সূর্য দিয়ে স্বাধীনতাকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারে না।

কর্ষণ করলে শস্য, নদী ও গাভী তাকে অনিবার্যভাবে সমৃদ্ধ করবে। এমনকি জননীর আশীর্বাদ অর্থাৎ পৃথিবী ও প্রকৃতির ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবে না। যেমন পরিশ্রমের মৌলিকত্বে প্রজ্বলিত লোহাখণ্ড তাকে ইস্পাতের তরবারি দ্বারা সশস্ত্র বা অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করবে।

কবি পরবর্তী প্রজন্মকে দীর্ঘদেহ পুত্র বলে সম্বোধন করে তিনি তার মা তথা দেশের কথা, বোনের সম্ভ্রমহানি ও মৃত্যুর কথা, দেশের জন্য ভাইয়ের যুদ্ধের কথা বলেছেন। পরাধীনতার শৃঙ্খলকে কীভাবে সুন্দর অনিবার্য (যা এড়ানো যায় না) অভ্যুত্থানের (সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পতন) মধ্য দিয়ে ভাঙতে হবে কবিতা তার কথা বলে। অর্থাৎ সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠার নামই কবিতা। কবিতা শুধু ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত নয়, বরং তার প্রতিটি মুক্ত শব্দের মাধ্যমে রচিত হয় অন্যায়-অবিচার জুলুম আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বাণী।

পূর্বপুরুষেরা যুগে যুগে যেভাবে বীরত্বের মাধ্যমে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল। অন্যায়, জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এবং কবিতার অমর বাণী অর্থাৎ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিল ঠিক সেভাবে পরবর্তী প্রজন্মও তাদের স্বাধীনতা ও কবিতার কথা বলতে পারবে বলে কবির বিশ্বাস।

Step 2 পাঠ-পরিচিতি

- উৎস-পরিচিতি : কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা।
- কবিতাটির বিষয় ও আঙ্গিকগত অভিনবত্ব রয়েছে। আলোচ্য কবিতাটিতে উচ্চারিত হয়েছে ঐতিহ্যসচেতন শিকড়সন্ধানী মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির দৃপ্ত ঘোষণা। প্রকৃতপক্ষে, রচনার প্রেক্ষাপটে আছে বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস; এই জাতির সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের অনিন্দ্য অনুষঙ্গসমূহ। কবি এই কবিতায় পৌনঃপুনিকভাবে মানবমুক্তির স্বপ্নকে সোচ্চার হয়েছেন। কবির একান্ত প্রত্যাশিত মুক্তির প্রতীক হয়ে উপস্থাপিত হয় একটি বিশেষ শব্দবন্ধ 'কবিতা'। কবি তাঁর পূর্বপুরুষের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা পুনরুল্লেখের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। কবির বর্ণিত এই ইতিহাস মাটির কাছাকাছি মানুষের ইতিহাস; বাংলার ভূমিজীবী অনার্য ক্রীতদাসের লড়াই করে টিকে থাকার ইতিহাস। কবিতা ও সত্যের অভেদকল্পনার মধ্য দিয়ে কবি নিয়ে আসেন মায়ের কথা, বোনের মৃত্যুর কথা, ভাইয়ের যুদ্ধের কথা, পরিবারের কথা। কবি এ-ও জানেন মুক্তির পূর্বশর্ত যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধে পরিবার থেকে দূরে সরে যেতে হয় ভালোবাসার জন্য, তাদেরকে মুক্ত করার জন্যই তাদের ছেড়ে যেতে হয়। এই অমোঘ সত্য কবি জেনেছেন আমাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাস থেকে।
- কবিতাটির রসোপলব্ধির অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো এর আঙ্গিক বিবেচনা। এক্ষেত্রে, প্রথমেই যে বিষয়টি পাঠককে নাড়া দেয় তা হলো, একই ধাঁচের বাক্যের বারংবার ব্যবহার। কবি একদিকে "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" পঙ্‌ক্তিটি বারংবার প্রয়োগ করেছেন, অপরদিকে "যে কবিতা শুনতে জানে না/সে..." কাঠামোর পঙ্‌ক্তিমালার ধারাবাহিক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে কবিতা আর মুক্তির আবেগকে একত্রে শিল্পরূপ প্রদান করেছেন। এখানে 'কিংবদন্তি' শব্দবন্ধটি হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যের প্রতীক। কবি এই নান্দনিক কৌশলের সঙ্গে সমন্বিত করেছেন হৃদয়স্পর্শী চিত্রকল্প। একটি কবিতার শিল্পসার্থক হয়ে ওঠার পূর্বশর্ত হলো হৃদয়স্পর্শী চিত্রকল্পের যথোপযুক্ত ব্যবহার। চিত্রকল্প হলো এমন শব্দছবি যা কবি গড়ে তোলেন এক ইন্দ্রিয়ের অনুভবকে অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে করিয়ে কিংবা একাধিক ইন্দ্রিয়ের সম্মিলিত আশ্রয়ে; আর তা পাঠক-হৃদয়ে সংবেদনা জাগায় ইন্দ্রিয়াতীত বোধের প্রকাশসূত্রে। চিত্রকল্প নির্মাণের অন্যতম শর্ত হলো অভিনবত্ব। এ সকল মৌল শর্ত পূরণ করেই আলোচ্য কবিতায় চিত্রকল্পসমূহ নির্মিত হয়েছে। কবি যখন বলেন : "কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা"; তখন এই ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীতের দ্যোতনাই সঞ্চারিত হয়। নিবিড় পরিশ্রমে কৃষকের ফলানো শস্য একান্তই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি অনুষঙ্গ। কিন্তু এর সঙ্গে যখন কবিতাকে অভেদ কল্পনা করা হয় তখন কেবল ইন্দ্রিয় দিয়ে একে অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। সার্বিক বিবেচনায় কবিতাটি বিষয় ও আঙ্গিকের সৌকর্যে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সংযোজন।
- প্রথম পঙ্‌ক্তি- আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
- শেষ পঙ্‌ক্তি- আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।
- ছন্দ: কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। প্রচলিত ছন্দের বাইরে গিয়ে এটি প্রাকৃতিক তথা স্বাভাবিক ছন্দ।

Step 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য

সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ

পুরঃ + কার = পুরস্কার	উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল
শ্বন্ + পদ = শ্বাপদ	অভি + উত্থান = অভ্যুত্থান
কিম্ + বদন্তি = কিংবদন্তি	উৎ + চারণ = উচ্চারণ
দিক্ + অন্ত = দিগন্ত	আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ
স্ব + অধীন = স্বাধীন	সম্ + গীত = সংগীত
দীর্ঘ + আয়ু = দীর্ঘায়ু	সম্ + তান = সন্তান

প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয়

√কৃষ্ + ণিচ্ + ত = কর্ষিত	অতি + √ক্রম্ + ত = অতিক্রান্ত
√শব্দ্ + অ = শব্দ	সুরভি + অ = সৌরভ
√স্বপ্ + ন = স্বপ্ন	অধি + √কৃ + অ = অধিকার
√বঞ্চ্ + ত = বঞ্চিত	কবি + তা = কবিতা
√খেল্ + অ + আ = খেলা	বি + √চল্ + ত = বিচলিত

সমাস নির্ণয়

ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
লৌহ নির্মিত খণ্ড	লৌহখণ্ড	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ক্রীত যে দাস	ক্রীতদাস	সাধারণ কর্মধারয়
জবা রক্তের ন্যায়	রক্তজবা	উপমিত কর্মধারয়
সু যে পুরুষ	সুপুরুষ	সাধারণ কর্মধারয়
পূর্বে জন্মেছে যে পুরুষ	পূর্বপুরুষ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
জন্ম পর্যন্ত	আজন্ম	অব্যয়ীভাব
অস্ত্রের সহিত বর্তমান	সশস্ত্র	সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
পলি মিশ্রিত মাটি	পলিমাটি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
করের তল	করতল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
নিবারণ করা যায় না যা	অনিবার্য	উপপদ তৎপুরুষ
শস্যের দানা	শস্যদানা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
কিংবদন্তি	কিংবদোন্‌তি	প্রবহমান	প্রোবহোমান্
পতিত	পোতিতো	আর্তনাদ	আর্‌তোনাদ্
অরণ্য	অরোন্‌নো	শ্বাপদ	শাপদ্
ক্রীতদাস	ক্রিতোদাশ্	জিহ্বা	জিউ্‌ভা
অভ্যুত্থান	ওব্‌ভুত্‌থান্	পুরস্কার	পুরোশ্‌কার্

শব্দের উৎস নির্দেশ

তৎসম	সন্তান, বঞ্চিত, আর্তনাদ, যুদ্ধ, সৌরভ, স্বপ্ন, সূর্য।
পর্তুগিজ	ইস্পাত, জানালা ।
ফারসি	আবাদ, জমি।

বানান সতর্কতা

বঞ্চিত, হৃৎপিণ্ড, ক্রীতদাস, স্নেহ, উজ্জ্বল, প্রবহমান, আজন্ম, শ্বাপদ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 3 MCQ প্রশ্নোত্তর

Step 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. ইস্পাতের তরবারি কাকে সশস্ত্র করবে?
ক) যে কর্ষণ করে খ) যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে
গ) যে যুদ্ধে যায় ঘ) যে মৎস্য পালন করে উ: (খ)

০২. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে কোথায় যোগদান করেন?
ক) সিভিল সার্ভিস খ) বিশ্বব্যাংক
গ) নৈশ বিদ্যালয়ে ঘ) জাতিসংঘে উ: (ক)

০৩. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবির একান্ত প্রত্যাশিত মুক্তির প্রতীক হিসেবে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) পূর্বপুরুষ খ) মা গ) ভাই ঘ) কবিতা উ: (ঘ)

০৪. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'রক্তজবা' ফুলের কথা কয়বার উল্লেখ রয়েছে?
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫ উ: (খ)

০৫. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কতকাল ক্রীতদাস থাকবে?
ক) আজন্ম খ) ১০ বছর
গ) ২০ বছর ঘ) ৩০ বছর উ: (ক)

০৬. সন্তানের জন্য কারা মরতে পারে না?
ক) যে গান গাইতে পারে না খ) যে কবিতা শুনতে জানে না
গ) যে দেশকে ভালোবাসতে জানে না ঘ) যে মাটিকে সম্মান দিতে জানে না উ: (খ)

০৭. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' বাক্যটি কয়বার ব্যবহার করা হয়েছে?
ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪ উ: (খ)

০৮. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'যে কবিতা শুনতে জানে না' বাক্যটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) ৭ খ) ৮ গ) ৯ ঘ) ১০ উ: (গ)

০৯. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি' বাক্যটি কতবার ব্যবহার হয়েছে?
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫ উ: (খ)

১০. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর সৃষ্টিশীল বোধের গভীরতায় বাঙালির কী ধারণ করেছিলেন?
ক) আবেগ ও অনুভূতি খ) ইতিহাস
গ) ঐতিহ্য ঘ) যুক্তি উ: (ক)

১১. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য প্রথম কোন পুরস্কার লাভ করেন?
ক) একুশে পদক খ) বাংলা একাডেমি
গ) নজরুল একাডেমি ঘ) অগ্রণী ব্যাংক উ: (ক)

১২. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক) বিদ্রোহের আঘাত খ) সংগ্রামের ইতিহাস
গ) অত্যাচারের আঘাত ঘ) বাঙালির আর্তনাদ উ: (গ)

১৩. যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে ইস্পাতের তরবারি তাকে কী করবে?
ক) শাণিত খ) শক্তিশালী
গ) বেপরোয়া ঘ) সশস্ত্র উ: (ঘ)

১৪. কবির পূর্বপুরুষ পিঠে রক্তজবার ক্ষত নিয়েও কী ধ্বনিত করে?
ক) শান্তির গান খ) মুক্তির গান
গ) সুখের গান ঘ) বিজয়ের গান উ: (খ)

১৫. কবির পূর্বপুরুষ কার সাথে লড়াই করে মৃত্যুঞ্জয়ী বলিষ্ঠতায় অবিরাম এগিয়ে চলে?
ক) প্রকৃতির খ) মৃত্যুর
গ) জীবনের ঘ) বিদ্রোহের উ: (ক)

১৬. কবির মতে সকল অভ্যুত্থান, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের বাহন কী?
ক) কবিতা খ) যোগ্য নেতা
গ) আদর্শ মাতা ঘ) পূর্বপুরুষের আদর্শ উ: (ক)

১৭. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার রসোপলব্ধির অবিচ্ছেদ্য অংশ কী?
ক) বিষয় খ) আঙ্গিক বিবেচনা
গ) নাটকীয়তা ঘ) সংলাপধর্মিতা উ: (খ)

১৮. 'তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন' এখানে তিনি কে?
ক) আমাদের উত্তরপুরুষ খ) আমাদের পূর্বপুরুষ
গ) আমাদের মাতৃপুরুষ ঘ) আমাদের ভবিষ্যৎ পুরুষ উ: (খ)

১৯. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার আলোকে মুক্তির সামর্থ্য অর্জনের একমাত্র উপায় কোনটি?
ক) গল্প শোনা খ) গান শোনা গ) কবিতা শোনা ঘ) কবিতা পাঠ

২০. লোকপরম্পরায় শ্রুত বিষয়কে এক কথায় কী বলা হয়?
ক) লোকশ্রুতি খ) কিংবদন্তি
গ) শ্রুতিময় ঘ) শ্রুতিমধুর

২১. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
ক) বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস খ) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
গ) বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ঘ) বাঙালির দুঃসাহস

২২. কবিতাটিতে উনোনের আগুনে আলোকিত উজ্জ্বল জানালা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক) মুক্ত প্রকৃতি খ) গরম বাতাস
গ) আলোকিত পৃথিবী ঘ) বিধ্বস্ত পৃথিবী

২৩. 'অরণ্য' এবং 'শ্বাপদ' কীসের প্রতীক?
ক) বিপদের খ) সতর্কতার
গ) রোমাঞ্চের ঘ) পরিশ্রমের

২৪. যে কবিতা শুনতে জানে না সে ভালোবেসে কোথায় যেতে পারে না?
ক) যুদ্ধে খ) গ্রামে গ) আন্দোলনে ঘ) বিদেশে

২৫. বাংলা ভাষা ছাড়াও অন্য কোন ভাষায় আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে?
ক) ফারসি খ) হিন্দি গ) ইংরেজি ঘ) আরবি

২৬. নিচের কোনটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচিত কাব্যগ্রন্থ নয়?
ক) বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা খ) কমলের চোখে
গ) বিধ্বস্ত নীলিমা ঘ) আমার সময়

২৭. কোন বিষয়ে পুস্তক রচনার জন্য আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ *একুশে পদকে* ভূষিত হন?
ক) মুক্তিযুদ্ধ খ) গণঅভ্যুত্থান
গ) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ঘ) স্বদেশপ্রেম

২৮. 'আমি উচ্চারিত সত্যের মতো স্বপ্নের কথা বলছি।' এ চরণের 'স্বপ্ন' শব্দটির সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অর্থ কোনটি?
ক) নিদ্রিত অবস্থায় কোনো বিষয়ের প্রত্যক্ষ অনুভব
খ) নিদ্রিত অবস্থায় অনুভব বিষয়
গ) নিদ্রিত অবস্থায় মনের ক্রিয়া
ঘ) স্বপ্ন অথচ মিথ্যে নয়

২৯. 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা' কোন কবির কাব্যগ্রন্থ?
ক) জীবনানন্দ দাশ খ) আহসান হাবীব
গ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ঘ) শামসুর রাহমান

৩০. 'আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারব' চরণটিতে কবিমনের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক) আনন্দ খ) বিস্ময় গ) শঙ্কা ঘ) হতাশা

৩১. মানুষের উপর অত্যাচারের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে কোন পঙক্তিটিতে?
ক) সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না খ) তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল
গ) সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে ঘ) সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে

৩২. কাকে প্রবহমান নদী পুরস্কৃত করবে?
ক) যে নৌকা চালায় খ) যে কর্ষণ করে
গ) যে গাভীর পরিচর্যা করে ঘ) যে মৎস্য পালন করে

৩৩. 'আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি' পঙক্তিটিতে 'বিচলিত' শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক) নিত্যতা খ) উদ্বিগ্ন
গ) উচ্চারণযোগ্য ঘ) দিব্য

৩৪. হিংস্র মাংসাশী শিকারি জন্তুকে কী বলা হয়?
ক) দৈত্য খ) দানব গ) শ্বাপদ ঘ) অসুর

৩৫. 'চিত্রকল্প' কী?
ক) শব্দের ছবি খ) ছবির দৃশ্য
গ) ছন্দের ধারা ঘ) রূপরেখা

৩৬. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কী শুনবে?
ক) পাখির কলকাকলি খ) কলের গান
গ) ঝড়ের আর্তনাদ ঘ) অস্ত্রের শব্দ

CamScanner

[illegible] হরণ করলে মুক্তি অনিবার্য, কারণ–
[illegible] ⓚ শত্রুদের ক্ষয় হওয়ায়
[illegible] ⓖ তার আশীর্বাদ থাকায় উ: (ক)

[illegible] যাকে ছেড়ে যুদ্ধে যায় কেন?
[illegible] ⓚ অভিমান করে
[illegible] ⓖ মায়ের আদর্শে উ: (গ)

[illegible] 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় আমাদের পূর্বপুরুষদের পিঠে রক্তজবার মতো [illegible] কেন?
[illegible] ⓚ তারা ক্রীতদাস ছিলেন বলে
[illegible] ⓖ তারা অভিশপ্ত ছিলেন বলে উ: (ক)

[illegible] কবিতাটিতে উচ্চারিত হয়েছে ঐতিহ্যসচেতন শিকড়সন্ধানী মানুষের সার্বজনীন [illegible]
[illegible] ⓚ আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
[illegible] ⓖ সেই অন্ধ উ: (ক)

[illegible] 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় পর্বতবতী বোনের মৃত্যু কীসের প্রতীক?
[illegible] ⓚ অতীত ঐতিহ্য
[illegible] ⓖ নিপীড়নের চিত্র উ: (ক)

[illegible] 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় মুক্তির পূর্বশর্ত কী?
[illegible] ⓚ সাহসী
[illegible] ⓖ স্বাধীনতা উ: (গ)

[illegible] 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল' বলতে [illegible] কোনটিকে নির্দেশ করেছেন?
[illegible] ⓚ ভালোবাসার মুহূর্ত
[illegible] ⓖ কৃষি সভ্যতা উ: (গ)

[illegible] 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় উজ্জ্বল জানালার অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে কেন?
[illegible] প্রত্যাশা জানাতে ⓚ আনন্দের উচ্ছ্বাস বোঝাতে
[illegible] ⓖ শুচি হওয়ার জন্য উ: (ক)

[illegible] প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা' এখানে প্রকাশিত হয়েছে–
[illegible] ⓚ দৃপ্ত শপথ
[illegible] ⓖ ঘুরে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার উ: (খ)

[illegible] উনোনের আগুনের আলোকে আলোকিত একটি জানালার কথা বলেছেন?
[illegible] ⓚ পবিত্রতার জন্য
[illegible] ⓖ চিন্তার জন্য উ: (গ)

[illegible] বিচলিত স্নেহের কথা বলেছেন?
[illegible] ⓚ শঙ্কায়
[illegible] ⓖ কল্পনায় উ: (খ)

[illegible] 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি কার যুদ্ধে যাবার কথা বলেছেন?
[illegible] ⓚ ভাইয়ের
[illegible] ⓖ নিজের উ: (খ)

[illegible] এর সমার্থক শব্দ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় নিচের কোনটি?
[illegible] ⓚ মহীধর
[illegible] ⓖ শৈল উ: (ক)

[illegible] ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না?
[illegible] কবিতার ব্যঞ্জনা জানা নেই বলে ⓚ কবিতার আকৃতি জানে না বলে
[illegible] কবিতার মর্ম জানা নেই বলে ⓖ কবিতার বিপ্লবী ভাব বোঝে না বলে উ: (ক)

[illegible] 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় আঘাতের তীব্রতা বোঝাতে নিচের কোন শব্দের [illegible]
[illegible] ⓚ কর্ষণ
[illegible] ⓖ ক্রীতদাসের কান্না উ: (ক)

[illegible] একটি শস্যদানা কী?
[illegible] ⓚ স্লোগান
[illegible] ⓖ গদ্য উ: (গ)

[illegible] নির্মাণের পূর্বশর্ত কী?
[illegible] ⓚ চরিত্র নির্বাচন
[illegible] বিবরণ ⓖ অভিনবত্ব উ: (খ)

[illegible] কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারব, আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার [illegible] পারব' আলোচ্য অংশটিতে তাঁর বলতে কী বোঝায়?
[illegible] মানুষ ⓚ কবি
[illegible] ⓖ জন্মভূমি উ: (ক)

৫৫. কবির পূর্বপুরুষরা কবিতার অনুরক্ত ছিলেন কেন?
ⓚ বিদুষী ছিলেন বলে ⓑ [illegible] ছিলেন বলে
ⓖ [illegible] ছিলেন বলে ⓘ পরিশ্রমী ছিলেন বলে উ: (গ)

৫৬. যে কবিতা শুনতে জানে না, সে কার সঙ্গে খেলা করতে পারে না?
ⓚ শিশুর সঙ্গে ⓑ [illegible] সঙ্গে
ⓖ [illegible] সঙ্গে ⓘ মায়ের সঙ্গে উ: (গ)

৫৭. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কখন বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন?
ⓚ ১৯৭৬ সালে ⓑ ১৯৭৯ সালে
ⓖ ১৯৮০ সালে ⓘ ১৯৮৭ সালে উ: (খ)

৫৮. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কাব্যগ্রন্থ নিচের কোনটি?
ⓚ [illegible] ⓑ [illegible]
ⓖ [illegible] ⓘ বিদীর্ণ দর্পণে মুখ উ: (ঘ)

৫৯. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবির পূর্বপুরুষ কীসের কথা বলতেন?
ⓚ রক্তজবা ⓑ শস্যদানা
ⓖ পলিমাটি ⓘ অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা উ: (ঘ)

৬০. কবির পূর্বপুরুষের পলিমাটির সৌরভ ছিল কোথায়?
ⓚ পিঠে ⓑ করতলে ⓖ শস্যদানায় ⓘ মাটিতে উ: (খ)

৬১. পূর্বপুরুষ অরণ্য এবং কীসের কথা বলতেন?
ⓚ শ্বাপদের ⓑ [illegible]
ⓖ ঝরনা ⓘ পাহাড়ি পথ উ: (ক)

৬২. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কার কথা বলেছেন?
ⓚ ঐতিহাসিকদের ⓑ [illegible]
ⓖ সাহিত্যিকদের ⓘ পূর্বপুরুষদের উ: (ঘ)

৬৩. কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর মতে, যুদ্ধ কীসের পূর্বশর্ত?
ⓚ মুক্তির ⓑ পরিশ্রমের ⓖ অর্থের ⓘ ধৈর্যের উ: (ক)

৬৪. পূর্বপুরুষ কোন জমি আবাদের কথা বলতেন?
ⓚ দখলি জমি ⓑ পতিত জমি
ⓖ আবাদি জমি ⓘ ফসলি জমি উ: (খ)

৬৫. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কোন শব্দটি ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে?
ⓚ কবিতা ⓑ কিংবদন্তি
ⓖ পূর্বপুরুষ ⓘ ক্রীতদাস উ: (খ)

৬৬. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কীসের অধিকার থেকে বঞ্চিত?
ⓚ মানবিকতার ⓑ শিশুত্বের
ⓖ স্বাধীনতার ⓘ মুক্তির উ: (খ)

৬৭. কবি কীসের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলেছেন?
ⓚ খড়ের ⓑ দাবানলের
ⓖ উনোনের ⓘ হৃদয়ের উ: (গ)

৬৮. প্রবহমান নদীর কথা কে বলেছেন?
ⓚ কবির মা ⓑ কবির বাবা
ⓖ স্বয়ং কবি ⓘ কবির পূর্বপুরুষ উ: (ক)

৬৯. কবি কীসের স্নেহের কথা বলেছেন?
ⓚ বিচলিত ⓑ উদ্বেলিত
ⓖ তরল ⓘ আকাঙ্ক্ষা উ: (ক)

৭০. কোন ধরনের নদী যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে?
ⓚ উত্তাল ⓑ গতিহীন
ⓖ প্রবহমান ⓘ উচ্ছল উ: (গ)

৭১. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কার কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না?
ⓚ বাবার ⓑ দাদির
ⓖ মায়ের ⓘ বোনের উ: (গ)

৭২. কারা ভীরু কাপুরুষের মতো পেছন থেকে আক্রমণ করছে?
ⓚ মিত্ররা ⓑ শত্রুরা ⓖ ভণ্ডরা ⓘ শয়তানরা উ: (খ)

৭৩. যে কর্ষণ করে কী তাকে সমৃদ্ধ করবে?
ⓚ উর্বর জমি ⓑ শস্যের সম্ভার
ⓖ মালিক ⓘ মহাজন উ: (খ)

৭৪. কবি কেন তার পূর্বপুরুষের কথা বলেছেন?
ⓚ সাহসী ছিল বলে ⓑ নিপীড়িত হয়েছে বলে
ⓖ জমিদার ছিল বলে ⓘ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে বলে উ: (ঘ)

৭৫. কোন ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা?
ⓚ মা ⓑ শিল্পী ⓖ সুপুরুষ ⓘ আগন্তুক উ: (গ)

CS CamScanner

Step 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কবির পূর্বপুরুষ কেমন পাহাড়ের কথা বলতেন? [ব্যবসায় : ২৩-২৪]
ⓚ হিমালয় ⓚ অতিক্রান্ত
ⓖ সুরক্ষিত ⓖ অতিবিলম্বিত উ: (খ)

০২. যে কবিতা শুনতে জানে না, সে কার আর্তনাদ শুনবে? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪; ৭ কলেজ Science : ২০-২১]
ⓚ শিশুর ⓚ সিংহের
ⓖ বাতাসের ⓖ ঝড়ের উ: (খ)

০৩. 'আমার সময়' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে? [পুন: খ ১৮-১৯]
ⓚ দিলওয়ার ⓚ শামসুর রাহমান
ⓖ সুফিয়া কামাল ⓖ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ উ: (ঘ)

০৪. 'সমগ্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান ---' এ পঙ্ক্তির শূন্যস্থানে বসবে যে শব্দ- [খ ১৬-১৭]
ⓚ স্বাধীনতা ⓚ মুক্তি ⓖ কবিতা ⓖ সংগীত উ: (গ)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'যে কবিতা শুনতে জানে না
সে —— সঙ্গে খেলা করতে পারে না।' চরণটির শূন্যস্থানে কোন শব্দটি বসবে? [B : ২৩-২৪]
ⓚ শিশুর ⓚ মায়ের ⓖ সন্তানের ⓖ প্রকৃতির উ: (ঘ)

০২. নিচের কোন কবিতাংশটি শুদ্ধ? [C : ২৩-২৪]
ⓚ জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা।
ⓚ কর্ষিত জমির প্রতিটি ফসল কবিতা।
ⓖ নিগ্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা।
ⓖ বাক্যযন্ত্রে উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা। উ: (ক)

০৩. 'যে কবিতা শুনতে জানে না' কবির ভাষায় সে আজন্ম কী থেকে যাবে? [C : ২৩-২৪; বেরোবি C ১৬-১৭]
ⓚ বিতাড়িত ⓚ নির্বাসিত ⓖ ক্রীতদাস ⓖ অবিনীত উ: (গ)

০৪. "আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি"- অংশটুকু কোন লেখার? [E : ২৩-২৪; চবি D১৭-১৮]
ⓚ আমি কিংবদন্তির কথা বলছি ⓚ আঠারো বছর বয়স
ⓖ সাম্যবাদী ⓖ জীবন-বন্দনা উ: (ক)

০৫. 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ কোনটি? [E : ২৩-২৪; কুবি C ১৮-১৯; বেরোবি A১৭-১৮; A ১৬-১৭]
ⓚ নজির ⓚ জনশ্রুতি ⓖ শ্বাপদ ⓖ পরিচয় উ: (খ)

০৬. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [B ১৯-২০]
ⓚ গদ্য ⓚ সমচরণ ⓖ মাত্রাবৃত্ত ⓖ অক্ষরবৃত্ত উ: (ক)

০৭. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতায় বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে-[C ১৯-২০]
ⓚ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ ⓚ মানবীয় সংকট ও সম্ভাবনা
ⓖ শোষিত নিপীড়িত মেহনতি মানুষ ⓖ সমাজ ও রাজনীতি উ: (ক)

০৮. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর মতে, যে কবিতা শুনতে জানে না সে কীসের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে? [C ১৯-২০]
ⓚ সমৃদ্ধির অধিকার ⓚ দিগন্তের অধিকার
ⓖ শিল্পের অধিকার ⓖ সংস্কৃতির অধিকার উ: (ঘ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কমলের চোখ' আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর একটি- [B1 : ২৩-২৪]
ⓚ নাটক ⓚ উপন্যাস
ⓖ কাব্য ⓖ গল্পগ্রন্থ উ: (গ)

০২. "ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়।" কোন কবিতার পঙ্ক্তি? [B ২২-২৩]
ⓚ 'আঠারো বছর বয়স' ⓚ 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়'
ⓖ 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' ⓖ 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' উ: (ঘ)

০৩. 'সমগ্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান' কী? [D ২২-২৩]
ⓚ নাটক ⓚ মুক্তিযুদ্ধ ⓖ কবিতা ⓖ ভাষা আন্দোলন উ: (গ)

০৪. আমাদের পূর্বপুরুষের করতলে কোন মাটির সৌরভ ছিল? [B1 ২২-২৩]
ⓚ বেলে ⓚ দো-আঁশ মাটি ⓖ পলিমাটি ⓖ এঁটেল মাটি উ: (গ)

০৫. নিচের কোন কবির কবিতায় 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ' বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে? [D : ২১-২২]
ⓚ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ⓚ সৈয়দ শামসুল হক
ⓖ আল মাহমুদ ⓖ শহীদ কাদরী উ: (ক)

০৬. 'সমগ্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা' পঙ্ক্তিটি কোন কবির রচনা? [B1 : ২১-২২]
ⓚ সুকান্ত ভট্টাচার্য ⓚ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
ⓖ সিকান্দার আবু জাফর ⓖ শামসুর রাহমান উ: [illegible]

০৭. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি'- কবিতাটিতে কোন ঐতিহাসিক পটভূমি স্থান পেয়েছে? [B : ২১-২২]
ⓚ ভাষা আন্দোলন ⓚ গণ-অভ্যুত্থান ⓖ মুক্তিযুদ্ধ ⓖ নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন উ: [illegible]

০৮. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কিংবদন্তি কীসের প্রতীক? [B : ২১-২২]
ⓚ গৌরবের ⓚ আনন্দের ⓖ ঐতিহ্যের ⓖ বেদনার উ: [illegible]

০৯. 'তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো — ছিলো' শূন্যস্থানে কী হবে? [B : ২১-২২]
ⓚ ফুল ⓚ রঙ ⓖ বেদনা ⓖ ক্ষত উ: [illegible]

১০. 'সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা' কোন কবিতার চরণ? [B ১৯-২০]
ⓚ ঐকতান ⓚ রক্তে আমার অনাদি অস্থি
ⓖ আমি কিংবদন্তির কথা বলছি ⓖ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ উ: [illegible]

১১. 'তার পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল' পঙ্ক্তিটি কোন কবিতার? [G ১৬-১৭]
ⓚ লোক-লোকান্তর ⓚ সাম্যবাদী
ⓖ আমি কিংবদন্তির কথা বলছি ⓖ তাহারেই পড়ে মনে উ: [illegible]

১২. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া? [B1 ১৬-১৭]
ⓚ সাত নরীর হার ⓚ বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা
ⓖ আমি কিংবদন্তির কথা বলছি ⓖ খাঁচার ভিতর অচিন পাখি উ: [illegible]

১৩. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় শুদ্ধতার প্রতীক কোনটি? [D3 ১৬-১৭]
ⓚ মাটি ⓚ পর্বত ⓖ আগুন ⓖ পানি উ: [illegible]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. পিঠে রক্তজবার মতো দাগ ছিলো কার? [A : ২৩-২৪]
ⓚ বাঙালির ⓚ ক্রীতদাসের ⓖ শ্রমিকের ⓖ শোষিতের উ: [illegible]

০২. কবির পূর্বপুরুষদের পিঠে কীসের সৌরভ ছিল? [C : ২৩-২৪]
ⓚ পলিমাটি ⓚ রক্তজবা ⓖ শস্যদানা ⓖ শ্বাপদের উ: [illegible]

০৩. 'সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধারণ' করতে হলে- [C ২২-২৩]
ⓚ পড়ালেখা করতে হবে ⓚ ইতিহাস জানতে হবে
ⓖ জ্ঞান অর্জন করতে হবে ⓖ কবিতা শুনতে হবে উ: [illegible]

০৪. 'জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ'- [১৮-১৯]
ⓚ কবিতা ⓚ গল্প
ⓖ উপন্যাস ⓖ নাটক উ: [illegible]

০৫. কবি উচ্চারিত সত্যের মতো কীসের কথা বলেছেন? [B ১৭-১৮]
ⓚ আকাঙ্ক্ষার ⓚ কল্পনার
ⓖ প্রত্যাশার ⓖ স্বপ্নের উ: [illegible]

০৬. 'তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।' লাইনটি কোন কবির? [ইবি B১৮-১৯]
ⓚ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ⓚ সিকান্দার আবু জাফর
ⓖ হাসান হাফিজুর রহমান ⓖ সুফিয়া কামাল উ: [illegible]

০৭. কোন কবি রাষ্ট্রদূত ছিলেন? [I১৭-১৮; B১৭-১৮; জাককানইবি AL ১৭-১৮]
ⓚ আসাদ চৌধুরী ⓚ সিকদার আমিনুল হক
ⓖ শহীদ কাদরী ⓖ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ উ: [illegible]

০৮. যে কর্ষণ করে তাকে কী বলে? [A ১৬-১৭]
ⓚ কৃষক ⓚ কামার
ⓖ কাঁসারি ⓖ রাখাল উ: [illegible]

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'কিংবদন্তি' শব্দটি কীসের প্রতীক? [A : ২৩-২৪; রাবি A ২২-২৩]
ⓚ ঐতিহ্যের ⓚ উল্লাসের ⓖ বিদ্রোহের ⓖ তারুণ্যের উ: [illegible]

০২. রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কী? [C ২২-২৩]
ⓚ স্লোগান ⓚ কবিতা
ⓖ নাটক ⓖ সংগীত উ: [illegible]

CamScanner

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'যে কবিতা শুনতে জানে না/সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে' কবিতাংশে 'কবিতা' শব্দটি কীসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে? [B ১৭-১৮]
ⓚ ঐতিহ্যকথা ⓛ সত্যবাণী ⓜ মুক্তির আহ্বান ⓝ শান্তির সুর উ: গ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কোন ধরনের রচনা? [B ১৯-২০]
ক কবিতা খ গল্প গ নাটক ঘ ছড়া উ: ক

০২. 'তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল।' চরণটি কোন কবিতার? [B ১৭-১৮]
ক আমি কিংবদন্তির কথা বলছি খ রক্তে আমার অনাদি অস্থি
গ এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে ঘ তাহারেই পড়ে মনে উ: ক

০৩. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কবি বিচলিত স্নেহ' বলতে কী বুঝিয়েছেন? [H ১৭-১৮]
ক স্নেহের অভাব খ আপনজনের স্নেহ
গ স্নেহের আশঙ্কা ঘ আপনজনের উৎকণ্ঠা উ: ঘ

০৪. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটিতে কোন ভাবটি মুখ্য হয়ে উঠেছে? [C ১৬-১৭]
ক শাসকদের প্রতি সকলের নতজানু হওয়া খ শাসকশ্রেণি সম্পর্কে জনমনে ব্যাপক ভীতি
গ পূর্ব-পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ঘ স্বাধীনতা রক্ষা করতে না পারার আশঙ্কা
উ: গ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি —— কবিতা।' শূন্যস্থানে কী বসবে? [C ১৯-২০]
ক শব্দমালা খ সত্য গ সত্য শব্দ ঘ শব্দরাশি উ: গ

০২. কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন? [C ১৬-১৭]
ক শিক্ষা খ অর্থনীতি গ সংস্কৃতি ঘ কৃষি ও পানিসম্পদ উ: ঘ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন? [D ১৮-১৯]
ক বালকাঠি খ সরূপকাঠি গ ক্ষুদ্রকাঠি ঘ বাবুকাঠি উ: গ

০২. 'জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা' লাইনটি কোন কবিতার অংশ? [D ১৮-১৯]
ক আঠারো বছর বয়স খ সাম্যবাদী
গ আমি কিংবদন্তির কথা বলছি ঘ সেই অস্ত্র উ: গ

০৩. কোন কাব্যগ্রন্থটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচিত? [D ১৭-১৮]
ক সাত নরীর হার খ আসমানের কান্না
গ বন্দী শিবির থেকে ঘ মায়া কাজল উ: ক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় যে পুরাণের কথা বলা হয়েছে তার হলেন— [C ১৮-১৯]
ক কুৎসিত খ দীর্ঘদেহী গ স্থূলদেহী ঘ খর্বদেহী উ: খ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি'— কবিতায় আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর পূর্ব-পুরুষের পিঠে 'রক্ত জবার মতো ক্ষত ছিল' কথাটি কেন বলেছেন? [FASS : ২৩-২৪]
ক তারা ক্রীতদাস ছিল খ তারা দরিদ্র ছিল
গ তারা শিকারি ছিল ঘ তারা দুর্বল ছিল উ: ক

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবির পূর্বপুরুষের করতলে কীসের সৌরভ ছিল? [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ক ফসলের খ ফুলের গ পলিমাটির ঘ রক্তজবার উ: গ

০২. 'তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল' ; কারণ— [বাণিজ্য ২২-২৩]
ক তিনি অরণ্য ও শ্বাপদের কথা বলতেন খ তিনি কিংবদন্তির কথা বলতেন
গ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন ঘ তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
উ: গ

০৩. কবির পূর্বপুরুষের দেহে কোথায় রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল? [Humanities : ২০-২১]
ক বুকে খ গলায় গ পিঠে ঘ পায়ে উ: গ

Step 3 নার্সিং/বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ কোন কবির কবিতার বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে? [২২-২৩]
ক রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ সুফিয়া কামাল ঘ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ উ: ঘ

০২. 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ কী? [২২-২৩; ৭ কলেজ বিজ্ঞান ও মানবিক ২২-২৩]
ক ঐতিহ্য
খ জনশ্রুতি
গ গুরুত্বপূর্ণ
ঘ সুনাম
উ: খ

Step 4 HSC বোর্ড পরীক্ষা ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ০১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়,
অভাগা মানুষ যেন জেগে ওঠে আবার এ আশায়
যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়,
আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায়
দিবে ডাক, "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?"

০১. উদ্দীপকে প্রতিফলিত চেতনা ব্যক্ত হয়েছে নিচের কোন চরণে? [য. বো. ২৪]
ক আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি খ সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে
গ কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা
ঘ রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা
উ: ঘ

০২. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [রা. বো. ২৪]
ক স্বরবৃত্ত খ অক্ষরবৃত্ত
গ মাত্রাবৃত্ত ঘ গদ্যছন্দ উ: ঘ

০৩. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কোন শব্দটি মুক্তির প্রতীক হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে? [দি. বো. ২৪]
ক কিংবদন্তি খ সংস্কৃতি
গ কবিতা ঘ পূর্বপুরুষ উ: গ

০৪. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় সূর্যকে হৃদপিণ্ডে ধরে রাখার মাধ্যমে কোন চেতনা প্রকাশ পায়? [দি. বো. ২৪]
ক নব তারুণ্যের চেতনা খ স্বাধীনতার চেতনা
গ প্রতিশোধ নেওয়ার চেতনা ঘ আত্মরক্ষার চেতনা উ: খ

০৫. 'তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল' 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার চরণটিতে বোঝানো হয়েছে পূর্বপুরুষের— [ঢা. বো. '১৬]
ক দাসত্ব খ শ্রমনিষ্ঠা গ ভূমিনির্ভরতা ঘ মৃত্তিকাসংলগ্নতা উ: ঘ

০৬. 'কবিতা'-কে কবি কী বলে অভিহিত করেছেন? [রা. বো. '১৬]
ক অতিক্রান্ত পাহাড় খ উনোনের আগুন
গ কর্ষিত জমির শস্যদানা ঘ পলিমাটির সৌরভ উ: গ

০৭. 'একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি' এখানে 'উজ্জ্বল জানালা' কীসের প্রতীক? [ব. বো. '১৬]
ক স্বাধীনতার সূর্য খ জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ
গ চিন্তার স্বাধীনতা ঘ মুক্ত জীবনের প্রত্যাশা উ: ঘ

০৮. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়' চরণটির তাৎপর্য কী? [চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯]
ক মায়ের ছেলেদের চলে যাওয়া খ মায়ের গল্প শুনতে না পারা
গ ছেলের জন্য মায়ের উৎকণ্ঠা ঘ দেশের জন্য সন্তানের মায়াত্যাগ উ: ঘ

০৯. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বিচলিত স্নেহ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? [ব. বো. '১৬]
ক কপট মায়া খ লোকদেখানো আদর
গ আপনজনের উৎকণ্ঠা ঘ সন্ত্রস্ত ভালোবাসা উ: গ

১০. 'আমি যেখানেই থাকি, যেমন থাকি, সর্বদা মনে বাংলাদেশকেই লালন করি' উল্লিখিত অংশ 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কোন মনোভাবকে উপস্থাপন করে? [রা. বো. '১৭]
ক শেকড়সন্ধানী খ দেশপ্রেম
গ প্রকৃতি চেতনা ঘ স্বাধীনতার উ: ক

CS CamScanner

Step 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' এর রচয়িতা কে? [৩৬, ২৭তম বিসিএস]
ⓚ সিকানদার আবু জাফর ⓛ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ⓜ ফররুখ আহমদ ⓝ আহসান হাবীব উ: ⓛ

Step 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি'– বলতে কবি বোঝাতে চেয়েছেন–
i. বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য
ii. বাঙালির সুদীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চনার ইতিকথা
iii. অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালির শাশ্বত প্রতিবাদী সত্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓝ

নিচের কবিতাংশটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি,
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে, 'কোথা থেকে তুমি এলে?'

০২. কবিতাংশের 'বাংলার আলপথ'-এর সাথে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ চেতনা হলো–
i. ইতিহাসমনস্কতা ii. ঐতিহ্যপ্রিয়তা iii. সংগ্রামশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓚ

০৩. "গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি"– 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার এই পঙ্ক্তিতে কবিকণ্ঠের যে সুর পাওয়া যায়, তা হলো–
i. আর্তনাদ ii. আনন্দ iii. বিদ্রোহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓛ

০৪. কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর মতে, কবিতা হলো–
i. সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান
ii. মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শোনা
iii. কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii ⓜ i ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓜ

০৫. সূর্যকে হৃদপিণ্ডে ধরে রাখার অর্থ হলো–
i. মুক্তির অনিবার্যতা ii. সর্বশক্তিকে ধারণ iii. সামর্থ্য অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓝ

০৬. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' বলতে কবি বোঝাতে চেয়েছেন–
i. বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য
ii. বাঙালির সুদীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চনার ইতিকথা
iii. অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালির শাশ্বত প্রতিবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓝ

০৭. 'বিচলিত স্নেহ' বলতে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?
i. আপনজনের উৎকণ্ঠা ii. ভালোবাসা আর শঙ্কা iii. বিফল স্নেহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓚ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

০৮. উদ্দীপকে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার যে বিষয় প্রকাশিত হয়েছে–
i. ত্যাগ স্বীকার ii. ফল ভোগ iii. আঘাতের চিহ্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓚ

উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
অজয় রায় তাঁর 'আদি বাঙালি: নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' বইয়ে বাঙালিজনের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

০৯. উক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাকে বলা যায়–
i. আত্মপরিচয়ের কবিতা ii. আত্মসমালোচনার কবিতা iii. আত্মচেতনার কবিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓛ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়।

১০. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার বৈসাদৃশ্য হলো–
i. শব্দ প্রয়োগে ii. ছন্দ ব্যবহারে iii. চিত্রকল্প ব্যবহারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓝ

১১. কবি তাঁর কবিতায় পূর্বপুরুষ বলতে বুঝিয়েছেন নিজের–
i. পূর্বজনদের ii. অতীতকে iii. ইতিহাসকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓝ

১২. জননীর আশীর্বাদ কাকে দীর্ঘায়ু করবে?
i. যে গাভীর পরিচর্যা করে ii. যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে iii. যে কর্ষণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓛ ii ⓜ i ও ii ⓝ ii ও iii উ: ⓝ

১৩. পূর্বপুরুষ যে সব কথা বলতেন তা হলো–
i. অরণ্যের ii. শ্বাপদের iii. আবাদের কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓚ

১৪. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবির পূর্বপুরুষরা বলতেন–
i. অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা ii. অতিক্রান্ত অতীতের কথা iii. কবি ও কবিতার কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓝ

১৫. পূর্বপুরুষের মুখে কবি ও কবিতার কথা শোনার অর্থ হলো–
i. সৃষ্টি ও স্রষ্টার কথা শোনা ii. অতীত সমৃদ্ধির কথা শোনা iii. অতীত ঐতিহ্যের কথা শোনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓜ

১৬. 'পলিমাটির সৌরভ' মনে করিয়ে দেয়–
i. নদীর কথা ii. সমৃদ্ধির কথা iii. বিশ্বাসের কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓚ

১৭. কবিতা না শোনা ব্যক্তি ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে। কারণ–
i. কবিতা ঝড় রোধ করে ii. সত্য থেকে বিচ্যুত হবে iii. আত্মার প্রশান্তি পাবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓜ

১৮. কবিতা না শোনা ব্যক্তি আজন্ম ক্রীতদাস থাকবে। কারণ–
i. আত্মার মুক্তি ঘটবে না বলে ii. সামাজিক মুক্তি ঘটবে না বলে iii. সত্য থেকে বঞ্চিত হবে বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓛ

১৯. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটিতে কবি বলেছেন–
i. কিংবদন্তির কথা ii. পূর্বপুরুষের কথা iii. স্বপ্নের কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓝ

২০. কবিতাকে মুক্ত শব্দ বলার কারণ–
i. আত্মাকে মুক্তি দেয় ii. সত্যের রূপ দেখায় iii. মুক্তির কথা বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: ⓝ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...রা কবিতা শুনতে ভালোবাসে। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার আলোকে ...দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে না ii. নদীতে ভাসতে পারবে না
iii. আজন্ম ক্রীতদাস থাকবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: খ

...পিতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া বলতে বোঝায়–
i. ...জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হওয়া ii. নিজ অস্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া
iii. আপন উৎসমূল থেকে বঞ্চিত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: গ

...উনোনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালা'– পঙ্‌ক্তিটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে–
i. আগুনের উত্তাপে পরিশুদ্ধ হওয়া ii. আগুনে সবকিছু শুচি হয়ে ওঠা
iii. গ্লানিমুক্ত জীবনের প্রত্যাশা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

...গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর প্রসঙ্গটিতে অভিব্যক্ত হয়েছে–
i. স্বজন হারানোর বেদনা ii. মৃত্যুকে কাছ থেকে দেখা iii. নিজের সংবেদনশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

...মায়ের ছেলেরা চলে যায়। কারণ–
i. দেশকে শত্রুমুক্ত করতে হবে ii. দেশকে স্বাধীন করতে হবে iii. দেশকে সমৃদ্ধ করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

...সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান বলতে কবি বুঝিয়েছেন–
i. সুন্দর প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে ii. সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে iii. অবশ্যম্ভাবী সংগ্রামকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

...কবিতাকে ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত বলার কারণ হলো–
i. কবিতা স্নিগ্ধ বলে ii. কবিতা সুরেলা বলে iii. কবিতা নান্দনিক বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
...নিত্য নবরূপে ভরে মন জীবনের আশ্বাসে।
...উদ্দীপক ও কবিতায় কবি জীবনের আশ্বাস খুঁজেছেন–
i. কিংবদন্তির কথায় ii. পূর্বপুরুষের কথায় iii. সত্যশব্দের কথায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
সোনার ছেলেটি মুক্তিযুদ্ধে যায়।
মা ডাকে পিছু, 'আয় খোকা, ফিরে আয়।'
শোনেনি সে কথা কেন?
সেদিন স্বদেশের প্রয়োজন ছিল বেশি, জানো।

২৯. উদ্দীপকটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার যে বক্তব্য নিয়ে রচিত–
i. যুদ্ধ আসে ভালোবেসে ii. মায়ের ছেলেরা চলে যায় iii. ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

৩০. উদ্দীপক ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় স্পষ্ট–
i. ভালোবাসার জন্য যুদ্ধ হয়েছে ii. বিদেশিদের চক্রান্তের কারণে এ দেশে যুদ্ধ এসেছে
iii. আজও দেশের মানুষ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ক

প্রদত্ত উদ্দীপক পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিউলি নিবিড়ভাবে বাঙালির সংস্কৃতি পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন করেছে; কারণ বাঙালির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে সে জানতে চায়।

৩১. কবিতা ও উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, শিউলি জানতে পারবে–
i. বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে
ii. বাঙালির জীবনযাত্রার ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে
iii. বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সম্পর্কে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: খ

৩২. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতা রচনার প্রেক্ষাপটে আছে–
i. বাঙালির শেকড়ের ইতিহাস ii. কবির উচ্চাকাঙ্ক্ষা iii. বাঙালির বিজয় সংগ্রাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: খ

৩৩. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'কবিতা' বলতে বোঝানো হয়েছে–
i. ঐতিহ্যকে ii. জাতীয়তাকে iii. ইতিহাসকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: খ

৩৪. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন–
i. ঐতিহ্যসচেতন শিকড়সন্ধানী মানুষের মুক্তির ঘোষণা
ii. পূর্বপুরুষের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা
iii. স্বাধীনতাযুদ্ধের ভয়াবহ নির্মমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ক

Part 4 লিখিত অংশ

Step 1 জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

- কবি বলেছেন– পূর্বপুরুষের কথা।
- কবির পূর্বপুরুষের করতলে ছিল– পলিমাটির সৌরভ।
- কবির পূর্বপুরুষের পিঠের ক্ষত যেমন ছিল– রক্তজবার মতো।
- পলিমাটির সৌরভ দ্বারা বোঝানো হয়েছে– উর্বর মৃত্তিকা।
- কারা অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন– কবির পূর্বপুরুষেরা।
- কবির পূর্বপুরুষেরা পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন– তারা সংগ্রামী ছিলেন বলে।
- জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ– কবিতা।
- যে কবিতা শুনতে জানে না সে– ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।
- পিতার অধিকার হতে বঞ্চিত হবে– যে কবিতা শুনতে জানে না।
- আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে– যারা কবিতা শুনতে জানে না।
- উজ্জ্বল জানালা আলোকিত– উনোনের আগুনে।
- প্রবহমান নদীর কথা বলতেন– কবির মা।
- নদীতে ভাসতে পারে না– যে কবিতা শুনতে জানে না।
- মাছের সাথে খেলা করতে পারে না– যে কবিতা শুনতে জানে না।
- মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না– যে কবিতা শুনতে জানে না।
- কবি কার মৃত্যুর কথা বলতেন– গর্ভবতী বোনের।
- ভালোবাসা দিলে মারা যায়– মা।
- যুদ্ধ আসে– ভালোবেসে।
- মায়ের ছেলেরা ভালোবেসে কোথায় যায়– যুদ্ধে।
- যে কবিতা শুনতে জানে না, সে সূর্যকে ধারণ করতে পারে না– হৃৎপিণ্ডে।
- কবির পূর্বপুরুষ ছিলেন– ক্রীতদাস।
- শস্যের সম্ভার সমৃদ্ধ করবে– যে কর্ষণ করে।
- প্রবহমান নদী পুরস্কৃত করবে– যে মৎস্য লালন করে।
- জননীর আশীর্বাদ কাকে দীর্ঘায়ু করবে– যে গাভীর পরিচর্যা করবে। [রাবি A ১৯-২০]
- ইস্পাতের তরবারি সশস্ত্র করবে– যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে।
- সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত– কবিতা।
- সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান– কবিতা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

Step 2 অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

০১. গাভির পরিচর্যাকারীকে জননীর আশীর্বাদ কেন দীর্ঘায়ু করবে?

উত্তর : গাভির পরিচর্যা যে করবে জননী তাকে দীর্ঘায়ুর জন্যে আশীর্বাদ করবেন। গাভি মাতৃস্বরূপ। পরোপকারী এ গৃহপালিত প্রাণী এই অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষের প্রধান অবলম্বনগুলোর একটি। গাভি পরিচর্যার মাধ্যমে কৃষিজীবী সমাজ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। এখানে জননী বলতে 'গো-মাতা'কে বোঝানো হয়েছে। এ কারণে গাভির পরিচর্যাকারীকে জননী গো-মাতার আশীর্বাদ দীর্ঘায়ু করবে।

০২. 'রক্তজবার মতো প্রতিরোধ' বলতে কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : 'রক্তজবার মতো প্রতিরোধ' বলতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে বোঝানো হয়েছে।

প্রতিরোধ মানে লড়াই। আর লড়াইয়ে হয় রক্তক্ষরণ। জীবনে স্বাধীনতা ও স্বদেশের মুক্তির জন্যে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রয়োজন হয়। যে লড়াইয়ে পক্ষ-বিপক্ষ উভয়েরই রক্ত ঝরে রক্তজবার রঙের মতোই লাল সে রক্ত। এই রক্তঝরা প্রতিরোধই হলো স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জনের পূর্বশর্ত। 'রক্ত জবার মতো প্রতিরোধ' বলতে এটাই বোঝানো হয়েছে।

০৩. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' মূলত প্রতিরোধী সংস্কৃতির কাব্যভাষা। বিশ্লেষণ কর। [জবি ১৯-২০]

উত্তর : বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস, এ জাতির সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের অনিন্দ্য অনুষঙ্গসমূহের বহিঃপ্রকাশ 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি মূলত প্রতিরোধী সংস্কৃতির কাব্যভাষা।

কবিতায় কবি তাঁর পূর্বপুরুষের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উপস্থাপন করেছেন। কবির বর্ণিত এ ইতিহাস মাটির কাছাকাছি মানুষের ইতিহাস; বাংলার ভূমিজীবী অনার্য ক্রীতদাসের লড়াই করে টিকে থাকার ইতিহাস। আলোচ্য কবিতাটিতে উচ্চারিত হয়েছে ঐতিহ্যসচেতন শিকড়সন্ধানী মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির দৃপ্ত ঘোষণা। তাই কবি পৌনঃপুনিকভাবে মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সোচ্চার হয়েছেন। কবির একান্ত প্রত্যাশিত মুক্তির প্রতীক হয়ে উপস্থাপিত হয় একটি বিশেষ শব্দবন্ধ 'কবিতা'। 'কিংবদন্তি' শব্দবন্ধটি হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যের প্রতীক। আর সামগ্রিকতায় 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি হয়ে উঠেছে প্রতিরোধী সংস্কৃতির কাব্যভাষা।

০৪. কবিতায় কবি 'সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : 'সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা' বলতে কবি হৃদয়ে শক্তি আর সাহসকে ধরে রাখার কথা বুঝিয়েছেন।

বাংলার মানুষের ওপর বিদেশি অপশক্তি বারবার হামলা চালিয়েছে, তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাই নিজ অধিকার অর্জনে কবি বাঙালিকে বুকে সাহস আর শক্তি ধরে রাখতে বলেছেন। সূর্যের মতো অফুরন্ত শক্তি ও সাহসের উৎস হলো কবিতা। কবিতা পাঠ ও শোনার মধ্যে দিয়ে বাঙালির মুক্তি অর্জিত হবে বলে কবির দৃঢ়বিশ্বাস। কবির কাছে কবিতাই সত্য, কবিতাই শক্তি, কবিতাতেই মুক্তি। এ কথাই কবি উল্লিখিত চরণের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন।

০৫. 'তার পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল' ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাঙালি জাতির ওপর অত্যাচারের ইতিহাস স্পষ্ট করতে গিয়ে কবি বলেছেন, তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি তাঁর পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর পূর্বপুরুষ নানা সময় অত্যাচারিত হয়েছে। সেই অত্যাচারের আঘাত যে এখনো তাজা রয়েছে তা বোঝাতেই রক্তজবার প্রসঙ্গটি এসেছে। তাঁর 'পিঠে' শব্দটি থেকে আমরা বুঝতে পারি শত্রুরা পেছন থেকে কাপুরুষের মতো আঘাত করেছে কিংবা বন্দি ক্রীতদাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কবি মূলত পূর্বপুরুষদের ওপর আক্রমণকে বোঝাতেই আলোচ্য চরণটির অবতারণা করেছেন।

০৬. 'সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না।' কে, কেন যুদ্ধে যেতে পারে না?

উত্তর : অধীন, কাপুরুষ, মিথ্যাবাদী মানুষের দেশাত্মবোধ জাগ্রত না থাকায় ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না।

অতীত জীবন-ভাবনার এক পরিপূর্ণ দলিল 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি, যেখানে বাঙালি জাতির ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী জীবনকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। সাহস আর আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে মানুষ সবকিছু জয় করতে পারে, মুক্ত হতে পারে অধীনতা নামক কারাগার থেকে। দেশের প্রতি মাতৃতুল্য শ্রদ্ধা না থাকলে কখনোই সাহস আর বিসর্জনের মাধ্যমে কাজ করা সম্ভব হয় না। ফলে দেশকে সমস্ত অধীনতা হতে মুক্ত করতে তার কোনো ভূমিকা থাকে না। সুতরাং দেশমাতৃকার সন্তান হিসেবে সৎ-সাহস আর সংগ্রামী মনোভাব না থাকায় ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না।

০৭. কবিতা কীভাবে মানুষকে ক্রীতদাস হওয়া থেকে মুক্তি দেয়?

উত্তর : 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি শিকড়ের সন্ধান করতে গিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কবিতার অবদানের কথা বলেছেন।

কবিতা প্রাণের কথা বলে, কবিতা জীবনের কথা বলে, কবিতা জাগরণের কথা বলে। তাই কবি বলেছেন যারা কবিতা শুনতে জানে না তারা আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে কখনোই চেতনার সৃষ্টি হবে না। যেমন: আমরা কাজী নজরুলের কবিতায় শুনতে পাই– চল্ চল্ চল্/ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' কিংবা 'কারার ঐ লৌহকপাট' এরকম অসংখ্য কবিতা সামাজিক কুসংস্কার ও শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার প্রেরণা জোগায় এবং এভাবেই কবিতা মানুষকে ক্রীতদাস থেকে মুক্ত হওয়ার প্রেরণা জোগায়।

০৮. কবি বারবার তাঁর পূর্বপুরুষের কথা উল্লেখ করেছেন কেন?

উত্তর : কবিতায় বাঙালির অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা বিধৃত হয়েছে। কবির পূর্বপুরুষ হাজার বছরের ঐতিহ্যসচেতন শিকড়সন্ধানী মানুষ; যে মানুষ তার মুক্তির লড়াই সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের দৃপ্ত শপথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু সে মানুষ সভ্যতার আদিলগ্ন থেকেই অত্যাচার ও শত্রুর ভীরু আক্রমণের শিকার বলে আজও তার শরীরে ও মনে বয়ে চলছে সহস্র আঘাতের চিহ্ন। তাই কবি কবিতার প্রতিটি চরণে ক্রীতদাসের মতো লড়াই করে টিকে থাকার যুদ্ধে তাঁর পূর্বপুরুষ ও মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সোচ্চার থেকেছেন। আর এ কারণেই তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন তাঁর পূর্বপুরুষের কথা।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখন

০৯. ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়।

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচিত 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' শীর্ষক কবিতা থেকে সংকলন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে দেশমাতৃকার প্রতি কবির অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হলে দেশপ্রেমিকের চেতনায় দেশই মাতৃরূপে ফিরে আসে। আর চেতনায় দেশমাতাকে ধারণ করলে জন্মদাত্রী মায়ের আবেদন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। দেশমাতার কাছে জন্মদাত্রী মা ম্লান হয়ে যায়। প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা কবি এ বিষয়টিই বোঝাতে চেয়েছেন।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 5 SELF TEST

Step 1 SELF TEST MCQ

১. 'পলিমাটির সৌরভ' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক উর্বর মৃত্তিকা খ উর্বর মৃত্তিকা গ ধূসর মৃত্তিকা ঘ বন্ধ্যা জমি

২. পতিত জমি আবাদের কথা কবির পূর্বপুরুষরা কেন বলতেন?
ক তারা গরিব ছিলেন বলে খ তাঁরা সংগ্রামী ছিলেন বলে
গ তারা কৃষক ছিলেন বলে ঘ তারা চাষি ছিলেন বলে

৩. 'তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।' এ পঙ্‌ক্তিটি দ্বারা কবির পূর্বপুরুষের কোন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়?
ক সৃজনশীল খ সংগ্রামী গ সংকীর্ণ ঘ উদার

৪. রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কী?
ক কবিতা খ অধিকার গ দৃপ্ত শপথ ঘ স্লোগান

৫. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচিত 'সহিষ্ণু প্রতীক্ষা' কী ধরনের রচনা?
ক নাটক খ উপন্যাস গ কবিতা ঘ কাব্যগ্রন্থ

৬. উচ্চারিত সত্যের মতো কীসের কথা বলেছেন?
ক কবিতা খ স্বপ্ন গ যুদ্ধ ঘ বিপ্লব

৭. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কবি কার মৃত্যুর কথা বলেছেন?
ক যুদ্ধে যাওয়া ভাইয়ের খ গর্ভবতী বোনের গ তাঁর মায়ের ঘ তাঁর বাবার

৮. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচিত 'মসৃণ কৃষ্ণগোলাপ' কী ধরনের রচনা?
ক কাব্যগ্রন্থ খ উপন্যাস গ কবিতা ঘ নাটক

৯. 'আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি' পঙ্‌ক্তিটিতে 'আমার ভালোবাসা' দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন?
ক প্রণয়িনীর প্রতি ভালোবাসা খ আপনজনদের প্রতি ভালোবাসা
গ মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা ঘ প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা

১০. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কে সন্তানদের জন্য মরতে পারে না?
ক যে ছবি আঁকতে পারে না খ যে গান গাইতে পারে না
গ যে কবিতা শুনতে জানে না ঘ যে কবিতা আবৃত্তি করতে পারে না

১১. কীসে সবকিছু শুচি হয়ে যায়?
ক জলে খ বাতাসে গ তেলে ঘ আগুনে

১২. 'অরণ্য' এবং 'শ্বাপদ' এ শব্দযুগল কীসের প্রতীক?
ক বিপদের খ সতর্কতার গ রোমাঞ্চের ঘ পরিশ্রমের

১৩. 'সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না' পঙ্‌ক্তিটিতে 'সূর্য' কোন অর্থ বহন করে?
ক অরুণ খ কাণ্ড গ অর্ক ঘ তেজ

১৪. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচিত 'কোন এক মাকে' কী ধরনের রচনা?
ক নাটক খ উপন্যাস গ কবিতা ঘ কাব্যগ্রন্থ

১৫. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটিতে 'অতিক্রান্ত পাহাড়' অনুষঙ্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক সংগ্রামের প্রতীক খ বাধা-বিপত্তির প্রতীক
গ বিদ্রোহের প্রতীক ঘ বিপদের প্রতীক

১৬. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'বিচলিত স্নেহ' কথাটির মাধ্যমে কাদের আসন্ন বিপদের আশঙ্কার কথা প্রকাশ পেয়েছে?
ক মুক্তিপ্রত্যাশী মানুষের খ শোষকশ্রেণির
গ রাজনীতিবিদদের ঘ মমতাময়ী নারীদের

১৭. কার রয়েছে সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস?
ক ফরাসির খ তুর্কির গ জাপানির ঘ বাঙালির

১৮. 'রক্তজবার মতো ক্ষত' বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বোঝানো হয়েছে?
ক তাজা রক্তের দাগ খ রক্তজবার মতো লাল আঘাতের চিহ্ন
গ মানুষের ওপর অত্যাচারের ইতিহাস ঘ মানুষের ফুলের মতো মন ভেঙে দেওয়া

১৯. কারা আজন্ম ক্রীতদাস থাকবে?
ক যারা কবিতা শুনতে জানে না খ যারা কবিতা লিখতে জানে না
গ যারা পরাধীন থাকতে পছন্দ করে না ঘ যারা মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না

২০. 'আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারব।' পঙ্‌ক্তিটিতে কবির কোন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে?
ক কল্পনাবিলাসিতার খ সৃষ্টিশীলতা প্রকাশের প্রচেষ্টা
গ সৃষ্টিশীলতা প্রকাশ ঘ প্রতিবাদ করতে পারার

২১. 'কবির কাছে শুধু কবিতাই —— ।' শূন্যস্থানে কী বসবে?
ক শক্তি খ সত্য গ ক্ষমতা ঘ স্বপ্ন

২২. কবিতা সম্পর্কে কোন কথাটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বলা হয়নি?
ক সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা
খ সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা
গ জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা
ঘ সশস্ত্র বিপ্লবীর উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য কবিতা

২৩. কোন কবির নিরলস সাফল্যে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে?
ক আবু হেনা মোস্তাফা কামাল খ আহসান হাবীব
গ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ঘ জসীমউদ্‌দীন

২৪. লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করা বলতে কী বোঝায়–
ক লোহা উত্তপ্ত করা খ যুদ্ধ করা গ সৃষ্টির উন্মাদনা ঘ লোহা তৈরি করা

২৫. সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখার মাধ্যমে কোন চেতনা প্রকাশ পায়?
ক অনিবার্য মুক্তির চেতনা খ স্বাধীনতার চেতনা
গ শোষণের চেতনা ঘ শাসক হওয়ার চেতনা

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ
১৬.ক খ গ ঘ	১৭.ক খ গ ঘ	১৮.ক খ গ ঘ	১৯.ক খ গ ঘ	২০.ক খ গ ঘ
২১.ক খ গ ঘ	২২.ক খ গ ঘ	২৩.ক খ গ ঘ	২৪.ক খ গ ঘ	২৫.ক খ গ ঘ

Answer

২৫.ক	২৪.গ	২৩.গ	২২.ঘ	২১.খ	২০.ঘ	১৯.ক	১৮.গ	১৭.ঘ
১৬.ক	১৫.খ	১৪.গ	১৩.ঘ	১২.ক	১১.ঘ	১০.গ	০৯.খ	০৮.ক
০৭.খ	০৬.খ	০৫.ঘ	০৪.ক	০৩.খ	০২.খ	০১.খ		

Step 2 SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ কী?
০২. 'উনানের আগুনে আলোকিত উজ্জ্বল জানালা'র মাধ্যমে কবি কোনটি বোঝাতে চেয়েছেন?
০৩. যে সাঁতার জানে না তাকেও প্রবহমান নদী ভাসিয়ে রাখে বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
০৪. কারা দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে?
০৫. ছননীর আশীর্বাদ কাকে দীর্ঘায়ু করবে?
০৬. 'উনানের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালা' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?
০৭. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মূলভাব কী? লেখ।
০৮. উচ্চারিত সত্যের মতো স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর।
০৯. ভালোবাসা দিলে মা মারা যায়– বলতে কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?
১০. সর্বশক্তির আধারকে হৃদয়ে ধারণ করার কথা বলতে গিয়ে কবি কী বলেন?

উত্তর :

০১. জনশ্রুতি। লোকপরম্পরায় শ্রুত ও কথিত বিষয় যা একটি জাতির ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী।
০২. আগুনের উত্তাপে পরিশুদ্ধ মুক্তজীবন।
০৩. অসহায়কে প্রকৃতির অভয় আশ্রয় দেওয়া।
০৪. যারা কবিতা শুনতে জানে না।
০৫. যে গাভির পরিচর্যা করবে।
০৬. Joykoly Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৭. Joykoly Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৮. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৯. দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত হলে জন্মদাত্রী মা প্রায়শ তুচ্ছ হয়ে যায়।
১০. যে কবিতা শুনতে জানে না সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৯৩৫-২০১৬ খ্রি.

- সৈয়দ শামসুল হক বাংলা সাহিত্যে সব্যসাচী লেখক হিসেবে পরিচিত।
- কবিতাটির বিষয়বস্তু : বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে প্রেরণার উৎস হিসেবে বিপ্লবী নূরলদীনের প্রভাব।

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
সৈয়দ শামসুল হক

- কবিতাটির পটভূমি : কৃষক বিদ্রোহ।
- নূরলদীন শব্দটি আছে : ১২ বার।
- 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' লাইনটি আছে : ৬ বার।
- কবিতাটির মূলবাণী : প্রতিবাদী চেতনা।

এ কবিতার আলোচ্য বিষয়ে যা থাকছে

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

- **Part-1** কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য
  - Step : 1 কবি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন।
  - Step : 2 কবির গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম।
  - Step : 3 কবি সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
- **Part-2** মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি
  - Step : 1 মূল কবিতা, শব্দার্থ ও টীকা এবং পাঠ পর্যালোচনা
  - Step : 2 পাঠ-পরিচিতি।
  - Step : 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য।
- **Part-3** MCQ প্রশ্নোত্তর
  - Step : 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 3 নার্সিং/ বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 4 HSC বোর্ড পরীক্ষার ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ [১১শ-১২শ শ্রেণির জন্য]
- **Part-4** লিখিত অংশ
  - Step : 1 জ্ঞানমূলক *(মূলপাঠ, লেখক ও অন্যান্য)* প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 অনুধাবনমূলক *(উদ্ধৃতি ও সংলাপ ব্যাখ্যাকরণ)* প্রশ্নোত্তর।
- **Part-5** SELF TEST
  - Step : 1 SELF TEST MCQ প্রশ্নোত্তর ।
  - Step : 2 SELF TEST লিখিত।

কবিতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

কবির নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় :

- বাংলায় শকুন নেমে এলে।
- স্বজনের রক্তের ইতিহাস সৃষ্টি হলে।
- তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায়।
- স্বপ্ন লুট হলে।
- দালালের আলখাল্লায় দেশ ছেয়ে গেলে।

নূরলদীন এক ঐতিহাসিক চরিত্র। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাহসী কৃষকনেতা নূরলদীনের সংগ্রামের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। সৈয়দ শামসুল হক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নূরলদীনের সাহস আর ক্ষোভকে অসামান্য নৈপুণ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন বাঙালির প্রতিবাদী চেতনা ও মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে।

নূরলদীন

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ কালরাত থেকে দীর্ঘ নয় মাসে বাঙালি যখন হারায় তার স্বপ্ন, স্বাধীনতা, স্বজনের রক্তে ভেসে যায় যখন ইতিহাসের পাতা, তখন ইতিহাসের প্রতিবাদী নায়ক নূরলদীন হয়ে ওঠেন বাঙালির প্রতিবাদী চেতনার কালপুরুষ। এই প্রতিবাদী চেতনাকে উজ্জীবিত করা হয়েছে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায়।

১১৮৯ বঙ্গাব্দ বিখ্যাত যে কারণে : ১১৮৯ বঙ্গাব্দ বিখ্যাত সম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য। দীর্ঘ প্রায় দুশো বছর ব্রিটিশরা আমাদের এদেশকে শাসনের নামে শোষণ আর নির্যাতন করে। তারা আমাদের এ বাংলায় সম্রাজ্যবাদ কায়েম করে সামন্তপ্রভু সাজে।

১৭৮২ সাল বা ১১৮৯ বঙ্গাব্দের বিদ্রোহ

আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে তারা ধ্বংস করে দেয়। তখন তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ করে। এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয় সাহসী কৃষকনেতা নূরলদীন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তিনি যে প্রতিবাদ-আন্দোলন গড়ে তোলেন সেটা ঘটেছিল ১১৮৯ বঙ্গাব্দে। তখন তার ডাকে মানুষ জেগে উঠেছিল। ইতিহাসে তার সাহসী ও নির্ভীক নেতৃত্ব আজও মানুষের মনে আশা ও সাহস জোগায়। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে ১১৮৯ বঙ্গাব্দে নূরলদীন ডাক দিয়েছিল 'জাগো বাহে, কোনঠে সবায়'?

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য

Step 1 কবি পরিচিতি

জন্ম : সৈয়দ শামসুল হক ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর কুড়িগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন। তিনি তাঁর বাবা-মায়ের আট সন্তানের জ্যেষ্ঠ সন্তান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। **শিক্ষাজীবন** : ম্যাট্রিক (১৯৫০), ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। **উচ্চ মাধ্যমিক** : ইন্টারমিডিয়েট (১৯৫২), জগন্নাথ কলেজ। **উচ্চতর শিক্ষা** : স্নাতক (সম্মান), ইংরেজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সৈয়দ হক প্রথমে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রযোজক ছিলেন। পরে তিনি পুরোপুরি সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। একাধারে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, কাব্যনাট্য ও শিশু সাহিত্যের লেখক হওয়ায় তিনি সব্যসাচী লেখক হিসেবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। চিত্রনাট্য রচয়িতা ও গীতিকার হিসেবেও তিনি খ্যাত। মানুষের জটিল জীবনপ্রবাহ এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রবণতা। সাহিত্যের গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই নিরীক্ষাপ্রিয়। সৈয়দ শামসুল হক বাংলা একাডেমি পুরস্কার, আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, জাতীয় স্বর্ণপদক, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, টেনিসন পদকসহ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। তিনি ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা ইউনাইটেড হাসপাতালে মারা যান।

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিধা, স্বীকৃতি ও সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	একদা এক রাজ্যে (১৯৬১), বিরতিহীন উৎসব (১৯৬৯), বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা (১৯৭০), প্রতিধ্বনিগণ (১৯৭৩), অপর পুরুষ (১৯৭৮), পরানের গহীন ভিতর (১৯৮০), নিজস্ব বিষয় (১৯৮২), রজ্জুপথে চলেছি (১৯৮৮), বেজান শহরের জন্য কোরাস (১৯৮৯), এক আশ্চর্য সংগমের স্মৃতি (১৯৮৯), অগ্নি ও জলের কবিতা (১৯৮৯), কাননে কাননে তোমারই সন্ধানে (১৯৯০), আমি জন্মগ্রহণ করিনি (১৯৯০), তোরাপের ভাই (১৯৯০), নাভিমূলে ভস্মাধার, ধ্বংসস্তূপে কবি ও নগর, রাজনৈতিক কবিতা, সজাগ মনিবন্ধে (ভাষা আন্দোলনভিত্তিক কবিতা), অন্তর্গত (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক) প্রভৃতি।		
উপন্যাস	দেয়ালের দেশ (১৯৫৬: প্রথম উপন্যাস), এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), অনুপম দিন (১৯৬২), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪), খেলারাম খেলে যা (১৯৭৩), মৃগয়ায় কালক্ষেপ (১৯৮৬), স্তব্ধতার অনুবাদ (১৯৮৭), বারো দিনের শিশু (১৯৮৯), বনবালা কিছু টাকা ধার নিয়েছিল (১৯৮৯), কয়েকটি মানুষের সোনালী যৌবন (১৯৮৯), নির্বাসিতা (১৯৯০), মেঘ ও মেশিন (১৯৯১), আয়না বিবির পালা, কালঘর্ম, না যেয়ো না, নুরুল হুদার একদিন, ভালোবাসা, অচেনা, আলোর জন্য, রাজার সুন্দরী। **সৈয়দ শামসুল হকের জন্মভূমির সংগ্রামের কাহিনি এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস :** এক যুবক জন্মভূমি, নিষিদ্ধ লোবান (১৯৯০), তুমি সেই তরবারী, নীল দংশন (১৯৮১), আমি বাসি তুমি বাসো তো, বালিকার চন্দ্রযান, স্মৃতিমেধ, দূরের জেলায় নীল মাছি, অন্য এক আলিঙ্গন, তিনি পড়বার নীল পত্র, মহাশূন্যে পরাণ মাস্টার, ইহা মানুষ, এক যুবকের ছায়াপথ, দূরত্ব, স্বপ্ন সংক্রান্ত, বাস্তবতার দাঁত ও করাত, **প্রান্ত পর্যন্ত, রাত্রি, বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ**, দ্বিতীয় দিনের কাহিনি ইত্যাদি।		
গল্পগ্রন্থ	তাস (১৯৫৪: প্রথম ছোটগল্পের বই), শীত বিকেল (১৯৫৯), রক্ত গোলাপ (১৯৬৪), আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭), প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান (১৯৮২), জলেশ্বরীর গল্পগুলো (১৯৯০: জলেশ্বরী মূলত তাঁরই জন্মস্থান কুড়িগ্রাম), সৈয়দ শামসুল হকের প্রেমের গল্প (১৯৯০)।		
কাব্যনাট্য	পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬), গণনায়ক (১৯৭৬), নূরলদীনের সারাজীবন (১৯৮২), এখানে এখন (১৯৮৮), ঈর্ষা, বাংলার মাটি বাংলার জল, নারীগণ প্রভৃতি।		
প্রবন্ধ	হৃৎকলমের টানে (১৯৯১)।	আত্মজীবনী	প্রণীত জীবন।
অনুবাদ	ম্যাকবেথ, টেম্পেস্ট, শ্রাবণ রাজা (১৯৬৯)।	শিশুসাহিত্য	সীমান্তের সিংহাসন (১৯৮৮), আনু বড় হয়, হড়সনের বন্দুক প্রভৃতি।

ছন্দে ছন্দে সৈয়দ শামসুল হকের রচনাসমূহ

- **উপন্যাস** : নীল দংশন আলোর জন্য রাত্রি রাজা সুন্দরী নিষিদ্ধ লোবানের নির্বাসিতা অচেনা এক মহিলার ছবি নিয়ে সীমানা ছাড়িয়ে অনুপম দিনে খেলারাম খেলে যার তরবারী দেখিয়ে স্মৃতিমেধকে স্তব্ধতার অনুবাদ শুনতে বাধ্য করলেন।
- **কাব্য** : একদা এক রাজ্যে শামসুল হক তোরাপের ভাই এর সাথে নিজস্ব বিষয় নিয়ে পরানের গহীন ভিতরে এক আশ্চর্য সংগ্রামের স্মৃতিতে জড়িয়ে পড়ে তাদের নাভিমূলে ভস্মাধার হতে শেষ এক সময়ে তারা ধ্বংসস্তূপে কবি ও নগর সন্ধান করতে লাগল।
- **কাব্যনাটক** : এখানে এখন গণনায়ক নূরলদীনের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় বলে এটা শুনে বাংলার মাটি বাংলার জলের নারীগণ ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে।
- **শিশুসাহিত্য** : শামসুল হক হড়সনের বন্দুক হাতে নিয়ে সীমান্তের সিংহাসনে বসে চিন্তা করে আনু বড় হয়ে একদিন এদেশের রাজা হবে।

Step 3 কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'– **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যনাটক।**
- সৈয়দ শামসুল হকের বাবা পেশায় ছিলেন– **হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।**
- সৈয়দ শামসুল হকের স্ত্রীর নাম– **প্রথিতযশা লেখিকা ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আনোয়ারা সৈয়দ হক।**
- তাঁর রচিত বিখ্যাত চিত্রনাট্য ও কাহিনি– **শীত বিকেল, মাটির পাহাড়, তোমার আমার, শিলালিপি, রাজবেদী, অভিশার, বড় ভাল লোক ছিল, ময়নামতি ইত্যাদি।**
- 'হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস' গানটির গীতিকার– **সৈয়দ শামসুল হক।**
- বিবিসি বাংলা বিভাগে নিয়মিত নাটকের অনুষ্ঠান শুরু করেন– **সৈয়দ শামসুল হক।**
- 'সীমান্তের সিংহাসন' সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত– **শিশু ও কিশোর সাহিত্য।**
- সৈয়দ শামসুল হক খ্যাতিমান ছিলেন– **চিত্রনাট্য রচয়িতা ও গীতিকার হিসেবে।**
- সৈয়দ শামসুল হক রচিত প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– **একদা এক রাজ্যে।**
- সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত কবিতা– **আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি, বাংলার আলপথ দিয়ে আমি হাজার বছর চলি।**
- তিনি 'মাটির পাহাড়' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লেখেন– **১৯৫৯ সালে।**
- সৈয়দ শামসুল হকের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থের নাম– **উৎকট তন্দ্রার নিচে।**
- তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রবণতা– **মানুষের জটিল জীবনপ্রবাহ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।**
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে রচিত সৈয়দ শামসুল হকের কবিতার নাম– **আহা, আজ কী আনন্দ অপার! [৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে রচনা করেন]।**
- সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত ছোটগল্প– **পূর্ণিমায় বেচাকেনা, স্বপ্নের ভেতরে বসবাস, প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান, কবি, বুকের মধ্যে আশাবৃক্ষ, পরাজয়ের পর ইত্যাদি।**
- তাঁর রচিত 'নিষিদ্ধ লোবান'– **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।**
- তাঁর পিতা পেশায় ছিলেন– **হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি

Step 1 শব্দার্থ ও টীকা

- **নিলক্ষা**– দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী।
- **নিলক্ষা আকাশ নীল ... লোকালয় আছে উনসত্তর হাজার**– দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী নীল আকাশ। আকাশের নিচে গ্রাম, গঞ্জ, হাট, জনপদ আর লোকালয় উনসত্তর হাজার দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছে।
- **লোকালয়**– জনগণের আবাসস্থান, জনপদ, জনবসতিপূর্ণ আবাসস্থান।
- **ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না**– সাদা দুধের মতো জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার রঙকে দুধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
- **ধবল**– সাদা।
- **সংসার**– এখানে 'সংসার' পৃথিবী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- **শিস**– ঠোঁট ও জিহ্বার সাহায্যে বংশী ধ্বনি।
- **অকস্মাৎ**– অজানিত ভাবে, হঠাৎ।
- **স্তব্ধতার দেহ**– এখানে নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ বোঝানো হয়েছে।
- **স্থির**– দৃঢ়, অবিচল।
- **প্রপাত**– নির্ঝরের পতনের স্থান। জলপ্রপাত।
- **মিনতি**– অনুরোধ।
- **তীব্র**– প্রখর।
- **হানা দেয়**– আক্রমণ করে। আবির্ভূত হয় অর্থে ব্যবহৃত।
- **কালঘুম**– মৃত্যু; চিরনিদ্রা।
- **কালঘুম যখন বাংলায়... মরা আঙিনায়**– কালঘুম অর্থ মৃত্যু, চিরনিদ্রা। এখানে জনসাধারণের নিরাসক্ত নিস্পৃহতাকে বোঝানো হয়েছে। আর মরা আঙিনায় অর্থ মৃত্যু নিথর অঙ্গনে। এখানে প্রতিবাদহীন দেশকে বোঝানো হয়েছে। অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদহীনতার বিপরীতে যুগে যুগে নূরলদীনের আবির্ভাব ঘটে।
- **মরা আঙিনায়**– মৃত্যু নিথর অঙ্গনে।
- **শকুন**– বহুদূর যেতে পারে এবং মৃত দেহ খেয়ে বেঁচে থাকে এমন বড় প্রাণী।
- **প্রশস্ত প্রান্তরে**– বিস্তৃত বা চওড়া মাঠ।
- **আমার স্বপ্ন যখন লুট হয়ে যায়**– পরাধীন রাষ্ট্রে জনগণের স্বপ্নসাধকে ধ্বংস করে শোষকগোষ্ঠী, স্বার্থান্বেষী মহল।
- **যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়**– ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার বর্বর আক্রমণকে শকুন ও শকুনের নেমে আসা দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।
- **দালাল**– অন্যায়ভাবে সহায়তাকারী।
- **লুট**– লুণ্ঠন, ডাকাতি।
- **নিঃসঙ্গ**– একাকী।

মূল কবিতা

নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর
নিচে গ্রাম, গঞ্জ, হাট, জনপদ, লোকালয় আছে উনসত্তর হাজার।
ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ-পূর্ণিমার। ১
নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট, বড় নষ্ট যখন সংসার
তখন হঠাৎ কেন দেখা দেয় নিলক্ষার নীলে তীব্র শিস
দিয়ে এত বড় চাঁদ?
অতি অকস্মাৎ
স্তব্ধতার দেহ ছিঁড়ে কোন ধ্বনি? কোন শব্দ? কিসের প্রপাত?
গোল হয়ে আসুন সকলে,
ঘন হয়ে আসুন সকলে,
আমার মিনতি আজ স্থির হয়ে বসুন সকলে। ২
অতীত হঠাৎ হাতে হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরোজায়।
এই তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায়
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়। ৩
কালঘুম যখন বাংলায়
তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নূরলদীন দেখা দেয় মরা আঙিনায়।
নূরলদীনের বাড়ি রংপুরে যে ছিল,
রংপুরে নূরলদীন একদিন ডাক দিয়েছিল
১১৮৯ সনে। ৪
আবার বাংলার বুঝি পড়ে যায় মনে,
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়
ইতিহাসে, প্রতিটি পৃষ্ঠায়। ৫
আসুন, আসুন তবে, আজ এই প্রশস্ত প্রান্তরে;
যখন স্মৃতির দুধ জ্যোৎস্নার সাথে ঝরে পড়ে,
তখন কে থাকে ঘুমে? কে থাকে ভেতরে?
কে একা নিঃসঙ্গ বসে অশ্রুপাত করে?
সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে। ৬
নূরলদীনেরও কথা যেন সারা দেশে
পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়,
অভাগা মানুষ যেন জেগে ওঠে আবার এ আশায়
যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়,
আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায়
দিবে ডাক, "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?" ৭

শব্দার্থ ও টীকা

- **বাজেয়াপ্ত**– নিষিদ্ধ।
- **পাহাড়ি ঢল**– পর্বত প্রভৃতি থেকে নিচে প্রবাহিত জলরাশি।
- **পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়**– যোগ্য নেতৃত্বে গণজোয়ার বা গণজাগরণ ঘটে এবং সকল অন্যায় অবিচার পাহাড়ি ঢলের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
- **অভাগা**– ভাগ্যহীন, হতভাগ্য।
- **বাহে**– বাপুহে। দিনাজপুর, রংপুর এলাকার সম্বোধন বিশেষ।
- **কোনঠে**– কোথায়।
- **জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়**– কোথায় সবাই, জেগে ওঠো। কবি এখানে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন।
- **লোকালয়**– জনগনের আবাসস্থল বা জনপদ।
- **ধবল**– সাদা।
- **সংসার**– পৃথিবী।
- **শিস**– ঠোঁট ও জিহ্বার সাহায্যে বংশী ধ্বনি।
- **অকস্মাৎ**– হঠাৎ।
- **স্তব্ধতা**– নিশ্চলতা।
- **মিনতি**– অনুরোধ।
- **স্থির**– দৃঢ় বা অবিচল।
- **তীব্র**– প্রখর।
- **আঙিনা**– উঠান।
- **শকুন**– বহুদূর যেতে পারে এবং মৃতদেহ খেয়ে বেঁচে থাকে এমন বড় পাখি।
- **দালাল**– অন্যায়ভাবে সহায়তাকারী।
- **বাজেয়াপ্ত**– নিষিদ্ধ।
- **যখন শকুন নেমে আসে**– শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার বেড়ে যাওয়া।
- **দালালেরই আলখাল্লায়**– সামাজিক অপশক্তির আস্তানা।
- **নিঃসঙ্গ**– একাকী।
- **কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত**– বাক্ স্বাধীনতা হরণ।
- **প্রশস্ত প্রান্তরে**– বিস্তৃত বা চওড়া মাঠে।
- **অশ্রু**– কান্না বা চোখের জল।
- **পাহাড়ি ঢল**– পর্বত প্রভৃতি থেকে নিচে প্রবাহিত জলরাশি।
- **কাল**– আগামী দিন।
- **অভাগা**– ভাগ্যহীন বা হতভাগা।
- **অভাগা মানুষ যেন জেগে ওঠে**– নির্যাতিত মানুষগুলো শত্রুর কবল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা চায়।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

পাঠ পর্যালোচনা

[illegible] অতিক্রমকারী নীল আকাশ, সেই আকাশে রয়েছে হাজার হাজার তারা আর নীল আকাশের নিচে রয়েছে উনসত্তর হাজার গ্রাম, গঞ্জ, হাট-বাজার, জনপদ, লোকালয়। সেখানে পূর্ণিমার চাঁদ সাদা দুধের মতো জোছনা ঢালছে। কবি এ অংশে বক্তব্যগুলো প্রতীকাশ্রয়ে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এখানে নীল আকাশ বেদনার প্রতীক, যা উনসত্তর হাজার গ্রাম বাংলার [illegible] মানুষকে ছেয়ে ফেলেছে কেননা তারা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আবার নীল বেদনার মধ্যেও এ অগণিত মানুষ পূর্ণিমার চাঁদের মতো জ্যোৎস্নালোকিত সত্যের মতো স্বাধিকার (মুক্তির) প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখে।

[illegible] পরাধীনতার শৃঙ্খলে পতিত যার দরুন সমগ্র মানুষের দেহমন আকাশের নীলের মতো বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, সেই নীল বেদনার মধ্যেই হঠাৎ করে নদী, মাঠ, ক্ষেত, [illegible] সমস্ত দেশ যখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ঠিক তখনই জনসমষ্টির স্বাধিকার প্রাপ্তির স্বপ্নের প্রতীক হিসেবে নীল বেদনার মধ্যে হঠাৎ করে বড় চাঁদ গণমানুষের হৃদয়পটে [illegible] হয়। দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ আর নির্যাতনের মূল উৎপাটন করে। এ যেন স্বাধিকার বা মুক্তির উদাত্ত আহ্বান। আর এ উদ্দেশ্যে কথক বা প্রস্তাবক সকলকে [illegible] হয়ে আসন গাড়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন।

[illegible] বাঙালি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে সম্ভব হয়েছে আন্দোলনের মাধ্যমে যার দরুন ১৯৭১ সালে বাঙালির চূড়ান্ত সাফল্য আসে। অতীতের এসব প্রতিবাদ আর অসংখ্য বীরের [illegible] অনেক ইতিহাস বর্তমান প্রজন্ম জানে না। কিন্তু নূরলদীন আমাদের অতীত গৌরবগাঁথার ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়।

[illegible] অর্থাৎ অসচেতনতা অথবা জনগণের নিস্তব্ধতায় যখন সারাদেশে শোষকগোষ্ঠীর অন্যায়, উৎপীড়ন জেঁকে বসেছিল, এমনকি সমগ্র বাংলার মানুষ যখন প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে [illegible] তখন মুক্তির দূত হিসেবে এদেশের মরা আঙিনায় (মৃত্যু নিথর আঙিনা) দীর্ঘ দেহ নিয়ে নূরলদীন দেখা দেয়। বাংলা ১১৮৯ বঙ্গাব্দে বা ইংরেজি ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে রংপুরে নূরলদীন ব্রিটিশবিরোধী কৃষক আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল।

[illegible] শকুন (এখানে শকুন বলতে ঔপনিবেশিক শক্তি, শোষক, নির্যাতনকারীকে বোঝানো হয়েছে) নেমে আসে এ বাংলায় অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত থেকে শুরু করে দীর্ঘ নয় [illegible] এ বাংলা মৃত্যুপুরীতে রূপ নেয়। যখন শকুনরূপী দালাল রাজাকারদের আলখাল্লায় এদেশ ছেয়ে যায়, যখন বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও বাক [illegible] বাজেয়াপ্ত হয়, যখন স্বজনের রক্তে ভেসে যায় ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা তখন মনে পড়ে ইতিহাসের প্রতিবাদী নায়ক নূরলদীনের কথা এবং তার চেতনা আমাদের পথ দেখায়। [illegible] দুধের মতো নূরলদীনের চেতনা আমাদের সামনে জ্যোৎস্নালোকিত সত্যের মতো উদ্ভাসিত, তখন ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী না হয়ে কে থাকতে পারে। তখন আর কে নিঃস্ব নয় বরং সকলের অশ্রু একত্র হয়ে মহাস্রোতে পরিণত হয়।

ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে নূরলদীন মিশে যায় বাংলার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ভিড়ে, অংশগ্রহণ করে সমকালীন সকল আন্দোলন সংগ্রামে। তাই কবির মনে হয়– অভাগা মানুষ জেগে উঠে পাহাড়ি ঢলের মতো ভাসিয়ে দেবে সকল অন্যায় যখন নূরলদীন দেবে ডাক– "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?।"

Step 2 পাঠ-পরিচিতি

উৎস : 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি সৈয়দ শামসুল হকের 'নূরলদীনের সারাজীবন' শীর্ষক বিখ্যাত কাব্যনাটক থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি এই নাটকের প্রস্তাবনা অংশ।

সারসংক্ষেপ : নাটকটির প্রস্তাবনা অংশে সূত্রধর বা কথক আবেগঘন কাব্যিক বর্ণনার মাধ্যমে দর্শকের সঙ্গে নাট্যকাহিনির সংযোগ স্থাপন করেছেন। রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাহসী কৃষকনেতা নূরলদীনের সংগ্রামের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নূরলদীনের সাহস আর ক্ষোভকে অসামান্য নৈপুণ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে।

১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ কালরাত থেকে শুরু করে দীর্ঘ নয় মাস যখন এই বাংলা মৃত্যুপুরীতে রূপ নেয়, যখন শকুনরূপী দালালের আলখাল্লায় ছেয়ে যায় দেশ; যখন বাঙালি হারায় তার স্বপ্ন ও বাক্-স্বাধীনতা, যখন স্বজনের রক্তে ভেসে যায় ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা– তখন মনে পড়ে ইতিহাসের প্রতিবাদী নায়ক নূরলদীনকে– এই চেতনাই কবিতাটিকে সৈয়দ শামসুল হক তুলে ধরতে চেয়েছেন। ১১৮৯ বঙ্গাব্দে [১৭৮২ খ্রি.] নূরলদীনের ডাকে মানুষ যেভাবে জেগে উঠেছিল, এখনও ঠিক সেইভাবে জেগে উঠবে বাংলার জন-মানুষ– এটাই কবির বিশ্বাস। এভাবে কবির শিল্পভাবনায় নূরলদীন ক্রমান্বয়ে এক চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীকে পরিণত হয়। ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে নূরলদীন মিশে যায় বাংলার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ভিড়ে– অংশগ্রহণ করে সমকালীন সকল আন্দোলন-সংগ্রামে। তাই কবির মনে হয়– অভাগা মানুষ জেগে উঠে পাহাড়ি ঢলের মতো ভাসিয়ে দেবে সকল অন্যায় যখন নূরলদীন দেবে ডাক– "জাগো, বাহে, কোনঠে সবাই।"

- প্রথম লাইন– নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর
- শেষ লাইন– দিবে ডাক, "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?"
- ছন্দ– কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত।

Step 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য

সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ

প্র + অন্তর = প্রান্তর	সম্ + সার = সংসার
লোক + আলয় = লোকালয়	নিঃ + সঙ্গ = নিঃসঙ্গ

প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয়

√অশ্ + রু = অশ্রু	জ্যোতিঃ + ন + আ = জ্যোৎস্না
√স্তম্ভ্ + ত = স্তব্ধ	পূর্ণি + √মা + অ + আ = পূর্ণিমা
√শক্ + উন = শকুন	প্র + √শন্স্ + ত = প্রশস্ত
√পৃষ্ + থ + আ = পৃষ্ঠা	ইতিহ + √অস্ + অ = ইতিহাস
√স্বপ্ + ন = স্বপ্ন	প্র + √পত্ + অ = প্রপাত

সমাস নির্ণয়

ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
অ (মন্দ) ভাগ্য যার	অভাগা	নঞ্ বহুব্রীহি
কাল রূপ ঘুম	কালঘুম	রূপক কর্মধারয়
সোনার বাংলা	সোনার বাংলা	অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কাল রূপ পূর্ণিমা	কালপূর্ণিমা	রূপক কর্মধারয়
লোকের আলয়	লোকালয়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
পদ আছে যে জনের	জনপদ	ব্যধিকরণ বহুব্রীহি

উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
সমস্ত	শমোস্‌তো	অকস্মাৎ	অকোশ্‌শাঁত্
ব্রহ্মপুত্র	ব্রোম্‌হোপুত্‌ত্রো	নিঃসঙ্গ	নিশ্‌শংগো
তীব্র	তিব্‌ব্রো	প্রশস্ত	প্রোশস্‌তো
স্তব্ধ	স্তব্‌ধো	স্বচ্ছ	শচ্‌ছো
অশ্রু	ওস্‌স্রু	প্রপাত	প্রোপাত্

শব্দের উৎস নির্দেশ

তৎসম	নীল, আকাশ, প্রপাত, প্রশস্ত, স্বচ্ছ, ব্রহ্মপুত্র, অশ্রু।
আরবি	আলখাল্লা, দালাল।
ফারসি	বাজেয়াপ্ত, দরজা, হাজার, গঞ্জ ।

বানান সতর্কতা

নিলক্ষা, জ্যোৎস্না, চাঁদ, অকস্মাৎ, ব্রহ্মপুত্র, অগণিত, পূর্ণিমা, নিঃসঙ্গ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 3 MCQ প্রশ্নোত্তর

Step 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় 'আমার স্বপ্ন' বলতে কার স্বপ্ন বোঝানো হয়েছে?
(ক) কবির (খ) সমগ্র জাতির (গ) কবির মাকের (ঘ) সংগ্রামীর

০২. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় জনগণকে কোথায় আসার কথা বলা হয়েছে?
(ক) প্রশস্ত প্রান্তরে (খ) খেলার মাঠে
(গ) রেসকোর্স ময়দানে (ঘ) বাড়ির আঙিনায়

০৩. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় প্রশস্ত প্রান্তরে কী জন্য আসতে বলা হয়েছে?
(ক) মাটি আন্দোলনের জন্য (খ) খেলার জন্য
(গ) প্রার্থনার জন্য (ঘ) জনসভার জন্য

০৪. কবিতায় নূরলদীনের ডাকে কীভাবে জনগণের সাড়া দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে?
(ক) বিচ্ছিন্নভাবে (খ) ধীরে ধীরে (গ) একে একে (ঘ) সর্বসম্মতভাবে

০৫. কবি কেন নূরলদীনের কথা স্মরণ করেছেন?
(ক) ব্যবসায়িক প্রয়োজনে (খ) চাকরি লাভের জন্য
(গ) সময়ের প্রয়োজনে (ঘ) ব্যক্তিগত প্রয়োজনে

০৬. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় মূলভাবের সঙ্গে কোনটি বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ?
(ক) বিদ্রোহ-আন্দোলন (খ) স্মৃতিকাতরতা
(গ) নীতিময়তা (ঘ) সমাজ সচেতনতা

০৭. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কাদের জেগে ওঠার কথা বলা হয়েছে?
(ক) অভাগা মানুষদের (খ) শাসিতদের (গ) শ্রমিকদের (ঘ) শিশুদের

০৮. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন কী বলে সবাইকে ডাক দিবে?
(ক) জাগো, বাহে, কোনঠে সবায় (খ) জাগো বাহে, ওঠো সবাই
(গ) জাগো বাহে, চলো সবাই (ঘ) জাগো বাহে, জাগো সবাই

০৯. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি কোন রচনা থেকে সংকলিত হয়েছে?
(ক) কালের তীর্থ (খ) নূরলদীনের সারাজীবন
(গ) জাগো বাহে (ঘ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

১০. কবি নূরলদীনের সাহস আর ক্রোধকে অসামান্য নৈপুণ্যে কীসের সঙ্গে মিশিয়েছেন?
(ক) ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে (খ) স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে
(গ) মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে (ঘ) গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে [উ] (গ)

১১. ইতিহাসের প্রতিবাদী নূরলদীনকে মনে পড়ার কারণ–
(ক) পাকিস্তানিদের শোষণ (খ) পাকিস্তানিদের হত্যা আর ধ্বংসলীলা
(গ) কোম্পানি পুঁজিবাদ (ঘ) ব্রিটিশদের শোষণ

১২. ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে নূরলদীন কাদের ভিড়ে মিশে যান?
(ক) আন্দোলনকারীদের (খ) শ্রমজীবী সাধারণ মানুষদের
(গ) কৃষিজীবীদের (ঘ) মেহনতি মানুষদের

১৩. নিচের কোনটি ঐতিহাসিক চরিত্র?
(ক) নূরলদীন (খ) নাসিরউদ্দীন (গ) বশিরউদ্দীন (ঘ) খালেকুদ্দীন

১৪. 'যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়।' চরণটি দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
(ক) হতাশা (খ) বেদনা (গ) আশা (ঘ) ঘৃণা

১৫. 'যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়' চরণের মর্মার্থ কোনটি?
(ক) অত্যাচার ও শোষণ (খ) অন্যের কৃপা
(গ) অন্যের প্রতি অনুরাগ (ঘ) শত্রুবাহিনীর আশীর্বাদ

১৬. 'প্রশস্ত প্রান্তর' বলতে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?
(ক) উন্মুক্ত খোলা মাঠ (খ) কলেজ মাঠ
(গ) রেসকোর্স ময়দান (ঘ) ফসলের মাঠ

১৭. 'সকেন' কোন ভাষার শব্দ?
(ক) ফারসি (খ) আরবি (গ) চীনা (ঘ) পর্তুগিজ

১৮. সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্মের মূল প্রবণতা–
(ক) জটিল জীবনপ্রবাহ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (খ) গণমানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল
(গ) অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী (ঘ) নগরমানস উন্মোচন

১৯. নূরলদীন মূলত কাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন?
(ক) মহাজনদের বিরুদ্ধে (খ) ইংরেজদের বিরুদ্ধে
(গ) পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে (ঘ) জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে

২০. নূরলদীনের কথা সারা দেশে কীসের ঢলের মতো নেমে আসে?
(ক) নদীর (খ) সমুদ্রের (গ) পাহাড়ি (ঘ) জোয়ারের [উ] (গ)

২১. প্রতিবাদী নূরলদীন ইতিহাসের পাতা থেকে কাদের সঙ্গে মিশে যায়?
(ক) শ্রমজীবী (খ) চাকুরীজীবী (গ) আমলা (ঘ) ছাত্রদের

২২. 'যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়' পরের লাইন কী?
(ক) অতি অকস্মাৎ (খ) কালঘুম যখন বাংলায়
(গ) এই তীব্র রক্ত পূর্ণিমায় (ঘ) ইতিহাসে, প্রতিটি পৃষ্ঠায়

২৩. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন কীসের বিরোধী ছিলেন?
(ক) আধুনিকতার (খ) ধর্মীয় অনুশাসন
(গ) সাম্রাজ্যবাদ (ঘ) পুঁজিবাদ

২৪. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় 'বন্ধ দরজা' কোন অর্থবাহক?
(ক) তালাযুক্ত দরজা (খ) খিলযুক্ত দরজা
(গ) শক্তিহীন নির্বিকারত্ব (ঘ) মৃত্যুপুরী

২৫. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কেন কবির স্বপ্ন লুট হয়ে যায়?
(ক) অহংকারে (খ) অভাবে (গ) দালালের কারণে (ঘ) অত্যাচারে

২৬. মরা আঙিনায় আবার কাকে দেখা যায়?
(ক) কাজী নজরুল ইসলামকে (খ) নূরলদীনকে
(গ) সৈয়দ শামসুল হককে (ঘ) আল মাহমুদকে

২৭. হঠাৎ কোথায় তীব্র শিস দিয়ে বড় চাঁদ দেখা দেয়?
(ক) মধ্যগগনে (খ) নিকষকার নীলে (গ) রাতের আকাশে (ঘ) পূর্ণিমার রাতে

২৮. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি সকলকে কীভাবে আসতে বলেছেন?
(ক) ঘন হয়ে (খ) সুসজ্জিত হয়ে
(গ) আক্রমণাত্মক হয়ে (ঘ) পরিপাটি হয়ে

২৯. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি সকলের কাছে কী মিনতি করেন?
(ক) মনোযোগ দিতে (খ) প্রস্তুতি নিতে
(গ) স্থির হয়ে বসতে (ঘ) চুপ করতে

৩০. 'নূরলদীনের সারাজীবন' কাব্যনাটকের প্রস্তাবনা অংশে কী রয়েছে?
(ক) বিষাদময় কাব্যিক বর্ণনা (খ) ঐতিহাসিকতাময় কাব্যিক বর্ণনা
(গ) প্রেমময় কাব্যিক বর্ণনা (ঘ) আবেগঘন কাব্যিক বর্ণনা

৩১. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় শকুন কোথায় নেমে আসে?
(ক) সোনার বাংলায় (খ) ভারতে (গ) পাকিস্তানে (ঘ) চীনে

৩২. নূরলদীন কোন অঞ্চলের সামন্তবাদী সাম্রাজ্যবাদী মানুষের বিরোধিতা করে?
(ক) রংপুর (খ) কুড়িগ্রাম
(গ) জামালপুর (ঘ) পিরোজপুর

৩৩. কোথা হতে বেরিয়ে এসে নূরলদীন মিশে যায় বাংলার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ভিড়ে
(ক) ঘর থেকে (খ) বাজার থেকে
(গ) খেলার মাঠ থেকে (ঘ) ইতিহাসের পাতা থেকে

৩৪. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় আমাদের দেশে কীসে ছেয়ে যায়?
(ক) শকুনে (খ) দালালের আলখাল্লায়
(গ) চোরে (ঘ) ডাকাতে

৩৫. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় স্মৃতির দুধ জ্যোৎস্নার সাথে কী হয়?
(ক) মিশে যায় (খ) ঝরে পড়ে (গ) উড়ে যায় (ঘ) বিলুপ্ত হয়

৩৬. এই বাংলায় কী নেমে এলে নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়?
(ক) হায়েনা (খ) জানোয়ার (গ) অন্ধকার (ঘ) শকুন

৩৭. কী লুট হয়ে গেলে কবি সৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়?
(ক) সম্পদ (খ) স্বর্ণালঙ্কার (গ) টাকা (ঘ) স্বপ্ন

৩৮. অভাগা মানুষ আবার কার আশায় জেগে ওঠে?
(ক) চেতনার (খ) নূরলদীনের (গ) ইতিহাসের (ঘ) ঐতিহ্যের

৩৯. নূরলদীন কোথায় আসবেন বলে কবি সৈয়দ শামসুল হক প্রতীক্ষা করেন?
(ক) বিমুখ প্রান্তরে (খ) নদীর কিনারায়
(গ) বিস্তৃত মাঠে (ঘ) বাংলায়

৪০. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় ইতিহাসের পাতায় কী লেখা আছে?
(ক) বীরত্বের কথা (খ) ঐতিহ্যের কথা
(গ) ঐশ্বর্যের কথা (ঘ) রক্তের কথা

৪১. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি তাঁর কী বাজেয়াপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন?
(ক) স্বাধীনতা (খ) সম্পদ (গ) পুরস্কার (ঘ) কণ্ঠ

৪২. দিনাজপুর ও রংপুর এলাকার বিশেষ সম্বোধন নিচের কোনটি?
(ক) কেরে (খ) বাহে (গ) বাহি (ঘ) ওহে

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Step 2

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার পটভূমি– [চারুকলা : ২৩-২৪, খুবি C ১৯-২০]
(ক) কৃষক বিদ্রোহ (খ) নীল বিদ্রোহ
(গ) সাঁওতাল বিদ্রোহ (ঘ) স্বদেশি আন্দোলন উ: (ক)

০২. নূরলদীনের বাড়ি কোথায় ছিল? [গ ১৮-১৯]
(ক) দিনাজপুর (খ) নওগাঁ (গ) রংপুর (ঘ) রাজশাহী উ: (গ)

০৩. 'তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নূরলদীন দেখা দেয় মরা আঙিনায়'। নূরলদীন দেখা দেয়– [খ ১৭-১৮]
(ক) তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায় (খ) যখন শকুন নেমে আসে
(গ) কালঘুম যখন বাংলায় (ঘ) একদিন কাল পূর্ণিমায় উ: (গ)

০৪. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কাব্যনাট্যাংশে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' চরণটি ব্যবহৃত হয়েছে– [ঘ ১৭-১৮]
(ক) ছয়বার (খ) সাতবার (গ) আটবার (ঘ) নয়বার উ: (ক)

০৫. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কাব্যনাট্যাংশে জ্যোৎস্নার সাথে কী ঝরে পড়ে? [ঘ ১৬-১৭]
(ক) নদীর অশ্রু (খ) পাহাড়ি ঢল (গ) স্মৃতির দুধ (ঘ) আমার স্বপ্ন উ: (গ)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নূরলদীনের ডাকে কত সালে বাংলার মানুষ জেগে উঠেছিল? [E ১৭-১৮]
(ক) ১৭৮৭ (খ) ১৮৫৭ (গ) ১৯৭১ (ঘ) ১৭৮২ উ: (ঘ)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সকল অন্যায়ের প্রতিবাদে নূরলদীন ডাক দেয়– [I ১৯-২০]
(ক) এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম (খ) জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?
(গ) যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায় (ঘ) যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায় উ: (খ)

০২. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকের রচয়িতা– [C, ১৮-১৯]
(ক) সেলিম আল দীন (খ) আবদুল্লাহ আল মামুন
(গ) সৈয়দ শামসুল হক (ঘ) মমতাজ উদ্দিন আহমেদ উ: (গ)

০৩. সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে কোথায় মেশে? [B ১৭-১৮; বেরোবি A 16-17]
(ক) ব্রহ্মপুত্র (খ) ধলেশ্বরী (গ) কপোতাক্ষ (ঘ) গঙ্গা উ: (ক)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাট্যের বিষয় কী? [A ১৮-১৯]
(ক) ভাষা আন্দোলন (খ) মুক্তিযুদ্ধ
(গ) স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলন (ঘ) ছাত্র আন্দোলন উ: (খ)

০২. 'নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত' এখানে 'নিলক্ষা আকাশ' অর্থ কী? [E ১৬-১৭; ইবি গ ১৬-১৭]
(ক) নীল রঙের আকাশ (খ) নীল চোখের মতো আকাশ
(গ) দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী আকাশ (ঘ) কোনোটিই নয় উ: (গ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সৈয়দ শামসুল হকের রচনা কোনটি? [B : ২১-২২]
(ক) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (খ) বিসর্জন
(গ) ওরা কদম আলী (ঘ) সুবচন নির্বাসনে উ: (ক)

০২. রংপুরে নূরলদীন একদিন ডাক দিয়েছিল .... [A : ২১-২২, ঢাবি গ ১৯-২০]
(ক) ১১৯৮ সনে (খ) ১১৮৯ সনে (গ) ১৮৮৯ সনে (ঘ) ১৯১৮ সনে উ: (খ)

০৩. কাদের বিরুদ্ধে নূরলদীন জেগে ওঠার কথা বলেছেন? [B ১৯-২০]
(ক) পাকিস্তানি (খ) নবাব (গ) পর্তুগিজ (ঘ) ব্রিটিশ উ: (ঘ)

০৪. নূরলদীন কে ছিলেন? [B ১৭-১৮]
(ক) কৃষকনেতা (খ) শ্রমিকনেতা (গ) নীলচাষী (ঘ) ফকির-বিদ্রোহী উ: (ক)

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নূরলদীন কোন অঞ্চলের কৃষকনেতা ছিলেন? [B : ২১-২২]
(ক) ফরিদপুর-বরিশাল (খ) রংপুর-দিনাজপুর
(গ) নওগাঁ-চাঁপাইনবাবগঞ্জ (ঘ) সিলেট-কুমিল্লা উ: (খ)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নূরলদীনের সারাজীবন' কোন ধরনের রচনা? [B ১৯-২০]
(ক) গীতিকবিতা (খ) নাট্যকাব্য (গ) কাব্যনাটক (ঘ) পত্রকাব্য উ: (গ)

০২. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কোন শ্রেণির রচনা? [B ১৮-১৯]
(ক) কাব্য (খ) কাব্যনাট্য (গ) নাট্যকাব্য (ঘ) উপন্যাস উ: (খ)

০৩. 'পরানের গহীন ভিতর' কাব্যটি কার লেখা? [S ১৬-১৭]
(ক) নরেন বিশ্বাস (খ) নির্মলেন্দু গুণ (গ) সৈয়দ শামসুল হক (ঘ) সোমেন চন্দ উ: (গ)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'গণনায়ক' কার রচনা? [A ১৯-২০]
(ক) সুকান্ত ভট্টাচার্য (খ) কাজী নজরুল ইসলাম
(গ) সৈয়দ শামসুল হক (ঘ) শামসুর রাহমান উ: (গ)

০২. সব্যসাচী লেখক কে? [AP ১৭-১৮; নোবিপ্রবি B ১৭-১৮; যবিপ্রবি E ১৭-১৮]
(ক) হুমায়ূন আহমেদ (খ) আল মাহমুদ
(গ) সৈয়দ শামসুল হক (ঘ) মুনীর চৌধুরী উ: (গ)

০৩. 'নূরলদীন' চরিত্রটি কার সৃষ্টি? [খ ১৬-১৭]
(ক) শামসুর রাহমান (খ) সৈয়দ শামসুল হক (গ) শহীদ কাদরী (ঘ) আবুল হাসান উ: (খ)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কত হাজার গ্রাম-গঞ্জের কথা আছে? [A ১৯-২০; জাবি B ১৭-১৮]
(ক) উনআশি (খ) উনষাট (গ) উনসত্তর (ঘ) উনপঞ্চাশ উ: (গ)

০২. দিবে ডাক, "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?" লাইনটি কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে? [C ১৯-২০; খুবি B ১৭-১৮]
(ক) ঐকতান (খ) সাম্যবাদী
(গ) নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় (ঘ) সেই অস্ত্র উ: (গ)

০৩. সৈয়দ শামসুল হকের সমাধি কোথায়? [A ১৭-১৮]
(ক) রংপুর (খ) কুড়িগ্রাম (গ) লালমনিরহাট (ঘ) নীলফামারী উ: (খ)

০৪. 'আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়'– কখন? [B ১৭-১৮]
(ক) সকালে (খ) রাতে (গ) কাল পূর্ণিমায় (ঘ) অন্ধকারে উ: (গ)

০৫. সৈয়দ শামসুল হক সাহিত্যের গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে কোন ভাবটি পোষণ করতেন? [C ১৭-১৮]
(ক) গবেষণা প্রবেশ মনোভাব (খ) নিরীক্ষাপ্রিয় মনোভাব
(গ) প্রতীকধর্মী মনোভাব (ঘ) প্রচারধর্মী মনোভাব উ: (খ)

০৬. নূরলদীন কাদের ডাক দিয়েছিল? [A ১৬-১৭]
(ক) জমিদার (খ) শ্রমজীবী (গ) ব্যবসায়ী (ঘ) ছাত্র উ: (খ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ-পূর্ণিমার' কোন কবিতার লাইন? [B ১৬-১৭]
(ক) একুশ মানে মাথা নত না করা (খ) আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
(গ) নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় (ঘ) ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ উ: (গ)

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিলক্ষার নীলে তীব্র শিস দেয় কে? [B ১৯-২০]
(ক) চাঁদ (খ) সাপ (গ) শালিক (ঘ) দোয়েল উ: (ক)

০২. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন কোন সময় আসবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে? [C ১৮-১৯]
(ক) স্বর্ণালী সন্ধ্যায় (খ) কাল পূর্ণিমায় (গ) চৈতি রাতে (ঘ) সোনালি সকালে উ: (খ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'প্রতিধ্বনিগণ' এটি কোন কবির রচনা? [D ১৭-১৮]
(ক) সৈয়দ শামসুল হক (খ) জীবনানন্দ দাশ
(গ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (ঘ) দিলওয়ার উ: (ক)

০২. 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' এখানে কোন জেলার কথা বলা আছে? [G ১৬-১৭]
(ক) দিনাজপুর (খ) কুড়িগ্রাম (গ) রংপুর (ঘ) কোনোটিই নয় উ: (গ)

০৩. 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়' কথাটিতে প্রকাশ পেয়েছে- [F ১৬-১৭]
(ক) ঘর থেকে বের হওয়ার আহ্বান (খ) অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহ্বান
(গ) মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান (ঘ) সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান উ: (খ)

০৪. নূরলদীন কীসের প্রতীক? [E ১৬-১৭; বেরোবি B ১৬-১৭]
(ক) পূর্বসূরির প্রতীক (খ) চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীক
(গ) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক (ঘ) কৃষক শ্রেণির প্রতীক উ: (খ)

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. নূরলদীনের কথা তখনই মনে পড়ে, যখন– [১৯-২০]
(ক) দেশজুড়ে শান্তির পরিবেশ (খ) ঘরে ঘরে অনাহার
(গ) প্রত্যেকের স্বপ্ন লুণ্ঠিত (ঘ) প্রতি গৃহে অশান্তি বিরাজমান উ: (গ)

০২. দীর্ঘ দেহ নিয়ে নূরলদীন কোথায় দেখা দেয়? [১৭-১৮]
(ক) স্বচ্ছ পূর্ণিমায় (খ) দালালের আলখাল্লায়
(গ) মরা আঙিনায় (ঘ) অভাগা দেশে উ: (গ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Step 3 — নার্সিং/বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি

০১. 'নূরলদীনের সারাজীবন' কবিতার লেখক কে? [২২-২৩]
ক) সৈয়দ শামসুল হক খ) শামসুর রাহমান গ) আসাদ চৌধুরী ঘ) সৈয়দ হাসান ইমাম

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [Diploma Nursing'15-16]
ক) বিলেতফেরত সেপাই খ) উপমহাদেশ গ) নিষিদ্ধ লোবান ঘ) ওঙ্কার

Step 4 — HSC বোর্ড পরীক্ষা ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায় দিয়ে ডাক'– কেন? [রা. বো. '১৯, য. বো. '১৯]
ক) সংগঠিত হতে খ) নিপীড়ন দূর করতে গ) সংগ্রাম করতে ঘ) ইতিহাস গড়তে

০২. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়' কথাটির তাৎপর্য কী? [চ. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]
ক) সকল অন্যায় দূর করার আহ্বান খ) বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের আহ্বান গ) তীব্র জনতাকে জেগে তোলা ঘ) জনতাকে বিক্ষুব্ধ ও সাহসী করে তোলা

০৩. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় 'অলসবৃত্ত' কী অর্থ প্রকাশ করেছে? [দি. বো. '১৯]
ক) অসচেতনতা খ) দুঃসময় গ) নিঃস্বতা ঘ) দুর্ভিক্ষ

০৪. নূরলদীন কে ছিলেন? [দি. বো. '১৯]
ক) স্বাধীনতাযোদ্ধা খ) কৃষকনেতা গ) মুক্তিযোদ্ধা ঘ) ব্রিটিশ সৈনিক

০৫. সৈয়দ শামসুল হকের কাব্য নয়– [দি. বো. '১৭]
ক) বৈশাখে রচিত খ) একদা এক রাজ্যে গ) পরাণের গহীন ভিতর ঘ) এখানে এখন

০৬. বিদেশের নিয়ে নূরলদীন আবার কোথায় দেখা দেবে? [রা. বো. '১৭]
ক) বাংলার ঘরে ঘরে খ) সবুজের উঠোনে গ) মন অধিকারে ঘ) এদেশের সবুজে

০৭. 'যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়' চরণটিতে বাংলার কোন সংগ্রামের প্রেক্ষাপটকে উন্মোচন করা হয়েছে? [দি. বো. '১৭]
ক) সিপাহি বিদ্রোহ খ) অসহযোগ আন্দোলন গ) ভাষা আন্দোলন ঘ) স্বাধীনতা আন্দোলন

০৮. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় 'বন্ধ দরোজা' বলতে মানুষের কী বোঝানো হয়েছে? [ব. বো. '১৯]
ক) স্বপ্ন খ) মুক্তি গ) চেতনা ঘ) অধিকার

০৯. নূরলদীনের বাড়ি কোথায়? [চ. বো. '১৬]
ক) রংপুর খ) দিনাজপুর গ) পঞ্চগড় ঘ) ঠাকুরগাঁও

১০. নূরলদীন একদিন ডাক দিয়েছিলেন কত সনে? [ঢা. বো. '১৬; কু. বো. '১৬]
ক) ১১৮৯ খ) ১১৮৭ গ) ১২৭২ ঘ) ১২৮৯

১১. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন কাদের জেগে ওঠার আশায় ডাক দিয়েছেন? [দি. বো. '১৬]
ক) সাধারণ মানুষ খ) শ্রমজীবী মানুষ গ) অভাগা মানুষ ঘ) সংগ্রামী মানুষ

১২. 'নূরলদীনের সারাজীবন' কী ধরনের রচনা? [য. বো. '১৬]
ক) কাব্যনাটক খ) গীতিকাব্য গ) নাট্যকাব্য ঘ) গাথাকাব্য

১৩. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে– [ঢা. বো. '১৬]
ক) একজন সংগ্রামী মানুষের জীবন খ) এদেশের মানুষের সুখ, শান্তি ও প্রাচুর্য গ) বাংলার রূপবৈচিত্র্য ঘ) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা

১৪. ১১৮৯ সনে কৃষকনেতা নূরলদীন কীসের ডাক দিয়েছিলেন? [দি. বো. '১৬]
ক) মিছিলের খ) বিদ্রোহের গ) ধান কাটার ঘ) জনসভার

Step 5 — BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. সবচেয়ে কম বয়সে কোন লেখক বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান? [৪১তম বিসিএস]
ক) শওকত আলী খ) সেলিনা হোসেন গ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

Step 6 — বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় ফুটে উঠেছে–
i. নূরলদীনের প্রতিবাদী চেতনার উদ্ভাসন ii. বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের আহ্বান
iii. বাংলার সামগ্রিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের কবিতাংশটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাংলার আকাশে আজ লক্ষ কোটি তীর যেন
ঘরে ও বাহিরে উঠে কম্পিত, একটি শব্দে
জাক হয়ে যায় জেগে ও উত্তরের মতন সৈনিক,
কেন মুক্তির, কেন স্বাধীনতা ঘরে সবাই।

০২. উদ্দীপকে সবার মুক্তির ও স্বাধীনতা হওয়ার ব্যাপারটি 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার যে দিকগুলোর সাথে সম্পর্কিত তা হলো–
i. অধিকার আদায়ে সংগ্রাম ii. পূর্বপুরুষের আহ্বান iii. সকলের সম্মিলিত প্রয়াস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৩. 'নূরলদীনের সারাজীবন' কবিতায় নূরলদীন হলেন–
i. ঐতিহাসিক চরিত্র ii. প্রতিবাদী চরিত্র iii. চেতনাদীপ্ত চরিত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
রায়হান সাহেব ছিলেন একজন খাঁটি মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে তিনি এলাকার যুবকদের নিয়ে পাকসেনাদের গুলিতে শহিদ হন। রায়হান সাহেবের মতো আত্মত্যাগীদের জাতি আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

০৪. রায়হান সাহেব ও নূরলদীনের কথা স্মরণ হয়–
i. নিপীড়নের সময় ii. দেশের ক্রান্তিকালে iii. বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৫. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়'– কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে–
i. জ্যোৎস্না, পূর্ণিমা ii. মিনতি, স্মৃতি iii. আর্তনাদ, ক্রীতদাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৬. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি কী প্রত্যাশা করেছেন?
i. অভাগা মানুষের জেগে ওঠা ii. যোগ্য নেতৃত্বের আবির্ভাব
iii. মানুষের স্বপ্ন লুট করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৭. অতি অকস্মাৎ স্তব্ধতার দেহ ছিঁড়ে কোন ধ্বনি? এখানে ধ্বনি হচ্ছে–
i. আওয়াজ ii. বিদ্রোহের আভাস iii. প্রতিবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৮. 'যখন শকুন নেমে আসে এই বাংলায়'– এখানে শকুন বলতে যা বোঝানো হয়েছে–
i. শাসকগোষ্ঠী ii. শোষণকারী গোষ্ঠী iii. সামন্তবাদী গোষ্ঠী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৯. কবি সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন–
i. গোল হয়ে আসতে ii. ঘন হয়ে আসতে iii. স্থির হয়ে আসতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০. 'অতীত হঠাৎ হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরোজায়'– এ চরণে ফুটে উঠেছে–
i. অতীতের প্রভাব ii. স্মৃতিতাড়িত হওয়া iii. প্রেরণামুখর হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (ঘ)

১১. 'নূরলদীনের পুনরাগমন' নির্দেশ করে–
i. আদর্শের পুনরাবৃত্তি ii. জনমনে নূরলদীনের প্রভাব iii. সংগ্রামী চেতনা অবিনাশী
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (ঘ)

১২. 'জাগো বাহে কোনঠে সবায়' 'এক হয়ে আসুন সকলে' চরণটিতে ফুটে উঠেছে–
i. একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ii. সম্মিলিত হওয়ার আহ্বান
iii. সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (ঘ)

১৩. নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়, যখন–
i. স্বপ্ন লুট হয় ii. জ্যোৎস্না ঝরে পড়ে iii. কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (খ)

১৪. 'যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়'– এই রক্ত ঝরার সাথে সম্পর্ক রয়েছে–
i. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ii. ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের
iii. ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (ঘ)

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
উনিশ শতকে সংগঠিত হয় সাঁওতাল বিদ্রোহ। জমিদার ও সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের এ বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন সিধু মাঝি। ভারতবর্ষে স্বাধিকার আন্দোলনে সাঁওতাল বিদ্রোহ এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

১৫. উদ্ধৃতাংশ ও 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়'– কবিতার সাদৃশ্য–
i. বিদ্রোহে ii. স্বাধিকার চেতনায় iii. শান্তিবাদে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (ক)

প্রদত্ত উদ্দীপক পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম নেতৃত্বে ছিলেন সিধু ও কানু। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে তাঁরা আত্মাহুতি দেন।

১৬. উদ্দীপকের ঘটনাটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়'– কবিতার–
i. সামন্তবাদবিরোধী আন্দোলন ii. নূরলদীনের সংগ্রাম
iii. বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (ঘ)

১৭. 'কালঘুম' বলতে বোঝায়–
i. মৃত্যু ii. চিরনিদ্রা iii. স্থবিরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (ঘ)

১৮. নূরলদীন অসামান্য নৈপুণ্যে বাংলার মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন–
i. সাহস ii. ক্ষোভ iii. বীরত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (ঘ)

১৯. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়'– কবিতায় 'স্বপ্ন লুট হওয়া' বলতে বোঝানো হয়েছে–
i. স্বপ্নভঙ্গ ii. আশাভঙ্গ iii. স্বপ্নহীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (ক)

২০. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় শকুন যে অর্থের দ্যোতনা দেয়, তা হলো–
i. অত্যাচারী শাসকের ii. সামাজিক অপশক্তির iii. হানাদারদের
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (ঘ)

২১. নূরলদীন ছিলেন–
i. সাহসী কৃষক নেতা ii. মুক্তির নায়ক iii. সাম্রাজ্যবাদবিরোধী
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (ঘ)

২২. কবির 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' যখন এ দেশে–
i. কালঘুম নেমে আসে ii. শকুন নেমে আসে iii. কবির স্বপ্ন লুট হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (ঘ)

২৩. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়'– কবিতায় কোন চেতনা ফুটে উঠেছে?
i. প্রতিবাদী চেতনা ii. আত্মপ্রত্যয়ী iii. সংগ্রামী চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (খ)

২৪. সৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীনকে মনে পড়ে, যখন–
i. বাংলা মৃত্যুপুরীতে রূপ নেয় ii. দালালের আলখাল্লায় দেশ ছেয়ে যায়
iii. বাঙালি যখন স্বপ্ন ও বাকস্বাধীনতা হারায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (ঘ)

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিরা নিরীহ বাঙালিদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ দেশেরই কিছু মানুষের সহায়তায় তারা হত্যা করে অগণিত মানুষকে। নিস্তব্ধ পরিবেশে চারিদিকে লাশ আর লাশ।

২৫. উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তোমার পঠিত কবিতায় যে চরিত্রগুলো এখানে উপস্থিত–
i. শকুন ii. দালাল iii. লুটেরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (ঘ)

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
'রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী?
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের তীব্র ভ্রূকুটি হেরি!
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরি, কত দেরি!!

২৬. উদ্দীপকের সাথে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার সাদৃশ্য হলো–
i. যোগ্য নেতৃত্বের প্রত্যাশায় ii. অন্ধকার ও অজ্ঞতা দূরীকরণে
iii. জাতির ক্রান্তিলগ্নের উপস্থিতিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii উ: (খ)

Part 4 লিখিত অংশ

Step 1 জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

- নিস্তব্ধ আকাশ– নীল।
- পূর্ণিমার চাঁদ জ্যোৎস্না ঢালছে– ধবল দুধের মতো।
- কাঁসের দেহ ছিঁড়ে ধ্বনির শব্দ শোনা যায়– স্তব্ধতার দেহ।
- অতীত হানা দেয়– মানুষের বন্ধ দরজায়।
- নূরলদীন দেখা দেয়– মরা আঙিনায়।
- নূরলদীন সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল– ১১৮৯ বঙ্গাব্দে/১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে।
- নির্ঝরের পতনের স্থানকে বলে– প্রপাত।
- দালালের আলখাল্লায় দেশ ছেয়ে যাওয়া, বাংলায় শকুন নেমে আসা, যে সময়ের সাক্ষী– ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।
- 'যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়' পঙ্ক্তিতে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে– ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।
- কবিতাটিতে 'দালাল' বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে– রাজাকার, আলবদর, আলশামস।
- নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট, বড় নষ্ট যখন– সংসার।
- স্তব্ধতার দেহ বলতে বোঝানো হয়েছে– এখানে নীরব, নিস্তব্ধ পরিবেশ বোঝানো হয়েছে।
- কবিতায় 'বড় সংসার যখন নষ্ট' বোঝাতে উল্লেখ করা হয়েছে– নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট এই চারটি জিনিসের।
- অভাগা মানুষ ভাসিয়ে দিবে সকল অন্যায়– পাহাড়ি ঢলের মতো।
- আকাশের নিচে আছে– উনসত্তর হাজার লোকালয়।
- 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় হঠাৎ দেখা যায়– বড় চাঁদ।
- দীর্ঘ কত মাস বাংলা মৃত্যুপুরীর রূপ নিয়েছিল– নয় মাস।
- 'বাহে' কোন এলাকার সম্বোধন বিশেষণ– দিনাজপুর, রংপুর।

CamScanner

Step 2

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

০১. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কেন?

উত্তর : নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়, কারণ নূরলদীন জাতির ক্রান্তিলগ্নে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য মানুষকে উদাত্ত আহ্বান করেছিলেন। রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন কৃষক নেতা নূরলদীন। ৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও দেশ মৃত্যুপুরীতে রূপ নেয়। শকুনরূপী দালালের আলখাল্লায় ছেয়ে যায় দেশ। হতবাক স্তম্ভিত বাঙালির আশ্রয়স্থল তখন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দিকনির্দেশনা। ফলে কবির কানে বেজে ওঠে নূরলদীনের সেই উদাত্ত আহ্বানের কথা। এজন্যেই নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়।

০২. 'যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় এদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষের সমৃদ্ধ জীবন-যাপনের স্বপ্ন নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার দিকে কবি ইঙ্গিত করেছেন। সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসনের পর ১৯৪৭ সালে দেশভাগের মধ্য দিয়ে শোষণমুক্ত ও সমৃদ্ধ দেশের স্বপ্ন দেখেছিল বাংলার মানুষ। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে, যা ব্রিটিশ শাসনের মতোই নব্য ঔপনিবেশিকতায় রূপ নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় তারা বাঙালিদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ জাতীয় জীবনের প্রায় সকলক্ষেত্রে আগ্রাসন চালায়। তাদের কাপুরুষোচিত আক্রমণে স্বজনের রক্তে ভেসে গিয়েছিল বাংলার মাটি। এভাবে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ার বিষয়টিকেই কবি বলেছেন স্বপ্ন লুট হয়ে যায়।

০৩. 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?' উক্তিটির মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়' উক্তিটিতে প্রস্ফুটিত হয়েছে এমন এক প্রতীকী ব্যঞ্জনা, যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী নূরলদীন যেন আবার ডাক দিয়ে উঠবেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে পরিণত করা হয় এক ধ্বংসস্তূপে। তখন এই দেশের প্রয়োজন হয় নূরলদীনের মতো এক সাহসী নেতার, যিনি ডাক দিয়ে সবাইকে একত্র করবেন। সবাই একত্র হয়ে লড়বে পাকিস্তানি শত্রুর বিরুদ্ধে, মুক্ত করবে মাতৃভূমিকে। দেশের ওই ক্রান্তিকালে কবির মনে পড়েছিল সেই সংগ্রামী নূরলদীনের কথা, যিনি ব্রিটিশবিরোধী কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

০৪. 'অভাগা মানুষ যেন জেগে ওঠে আবার' কেন?

উত্তর : 'অভাগা মানুষ যেন জেগে ওঠে আবার' কারণ নির্যাতিত, নিষ্পেষিত মানুষ শত্রুর কবল থেকে মুক্ত হতে স্বাধীনতা চায়। শত্রুর দাপট যখন খুব বেড়ে যায়, তখন শত্রু আগ্রাসী হয়ে ওঠে, সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন। তখন নির্যাতিতরাও জেগে ওঠে, বাঁচার আশায় মুক্তির জন্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আলোচ্য উক্তি দ্বারা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরা হয়েছে। দেয়ালে পিঠ ঠেকা মানুষ তাই গর্জে উঠেছে আবার - প্রশ্নোক্ত উক্তি দ্বারা এবিষয়টিই বোঝানো হয়েছে।

০৫. 'যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : উক্ত উক্তিটি বলতে কবি বাক্স্বাধীনতা হরণকে বুঝিয়েছেন। কবি বাংলার মানুষের মুখ থেকে তাদের প্রিয় বাংলা ভাষাকে কেড়ে নিতে চাওয়ার অপচেষ্টার সময়ের কথা বলেছেন। বাংলার মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল উর্দু। বাক্স্বাধীনতাকে যারা হরণ করতে চায় কবি তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ। কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করা বলতে কবি এ বিষয়টিকেই বুঝিয়েছেন।

০৬. কবি কেন সবাইকে গোল হয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন?

উত্তর : জাতীয় সংকট নিরসনের জন্যে কবি সবাইকে গোল হয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণে যেকোনো সংকট মোকাবিলা করা সহজ হয়। সকলের মতামতের ভিত্তিতে সমাধান বের হয়ে আসে। এ সত্যটি কবিও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি সকলকে একত্র হওয়ার অর্থাৎ গোল হয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

০৭. 'যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়' উক্তিটির মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত পঙ্‌ক্তিটিতে বাংলার মাটিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আগ্রাসনের দিকটি বোঝানো হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ কালরাত থেকে দীর্ঘ নয় মাস বাংলার মাটি রক্তাক্ত হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে। বাংলার নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষের ওপর শকুনের মতো নেমে আসে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। হামলার মাধ্যমে নারকীয় গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সোনার বাংলাকে মৃত্যুপুরীতে রূপান্তরিত করে। 'যখন শকুন নেমে আসে এই 'সোনার বাংলায়' উক্তিটির মাধ্যমে এ বিষয়টিকেই বোঝানো হয়েছে।

০৮. কবি শকুনের রূপকাশ্রয়ে কোন বিষয়টিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : কবি শকুনের রূপকে পাকিস্তানি হানাদারদের কাপুরুষোচিত অতর্কিত আক্রমণকে তুলে ধরেছেন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাত থেকে শুরু করে দীর্ঘ নয় মাস বাংলাকে করা হয়েছিল মৃত্যুপুরী। শকুনরূপী পাকিস্তানি হানাদাররা এদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর চালিয়েছিল নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। তাদের কাপুরুষোচিত আক্রমণে স্বজনের রক্তে ভেসে গিয়েছিল সমগ্র বাংলা। কবি শকুনের রূপকে এ বিষয়টিকেই তুলে ধরেছেন।

০৯. রংপুরে নূরলদীন একদিন ডাক দিয়েছিলেন কেন?

উত্তর : রংপুরের নূরলদীন একদিন ডাক দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের দোসর সামন্তপ্রভুদের নিগ্রহ থেকে মুক্তির জন্য।

পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর ঔপনিবেশিক ইংরেজশক্তি এদেশকে তাদের শোষণ-নিপীড়নের লীলাক্ষেত্রে পরিণত করে। তারা এদেশে গড়ে তোলে সামন্তশ্রেণি। সামন্তপ্রভুরা এদেশের সাধারণ কৃষকদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালায়। আঠারো শতকের শেষ দিকে রংপুর-দিনাজপুর এলাকায় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল নূরলদীন। এদেশের গণমানুষকে মুক্ত করাই ছিল তার এ আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

১০. কৃষকনেতা নূরলদীন সাধারণ মানুষকে কীভাবে ডাক দিয়েছিলেন? [রাবি A ১৯-২০]

উত্তর : "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়।"

১১. অতীত মানুষের দরজায় হানা দেয় কেন?

উত্তর : 'অতীত হঠাৎ হাতে দেয় মানুষের বন্ধ দরোজায়' কারণ দরজায় বিপদ এসে কড়া নাড়ছে, যার সাথে অতীতের ঘটনার মিল রয়েছে।

একই রকম কোনো ঘটনা যদি দুই বা ততোধিকবার মানুষের জীবনে ঘটে, তখন অতীতের একই ঘটনা স্মৃতি হিসেবে হাজির হয়। এ স্মৃতিতে মিশে থাকে শিক্ষা, যার আলোকে মানুষ বর্তমানের মোকাবিলা করে। আলোচ্য পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে অতীতের নূরলদীনের কথা স্মৃতি হিসেবে মনের বন্ধ দরজায় হানা দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে। কারণ সে সময়ের মতো আজও দুঃসময় এসে ঘিরে ধরেছে বাঙালিকে আষ্টেপৃষ্ঠে।

১২. নূরলদীন বিখ্যাত হওয়ার কারণ কী?

উত্তর : ব্রিটিশবিরোধী কৃষক আন্দোলনে সাহসী ভূমিকার জন্যে নূরলদীন বিখ্যাত। নূরলদীনের জন্ম রংপুরে। তিনি ছিলেন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক সাহসী কৃষকনেতা। ১৭৮২ সালে তাঁর আহ্বানে এ অঞ্চলের ব্রিটিশবিরোধী কৃষক আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সকল কৃষক। কৃষক নেতা নূরলদীনের এ আন্দোলন-সংগ্রামের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে- তাই তিনি বিখ্যাত।

১৩. ১১৮৯ বঙ্গাব্দ বিখ্যাত হওয়ার কারণ কী?

উত্তর : ১১৮৯ বঙ্গাব্দ বিখ্যাত সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য। দীর্ঘ প্রায় দুশো বছর ব্রিটিশরা আমাদের এদেশকে শাসনের নামে শোষণ আর নির্যাতন করে। তারা আমাদের এ বাংলায় সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করে সামন্তপ্রভু সাজে। আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে তারা ধ্বংস করে দেয়। তখন তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ করে। এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয় সাহসী কৃষকনেতা নূরলদীন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তিনি যে প্রতিবাদ-আন্দোলন গড়ে তোলেন সেটা ঘটেছিল ১১৮৯ বঙ্গাব্দে। তখন তার ডাকে মানুষ জেগে উঠেছিল। ইতিহাসে তার সাহসী ও নির্ভীক নেতৃত্ব আজও মানুষের মনে আশা ও সাহস জোগায়।

১৪. বাংলার আঙিনাকে মরা বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : অসম সাহসী বীর কৃষকনেতা নূরলদীনের সংগ্রামী জীবনচেতনা তুলে ধরতে বাংলার আঙিনাকে মরা বলা হয়েছে।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং তা হতে মুক্তির পথ বর্ণিত হয়েছে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায়। হানাদার বাহিনী অতর্কিতভাবে নিরীহ বাঙালির ওপরে হত্যাযজ্ঞ চালায়। একপর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পায় পথের দিশা, ছিনিয়ে আনে লাল সবুজের পতাকা ও সার্বভৌমত্ব। আঠারো শতকের শেষার্ধে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদী শাসকের হাত হতে মুক্তির দূত হিসেবে আবির্ভূত হয় নূরলদীন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতনে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু বাংলাকে মৃত্যুপুরীতে রূপান্তরিত করে।

CS CamScanner

Part 5

SELF TEST

Step 1

SELF TEST MCQ

সৈয়দ শামসুল হককে সব্যসাচী লেখক বলা হয় কেন?
(ক) সব হাতে লেখক পারদর্শী ছিলেন বলে
(খ) তার সাহিত্যে মানবতা প্রাধান্য পেয়েছে বলে
(গ) একাধারে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ও শিশু সাহিত্য লিখেছেন বলে
(ঘ) কবি হওয়ার পাশাপাশি ভালো মানুষ ছিলেন বলে

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটিতে কী প্রাধান্য পেয়েছে?
(ক) প্রতিবাদ, সংগ্রাম (খ) আনন্দ উচ্ছ্বাস (গ) প্রেম বিরহ (ঘ) স্মৃতিকাতরতা

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার শেষ লাইন কোনটি?
(ক) নূরলদীন দিয়ে ডাক, জাগো বাহে: কোনঠে সবায়?... (খ) নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
(গ) সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে (ঘ) যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়

'হাট' বলতে কী বোঝায়?
(ক) সপ্তাহের বিশেষ দিনে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দিষ্ট স্থান
(খ) সপ্তাহব্যাপী পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দিষ্ট স্থান
(গ) প্রতিদিন সকালে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দিষ্ট স্থান
(ঘ) প্রতিদিন বিকেলে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দিষ্ট স্থান

নিচের কোনটি 'ধবল' শব্দের সমার্থক?
(ক) সফেদ (খ) কৃষ্ণ (গ) লালচে (ঘ) হলুদ

'নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট, বড় নষ্ট যখন সংসার' এ লাইনটির মধ্যে কবির কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?
(ক) ক্ষোভ (খ) হতাশা (গ) অনুরাগ (ঘ) আশা

'শিস' শব্দের অর্থ কী?
(ক) ঠোঁট ও জিহ্বার সাহায্যে উৎপন্ন বাঁশির মতো শব্দ (খ) একধরনের পদ্মফুল
(গ) ধানের ডগা (ঘ) বাঁশের কঞ্চি

'___ আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর নিচে গ্রাম, গঞ্জ, হাট, জনপদ' - শূন্যস্থানে নিচের কোন শব্দটি বসবে?
(ক) নিলক্ষা (খ) ধবল (গ) পশ্চিম (ঘ) দিনের

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীনের কী আকৃতির দেহের বর্ণনা আছে?
(ক) শীর্ণ দেহ (খ) দীর্ঘ দেহ (গ) মোটা দেহ (ঘ) খর্বকায় দেহ

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় কোন কবিতার?
(ক) আমার পূর্ব বাংলা (খ) তিতাস (গ) সোনার তরী (ঘ) পাঞ্জেরি

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় 'দালাল' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
(ক) রাজাকারদের (খ) হানাদারদের (গ) আমলাদের (ঘ) রাজনীতিকদের

'আলখাল্লা' শব্দের অর্থ কী?
(ক) ঢিলেঢালা লম্বা জামাবিশেষ (খ) সরু জামাবিশেষ
(গ) ছোট কাপড় বিশেষ (ঘ) এক ধরনের চাদর

ফুটে হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে কোন কবিতায়?
(ক) নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় (খ) রক্তে আমার অনাদি অস্থি
(গ) আঠারো বছর বয়স (ঘ) আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

কলন্দুর কোন দেশে ছিল?
(ক) ভারতে (খ) নেপালে (গ) পাকিস্তানে (ঘ) বাংলায়

১৫. কার সংগ্রামের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে?
(ক) শফিউদ্দীন (খ) ফকীর উদ্দীন (গ) কেরামতউদ্দীন (ঘ) নূরলদীন

১৬. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় 'তীব্র শিস দেওয়া চাঁদ' কীসের প্রতীক?
(ক) প্রতিবাদের (খ) মুক্তির (গ) পূর্ণিমার (ঘ) শক্তির

১৭. হঠাৎ ... হানা দেয় ... মানুষের বন্ধ দরোজায়।' শূন্যস্থানে নিচের কোন শব্দটি বসবে?
(ক) ভালোবাসা (খ) স্মৃতি (গ) অতীত (ঘ) বিরহ

১৮. 'যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
(ক) দেশের স্বাধীনতাবিরোধী (খ) দেশের ভিতর গুপ্তচর
(গ) দেশের সাধারণ মানুষ (ঘ) দেশের মুক্তিকামী মানুষ

১৯. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় 'শকুন' শব্দটি দ্বারা কাদের বোঝানো হয়েছে?
(ক) নিরীহ বাঙালিকে (খ) হিংস্র পাখিকে
(গ) রংপুরের মানুষকে (ঘ) পাকিস্তানি হানাদারকে

২০. রংপুর বিভাগের কথা বলা হয়েছে কোন কবিতায়?
(ক) নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় (খ) রক্তে আমার অনাদি অস্থি
(গ) সেই অস্ত্র (ঘ) তাহারেই পড়ে মনে

২১. 'যখন স্মৃতির দুধ জ্যোৎস্নার সাথে ঝরে পড়ে,' এ চরণের 'জ্যোৎস্না' শব্দটির উৎস ভাষা কী?
(ক) ফারসি (খ) সংস্কৃত (গ) দেশি (ঘ) আরবি

২২. নূরলদীনের কোন বিষয়দ্বয়কে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে মেশানো হয়েছে?
(ক) সাহস ও দুর্বলতা (খ) সাহস ও সংগ্রামশীলতা
(গ) সাহস ও ক্ষোভ (ঘ) সাহস ও বাস্তবতা

২৩. নীলাকাশে তারার সংখ্যা–
(ক) হাজার হাজার (খ) লক্ষ লক্ষ (গ) কোটি কোটি (ঘ) শত শত

২৪. নূরলদীন চরিত্রটি কোন অর্থে প্রয়োগ ঘটেছে?
(ক) চেতনা (খ) আদর্শ (গ) লক্ষ্য (ঘ) অহংকার

২৫. কবি নূরলদীনকে কেন প্রত্যাশা করেছেন?
(ক) অতীতকে ভুলতে (খ) বর্তমানকে জানাতে
(গ) সংগ্রামশীলতা প্রকাশার্থে (ঘ) আলস্যকে তুলে ধরতে

OMR

০১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
০৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
১১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
১৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
২১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)

Answer

২৫.গ	২৪.ক	২৩.ক	২২.গ	২১.খ	২০.ক	১৯.ঘ	১৮.ক	১৭.গ
১৬.ক	১৫.ঘ	১৪.ঘ	১৩.ক	১২.ক	১১.ক	১০.ঘ	০৯.খ	০৮.ক
০৭.ক	০৬.খ	০৫.ক	০৪.ক	০৩.ক	০২.ক	০১.গ		

Step 2

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কোন ধরনের নাটক ও রচয়িতার নাম কী?
নিলক্ষা শব্দের অর্থ কী?
কবির দৃষ্টিতে ব্রহ্মপুত্র নদীতে কী এসে মিশেছে?
স্বপ্নের আঙিনায় নূরলদীন কীভাবে দেখা দেয়?
পূর্ণিমার চাঁদ থেকে কে ধবল দুধের মতো আলো ঢালছে?
ঘুমন্ত মানুষ কার আশায় জেগে ওঠে?
'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটিতে কীসের দেহ ছিঁড়ে ধ্বনি শোনা যায়?
নূরলদীন কীভাবে চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছেন?
'পাহাড়ী ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটির প্রথম লাইন লেখ।

উত্তর :

০১. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাটক। রচয়িতা : সৈয়দ শামসুল হক।
০২. দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী। নিলক্ষা আকাশের রং নীল।
০৩. সমস্ত নদীর অশ্রু।
০৪. দীর্ঘ দেহ নিয়ে।
০৫. জ্যোৎস্না।
০৬. নূরলদীনের আশায়।
০৭. স্তব্ধতার দেহ।
০৮. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৯ Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
১০. নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর।

কাব্যগ্রন্থ :
একদা এক রাজ্যে
বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা
প্রতিধ্বনিগণ
বিরতিহীন উৎসব
পরাণের গহীন ভিতর
আমি জন্মগ্রহণ করিনি
অগ্নি ও জলের কবিতা

কাব্যনাটক :
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
গণনায়ক
নূরলদীনের সারাজীবন
এখানে এখন
ঈর্ষা
বাংলার মাটি বাংলার জল
নারীগণ

CamScanner

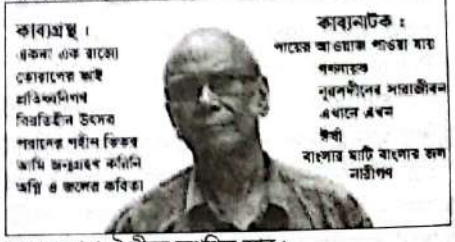

১৯৩৬-১৯৮৯ খ্রি.

- কবিতার বিষয়বস্তু : ত্রিশ লক্ষ বাঙালির আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বরূপ।
- ডালাস, মেক্সিকো, ক্যালিফোর্নিয়া এই তিনটি স্থানের উল্লেখ আছে।

ছবি
আবু হেনা মোস্তফা কামাল

- কবিতার পটভূমি : স্বাধীনতা অর্জনে বাঙালির গৌরবময় আত্মপ্রকাশ তুলে ধরার আবেগময় আকাঙ্ক্ষা।
- বিদেশি মুদ্রা– ৩টি (ডলার, মার্ক, স্টার্লিং)।
- ছবি শব্দটি আছে ৭ বার, ছবির মতো ৪বার।

এ কবিতার আলোচ্য বিষয়ে যা থাকছে

ছবি

- **Part-1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য**
  - Step : 1 কবি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন।
  - Step : 2 কবির গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম।
  - Step : 3 কবি সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
- **Part-2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি**
  - Step : 1 মূল কবিতা, শব্দার্থ ও টীকা এবং পাঠ পর্যালোচনা
  - Step : 2 পাঠ-পরিচিতি।
  - Step : 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য।
- **Part-3 MCQ প্রশ্নোত্তর**
  - Step : 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 3 নার্সিং/ বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 4 HSC বোর্ড পরীক্ষার ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ [১১শ-১২শ শ্রেণির জন্য]
- **Part-4 লিখিত অংশ**
  - Step : 1 জ্ঞানমূলক *(মূলপাঠ, লেখক ও অন্যান্য)* প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 অনুধাবনমূলক *(উদ্ধৃতি ও সংলাপ ব্যাখ্যাকরণ)* প্রশ্নোত্তর।
- **Part-5 SELF TEST**
  - Step : 1 SELF TEST MCQ প্রশ্নোত্তর ।
  - Step : 2 SELF TEST লিখিত।

কবিতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

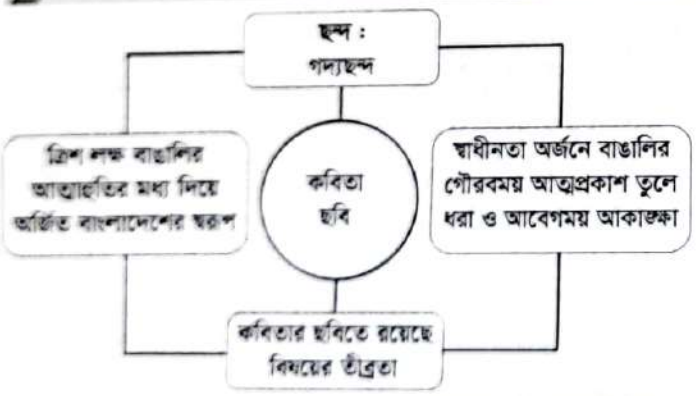

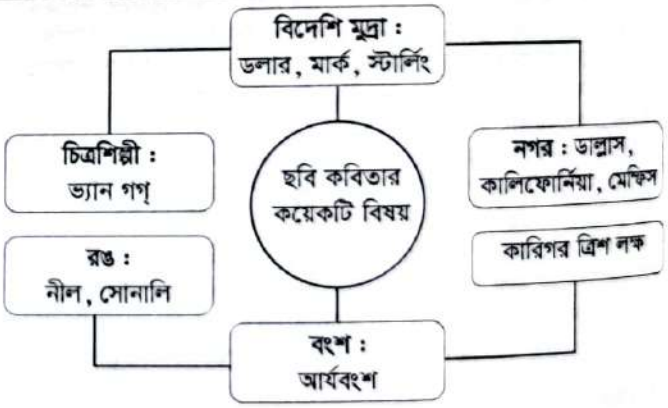

কবিতা ছবি
- ছন্দ : গদ্যছন্দ
- ত্রিশ লক্ষ বাঙালির আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বরূপ
- স্বাধীনতা অর্জনে বাঙালির গৌরবময় আত্মপ্রকাশ তুলে ধরা ও আবেগময় আকাঙ্ক্ষা
- কবিতার ছবিতে রয়েছে বিষয়ের তীব্রতা

ছবি কবিতার কয়েকটি বিষয়
- বিদেশি মুদ্রা : ডলার, মার্ক, স্টার্লিং
- চিত্রশিল্পী : ভ্যান গগ্
- নগর : ডালাস, ক্যালিফোর্নিয়া, মেক্সিকো
- রঙ : নীল, সোনালি
- কারিগর ত্রিশ লক্ষ
- বংশ : আর্যবংশ

- ভ্যান গগ্ : বিশ্ববিখ্যাত ডাচ চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট উইলেম ভ্যান গগ্ (১৮৫৩-১৮৯০)। তিনি পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী হিসেবে সমধিক পরিচিত। আবেগের সততা, রূঢ় সৌন্দর্য ও গাঢ় রং ব্যবহারের কুশলতায় বিশ শতকের চিত্রশিল্পে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি। The Potato Eaters, Self Portraits, wheat fields এবং sunflowers তাঁর অন্যতম বিখ্যাত ছবি।

ভিনসেন্ট উইলেম ভ্যান গগ্

- শিল্প মানেই নকল নয় কি? কাব্যতাত্ত্বিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, সাহিত্য বা শিল্প হচ্ছে জীবনের বা ঘটনার অনুকরণ। এ অর্থেই কবি শিল্পকে 'নকল' বলেছেন।
- 'ছবি' কবিতায় ছবি শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ– একটি দেশ।
- 'ছবি' কবিতায় নাম উল্লেখ আছে– আর্যবংশের।

- আঁকা ছবিতে সঞ্চারিত বিশেষ কোনো চিন্তা বা বাণীকেই চিত্রশিল্পে থিম বলা হয়। সাধারণত ওই বাণী জীবন, সমাজ ও মানবীয় প্রকৃতিকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়ে থাকে। থিম্-এর মাধ্যমে একটি ছবির মৌলিক ও বিশ্বজনীন মূল্য প্রতিভাত হয়।

থিম

- কবির মতে গভীর সাজেশান আছে– নরমুণ্ডের ক্রমাগত ব্যবহারের ভেতরে।
- 'ছবি' কবিতায় ব্যবহৃত উপমা প্রয়োগে গঠিত বাক্য– ছবির মতো এই দেশে একবার বেড়িয়ে যান।
- 'ছবি' কবিতাটি আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচিত যে প্রকৃতির রচনা– সংলাপধর্মী।

CamScanner

Part 1 কবি পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য

Step 1 কবি পরিচিতি

আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ মার্চ সিরাজগঞ্জ (তৎকালীন পাবনা) জেলার অন্তর্গত উল্লাপাড়ার গোবিন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : এম. শাহজাহান আলী। মাতা : খালেকুননেসা। শিক্ষাজীবন : ম্যাট্রিক (১৯৫২), পাবনা জেলা স্কুল; আই.এ (১৯৫৪), ঢাকা কলেজ। বি.এ (অনার্স), ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। পি.এইচ.ডি ডিগ্রি (১৯৬৯) লন্ডন থেকে কমনওয়েলথ শিক্ষাবৃত্তিতে দি বেঙ্গলি প্রেস অ্যান্ড লিটারারি রাইটিং ১৮১৮-১৮৩১ শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে অর্জন করেন। তিনি বিশিষ্ট রোমান্টিক কবি, একই সঙ্গে খ্যাতিমান অধ্যাপক, সফল গীতিকার, সুবক্তা, বাগ্মী ও মননশীল সাহিত্য-সমালোচক। সমগ্র শিক্ষাজীবনে তিনি সুপরিচিত ছিলেন কৃতী ছাত্র হিসেবে। পাবনার এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর কর্মজীবন। তিনি ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক থাকাকালে তিনি বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক-এর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রোমান্টিক কবিস্বভাব কবিতাকে করেছে নন্দনশোভন। শব্দের বহুমুখী দ্যোতনা ও চিত্রধর্মিতা তাঁর কবিতার প্রধান সম্পদ। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৫), সুহৃদ সাহিত্য স্বর্ণপদক (১৯৮৬), একুশে পদক (১৯৮৭), আবদুল কাদির সাহিত্যবিশারদ স্বর্ণপদক (১৯৮৯), সা'দত আলী আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯১) প্রভৃতি বহু পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ৫৩ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় মারা যান।

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিধা, স্বীকৃতি ও সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	আপন যৌবন বৈরী (১৯৭৪), যেহেতু জন্মান্ধ (১৯৮৪), আক্রান্ত গজল (১৯৮৮)।		
গীতি-সংকলন	আমি সাগরের নীল।	গান	তুমি যে আমার কবিতা, অনেক বৃষ্টি ঝরে, নদীর মাঝি বলে প্রভৃতি।
প্রবন্ধ-গবেষণা	শিল্পীর রূপান্তর (১৯৭৫), দি বেঙ্গলি প্রেস অ্যান্ড লিটারারি রাইটিং (১৯৭৭), কথা ও কবিতা (১৯৮১)।		

ছন্দে ছন্দে আবু হেনা মোস্তফা কামালের রচনাসমূহ

নদীর মাঝি বলে কথা অনেক বৃষ্টি ঝরে তবুও আমি সাগরের নীল এ আমার আক্রান্ত গজল এর মতো হয়ে গেছি, আমি যেহেতু জন্মান্ধ তাই এখন আপন যৌবন বৈরী, আমি আর কোনো নতুন কথা ও কবিতা'র বলতে পারি না তুমি যে আমার কবিতা।

Step 3 কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আবু হেনা মোস্তফা কামাল- বিশিষ্ট রোমান্টিক কবি।
- তাঁর কবিতার প্রধান সম্পদ- শব্দের বহুমুখী দ্যোতনা ও চিত্রধর্মিতা।
- তিনি বি.এ ও এম.এ তে প্রথম শ্রেণিতে- প্রথম স্থান অধিকার করেন।
- ছাত্রজীবন থেকে আবু হেনা ছিলেন- সংস্কৃতিপ্রেমী।
- কবিপুত্র সুজিত মোস্তফা- একজন নজরুল সঙ্গীত শিল্পী, সংগঠক ও গবেষক।
- কবি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন- ১১ মার্চ ১৯৮৬।

Part 2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি

Step 1 শব্দার্থ ও টীকা

- মনোহারী স্পট- চিত্তাকর্ষক পর্যটনস্থল।
- স্ফীত সঞ্চয়- ফুলে ফেঁপে ওঠা সঞ্চিত অর্থ।
- ডলার- আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ ইউরোপ ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম।
- মার্ক- বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের মুদ্রার নাম বা মুদ্রার একক। সোনা ও রুপার ওজন পরিমাপে মার্ক হিসাবের একক হয়ে কাজ করে।
- স্টার্লিং- পাউন্ড স্টার্লিং। পাউন্ড নামে সাধারণভাবে পরিচিত যুক্তরাজ্যের সরকারি মুদ্রা।
- ডালাস- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের তৃতীয় জনাকীর্ণ নগর।
- মেম্ফিস- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অঙ্গরাজ্য টেনিসের একটি নগর। শহরটি মিসিসিপি নদীর তীরে অবস্থিত।
- ক্যালিফোর্নিয়া- আয়তনের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য।
- শিল্প মানেই নকল নয় কি- কাব্যতাত্ত্বিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, সাহিত্য বা শিল্প হচ্ছে জীবনের বা ঘটনার অনুকরণ। এ অর্থেই কবি শিল্পকে নকল বলেছেন।
- খাঁটি আর্যবংশ সম্ভূত- আর্য মানে Aryan। [illegible]। এখানে খাঁটি বাঙালি চেতনার [illegible] এক মহামানবকে বোঝানো হয়েছে।

মূল কবিতা

আপনাদের সবার জন্যে এই উদার আমন্ত্রণ
ছবির মতো এই দেশে একবার বেড়িয়ে যান।
অবশ্য উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো মনোহারী স্পট আমাদের নেই,
কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না- আপনার স্ফীত সঞ্চয় থেকে
উপচে-পড়া ডলার মার্ক কিংবা স্টার্লিংয়ের বিনিময়ে যা পাবেন
ডালাস অথবা মেম্ফিস অথবা কালিফোর্নিয়া তার তুলনায় শিশুতোষ! ❶
আসুন, ছবির মতো এই দেশে বেড়িয়ে যান
রঙের এমন ব্যবহার, বিষয়ের এমন তীব্রতা
আপনি কোনো শিল্পীর কাজে পাবেন না, বস্তুত শিল্প মানেই নকল নয় কি?
অথচ দেখুন, এই বিশাল ছবির জন্যে ব্যবহৃত সব উপকরণ
অকৃত্রিম; ❷
আপনাকে আরও খুলে বলি : এটা, অর্থাৎ আমাদের এই দেশ,
এবং আমি যার পর্যটন দফতরের অন্যতম প্রধান, আপনাদের খুলেই বলি,
সম্পূর্ণ নতুন একটি ছবির মতো করে
সম্প্রতি সাজানো হয়েছে : ❸
খাঁটি আর্যবংশ সম্ভূত শিল্পীর কঠোর তত্ত্বাবধানে ত্রিশ লক্ষ কারিগর
দীর্ঘ ন'টি মাস দিনরাত পরিশ্রম করে বানিয়েছেন এই ছবি।
এখনো অনেক জায়গায় রং কাঁচা- কিন্তু কী আশ্চর্য গাঢ় দেখেছেন?
ভ্যান গগ্-যিনি আকাশ থেকে নীল আর শস্য থেকে সোনালি তুলে এনে
ব্যবহার করতেন- কখনো, শপথ করে বলতে পারি,
এমন গাঢ়তা দ্যাখেন নি : ❹
আর দেখুন, এই যে নরমুণ্ডের ক্রমাগত ব্যবহার- ওর ভেতরেও
একটা গভীর সাজেশান আছে- আসলে ওটাই এই ছবির- অর্থাৎ
এই ছবির মতো দেশের- থিম! ❺

শব্দার্থ ও টীকা

- ত্রিশ লক্ষ কারিগর- বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহিদ।
- ভ্যান গগ্- বিশ্ববিখ্যাত ডাচ চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট উইলেম ভ্যান গগ্ (১৮৫৩ - ১৮৯০)। তিনি পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী হিসেবে সমধিক পরিচিত। আবেগের সততা, রূঢ় সৌন্দর্য ও গাঢ় রং ব্যবহারের কুশলতায় বিশ শতকের চিত্রশিল্পে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি। The Potato Eaters, Self Portraits, wheat fields এবং sunflowers তাঁর অন্যতম বিখ্যাত ছবি।
- নরমুণ্ডের ক্রমাগত ব্যবহার- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী অসংখ্য শহিদের করোটি কবিকথিত ছবিতে বারবার ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।
- সাজেশান- একটি বিশেষ চিন্তা যা নতুন কিছুর উন্মেষ ঘটায়।
- থিম- আঁকা ছবিতে সঞ্চারিত বিশেষ কোনো চিন্তা বা বাণীকেই চিত্রশিল্পে থিম্ বলা হয়। সাধারণত ওই বাণী জীবন, সমাজ ও মানবীয় প্রকৃতিকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়ে থাকে। থিম-এর মাধ্যমে একটি ছবির মৌলিক ও বিশ্বজনীন মূল্য প্রতিভাত হয়।

CamScanner

পাঠ পর্যালোচনা

০১. কবি সংগ্রামী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে ছবির মতো সুন্দর বলে অভিহিত করেছেন। সেই সাথে বিদেশি পর্যটকদের উদার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কবি মনে করেন, তাঁর জন্মভূমিতে বিদেশের মতো চিত্তাকর্ষক তেমন পর্যটনস্থল নেই। আর যা আছে তা বিদেশের সেসব চিত্তাকর্ষক স্থানের তুলনায় খুবই সামান্য।

০২. কবি পুনরায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে, এদেশের শিল্পীত রূপের দিকটি তুলে ধরেন। কাব্যতাত্ত্বিক অ্যারিস্টটলের ভাষ্যমতে, সাহিত্য বা শিল্প হচ্ছে জীবনের বা ঘটনার অনুকরণ। কিন্তু এদেশের শিল্পরূপ চিত্রিত করতে যেসব উপকরণ রয়েছে, তার সবই অকৃত্রিম, খাঁটি বলে অভিহিত করেছেন। যা পৃথিবীর কোনো শিল্পীর কাজে পাওয়া যাবে না।

০৩. কবি তাঁর প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিজেকে পর্যটন দফতরের অন্যতম প্রধান বলে উল্লেখ করেছেন। আর ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে কীভাবে এদেশটি নতুন করে সেজে উঠেছে সে প্রসঙ্গে কথা বলেছেন।

০৪. কবি খাঁটি আর্যবংশ অর্থাৎ খাঁটি বাঙালি চেতনার ধারক মহামানবদের কথা বলেছেন, যারা দীর্ঘ নয়মাস মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশকে গড়ে তুলেছেন। ত্রিশ লক্ষ শহিদের কথা বলেছেন, যাঁদের বুকের রক্তে গাঢ়তা পেয়েছে এ ছবির মতো দেশ। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ভ্যান গগের প্রসঙ্গ তুলে এনে, শপথের মতো দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা বলেছেন।

০৫. শিল্পীত বাংলাদেশে আত্মদানকারী শহিদদের করোটির কথা এদেশের ছবির চিত্ররূপে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা বারবার কবি তুলে ধরেছেন। ছবিটিতে ব্যবহৃত অসংখ্য নরমুণ্ডের ব্যবহার ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মদানের সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করে আছে, আর এটিই ছবির মতো সুন্দর এদেশের গৌরবময় স্মারক।

Step 2 পাঠ-পরিচিতি

- **উৎস :** 'ছবি' কবিতাটি আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আপন যৌবন বৈরী' থেকে সংকলিত হয়েছে।
- **কবিতার সারসংক্ষেপ :** 'ছবি' কবিতায় রোমান্টিক কবি নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে মহান শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটি কালজয়ী ছবি হিসেবে কল্পনা করেছেন। কবি নিপুণ শব্দের ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেন ত্রিশ লক্ষ খাঁটি বাঙালি-শিল্পী তথা শহিদের দীর্ঘ নয় মাসের শ্রমে-আত্মদানে সৃজিত হয়েছে এই ছবি। তাঁর নিশ্চিত ধারণা, রঙের জাদুকর শিল্পী ভ্যান গগও ছবিটিতে ছড়ানো রঙের আশ্চর্য গাঢ়তা কখনো দেখেননি। কবি মনে করেন, ছবিটিতে ব্যবহৃত অসংখ্য নরমুণ্ডের ব্যবহার ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মদানের সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করে আছে, যা এই ছবির মতো দেশটির গৌরবময় স্মারক। ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তস্নাত সুন্দর এই দেশ পরিদর্শনের জন্য কবি বিদেশিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কবিতায়।
- **প্রথম চরণ–** আপনাদের সবার জন্যে এই উদার আমন্ত্রণ
- **শেষ চরণ–** এই ছবির মতো দেশের– থিম!
- **ছন্দ :** কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। গদ্যছন্দে কোনো সুনির্দিষ্ট পর্ব ও মাত্রাসাম্য থাকে না।

Step 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য

সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ	
উৎ + লেখ = উল্লেখ	সম্ + চয় = সঞ্চয়
ক্রম + আগত = ক্রমাগত	সোনা + আলি = সোনালি
প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয়	
আ + √মন্ত্র্ + অন = আমন্ত্রণ	√শীল্ + প = শিল্প
শিল্প + ইন্ = শিল্পী	√স্ফায্ + ত = স্ফীত
সম্ + √ভূ + ত = সম্ভূত	সম্ + √চি + অ = সঞ্চয়
সম্ + √বল্ + অ = সম্বল	√ঋ + য = আর্য
√বস্ + শ = বংশ	√শস্ + য = শস্য
বি + অব + √হৃ + ত = ব্যবহৃত	বি + নি + √মি + অ = বিনিময়
শব্দের উৎস নির্দেশ	
সংস্কৃত	আমন্ত্রণ, অবশ্য, উদ্রতা, আর্য।
ফারসি	কারিগর, দফতর।
দেশি	খাঁটি।
বাংলা (তদ্ভব)	সোনালি।

সমাস নির্ণয়		
ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
অকৃত্রিম	নয় কৃত্রিম	নঞ্ তৎপুরুষ
অনেক	নয় এক	নঞ্ তৎপুরুষ
দিনরাত	দিন ও রাত	দ্বন্দ্ব সমাস

উচ্চারণ			
শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
আমন্ত্রণ	আমোন্ত্রোন্	অবশ্য	অবোশ্যো
তীব্রতা	তিব্রোতা	সম্ভূত	শম্ভুতো
স্ফীত	সফিতো	সঞ্চয়	শন্চয়
সম্প্রতি	শম্প্রোতি	লক্ষ	লোক্খো
আর্য	আর্জো	শস্য	শোশ্যো

বানান সতর্কতা

স্ফীত, মেফিস, কালিফোর্নিয়া, সম্ভূত, তত্ত্বাবধান, নরমুণ্ড, সাজেশান, গাঢ়তা, সম্প্রতি, কাঁচা, সোনালি।

Part 3 MCQ প্রশ্নোত্তর

Step 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. আবু হেনা মোস্তফা কামাল কর্মজীবন শুরু করেন?
ক পাবনা কলেজে খ ব্রজমোহন কলেজে
গ পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ঘ ঢাকা কলেজে **উ: গ**

০২. কোনটি আবু হেনা মোস্তফা কামালের গীতি সংকলন?
ক আক্রান্ত গজল খ আমি সাগরের নীল
গ যেহেতু জন্মান্ধ ঘ শিল্পীর রূপান্তর **উ: খ**

০৩. কবি মোট কতটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন?
ক ১টি খ ২টি গ ৩টি ঘ ৪টি **উ: গ**

০৪. 'কথা ও কবিতা' কোন ধরনের রচনা?
ক কাব্যগ্রন্থ খ গীতি-সংকলন গ প্রবন্ধগ্রন্থ ঘ সনেট **উ: গ**

০৫. 'তুমি যে আমার কবিতা' গানটি কার রচিত?
ক আবু হেনা মোস্তফা কামাল খ গোলাম মোস্তফা
গ কবির বকুল ঘ আবদুল জব্বার **উ: ক**

০৬. 'আক্রান্ত গজল' কী ধরনের রচনা?
ক কবিতা খ গল্প গ কাহিনিকাব্য ঘ কাব্যগ্রন্থ **উ: ঘ**

০৭. যেহেতু জন্মান্ধ' কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক ১৯৭৪ খ ১৯৮৪ গ ১৯৮৮ ঘ ১৯৮৯ **উ: খ**

০৮. আবু হেনা মোস্তফা কামালের কবিতার প্রধান সম্পদ কোনটি?
ক মননশীলতা খ রোমান্টিকতা
গ শব্দের বহুমুখী দ্যোতনা ও চিত্রধর্মীতা ঘ প্রকৃতিচেতনা **উ: গ**

০৯. কবি 'ছবি' কবিতায় কাদের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন?
ক সবার জন্য খ চিত্রশিল্পীদের জন্য
গ মননশীলদের জন্য ঘ সাহিত্যিকদের জন্য **উ: ক**

১০. কবি সবাইকে কেমন আমন্ত্রণ জানিয়েছেন?
ক সাদর খ বিনয়ী গ উদার ঘ অকৃত্রিম **উ: ঘ**

CamScanner

কবি এই দেশকে কীসের সাথে তুলনা করেছেন?
ক মনোহারী স্পট খ ছবি গ প্রকৃতি ঘ শিল্প উ: খ

কবি এই ছবির মতো দেশে সবাইকে কী করতে বলেছেন?
ক ঘুরতে খ প্রমাণ করতে গ পিকনিক ঘ বেড়িয়ে যেতে উ: ঘ

এদেশে উল্লেখযোগ্য তেমন কী নেই?
ক ছবি খ মনোহারী স্পট গ রং ঘ ইতিহাস উ: খ

'ছবির মতো এই দেশ' বলতে কবি কোন দেশকে বুঝিয়েছেন?
ক বাংলাদেশ খ ভারত গ শ্রীলঙ্কা ঘ মালদ্বীপ উ: ক

কোন দেশে তেমন কোনো মনোহারী স্পট নেই?
ক নিউজিল্যান্ড খ নেপাল গ বাংলাদেশ ঘ ভূটান উ: গ

'কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না' কবি কীসের কথা বলেছেন?
ক বেড়ানোর বিষয়টি খ মনোহারী স্পট না থাকার দিকটি
গ সৌন্দর্যের দিকটি ঘ ইতিহাসের বিষয়টি উ: খ

১৭. বিদেশিদের ডলার মার্ক কী হচ্ছে?
ক সদ্ব্যবহার হচ্ছে খ উপচে পড়ছে গ অপচয় হচ্ছে ঘ সঞ্চিত থাকছে উ: ঘ

১৮. মার্ক কী?
ক নগর খ হিসাবের একক গ মানবজাতি ঘ নদী উ: খ

১৯. যুক্তরাজ্যের সরকারী মুদ্রার নাম কী?
ক মার্ক খ পাউন্ড গ ডলার ঘ টাকা উ: খ

২০. 'মনোহারী স্পট' দ্বারা কী বোঝায়?
ক মন হরণকারী খ চিত্তাকর্ষক পর্যটনস্থল
গ মিষ্টি বিশেষ ঘ আকর্ষণীয় স্থান উ: ঘ

২১. ফুলে ফেঁপে ওঠা সঞ্চিত অর্থকে কী বলে?
ক আঙুল ফুলে কলাগাছ খ বাড়তি অর্থ গ স্ফীত সঞ্চয় ঘ ফুল সঞ্চয় উ: গ

Step 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

কিসের কোন কবি গীতিকার হিসেবেও সফল ছিলেন? [B1 ২২-২৩]
ক আবু হেনা মোস্তফা কামাল খ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ গ ফররুখ আহমদ ঘ জীবনানন্দ দাশ উ: ক

Step 4 HSC বোর্ড পরীক্ষা ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর

'Ary'an' বাংলা কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক আদি খ আর্য গ অনার্য ঘ দ্রাবিড় উ: খ

খাঁটি বাঙালি চেতনার ধারকদের কবি কী বলেছেন?
ক মহান খ মহৎ গ মহামানব ঘ মহাত্মা উ: গ

কবি শহিদদের কী হিসেবে অভিহিত করেছেন?
ক কারিগর খ শিল্পী গ চিত্রকর ঘ ইম্প্রেশনিস্ট উ: ক

ভ্যান গগের জন্ম কত সালে?
ক ১৮২১ খ ১৮৩৫ গ ১৮৫৩ ঘ ১৮৮৮ উ: গ

'Self Portraits' কার বিখ্যাত ছবি?
ক পাবলো পিকাসো খ ভ্যান গগ্ গ ভিনসেন্ট ঘ লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি উ: খ

ভ্যান গগ্ কোন সময়ের চিত্রশিল্পে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন?
ক আঠারো শতক খ উনিশ শতক গ বিশ শতক ঘ একুশ শতক উ: গ

কোনো সুনির্দিষ্ট পর্ব ও মাত্রাসাম্য থাকে না কোনটিতে?
ক গদ্যছন্দে খ স্বরবৃত্তে গ লৌকিক ছন্দে ঘ মাত্রাবৃত্তে উ: ক

পাউন্ড-স্টার্লিং কোন দেশের সরকারি মুদ্রার নাম?
ক যুক্তরাষ্ট্র খ জাপান গ চীন ঘ যুক্তরাজ্য উ: ঘ

ক্যালিফোর্নিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কততম বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য?
ক দ্বিতীয় খ তৃতীয় গ চতুর্থ ঘ পঞ্চম উ: খ

১০. সোনা ও রুপার ওজন পরিমাপে হিসাবের একক হয়ে কাজ করে কোনটি?
ক ডলার খ দিনার গ মার্ক ঘ পাউন্ড উ: গ

১১. ডাল্লাস কী ধরনের নগরী?
ক নিরিবিলি খ ব্যস্ততম গ বিখ্যাত ঘ জনাকীর্ণ উ: ঘ

১২. টেক্সাস কী?
ক অঙ্গরাজ্য খ রাজ্য গ নগরী ঘ বন্দর উ: ক

১৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অঙ্গরাজ্য কোনটি?
ক মিসিসিপি খ টেক্সাস গ টেনিসি ঘ ডাল্লাস উ: গ

১৪. 'নরমুণ্ডের ক্রমাগত ব্যবহার' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক মানুষের মাথার ছবি দ্বারা আঁকা চিত্রশিল্প খ মানুষের মাথার সারি
গ চিন্তা বা বাণীর প্রকাশ ঘ মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী অসংখ্য শহিদের করোটি উ: ঘ

১৫. 'ছবি' কবিতায় কোন কাব্যতাত্ত্বিকের উল্লেখ রয়েছে?
ক প্লেটো খ অ্যারিস্টটল
গ সক্রেটিস ঘ শেক্সপিয়র উ: খ

১৬. কবি শিল্পকে কী বলে অভিহিত করেছেন?
ক জীবন খ সাহিত্য গ ঘটনা ঘ নকল উ: ঘ

১৭. 'স্টার্লিং' মূলত কী?
ক পাউন্ড খ ডলার গ টাকা ঘ অর্থ উ: ক

Step 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'মেক্সিস অথবা কালিফোর্নিয়া তার তুলনায় শিশুতোষ'– বলতে বোঝানো হয়েছে–
i. এদেশের অতুলনীয় সৌন্দর্য ii. দেশের প্রতি কবির মমত্ববোধ
iii. মেক্সিস, কালিফোর্নিয়ার সৌন্দর্য শিশুদের উপযোগী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
এসেছি আবার ফিরে..... রাতজাগা নির্বাসন শেষে
এসেছি জননী বঙ্গে স্বাধীনতা উড়িয়ে উড়িয়ে

০২. উদ্দীপকে 'ছবি' কবিতার যে ভাবগুলো প্রকাশিত হয়েছে তা হলো–
i. সুদীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ii. যুদ্ধকালীন মানুষের বিপর্যস্ত জীবন
iii. বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: খ

০৩. 'ছবি' কবিতায় কবি শিল্পকে নকল বলেছেন। কারণ–
i. শিল্প হচ্ছে জীবন বা ঘটনার অনুকরণ ii. শিল্প মানুষ কর্তৃক এক ধরনের কৃত্রিম সৃষ্টি
iii. শিল্প সৃষ্টি হয় অন্য শিল্পকে অনুকরণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ক

০৪. 'এই বিশাল ছবির জন্য ব্যবহৃত সব উপকরণ অকৃত্রিম'– এখানে 'বিশাল ছবি' হলো–
i. মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ ii. বাংলার বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য
iii. বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ক

০৫. ছবির মতো এই দেশে রয়েছে–
i. কৃত্রিম উপকরণ ii. বিষয়ের তীব্রতা iii. অকৃত্রিম রঙের ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: গ

০৬. এই বিশাল ছবির জন্য ব্যবহৃত উপকরণ–
i. অনিন্দ্যসুন্দর ii. বৈচিত্র্যময় iii. অকৃত্রিম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: ঘ

০৭. 'ছবি' কবিতায় 'খাঁটি আর্যবংশসম্ভূত শিল্পী' বলতে বোঝানো হয়েছে–
i. আর্যবংশজাত মানুষকে ii. মহামানবকে iii. শেখ মুজিবুর রহমানকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উ: গ

০৮. 'ছবি' কবিতায় বর্ণিত চিত্রশিল্পী ভ্যান গগ্ তাঁর ছবিতে ব্যবহার করতেন–
i. আকাশের নীল ii. প্রকৃতির রং iii. ফসলের সজীবতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উঃ ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
গত ডিসেম্বরে পুরো পরিবার নিয়ে সেন্টমার্টিনে বেড়াতে গিয়েছিলেন বাবলু মিঞা। আড়ম্বরহীন দরিদ্র মানুষের আবাসস্থল এই ছোটো দ্বীপে গিয়ে অভিভূত হয়ে গেলেন তিনি। পৃথিবীর অনেক দ্বীপ-দ্বীপান্তরের চেয়ে সেন্টমার্টিনের সৌন্দর্য তার কাছে অতুলনীয় বলে মনে হয়েছে।

০৯. 'ছবি' কবিতার আলোকে উদ্দীপকের সেন্টমার্টিনকে বলা যায়–
i. ছবির মতো দেশ ii. মনোহারী স্পট iii. অকৃত্রিম উপাদানের শিল্প
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উঃ ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
তাজমহলের সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়ে গেল মিন্টু। হাজার হাজার মানুষের বছরের পর বছর পরিশ্রমের পর নির্মিত হয়েছে এই অপরূপ স্থাপত্য শৈলী। মনে হয় এখনো সহস্র শিল্পীর তুলির নিপুণ আঁচড়।

১০. শ্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'ছবি' কবিতার লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে–
i. সৌন্দর্যের প্রগাঢ়তা ii. শৈল্পিক সৃষ্টি iii. শ্রমের সুফল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উঃ ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
"এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে
এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।"

১১. "উদ্দীপক ও 'ছবি' কবিতার মূল বিষয় ভাবনা অভিন্ন।"– আর তা হলো–
i. স্বদেশপ্রীতি ii. সৌন্দর্যপ্রীতি iii. ঐতিহ্যপ্রীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উঃ ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
১৯৭১ সালে ত্রিশ লক্ষ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা, পেয়েছি সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা এই বাংলাদেশ। বাংলার আবহমান সৌন্দর্যে মেশ মিশে আছে শহিদের রক্তের রং।

১২. উদ্দীপক ও 'ছবি' কবিতা উভয়ই–
i. বাংলাদেশের সৌন্দর্যের ধারক ii. মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক
iii. বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উঃ ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :
ভারতের কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে শ্রাবণের কাছে মনে হলো, এ যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা এক নিপুণ ছবি।

১৩. উদ্দীপকের 'শিল্পীর তুলি' উক্ত কবিতায় কার প্রতিনিধিত্ব করে?
ক কবিকে খ ত্রিশ লক্ষ কারিগরকে
গ ভ্যান গগ্‌কে ঘ আর্যবংশের শিল্পীকে উঃ ঘ

১৪. 'ওর ভেতরেও একটা গভীর সাজেশান আছে'– এই পঙ্‌ক্তিতে যা নিহিত আছে তা হলো–
i. চিন্তার নতুনত্ব ii. চিন্তার বিশেষত্ব iii. চিন্তার মর্মার্থ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii উঃ ঘ

Part 4 লিখিত অংশ

Step 1 জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

- মেক্সিস নগরটি যে নদীর তীরে অবস্থিত– মিসিসিপি।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের অন্যতম জনাকীর্ণ নগর– ডাল্লাস।
- ভ্যান গগের পূর্ণ নাম– ভিনসেন্ট উইলেম ভ্যান গগ্।
- ভ্যান গগের বিখ্যাত ছবি– 'Sunflowers'।
- থিম-এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়– একটি ছবির মৌলিক ও বিশ্বজনীন মূল্য প্রতিভাত হয়।
- 'ছবি' কবিতায় কবি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন– বিদেশিদের।
- কবি বিদেশিদের এদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন– ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তস্নাত সুন্দর এদেশ পরিদর্শনের জন্য।
- কবি বিদেশিদের যেমন আমন্ত্রণ জানিয়েছেন– উদার আমন্ত্রণ।
- কবি উদার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন– সবার জন্য।
- কবি এদেশকে অভিহিত করেছেন– ছবির মতো বলে।
- ছবির মতো এদেশে কবি বেড়িয়ে যেতে বলেছেন– একবার।
- এদেশে কেমন স্পট নেই বলে কবি উল্লেখ করেছেন– উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো মনোহারী স্পট।
- বিদেশিদের সঞ্চয়– স্ফীত।
- কবি তীব্রতার কথা বলেছেন– বিষয়ের।
- বিশাল ছবির সব উপকরণ– অকৃত্রিম।
- কারিগরেরা পরিশ্রম করেছেন– দীর্ঘ নয় মাস দিনরাত।
- এই ছবির অনেক জায়গার রং এখনো– কাঁচা।
- কাঁচা রঙে রয়েছে– আশ্চর্য গাঢ়তা।
- ভ্যান গগ্ আকাশ থেকে আনতেন– নীল রং।
- ছবিতে ক্রমাগত ব্যবহার করা হয়েছে– নরমুণ্ডের।
- নরমুণ্ডের ক্রমাগত ব্যবহারে আছে– একটা গভীর সাজেশান।
- নরমুণ্ডের ক্রমাগত ব্যবহার আসলে– এই ছবির মতো দেশের থিম।
- Aryan মানে– আর্য।
- কবিতায় উল্লেখ রয়েছে– খাঁটি আর্যবংশের।
- কবিতায় কবি নিজেকে প্রধান বলেছেন– পর্যটন দফতরের।
- ভ্যান গগ্ সোনালি রং তুলে আনতেন– শস্য থেকে।
- আঁকা ছবিতে সঞ্চারিত বিশেষ কোনো চিন্তা বা বাণীকেই চিত্রশিল্পে– থিম বলা হয়।
- কবি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন– তাঁর দেশে বেড়াতে আসার।
- কবি তাঁর দেশকে তুলনা করেছেন– ছবির সঙ্গে।
- 'ছবি' কবিতায় বিদেশি মুদ্রার নাম উল্লেখ আছে– তিনটি।
- 'ছবি' কবিতায় ব্যবহৃত বিদেশি মুদ্রাগুলোর নাম– ডলার, মার্ক, স্টার্লিং।
- 'ছবি' কবিতায় বিদেশি স্থানের নাম উল্লেখ আছে– তিনটি।
- 'ছবি' কবিতায় বিদেশি স্থানগুলোর নামগুলো– ডাল্লাস, মেক্সিস ও কালিফোর্নিয়া।
- কবি বিদেশি স্থানগুলোর সৌন্দর্যকে তাঁর দেশের তুলনায়– শিশুতোষ এর মতো বলেছেন।
- কবির মতে শিল্প মানেই– নকল।
- 'ছবি' কবিতায় উল্লেখ আছে– আর্যবংশের নাম ।
- 'ছবি' কবিতায় যে মহান শিল্পীর নাম উল্লেখ আছে– শিল্পী ভ্যান গগ্।
- কবির মতে ভ্যান গগ্ নীল তুলে এনে ব্যবহার করতেন– আকাশ থেকে।
- কবির মতে গভীর সাজেশন আছে– নরমুণ্ডের ক্রমাগত ব্যবহারের ভেতরে।
- 'ছবি' কবিতায় ছবি শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ– একটি দেশ।
- 'ছবি' কবিতায় যে দেশের ছবি রয়েছে– বাংলাদেশের।
- 'ছবি' কবিতায় ব্যবহৃত উপমা প্রয়োগে গঠিত বাক্য– ছবির মতো এই দেশে একবার বেড়িয়ে যান।
- 'ছবি' কবিতাটি আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচিত যে প্রকৃতির রচনা– সংলাপধর্মী।
- 'ডাল্লাস অথবা মেক্সিস অথবা কালিফোর্নিয়া তার তুলনায় শিশুতোষ' চরণটিতে 'তার' বলতে কবি বুঝিয়েছেন– বাংলাদেশের সৌন্দর্য।
- 'ছবি' কবিতায় কবি শিশুতোষ শব্দটি দ্বারা বুঝিয়েছেন– কম গুরুত্বপূর্ণ।
- কবি অকৃত্রিম বলেছেন– ছবিরূপি বাংলাদেশের নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণকে।
- বিস্তারিত বলার প্রসঙ্গে কবি যে শব্দটি একাধিকবার ব্যবহার করেছেন– খুলে বলা।
- 'এখনো অনেক জায়গায় রং কাঁচা– কিন্তু কী আশ্চর্য গাঢ় দেখেছেন?' চরণটির অর্থ– বাংলাদেশ এখনো পুরোপুরি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি; তবুও সম্ভাবনাময়।
- 'ছবি' কবিতায় কবির দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে যে চরণটির মাধ্যমে– শপথ করে বলতে পারি এমন গাঢ়তা দ্যাখেন নি!
- 'ছবি' কবিতায় ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ– স্পট, সাজেশান, থিম।
- কবি আবু হেনা মোস্তফা কামালের মতে ছবির মতো দেশের থিম– শহিদের আত্মত্যাগ।
- ভ্যান গগ্ এর বিখ্যাত চিত্রকর্ম– সানফ্লাওয়ার।
- 'কাঁচা' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ– অপরিপক্ব।
- কালজয়ী ছবি হিসেবে কবি নির্দেশ করেছেন– নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে।

CamScanner